মাসিক জগৎ

বার্ষিক সংখ্যা

1946
CALCUTTA CENTRAL LIBRARY. UNIVERSITY.

সাড়া পড়ে হঠাৎ নিদাঘের শুষ্ক মালঞ্চে। আকাশের বক্ষমহালে চলে নবঘনপটলের সমারোহ—গুরু গুরু গর্জ্জন, চপলার চকিত চমক। লজ্জানত মাধবীর বেণী দুলায়ে, কদমের কেশর লুটায়ে—যূথিকার পরিমল চুরি ক'রে শান্ত বাতাস হ'য়ে ওঠে অশান্ত-অধীর। কোন্ গোপন কথার কাণাঘুষা চলে আকাশে-বাতাসে। প্রিয়তমের পথ চেয়েথাকা বিরহিণীর শীর্ণ কমলের মতো মুখে ফুটে ওঠে আশার শতদল……'হিমকল্যাণ'-সিক্ত কাঁধ-চুমা চুলে বাঁধে কবরী সজল চোখের কোণে এঁকে দেয় কাজল : দূরে পাপিয়া ডাকে পিউ পিউ - পিয়া এলো--ওগো দোর খোলো - - - -

হিমকল্যাণ

মহানগরীর শ্রেষ্ঠ কবিরাজগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত
ভেষজবিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর আয়ুর্ব্বেদোক্ত কেশতৈল

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ • কলিকাতা

NK-28

সম্পাদক শ্রীমতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মূল্য এক টাকা

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে
আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩১

হেড অফিস : ভবানীপুর, কলিকাতা।

কলিকাতা শাখা : ডালহৌসী স্কোয়ার, বড়বাজার, নিউ মার্কেট, শিয়ালদহ, বেলেঘাটা।

: শাখাসমূহ :

বঙ্গদেশ	বিহার	আসাম
ঢাকা	ধানবাদ	গৌহাটী
নারায়ণগঞ্জ	কতিয়া	ডেবপুর
নিরকাশিয়া	হাজারীবাগ	তারালী
গোপালগঞ্জ	ঝরিয়া	শিলং
ময়মনসিংহ	পুরুলিয়া	
জলপাইগুড়ি	রাঁচী	
দার্জিলিং		ইউ, পি, সি, পি
বাঁকুড়া	উড়িষ্যা	বেনারস
বিহার	পুরী	জৌনপুর
পাটনা	কটক (চৌধুরীবাজার)	লাসপুর
ভাগলপুর	বেরহামপুর (মাদ্রাজ)	

: পে অফিস সমূহ :

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, কলেজ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, ইছাপুরা (ঢাকা), আসানসোল, মেদিনীপুর, ভাগলপুর, সম্বলপুর, কিরলেও (বিহার), খুরদা, কেন্দ্রাপাড়া, খুরদা রোড, আঙ্গুল, হাজারীবাগ, শিলিগুড়ি ও সোনপুর (ই, এস, এ)।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

টেলি : RAINBOW : Cal.
ফোন : পি, কে ২৬৮১

মিঃ বি, মুখার্জ্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

the new **GOSS** 1946

UNITUBE ROTARY PRESS

for economic production of quality newspapers

WE are now offering and booking orders for tubular Goss Unitube Rotary Newspaper Presses of the most advanced unit type for prompt delivery within 9—12 months at very attractive prices.

These GOSS UNITUBE PRESSES have already been booked for delivery within 8—10 months:

1 - 40 page 1o-line balcony type press with 2 folders, 2 drivers, 2 late news printing devices, 2 upper formers, automatic web tension control, unit reversal gears for colour printing, for a large Allahabad news-paper.

3 - 16 page In-line low construction, presses with 1 folder, 1 drive and complete stereo equipments for 3 Calcutta newspapers. Some of these presses are equipped with late news printing device, extra colour cylinders etc.

1 - 16 page In-line low construction press with 1 folder, 1 late news printing device, 1 drive and complete stereo equipment for a prominent Lucknow paper.

1 - 40 page twinned low-construction press with 2 folders, 2 c r o s s connected drives, 2 colour cylinders, automatic web tension control, unit reversal gears etc, for colour printing, for a large Delhi newspaper.

It will pay you to follow the lead of these prominent newspapers and we invite you to send us details of your press requirements for quotation and technical advice.

WE ALSO OFFER GOSS COX-O-TYPE FLATBED ROTARIES UPTO 16 PAGES
(6 BOOKED ALREADY)

PRINTING & INDUSTRIAL MACHINERY LTD.

DELHI BRANCH
23, Daryaganj, Delhi.

P-14, BENTINCK ST., CALCUTTA

Telegrams : 'PLATENPRES'.
Telephones : Cal. 2312 & 3767.

SOLE AGENTS FOR INDIA FOR GOSS PRINTING PRESS COMPANY, : : CHICAGO.

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

যুদ্ধের পূর্ব্বে যত ট্রেণ চলিত ও সাধারণের যাতায়াতের যে সকল সুযোগ ছিল এখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

নানা কারণে রেল কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের অবাধ ভ্রমণ ও ভ্রমণকালীন স্বাচ্ছন্দ্যবিধান সম্পর্কে তাঁহাদের পরিকল্পনা এখনও কার্য্যকরী করিতে পারেন নাই।

একান্ত আবশ্যক না হইলে আপনি রেল ভ্রমণ এখন স্থগিত রাখুন। ভবিষ্যতে আরামে ভ্রমণ করিবার সুযোগ পাইবেন।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। আমাদের নিবেদন	
২। বাংলার সমাধিবিধি পরিবর্তনা —শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ	
অর্থনীতি ক্ষেত্র —শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুমল্লিক	
৩। সমুদ্রের যে দিন আহ্বানিছে —শ্রীসৌরীন্দ্রলাল মিত্রমৌলী, বি-এল	
৪। বাহির হইতে বিদেশের আমদানী —শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, এম-এস-সি	
ভারতের সঙ্ঘ ও রাজস্ব-নীতি —অধ্যাপক বিমল সরকার, এম-এ	
ভারতীয় অর্থ-সচিব ও তাহার উন্নয়ন —শ্রীবরদীকান্ত চৌধুরী	
বৈদেশিক সওদা —ভূতুল দত্ত	
সমবায়িক পরিচালনা ও বিধিবিধান —সতীশ মুখোপাধ্যায়	
আন্তর্জাতিক মুদ্রা : রাষ্ট্র ও ব্যাঙ্ক —অধ্যাপক শ্রীকমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ	
পাট ও পাট-শিল্প —অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্র সরকার, এম-এ	৩৩
১২। বাংলা বইয়ের ব্যবসা —গোপাল ভৌমিক	
শিল্প, বিজ্ঞান ও জনসাধারণ —প্রফুল্লকুমার গোস্বামী, এম-এ	
১৩। ভারতীয় টাকার মূল্য	
১৪। মুদ্রাস্ফীতি পরিকল্পনার জীবন-বীমা —শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	
প্রাচীন বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যে মুদ্রার স্থান —অধ্যাপক শ্রীঅমিয়ভূষণ ভট্টাচার্য, এম-এ	
১৫। ভারতে শ্রমিক সমস্যা —সুকুমার মিত্র	
১৬। যুদ্ধোত্তর ভারতের অর্থ-নৈতিক সমস্যা —অধ্যাপক শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ	
১৭। কাউন্সিল বা পরিষদ —শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকারীন	
১৮। প্রকৃতির ও মূলধন সাধারণ্যবাদ —বিমল ঘোষ	
বাংলার চা-শিল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনা —শ্রীহেমন্তনাথ রায়	
১৯। ভারতের বন্দর —বিজন সেন	
৩৩ ও ৩৪ —শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৮৪

অর্থ-সঞ্চয়ের এই প্রকৃষ্ট সময়। আজই
আমাদের ব্যাঙ্কে একটি একাউণ্ট খুলুন

দি হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড অফিস : কমার্শিয়াল বিল্ডিংস, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম : ব্যাঙ্কটেক ফোন : ক্যাল ৪৮২৩

শাখাসমূহ—ঢাকা, বেনারস, বিলাসপুর (সি. পি.), চাইবাসা।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বিজ্ঞাপন সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা
[illegible] ৮৮
[illegible] ৯২
[illegible] ৯
[illegible] ৫৬
[illegible] ৫৭
[illegible] ৯৪
[illegible] ৯৬
[illegible] ৯৭
[illegible] ৯৯
[illegible] ৯৯
[illegible] ৯৯

উহা একটি ঘোষণা মাত্র—প্রসপেক্টাস নহে

এই সেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে—তবে উহা সুনিশ্চিতভাবে বুঝিতে হইবে যে, এই অনুমতি দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের কোম্পানীর কোন পরিচালকের অর্থনৈতিক সুদৃঢ়তা, উহার কোন বিশেষত্ব প্রকাশ অথবা উহা কর্তৃক প্রকাশিত কোন প্রস্তাবনার সম্বন্ধে কোন মতামত গ্রহণ করিতেছেন না।

দি ইণ্ডিয়ান স্পিনিং মিলস লিমিটেড

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে গঠিত)

অনুমোদিত মূলধন - - - ১০,০০,০০০৲ টাকা

প্রতি ১০ টাকা মূল্যের ৭৫,০০০টী অগ্রিমাণী সেয়ার এবং প্রতি ১০০৲ টাকা মূল্যের সরকারী বার্ষিক ৫৲ টাকা লাভের আয়করমুক্ত পারমিসিলেটিভ ও কিউমুলেটিভ ২০০০টী প্রেফারেন্স সেয়ারে বিভক্ত

বর্ত্তমান বিক্রয়ার্থ শেয়ার - ১০,০০,০০০৲ টাকা

এই সব সেয়ার শেয়ারের সমমূল্যে পাওয়া যাইবে এবং উহা সিলিসিলিভাবে পরিশোধযোগ্য।

অগ্রিমাণী সেয়ার—আবেদনের সহিত ২৲ এবং বিলিকৃত হইবার পর ৪৷৷০ টাকা।

প্রেফারেন্স শেয়ার—আবেদনের সহিত ২৫৲ টাকা এবং সেয়ার বিলিকৃত হইবার পর ২৫৲ টাকা।

এই উভয় শ্রেণীর সেয়ারের বাকী টাকা ডিরেক্টরগণ যে ভাবে 'কল' করিবেন সেই ভাবে দিতে হইবে। বিজ্ঞপ্তিপত্রে উল্লেখিত সেয়ার সমূহের মধ্যে ডিরেক্টরগণ এবং তাহাদের বন্ধুবর্গ ২,০০,০০০৲ টাকা মূল্যের সেয়ার গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

বর্ত্তমানে প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের ৬০,০০০ সেয়ার—মোটমাট ৬,০০,০০০৲ টাকা এবং প্রতি ১০০৲ টাকা মূল্যের ২০০০ প্রেফারেন্স সেয়ার—মোটমাট ২,০০০০০৲ টাকা মূল্যের সেয়ার জনসাধারণে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইল।

ডিরেক্টরগণ

১। মিঃ এস, সি, মুখার্জ্জি,
ব্যারেণ্ট ও ল্যাণ্ড মর্ট্ট।

২। মিঃ সি, এম, বিশ্বাস, ব্যবিহারী কালাচাঁদ বিশ্বাসের এজেণ্ট, শীতলমুখ মুদার ওয়ার্কস লিঃ ডিরেক্টর।

৩। মিঃ পি, এস, দত্ত, এসোসিয়েটেড কটন মিলস লিঃ ও ক্যালকাটা ক্লথ মার্কেটিং এসোসিয়েশন লিঃ ডিরেক্টর।

৪। মিঃ পি, সি, ব্যানার্জ্জি বি-এল, এটর্ণি-এট-ল। ডিরেক্টরগণের উইলের নিয়োজিত ট্রাষ্টিগণ লিঃ এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং কিলস লিঃ ও অন্যান্য কিলসের সলিসিটর-এডভোকেট।

৫। মিঃ এম, এস, দত্ত (মেসার্স বিশেষজ্ঞাল সরকার কোম্পানীর) কলিকাতা। টি এসোসিয়েশন টি ব্রোকার, শীতলমুখ মুদার ওয়ার্কস লিঃ ডিরেক্টর।

৬। মিঃ এস, সান্যাল মন্টেগুর সেল এণ্ড সার্ভিস কোম্পানীর আইনজীব, নিউমুখ ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ ম্যানেজিং এজেণ্টস।

৭। মিঃ মলিকমোহন সরকার, ডিরেক্টর কটন মিলসের ডিরেক্টর, বেঙ্গল ও আসাম ব্যবসায়ী, ১৩ বৃদ্ধিমান।

৮। মিঃ মনোজমোহন রায়, এম-এ-সি, এল-এল-বি (কৃষি ব্যবসায়ের বিশেষজ্ঞ)।

৯। মিঃ অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি-এল, এডভোকেট।

ম্যানেজিং এজেণ্টস

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন

ব্যাঙ্কার্স

দি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

ব্রোকার্স

(১) মেসার্স বিশেষজ্ঞাল সরকার, কলিকাতা টি এসোসিয়েশনের মেম্বার, ৮৯৷১ লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

(২) মেসার্স মতিলাল হালদারলিয়া, কলিকাতা টি এসোসিয়েশনের মেম্বার, ৮৯৷১ লায়ন্স রেঞ্জের ফ্লোর, কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড অফিস

৩৭এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবনা

কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশনে বর্ণিত উদ্দেশ্য এবং বিশেষভাবে মাদলার সুতাকাটা কল স্থাপন ও তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন ও শ্রেণির কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে বাঙ্গলার কাপড়ের যে অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের উহাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি পাইতে কি প্রকার অসুবিধার অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা বুঝা যাইতেছে। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন নিকটবর্ত্তী প্রদেশ, এই প্রদেশে সস্তায় অপরিচিত বস্ত্র পাওয়া যায় এবং উহাদের আনায় অনেক সুবিধা হইয়াছে। উহা সত্ত্বেও বাঙ্গলার যে কাপড়ের অভাব পরিলক্ষিত তাহা নিম্নের হিসাব দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ব্রহ্মদেশীয় তাঁতের বস্ত্র উৎপাদন বাঙ্গলার একটী বৈশিষ্ট্য—কিন্তু সুতার অভাবে এই প্রদেশে তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন অনেক কমিয়া গিয়াছে। এই প্রদেশে তাঁতীদের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের এবং সরবরাহের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত কোম্পানীর একটী বিশেষ সুবিধা এই হইবে যে—যে সময়ে প্রয়োজন বাঙ্গলার প্রয়োজনীয় তুলা সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র ভারতের এই কোম্পানী তাহার একটী বিরাট স্পিনিং কারখানা স্থাপন করিবেন।

কোম্পানী প্রথমে উহার কারখানায় ১০,০০০ টাকু বসাইবে বলিয়া করিয়াছেন। উহার পরে আধুনিকতম অন্যান্য যন্ত্রপাতির বসান হইবে। এখন প্রয়োজনীয় ইমারতী লাইসেন্সের প্রাইভেট-বিলি পাইবার উদ্দেশ্যে আবেদন করা হইয়াছে।

কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ প্রত্যেকেই উহাদের নিজ নিজ ব্যবসায়ক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছেন। উহাদের মধ্যে অনেকে কাপড়ের ব্যবসায়ের ও কাপড়ের কলের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

প্রাথমিক ব্যয়

রেজিষ্ট্রেশন ফি, মুদ্রণ ব্যয় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচসহ—বিশ্ব বিজ্ঞাপন খরচ বাদ—কোম্পানীর প্রাথমিক ব্যয়ের পরিমাণ অনুর্দ্ধ ৫০০০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কোম্পানীর কোন প্রস্তাবনাতে কোম্পানী প্রতিষ্ঠার পারিশ্রমিক হিসাবে কোন অর্থ দেওয়া হইবে না।

কার্য্য পরিচালনা

কোম্পানীর আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনে যে সব সর্ত্ত দেওয়া হইয়াছে তদনুযায়ী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনকে কোম্পানীর প্রথম ম্যানেজিং এজেণ্টস নিয়োগের জন্য একটী দৃষ্টি পত্র দেওয়া হইবে। কোম্পানীর রেজেষ্টার্ড অফিসে যে কোন দিন অফিস খোলা থাকার সময়ে উক্ত দৃষ্টিপত্রের নকল পরিদর্শন করা যাইবে।

সর্ব্বশেষ বিক্রীত শেয়ার

কোম্পানীর অন্যূন ১,০০,০০০৲ টাকা মূল্যের সেয়ার বিক্রীত হইবার পর ডিরেক্টরগণ উহা বিলি (allot) করিতে পারিবেন।

ভোটাধিকার

যে সমস্ত সভ্য সভায় ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইবেন তাঁহারা প্রত্যেকে হস্তোত্তোলন করিয়া একটী করিয়া ভোট দিতে পারিবেন। 'কল' দাবী করা হইলে ব্যক্তিগতভাবে অথবা প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহার প্রত্যেক সেয়ারের জন্য একটী করিয়া ভোটদানে অধিকারী হইবেন।

ডিরেক্টরদের যোগ্যতা ও পারিশ্রমিক

কোম্পানীর ৫০০০৲ টাকা মূল্যের সেয়ার ক্রয় না করিলে কেহ ডিরেক্টর হইবার যোগ্য হইবেন না। ডিরেক্টরগণ যাঁহাদের যে সব সময়ে কোম্পানীর কার্য্য পরিচালিত হইবে সেই সব সময় উপস্থিত হইলে প্রত্যেক সভায় জন্য ৫৲ টাকা করিয়া পারিশ্রমিক পাইবেন। কোম্পানীর লাভের তারতম্য ভেদে উহার প্রত্যেক অংশের নিট লাভের ½ হইতে ১ অংশ ডিরেক্টরগণ করিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে পারিবেন। যে সব ডিরেক্টর কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট বন্ধুক অথবা অন্যান্য ভাবে এই করিয়া পাইবেন না।

দালালী

কোম্পানীর উভয় শ্রেণীর সেয়ার বিক্রয় করিয়া দিলে এবং সেয়ারের আবেদনে উহাদের নাম থাকিলে প্রচলিত প্রথানুযায়ী যাহারা দালাল (Brokers) তাঁহারা শতকরা ৫৲ টাকা হারে দালালী পাইবেন।

বিবিধ

কোম্পানীর রেজেষ্টার্ড অফিসে প্রয়োজনীয় সেয়ারেওয়াস ও আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইবে। প্রয়োজনীয় রেজেষ্টার্ড অফিসে ১৲ টাকা মূল্য দিলে কোম্পানীর আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন ডুপ্লিকেট পাওয়া যাইবে।

শেয়ারের জন্য আবেদন

কোম্পানীর রেজেষ্টার্ড অফিসে অথবা কোম্পানীর ব্রোকারদের নিকট সেয়ার বিক্রয়ের আবেদনপত্র পাওয়া যাইবে।

এখনকার কমিটীর মত অতিরিক্ত সেয়ারের আবেদন গ্রাহ্য হইবে না।

হিন্দুস্থান ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :
১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনাকে কি কি সুবিধা দিতে পারে

(১) ক্লিয়ারিংয়ের সুবিধা　(২) হিসাবের সংগতি　(৩) কার্য্যে তৎপরতা
(৪) ব্যক্তিগত মনোযোগ　(৫) অর্থনৈতিক পরামর্শ　(৬) টিম রেমিট্যান্সের সুবিধা
(৭) বিল সংগ্রহের সুবিধা

ঘোষিত ডিভিডেণ্ড ৬% তহবিলের লিকুইডিটি ১৫%

সুদের হার

(১) চলতি হিসাব	১৲	৬ মাসের জন্য	৪%
(২) সেভিংস	২½%	১ বৎসরের জন্য	৪½%
(৩) স্থায়ী আমানত		২ বৎসরের জন্য	৫৲

উপযুক্ত জামিনে বিশেষতঃ ডি পি নোটে বিক্রয়যোগ্য শেয়ার কমার্শিয়াল বিল ডি স্টকের জামিনে ধার ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়।

শাখাসমূহ :
গৌহাটি, তেজপুর, নলবাড়ী, মাঝবাট, বর্দ্ধমান, জামসেদপুর।

BENGAL TRADERS' BANK LTD.

Head Office : **HAJIGANJ (TIPPERA)**

Estd. 1924

A FIRST GRADE NATIONAL INSTITUTION

Offers every kind of Banking Facilities

Branches
LOHAJANG (Dacca)
NARAYANGANJ

Calcutta Office :
107, Old China Bazar Street

Dividend paid upto 100% since inception

N. L. Kundu.
Director & General Manager.

R. C. Saha, B. L.
Managing Director

বিজ্ঞাপন	পৃষ্ঠা
কি, এম, এক্সচেঞ্জিয়ার্স লিঃ	১৮
কে, এম, ব্যাঙ্ক কোং লিঃ	৩৭
কে, সি, বুধ কোং	৫০
কোরিন্থিয়ান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৪৪
ক্যাপিটাল অপরচুনিটিজ লিঃ	৪৮
ক্যালকাটা ম্যাচিং ফ্যাক্টরীজ লিঃ	৩৪
ক্যান ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৭
লক্ষ্মীশ্রী ব্যাঙ্ক লিঃ	২৫ ফরওয়ার্ড
চাঁদরাজার কোং এণ্ড সন্স লিঃ	১৭
চিনাজলুর ব্যাঙ্ক লিঃ	৫৪
চেম্বার ইন্সিওরেন্স এণ্ড রেডিমেনেন্স লিঃ	১৫
সিটি ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্ক লিঃ	১১
ক্যাপিটাল ষ্টীল মিল্‌স্ লিঃ	২৫
ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল এণ্ড ষ্টক ব্রোকার্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ	৬৩
ক্যাপিটাল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৭
পাকিস্থান ষ্টীল মিল্‌স্ লিঃ	৭০
শিল্পলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ	৩৭
সেন্ট্রিফুগাল কোম্পিয়ান্স ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ	৬৯
প্যাসিফিক ব্যাঙ্ক লিঃ	৪১
প্রিন্টার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোম্পানী	১
প্রগতি ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৬
প্রতিভূত ব্যাঙ্কার্স লিঃ	৪১
ভাগ্যলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৩
ব্যাঙ্ক অব আসাম লিঃ	৪১
ব্যাঙ্ক অব বরোদা	২০
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ	১৪
ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়ন লিঃ	১
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ	৭৫
বঙ্গশ্রী ব্যাঙ্ক লিঃ	৪১
বেঙ্গল ক্যাপিটাল, ব্রোকার্স (১৯৪৮) লিঃ	৬০
বেঙ্গল ষ্টীল কর্পোরেশন এণ্ড মিল্‌স্ লিঃ	৭৯
বেঙ্গল ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ	৭
বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ	৪১
বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ	৩৯ ফরওয়ার্ড
বেঙ্গল সোপ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস	১২
বেঙ্গল সেফটি রিজার্ভ ইন্সিওরেন্স লিঃ	১৪
ভারত ব্যাঙ্কার্স ইউ ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৪
ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ	৪১
ভারত অনুন্নতি ব্রোকার্স লিঃ	৭১
মনীষা ম্যাচিং ফ্যাক্টরীজ লিঃ	৪৩
মহাজনী ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৯
মার্কেন্টাইল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৬
মুক্তাগাছা জমিদার ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৪
মৈত্র ব্রাদার্স এণ্ড কোং লিঃ	৪৪
যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৩
রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ	১০
রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক লিঃ	৪১
রূপী কেমিক্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ	১৯
রায়ন এণ্ড কোং	৩
লক্ষ্মীশ্রী ব্যাঙ্ক লিঃ	৫৩
লায়ন ট্রেডার্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ	৭৭
লিলি বিস্কুট কোং	১৮ ফরওয়ার্ড
লোয়ার্স্কা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৩
শিল্প ম্যাচিং ফ্যাক্টরীজ লিঃ	৫৭
শ্রীরাম সিমেন্টিড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ	৪৪
সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ	৩৩
সাদার্ণাইজ কার্পেট লিঃ	৬৪
সুবল চন্দ্র এণ্ড সন্স লিঃ	৫৮
সুবোধন ব্যাঙ্ক লিঃ	৫১
সিলেক্ট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৪
সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ	১৮
সেন্ট্রাল পাব্লিকেশন্স ব্যাঙ্ক লিঃ	৩৯
ব্যাঙ্কার্স ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৬৯
হিন্দ ক্যাপিটাল ব্যাঙ্ক লিঃ	১৮
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওর কোং লিঃ	৩৭
হিন্দুস্থান কার্বন, লিঃ	৭১
হিন্দুস্থান ক্যাপিটাল ব্যাঙ্ক লিঃ	৫
হিন্দুস্থান ট্রাস্ট ব্যাঙ্ক লিঃ	১
হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কার্স	১৮ ফরওয়ার্ড
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ	৩৬

টেলিগ্রাম :—ঊষার পথে

অরোরা ইনভেষ্টমেণ্ট

ট্রাষ্ট লিমিটেড

১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ট্রাষ্টের যাবতীয় অর্থ সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে খাটান হয়। শেয়ার, কোম্পানীর কাগজ ও সোণার গহণার উপর ধার দেওয়া হয়।

শীঘ্রই এই ট্রাষ্ট সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তিতে কাগজের কল, কাগজ ও সাবান শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে।

চেয়ারম্যান :

শ্রীআলোক নাথ রাগচী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

শ্রীকিতিশ চন্দ্র মিত্র

রূপছায়া লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস :
১০৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নূতন পরিকল্পনায় সংগঠিত নির্ভরযোগ্য চিত্র প্রতিষ্ঠান।

অনুমোদিত ও বিক্রয়ার্থ মূলধন
৫০০০০৲ (পাঁচ লক্ষ টাকা)

এখনও সমমূল্যে শেয়ার পাওয়া যায়।
সত্বর বিষয় এজেন্ট আবশ্যক।

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ফোন—বড়বাজার ৬৩৮২ কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

(নবম বর্ষ) | (বার্ষিক সংখ্যা)

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

আমাদের নিবেদন

'আর্থিক জগতের' নবম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে উহার বিশেষ বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হইল। ভারত সরকারের 'পেপার কন্ট্রোল ইকনমি অর্ডার' অনুযায়ী এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিবার অনুমতি পাইতে অনেক বিলম্ব হওয়াতে এবং আমাদের অভিপ্রায় মত আকারে এই সংখ্যা প্রকাশে গবর্ণমেণ্ট অনুমতি না দেওয়াতে বর্ত্তমান সংখ্যা অনেকাংশে ক্ষুদ্র কলেবরে এবং কিছু দেরীতে প্রকাশিত হইল। আশা করি পাঠকবর্গ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

প্রায় এক বৎসরকাল হইল বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে। যুদ্ধের ফলে ভীষণভাবে পরিচালনার ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, যানস্থানের অভাব, যানবাহনের অসুবিধা, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদির জন্য দেশের জনসাধারণ মাথার উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়াছিল, যুদ্ধাবসানে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে বলিয়া অনেকেই আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রায় এক বৎসর হইল যুদ্ধের অবসান ঘটিলেও লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় এতদ্রকার কিছুই হ্রাস পায় নাই। অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, গৃহ-সমস্যা, কাগজ ইত্যাদি এখনও দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। যুদ্ধের সুযোগে গবর্ণমেণ্ট দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর যে নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করিয়াছিলেন এখনও তাহা উঠাইয়া লওয়া হয় নাই। সর্ব্বোপরি বর্ত্তমানে সমগ্র দেশ আজ এক মন্বন্তরের সম্মুখীন উপস্থিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই দেশের অনেক স্থানে চা'লের দর মণপ্রতি ৪০ টাকায় উঠিয়াছে এবং অনেক স্থান হইতে অনশনে মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে।

যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সমূহ উন্নতি ঘটিবে বলিয়া যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও আশা ফলবতী হয় নাই। দেশের বহু ব্যক্তি জনসাধারণের প্রয়োজনীয় জোগ্য বস্তু উৎপাদনের উদ্দেশ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন বটে, কিন্তু উঁহারা শিল্প-কারখানার কলকব্জা পাইতেছেন না। এদিকে যুদ্ধাবসান হেতু ভারত সরকার, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ এবং আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে সামরিক ও বেসামরিক কাজে নিযুক্ত অসংখ্য অভিজ্ঞ কাজ হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। দেশের পরিত্যক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি চালু হইলে উহাদের অনেকে তাহাতে নিয়োজিত হইতে পারিত। কিন্তু শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি কবে যে মিলিল হইতে কলকব্জা পাইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। কাজেই দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার ব্যক্তি এবং উহাদের আয়ের উপর নির্ভরশীল অসংখ্য ব্যক্তি জীবনধারণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা সরকারী কাজে নিযুক্ত এবং যে সমস্ত ব্যক্তি কলকারখানায় কাজ করিয়া খাইত, তাহারাও উহাদের আয় যারা জীবিকার সংস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। এমন দেশের সর্ব্বত্র বেকারত্বের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। রেল বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, ডাকাখানা, ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানসমূহ, শিল্পকারখানা প্রভৃতি সমস্ত আজ কর্ম্মচারীর অভাবে বিপন্ন। উহার ফলে দেশের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের এই দারুণ অভাব আরও অধিকতর মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে।

দেশের রাজনৈতিক অকর্ম্মণ্যতা এবং দুর্নীতিপরায়ণতাই যে এই অবস্থার জন্য দায়ী তাহা নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ—যে সব দেশে লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধকার্য্য হইতে অবসর লইয়াছে, সেই সব দেশে বেকার-সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া কিন্তু শুনা যাইতেছে না। কারণ এই সব দেশে যাহারা যুদ্ধকার্য্য হইতে অবসর হইয়াছে তাহারা দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত হইতেছে। উহার ফলে গত এক বৎসরকালের মধ্যে ঐ সব দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদনে আশাতীত উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ফলে ঐ সব দেশে খাদ্যাভাব, বাসস্থানের অভাব, যানবাহনের অভাব বা জীবনযাত্রার ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হইয়াছে—অধিকন্তু ঐ সব দেশে বর্ত্তমানে উৎপাদন, এমিয়া, আফ্রিকা সর্ব্বত্র অত্যধিক চড়া দামে ক্রেতার ও উৎপাদক দেশসমূহ বস্তুগুলি কিনিয়া ও উৎপাদক দেশসমূহ বস্তুগুলি বিপুল পরিমাণে রপ্তানী করিয়া বিপুল পরিমাণে লাভ করিতেছে। তাহাদের যানবাহনশক্তি যদি ঐ সব দেশের শাসনকর্ত্তাদের মত দক্ষ ও সক্রিয়ভাবে হইতেন, তাহা হইলে ভারতের জনসাধারণ আজ প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিষের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইত এবং ভারতকে পুনরায় আর এক মন্বন্তরের সম্মুখীন হইতে হইত না।

বর্ত্তমানে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উদ্যম হইতে ভারতের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অনেক সমালোচনা হইয়াছে। উহার প্রধান অভাব এই যে, উহার ফলে ভারতের শুল্কনীতি, মুদ্রানীতি, ট্যাক্সনীতি, যানবাহননীতি ইত্যাদি সমগ্র ভারতের জনসাধারণের কল্যাণ লক্ষ্য করিয়া সুসমঞ্জসভাবে পরিচালিত হওয়ার পথ রুদ্ধ হইবে। কাজেই ভারতের ভবিষ্যৎ যে খুব আশাপ্রদ, তাহা বলিতে পারি না। তবে আমরা একথা বিশ্বাস করি যে, ভারতের বিভিন্ন দল ও বিভিন্ন সম্প্রদায় যদি দল ও সম্প্রদায়গত স্বার্থ পোছনে রাখিয়া দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ স্বার্থকে প্রাধান্য দেন, তাহা হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনায় যে সব ফাঁক রহিয়াছে তাহা বিদূরিত করা সহজেই সম্ভবপর হইবে। তাহা হইলেই দেশে এমন একটী দক্ষ ও সক্রিয়ভাবে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হইবে যাহা দেশের জনসাধারণের সুখ-দুর্দ্দশায় আশু প্রতিকারে সাধনে সমর্থ হইবে। 'আর্থিক জগতের' নবজন্মের প্রারম্ভে আমরা এই আশাই পোষণ করিতেছি।

বাঙ্গলার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পরিকল্পনা রচিত হইবার পর বহু কাল পূর্বে বাঙ্গলার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনানুযায়ী কাজ এখনো প্রায় কিছুই আরম্ভ হয় নাই এবং ইহার কার্য্যকরণের সম্ভাবনা যাহাই থাকুক না কেন, আমাদী পাঁচ বৎসরে যে ইহার প্রথম অংশ বাঙ্গলা সরকারের আর্থনীতিক উন্নতি করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই দিক হইতে এই পরিকল্পনার বিস্তৃত আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিভিন্ন বিভাগের জন্য যে অর্থবরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা হইতেই বাঙ্গলা সরকার কোন্ বিভাগের উপর কিরূপ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন তাহার একটী মোটামুটী ধারণা করা যায়।

	পাঁচ বৎসরের বরাদ্দ
খাদ্য ও দুর্ভিক্ষ	২০.৪ কোটী টাকা
কৃষি	১৩.১ " "
কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা	৮.৪ "
শিল্প	৫.৪ "
শিল্পশিক্ষা ও গবেষণা	১.৬ "
স্বাস্থ্যরক্ষার ও স্বাস্থ্য	১৪.৪
শিক্ষা (general education)	১৩.৯
সমবায় ও ঋণদান	৪.৪
সেচ, জলনিকাশ ও বাস্তুবাটী	৭৪.৭
মুসলমানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নতি	৫.০
মোট	১৬৮.৪

যে প্রদেশের বার্ষিক আয় (১৯৪৪-৪৫) মাত্র ৫৮.৮ কোটী এবং যার ৪০.৩ কোটী, তাহাকে পাঁচ বৎসরে ১৬৮ কোটী টাকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করা সাহসের কথা। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার সাহসী হইয়াছেন অনেকটা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য লাভের আশায় এবং অনেকটা আজকে প্রদেশের পরিকল্পনার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করার জন্য। আশা হইতেছে এই পরিকল্পনার বাঙ্গলার অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলি সমাধান করিবার জন্য কিরূপ আয়োজনের ব্যবস্থা হইয়াছে সেই দিক হইতে ইহা বিচার করিতে হইবে।

প্রথমেই দেখা যায় বাঙ্গলা সরকার বিভিন্ন বিভাগের উন্নতির উপর এই ভাবে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন :—

	সমগ্র ব্যয়ের অংশ
সেচ ও জলনিকাশ	৪৭.৯ %
কৃষি ও কৃষিশিক্ষা	১০ "
শিল্প ও খাদ্য	১৫.১ "
স্বাস্থ্যরক্ষার ও স্বাস্থ্য	৮.৪ "
শিক্ষা (general education)	৮ "
মুসলমানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিক্ষা	৩.১ "
শিল্প ও শিল্পশিক্ষা	৩ "
সমবায় ও ঋণদান	২.৬ "

এই তালিকা আলোচনা করে সমস্যাগুলির মূলিয়ানার কথা মনে হইবে। সেচ, জলনিকাশ এবং দুর্ভিক্ষনিবারণ একান্ত বাঞ্ছনীয় হইলেও পাঁচ বৎসরের বাজেটের প্রায় অর্দ্ধেক ঐ কাজে নিয়োজিত করা মোটেই ঠিক হয় নাই। বাঙ্গলার জনসাধারণের শতকরা ৭০ জন কৃষির উপর নির্ভরশীল। সে হিসাবে কৃষির উন্নতিকল্পে ব্যয়বরাদ্দ নিতান্ত স্বল্প অভিযোগ করিতেছে। কিন্তু আমার মনেই আসল ও তাহাদের ব্যয়বরাদ্দ সাহসজনীয় হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহা যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিপন্থী, তাহা মোটে মূল করিবে না। নিত্য-প্রতিদিন কাজ এত অল্প হইলে তখনও সমর্থনীয় হইতে পারে না। যে দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা শতকরা ৭।৮ জনের বেশী নয় সে দেশে শিক্ষার জন্য আরও অনেক বেশী ব্যয় করা উচিত ছিল। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন এই পরিকল্পনার মধ্যে যে বিশেষ স্থান পায় নাই তাহা বলা বাহুল্য। পরিকল্পনার ভূমিকায় অবশ্য বলা হইয়াছে যে, ২০ বৎসরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইবে, কিন্তু প্রথম পাঁচ বৎসরে তাহার কোন্ সম্ভব হইবে বলা হয় নাই। ২০ বৎসরে ১০,০০০ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হইবে ৫১৫,০০০ শিক্ষকের। এই কাজে মোট ব্যয় হইবে ৩৭; কোটী টাকা, কিন্তিবন্দী ও আনুষঙ্গিক বিভিন্নের জন্য এবং ২০ বৎসর পর প্রতিবৎসর ব্যয় হইবে ১৯ কোটী টাকা। এই ব্যয়বরাদ্দের হিসাব কি ভাবে করা হইয়াছে আমাদের জানা নাই, তবে আমাদের মনে হয় প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক কম ধরিয়াই উহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য বরাদ্দগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাঙ্গলা সরকার বৃহৎ শিল্প গঠনের মোটেই পক্ষপাতী নহেন। বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য কতকগুলি ছাত্র ও সরকারী কর্মচারীকে পাঠাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্তমান শিল্প বা ভবিষ্যৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষভাবে উন্নত করিবার বিষয় পরিকল্পনা নাই। ছোট খাট বা কুটির শিল্পের উন্নতির জন্যও বিশেষ কোন প্রয়াস নাই। বেঙ্গল-সুপ্লের সাহায্যার্থে একটী সবেদের ব্যবস্থা এবং কলিকাতার সন্নিকটে একটী কেমু-শিল্প চালাবার ব্যবস্থা স্থাপন করিবার কথা আছে মাত্র। কিন্তু আমাদের কার্য্যকরী হইবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তেমন শিল্প গঠনের ও উন্নত করিবার জন্য অবশ্য অনেকগুলি প্রস্তাব আছে। ইহা যথাযথ শিল্পসংগঠন বলিতে যাহা বুঝায় সেদিকের আর কোন ঝোঁক নাই। মোটের উপর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটী প্রগতিশীল শিল্পনীতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

আমরা অনেক সময়েই শুনিয়া থাকি যে, পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণই উহার উদ্দেশ্য ও কার্য্যকরিতার মাপকাঠি নয়। বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পনার এখন অনেক ব্যয়-বরাদ্দ দেখা যায় যাহা সমর্থনযোগ্য নহে। প্রদেশের প্রকৃতপক্ষে যাহা যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় তাহাদিগকে বাদ দিয়া বহুত সরকার, তাহা সমাই যাইতেছে। সেই জন্য সমস্যের আগে প্রয়োজন হইল একটী সুচিন্তিত কর্মনীতি স্থির করা এবং তাহার পর সেই অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনার রচনা। প্রাদেশিক প্রয়োজন খুব প্রকাণ্ড হইলেও আমাদের আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ে এবং তীব্রতার আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়েই কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। এইরূপ বিভাগ একটী বা কয়েকটী বিভাগের অধিকাংশ অর্থ নিয়োজিত হইলে আমাদের সমস্যাগুলির খুব সমাধান হওয়ার হইতে পারে না। বিভিন্ন বিভাগ ও বিভিন্ন প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারে যে একটী সামঞ্জস্য অনুসরণ করা প্রয়োজন তাহা সাধারণ কর্মনীতিরই মূলসূত্র।

প্রথমতঃ কর্মনীতির কথা। ১৯৪৪ সনের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার নিম্নোক্তরূপ একটী বিস্তৃত কর্মনীতি বিশেষ একটী বিবৃতিতে প্রকাশ করেন। উহার মূলসূত্রগুলি এই :—

(১) ভারত সরকার সমস্ত ভারতের প্রণালীবদ্ধ শিল্প বিকাশের জন্য অনেক দিক দিয়া নিয়ন্ত্রণ-বিধানের কেন্দ্রীভূত থাকিবেন।

(২) এই উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বিত হইবে :—

(ক) কতকগুলি শিল্প—যেমন খনিজ বায়ু, লৌহ ও ইস্পাত, জাহাজ নির্মাণ, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে। একটী লাইসেন্সিং বোর্ড (Licensing Board) প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাহার অনুমোদন বা সুপারিশ অনুসারে এই সব শিল্পের অধিকৃত প্রসার নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(খ) যে সব শিল্প দেশের সাধারণ বা জাতীয় জীবনের পক্ষে অত্যন্ত মূলবান্ বা যে সব শিল্পে রক্ষা-ব্যবস্থা (Tax element) রহিয়াছে, যেমন—কাপড় শিল্প, সেই সব শিল্প জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে। অর্থাৎ, সরকারই সেই শিল্পগুলি পরিচালনা করিবেন।

(গ) নিম্নোক্ত কাজ করিবার জন্য সরকারকে প্রভূত সাহায্য দিতে হবে এবং প্রস্তুত থাকিবেন :—বিদেশী দ্রব্যের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সংরক্ষণ বা protection; কোন কোন শিল্পের মূলধনের ক্রমবর্দ্ধমান সরকারী অংশ গ্রহণ করা; কোন কোন শিল্পে শুল্কমান নির্দ্ধারিত করা, যাহাতে সরকারী অংশ গ্রহণ করা যায়; শিল্পশিক্ষা ও গবেষণার উন্নতির জন্য আর্থিক সাহায্য করা; সরকারী প্রয়োজনে দেশীয় শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য সুবিধাজনক মূল্যে ক্রয় করা এবং বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী ব্যাপারে সাহায্য করা ইত্যাদি।

(ঘ) ভারত সরকার শিল্প প্রসারের নিমিত্ত একটী Industrial Investment Corporation বা শিল্প ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

এই শিল্পনীতি এখনো কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। তবে দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন প্রাদেশিক পরিকল্পনা মোটামুটিভাবে এই নীতিটিই মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই নীতির কোন

আগামী পরিকল্পনা কাজে পরিণত করিতে এখনো প্রকাশ করেন নাই। তাহাই উহার ফলাফল প্রাদেশিক সংবিধানের নিম্ন পরিকল্পনার উপর নির্ভর করিবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। বাংলা সরকার নিম্নলিখিত নিম্নশীর্ষি সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন এবং সম্প্রতি যে মন্তিসভা গঠিত হইতেছে উহাদের এই প্রশ্নটি মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা করিবেন। যে লক্ষ্যাধিকী পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে তাহা যে এইরূপ একটি প্রাদেশিক নিম্নশীর্ষির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার উপর বর্তমান মন্ত্রী-মিশন অনেকের ধারণানুযায়ী সম্প্রতি যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ১৯৫৫ সনের শাসনতন্ত্রের চেয়ে অনেক বিষ দিয়া প্রসারিত হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। তাহাই প্রাদেশিক নিম্নশীর্ষির নূতন করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দিকেই বাজার সম্ভব পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে। এই শীর্ষি যে প্রাদেশিক আমদানি, পরিচ্ছন্ন পানীয় জলের ব্যবস্থা, কৃষিজ ও বিদ্যুৎশক্তির সরবরাহ, যাতায়াতের সুবিধা, কাঁচা মালের সরবরাহ ইত্যাদির উপর অনেকখানি নির্ভর করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রস্তাবগুলি প্রদেশে কোনোরূপ প্রাদেশিক আত্মনির্ভরতাবোধ উদ্ভূত হইয়া উঠিয়াছে বা উঠিতেছে তাহাতে মনে হয়, ভবিষ্যতে আন্তঃপ্রাদেশিক সংযোগিতার অভাব বিশেষ করিয়া অনুভূত হইবে। তাহাই প্রাদেশিক কৃষি ও শিল্পের উন্নতি যে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ভিত্তিতেই পরিচালিত হইবে, তাহা অনুমান করা যায়।

অন্যান্য প্রদেশে এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই বিশেষভাবে সচেতন হইয়াছে। নিম্নোক্তটি ব্যাপারে রাজ্যের পরিকল্পনার নীতির বিষয়টি আমাদের সামান্য বিস্তার আছে হইতে মনে হয়, রাজ্যের আকার সরকারের সংকল্পিত নিম্নশীর্ষি আশিয়া লইয়াছে। যাহাতে সরকার নিম্নশিল্পকে সরকারী নীতির দৃষ্টি-ভঙ্গি অনুযায়ী চালিতে আনা করিতেন। (১) কতকগুলি শিল্প প্রাদেশিক সরকার সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবেন এবং সরকারী অর্থে পরিচালিত করিবেন। (২) কতকগুলি শিল্পে বেসরকারী নিয়ন্ত্রণ ও মূলধনের প্রভাব আংশিকভাবে থাকিবে; (৩) কতকগুলি শিল্পে বেসরকারী নিয়ন্ত্রণ ও মূলধনের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে থাকিবে, এবং প্রাদেশিক সরকারের প্রয়োজন হইলে মূলধনের আংশ গ্রহণ করিতে পারেন, এবং ডিরেক্টর বোর্ডে সরকারী প্রতিনিধির যোগ করিতে পারেন। (৪) কতকগুলি বেসরকারী প্রভাবের উপরেই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, তবে সরকারের চৌকিদারী ব্যাপারে সহায়তা ও উপদেশ দিবেন। বাংলার কতক এইরূপ একটি শিল্পনীতির বিশেষ প্রয়োজন আছে।

আর্থিক আদমসুমারের দিক দিয়া বাংলা অন্যান্য অনেক প্রদেশের মত অগ্রসর নয়। মূলধন কয়েক বৎসরে ব্যাঙ্কাস, মুক্তহস্তের, সাহায্য, বোম্বাই শিল্প ও ব্যবসায়ের আয় অনেক বাড়িয়াছে এবং তাহার ফলে তাহাদের সঞ্চয়ের ব্যয়ে অনেক অর্থ জমিয়াছে যাহার সাহায্যে সুলভ্যে তারা শুরুতর উন্নতি করিতে পারে। কিন্তু বাংলার আয় বৃদ্ধি পাইবার পর তাহার চেয়ে অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে বিগত কয়েক বৎসরে বাড়তির পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রধান প্রধান কয়েকটি প্রদেশের আয় এইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে :—

	১৯৩৯-৪০	১৯৪৬-৪৭
মাদ্রাজ	১৬'১ কোটি	৪১'৫ কোটি
বোম্বে	১৮'৫ "	৩৮'২ "
বাংলা	১৪'৮	৩১'২
যুক্তপ্রদেশ	১৪'৩ "	২৯'১
পাঞ্জাব	১১'২	২১'৩
দিল্লি	৩'৭	৮'৫
বিহার	৭'২	১৫'৯

অন্যান্য প্রদেশের আয় অনেক বেশ বাড়িবার সম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু বাংলার আয় বাড়িয়াই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সনে বাংলার বাজেটে ৩'৫ কোটি টাকা ঘাটতি ধরিয়াছিল এবং ১৯৪৭-৪৮ সনে ৯'৫ কোটি টাকার ঘাটতি আশঙ্কা করা যাইতেছে। যে ফলে ১৯৪৭-৪৮ সনে শীমার ও উদ্বৃত্ত ধরিয়া ধরিয়া অন্যান্য সমস্ত প্রদেশেই বাড়তির হিসাব দেখা যায়। একটি ব্যাপক পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার পূর্বে যে এইরূপ আর্থিক টানা মোটেই অনুকূল নহে তাহা বলা বাহুল্য। তাহাই একদিকে যেমন বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রচেষ্টা চলিবে, অন্য দিকে তেমনি ব্যয়-সংকোচের দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। পরিকল্পনা যতই সমীহীন হউক না কেন তাহার কার্যকরিতা নির্ভর করিবে আর্থিক সঙ্গতির উপরই বেশী।

উপযুক্ত সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে। যে দেশে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষের ফলে শুধু অন্তর্বাণিজ্যগুলিই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে সে দেশে যে উপযুক্ত সাহায্যের কোন বিশেষ অভিযোগ উঠিবে না তাহা আশা অনুমান করা যায়। তবুও একথা উল্লেখ করিতে হইবে না যে, পাকিস্তানের কয়েকটি সম্পদ এবং সম্ভাবনা এবং সম্ভাবনা আছে।

আয় বুঝে ব্যয় করুন

আপনাকে আপনার আপনি

হয়ত কাজকর্মে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার মত মোটেই সময় হয় না।

নিজের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে ঘুষিতে পড়তে হয় ও চুক্তিতা ভোগ করতে হয়।

সময়ও পেতে পারেন অথচ আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনর্থক চুক্তিতার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন যদি আপনি—

ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়ন লিঃ

এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাজ কারবার উহার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হইতে প্রায়শাই আপনাকে পাশ বহির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে বিবরণ দেবে তা' থেকে আপনি সব তাই আপনার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেবহাল থাকতে পারেন।

এ সম্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে লিখুন :—

মিঃ আর, এম্, মিত্র, বি এ, এ আই আই বি

—: ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—

পি-৭নং মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা।

দি জি এস এম্পোরিয়াম লিঃ

নগদ টাকা হাতে না রাখিয়া ব্যাঙ্কে মূলধনকারী বিস্তৃত কোম্পানীর শেয়ারে বিনিয়োগ করুন। জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করিবার জন্য আমরা আরো ২৫,০০০ দশ টাকা মূল্যের নতুন শেয়ার সম-মূল্যে বিক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছি।

অনুমোদিত মূলধন : দশ লক্ষ টাকা
বিক্রয়ার্থ মূলধন : পাঁচ লক্ষ টাকা

আমাদের ক্রমোন্নতির বিভিন্নমুখি অঙ্কগুলির উপর লক্ষ্য রাখুন :—

বৎসর	বিক্রীত মূলধন	কার্যকরী তহবিল		লেনদেনী লাভ
১৯৫৩	৩,৮০০৲	৫৬,৫০০৲	১২,০০০৲	
১৯৫৪	৩,৮০০৲	৪৮,০০০৲	৭২,০০০৲	
১৯৫৫	৪৭,৪৪০৲	১,৭৫,০০০৲	৫,০১,০০০৲	
১৯৫৬	৭৬,৪৪০৲	৩,৭৬,০০০৲	৫,৪৯,৫৮০৲	১৯,৭৫০৲
১৯৫৭	৭৬,৪৪০৲	৪,৫৫,০০০৲	১০,১৭,০০০৲	১,১৫,১৯০৲
১৯৫৮	৭৬,৪৪০৲	৫,৭৪,০০০৲	১৫,৭৭,৩৭০৲	১,৫৯,১৭০৲

ইতিমধ্যেই ১,২৮,০০০ টাকার উপরে লেনদেন বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। শেষ ছয় বৎসরে যেমন প্রতি শত টাকায় উপর ৪১।০ (চতুরত্রিশ টাকা চার আনা) ডিভিডেণ্ড দানের প্রতি লেনদেনেও সেরূপ হইয়াছে।

আমাদের এই প্রতিষ্ঠান আজ ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া দেশীয় শিল্পোদ্যোগে শক্তি জোগানোর ও দেশীয় কারখানাসমূহের ও জনসাধারণের সহায় ও সহযোগিতা লইয়া অগ্রসর হইতেছে। দেশের প্রয়োজন লইয়া গবেষণার ফলে আমরা বিভিন্ন কল কারখানার জন্য যন্ত্রপাতি আনিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। আমদানী-রপ্তানী ব্যবসা সুবিধাজনক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য সম্প্রতি বিভিন্ন অফিস খোলাইবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। অভিজ্ঞ ব্যবসায়িগণ ও কর্মিবৃন্দকে লইয়া বিশেষ বিশেষ শাখা গঠন। আমরা আশা করি আমাদের এই আবেদনে অংশিদারগণ আমাদের সহায় হইবেন এবং লেনদেনের মধ্যে বিক্রীত হইয়া যাইবে।

লেনদেনের আবেদন করুন, প্রসপেক্টাস্ ও অন্যান্য বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত যে কোন স্থানে আবেদন করুন :—

—ব্যাঙ্কার্স বিভাগ—

১। দি জি এস্, এম্পোরিয়াম লিঃ
১২, ডিকসন এভিনিউ, কলিকাতা।

অথবা

২। কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
১৮৮ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অথবা

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বাংলা, সিয়াহ, আসাম এবং বোম্বাই প্রদেশের যে কোন শাখাসমূহে।

আমাদের অন্যান্য ব্যাঙ্কার্স :—

১। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ, কানপুর (ইউ, পি)—কানপুর।
২। ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়ন লিঃ, সি-৭ বিল্ডিং কো, এক্সচেঞ্জ—কলিকাতা।
৩। ধনলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ, ১১৩, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।
৪। সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ—কলেজষ্ট্রীট।

—অডিটার্স—

ভগত এণ্ড মিত্র
চার্টার্ড একাউন্ট্যাণ্টস্ ও অডিটার্স
সি-১২, বিল্ডিং কো এক্সচেঞ্জ, কলিকাতা।

রায় এণ্ড রায় চৌ
৮/৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা;

—সলিসিটার্স—

মিঃ বি এন্ মাখারিয়া
৭, ওল্ড কোর্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাকযোগে প্রসপেক্টাস্ ও দরখাস্তপত্রাদি অবিলম্বে ও সানন্দে প্রেরিত হইবে। কোম্পানীর হেড অফিসে আবেদন করুন।

ফোন : লাইন ৪ খাস্ স্থাপিত—১৯৩০ তার :
কলিকাতা কলি : ৫৭১১-১৪৭৮

গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :
২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ :

চেয়ারম্যান :
রায় কে, এন, মুখার্জি, বাহাদুর,
সলিসিটর ট্রাস্টার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর, কলিঃ।

মিঃ নীরদনারায়ণ চৌধ, ভাইস চেয়ারম্যান, মুর্শিদাবাদ।
মিঃ বি, কে, রায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কলিকাতা।
ঠাকুর কে, কে, সিংহ, মহারাজা বাহাদুর, কিষ্ণগড়।
মিঃ পঙ্কজকুমার মাজুমদার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আলিপুর।
মিঃ অমিয়ভূষণ ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান ও ম্যানেজার, বর্ধমান।
মিঃ সুলতান আমদ, ম্যানেজার ও অনারারী সেক্রেটারী, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, কলিঃ।
মিঃ আই, এম, চ্যাটার্জি, ম্যানেজার, ইন্ডিয়ান মিরর, কলিকাতা।
মিঃ এস, ভট্টাচার্য্য, ভাইস চেয়ারম্যান ও ম্যানেজার, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—মিঃ জগদীশচন্দ্র মুখার্জী,

৪ শাখা সমূহ ৪

আগরতলা, বেলঘরিয়া, ভাদুঘাড়, বনগাঁওপুর (কলিকাতা), বর্ধমান, চুঁচুড়া, ঢাকা, গাইঘাটা, গঙ্গাসাগর, কাঞ্চনপুর (মিদনাপুর), খুলনা, রাজশাহী (বাংলাদেশ), মেহেরপুর (নদীয়া), মৈমনসিংহ, মেমারি, পুর্ণিয়া, রায়গঞ্জ, রাঁচী, শ্রীরামপুর, সিয়ালদহ, উলুবেড়িয়া (হাওড়া), বাগেরহাট।

ডাকাই-এজেন্সীসমূহ (বাংলায়)।

ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করা
সকল সময়েই নিরাপদ

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে বীমা করুন

দি ক্যালকাটা প্রভিডেণ্ট

কোং লিঃ
২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর্থিক জগৎ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার

স্বর্ণমন্দির স্বামীর নিকাহ হবে করিয়া "হৌসীবেগম" হইয়া "বধূ আলমগীর" হইতে পারি নাই। প্রথম যৌবনে একবার এক বৈরাগী বড়ম সহিত সে যোগী করিয়াছিলাম। ঐতিহাসিক কথা মুক্ত ও বিবেকোদ্রেকের সঞ্চারণী পত্রিকা, সঞ্চারণী না হইলে দেখের দেয়া করার অর্থ হয় না। কেবল স্বাধীই নহে, উপস্থিতি চাই। অবের পরিবর্তনের পর দেবরাজের দুই বন্ধু নিকটে গুরুত্বাস করিলাম। দেবরা কালের কাছে পূর্বাহ্নই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। ১৯ মাইল হাঁটিয়া বেশ যৌবনে আসিলাম। বাজারে আসিবার সিকিই মাথা ঘুরাইয়া পাঁচী সন্ধ্যালী হইলাম। আসিয়া হইয়া আসিলুমের পথে আসিলাম। পাছে পাছালালি আসিতে হয়, এই ভয়ে শ্রীমন্তক্ষ হিসাবে বিনা আসিলাসের সহিত দেখা করিলাম না। বর্ষাকালের বাড়ি, শ্রীশ্রীবিষ্ণুর অন্তিমে বিনা গ্রাম করি, অন্যান্য পথার যাহে বলিয়া বর্ষিকা তুলি। তা ভাই যোগেশের কথা মনে পড়িলে, দুর্জনতা দূর করিবার জন্য 'বিবেক-কুঠারাদি' পাই আসি। একদিন সন্ধান পুঁছে, এক প্রৌঢ়া অন্নদাইলা আমাদের দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—ইনারা বন্ধনের মেয়ে দেখিতেই যে তত বেহায়া, বিলাস করিয়া বলিলেন। অন্যান্য মায়ের কথা মনে করাইয়া দিলেন। বাড়িতে আসিয়া কথা করিয়া একটু মাইজীর জন্মীতে বসিলাম, যা আইনাল অন্তর, যেন ভুল ভঙ্গ না হয়। অন্ন মুছিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

রাত্রে দুই বন্ধুকে কথা। সুধাময় হইলেও কাহিনী নয়। বন্ধু বলিল, আমিও তাই ভাবিতেছি। এবারে মাতা হলনা করিবে। মহিলার পথার যাহে মায়ের কোথায়, মায়ের মুখ বড় বেশী করিয়া মনে পড়ে। বন্ধু বলিল "আমিনী আক্তার" হইতে বড় বড় লাভুরা আন্তরিক করিতে পারেন নাই, দুই একদিনে বোঝা হইবে? অনেক সমালোচনার পর স্থির হইল, এবারে মন করিবেন। পরিচয় আমার মাতা মুক্ত। সৌখানিক ও আধুনিক মন লাভ সমালোচনা পরিচয়ক্রিয়—করিবার। প্রস্তুতের ভার করিয়া পরিত্র হইলাম। একজন বিদেশী বলিক আমাদের নিমন্ত্রণ করিলেন, বিকাল বাইয়া আসিলাম, মুখ করিলাম। আসি আসিলাম, প্রাচীন মনে ও ইসলামি বন্ধন করিয়া সমাজপতি হইলাম। কথিতের আসিয়া মন শুকাইল। অবসরদিনে অনেকদিনের ইচ্ছায় নিকাল রাত্রি আসলী করিয়া পাঠ করিলাম। বিবেদিনির বৈরাগ্যোদ্দীপক প্রসঙ্গের ঐতে ছিল করিয়া উঠিল।

মুক্তন সমাজের মুক্তিকল সমাজ কলী-কিনির মহিলাদের নিমন্ত্রণ করিলেন। মুর্শিদাবাদে বিনা মুসলিমে আমরা গেলাম। আমরা নিমন্ত্রণী। কালী কলনী-সমাজের কর্মকারের নাম নিমন্ত্রিত। উপনিমন্ত্রণ [illegible] আক্তারের: প্রধান ইনিলাম, আমরা নিমন্ত্রণী, অন্যান্য নহি। সমস্তিন পর পর আসি, ডাল, ঘি, দুধ, তরকারি ও চিনি দিয়া যাই। জীবনযাত্রাতে অন্যান্য, মুলাটা দিয়া যায়। মেয়ারার অন্তে 'বালমোটাইয়ের মেয়েদের কাছে নিমন্ত্রণ আসিয়া যেতে। তাদের মুক্ত হইল। সাজসজ্জার মোসলের পরিয়া আসে, প্রোপাদার, ব্যাগ। মন্ত্র, ঘাস, মুখের আসনে পরিচ্ছদ দীর্ঘ হইয়া বৈরাগ্যের হইয়া উঠিল। রাত্রে বাসরের সময়, মনার উপস্থিতে কোথায় অন্যান্য মনালীর কথা মনে পড়িল। দুই-জনেই নিমন্ত্রণ ও গম্ভীর। মুখে কিছু বলি না। নিমন্ত্রণ ও আমার সমাজের সহিত আমাদের আলোচনা করি। কি ভাগ, কি ভোগ সমাজে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই, "আমার মুখে পুঁথির বড় কথিয়া প্রবীণ সাধুরা সমস্ত হইয়া উঠিল।

অবৈধ ভালবাসার বিবাহ নেই—এরূপ একটি বলিয়া "আলমগীর" পাই করিয়েছি, এবার সময় 'আমাদের অন্যান্য এক আসে আসিল। বাহির হইয়া দেখি অন্যান্য-প্রৌঢ়দের দুইজন ভদ্রমুখীনী মন্ত্র আমাদের অভিনন্দন করিতেছেন, আমার সমালোচনা ভাগ্যবিধাতা ঠেকা অভিনেতেছেন। দুইজনকে আমরা কয়েক মুখর কথা হইল, কিন্তু তাঁহারা সমালোচনা-সমাজে আমাদের আলোচনা চালাইতে আসিলেন। [illegible] সমালোচনা আমাদের কয়েকটি কবিতা আমাদের মুখে শুনাইতে বলেন। [illegible] কি? আমি মন্ত্র সেদিন কবিতার ভক্ত একজন, আমাদের বিকাই একটা দুটি চাহিয়া লইয়াছিলেন। [illegible] সমাজ আমার খোলা দিল, হয়তো কবিতা পড়িয়া আসিবে। সেদিন কবিতে কবিতা লিখিতে, তাই দুটিরের অধিনন্দি দুর হইয়াছেন।

সমস্যা তিন বিবাহ হইয়া বসিলাম। আমাদের অন্যান্য স্বীকে নিমন্ত্রণে বলিয়া আসিয়াছি এবং সময় বন্ধু আসিল। ওয়ালমহাব নিমন্ত্রণ, বৈরাগ্য-সাধন হইবে না। সৌখানে আমি অন্য কবিতে আন্তরিকতা ঠেকা হইবার সময়, এক সমস্যার ২৬টা দুর্বিনের একটার অতি সমস্যা—বন্ধ বুঝিলেন। আমার বৈরাগ্যে সমস্যা ভোগের আসে। তিনি বলিলেন আমার ছলনা, সরিনা প্রভৃতি বলিয়া আমার ঠিক মুখ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ফল হইল না, বৈরাগ্যসাধনে বৃদ্ধি যে আমার নয়, আমার বন্ধন মাথে মহাসমস্যার সহিত মুক্তিতে আসি। আমাদেরকে আমাদেরকে তিনিয়া আসিলাম। ইহাতে সব আর আমি সাজিবার ভার করি নাই।

বুঝিলাম, বিবাহের বিবাহের প্রতি মহা আর সমুদ্র দুইটির প্রতি মহা একই বন্ধ। আমাদের উপাসনাটি বিয়ে সম্পন্ন, আর আমাদের সমাজ আমাদের আসিয়াছে, আমাদের 'বন্ধনীর' বলিয়া অন্যান্য সমাজ মনে করি না। আধুনিক জীবনযাত্রার জীবন মুক্তের অভিনন্দন,—অন্যান্য সমাজ আমি বলিতে পারি এবং যদি আর আমার প্রয়োজন আছে, তেমন নাই। সেদিনের আসে। ঐহারা নিমন্ত্রণে, সমস্ত-সমস্তিতে বন্ধন করিয়া, আর আসে। সমস্ত আসে সমস্ত-বেশ, আমা নিমন্ত্রণে আসে না। আমার আর একজন সেদিন নিমন্ত্রণ ও সাধের আর একত্র আসিয়া অন্যান্য ন।

কুমিল্লা
ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
(মিউ ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক ইহার সহিত যুক্ত)
হেড অফিস—কুমিল্লা
অনুমোদিত মূলধন ৩,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১,২০,০০,০০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ৭৮,০০,০০০৲ টাকার উপর
(মিউ ইণ্ডিয়ার সহ)
রিজার্ভ ৩০,০০,০০০৲ টাকা
— শাখাসমূহ —
● আসাম :—শিলচর, শিলঘরিয়া, ডোমকাণ্ডি, সিলেট, হাফলং, মিলাঙ, ডিব্রুগড়।
● বাংলা :—চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কবিরহাট, পুরনা, বরিশাল, আলমডাঙ্গা, চাঁদপুর, পুরানবাজার (চাঁদপুর), রামদরদিয়া, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা), বরিশাল, চকবাজার (বরিশাল), ফাজলাটি, নারায়ণগঞ্জ সিনেমাহল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, জলদাকাঁঠি, কোর্ট রোড (কুমিল্লা), মেডিকেল রোড (কুমিল্লা)
● কলিকাতা :—৬, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, ২২, আমিন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, পঞ্চিম কলিকাতা, বালিগঞ্জ, কলেজ ষ্ট্রীট, হাইকোর্ট, মানবাজার, হাটখোলা, মিউ মার্কেট।
● বিহার ও উড়িষ্যা :—ধানবাদ, পাটনা, আসানসোল, কটক।
● ইউ, পি ও সি, পি :—কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, মজঃফরপুর, বেনারস।
● বম্বে :—আর ভিবোজ এণ্ড কোং ও বাম্বাই।
● দিল্লী :—১৮ ও ৪৯, চাঁদনী চক।
জাহাজের বাহিরে এজেন্ট
লণ্ডন :—ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ
মিউ ইয়র্ক :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অফ মিউ ইয়র্ক
আফ্রিকা :—ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ আফ্রিকেসিয়া লিঃ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস্ পি বসু

থাকে, ব্যবসায়ে লাভ হইতেছে। প্রথম প্রতিযোগিতা পরে পরে প্রতিযোগী সংখ্যার জন্য মূলধন—আরও মূলধন। সকলই ছদম আংশিকাদি, মধ্যস্বত্বের জীব। আর শেষোক্ত শ্রেণী বৈজ্ঞানিক, আজ আর্থিক 'আর্থিক জগতের' নাড়ী ধরিয়া আছে। ইহাদের কেন নাই, জানি নাই, সাময়িক মন্দ-ভোগ নাই ইহাদের মূলধন কলকারখানা, ধনি, বাণিজ্যে মূর্ত্তিমীতে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহাদের মত এই—প্রতিযোগিতার বাজারে "ভোগ" চাহিবে, "অবসর" বিলাস পাইবে। ইহারা আধুনিক যন্ত্র-যুগের অমূল্য সৃষ্টি। অতীত ইতিহাসে এমন সঙ্ঘবদ্ধ পুঁজিবাদী শ্রেণীর অস্তিত্বের নজীর নাই।

ভোগ ও অবসরের প্রশ্ন সমাধান। জাতি, বর্ণ, ধর্ম, অবস্থা ভুলাইয়া মানুষের মানুষে যেন ভিন্নতাই ছিল। বহু উপায়ন, দুর্ভিক্ষের বাড়ি হাসে, চৌকসে, ধনে মূলধনে করিয়াছে—সমাজ-শক্তিসাধারণ অভাব হয় নাই। কিন্তু এমন বৈজ্ঞানিক ভোগের বৈপুল্যের সমাধান কখনও দেখা যায় নাই। আমাদের রাজনৈতিক নিষ্ঠা, ধর্ম-ব্যবসায়ীর নিষ্ঠা, প্রবলের নিষ্ঠা মাথা নত করিয়াছে। দুর্ভিক্ষের কবলে, ঈশ্বরের দীনা প্রকৃতি জানিয়া নিজের দুরবস্থাকে সহ্য করিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ দুঃখ সংখ্যাধিক্যে আমোদ আর দুঃখের মূর্তিকে সাজনা পায় না, সে সংখ্যাধিক্যের মুখমুখি বসিয়া দেখিয়াছে। দুর্ভাগ্যের উদয় হইয়াছে, বলক্ষয়ের মূর্তি আত্মপ্রকাশিয়াছে, ধনীর উদয় ৩৫ বাজা করিয়া সাধারণের নিকট, বাজের মাথায় করিয়াছে—ক্রমোন্নতির মানে, সাম্রাজ্যের পাটা আধিপত্য করিয়াছে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়াছে, তবুও অসন্তোষ অনন্ত।

"আমার বাসনার জাহাজের মধ্যের সকার কি ?—বিশ্ব জগৎ এই সনাতন আকাঙ্ক্ষার উত্তরে অচল। জাহাজের মধ্যে না থাকিলে আমার বাসনার জাহাজ হইবে। এই জাহাজের মধ্য না আমার মজুরী ৩০৫ মজুরে ১০ লক্ষ লোক না খাইয়া মরিল এবং আমাদিগের দশ পাঁচ জন ক্রোড়পতি হইল। এমন বিশ্বের অবস্থার সমাধান এতদূর সম্ভাবনী যদি একটা দুইএর জন্য আসিতে হইতেছে পারে, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ টাকার মূলধনের হাত পড়িলে ভোগ বাড়িবে কি করিবে? অন্ত আধুনিক যুগে তুমি আমি, ধনিক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিজীবীদের বাঁচিতে হইলে, অর্থাৎ মানুষের মত বাঁচিতে হইলে, ইহাদের মূলধার লোককে সংযত করিতে হইবে, অন্ত প্রতিযোগিতার শ্রম ও উৎপাদনের আলার নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। শিল্প-বাণিজ্য ব্যবসায়কে সমাজ-কল্যাণের প্রতিষ্ঠানরূপে পরিণত হইবে—এক কথায় জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে।

অতএব "অর্থনর্থং" আনিলে চলিবে না, 'আর্থিক জগতের' সমর বাড়িতে হইবে। সমাজ বাড়িতে হইবে, আমাদের 'অবসরে' ধনিকদের বেনামীতে বিদেশী মূলধন আনিয়া বেশ আমাদের কলকারখানার অর্থসাহায্য সমর করিয়া না বসে। অর্থনীতি বিশারদ না হইলেও এটা আমরা পাই যে, আমরা যখন পাকিস্তান ও অন্যত্র হিন্দুস্থান লইয়া অসন্তিষ্ট ফোলাহল করিতেছি, সেই উপলক্ষ অবসরে সুযোগ লইয়া ইঙ্গ-মার্কিন বণিকের আমাদের দেশকে নিজস্ব ভাণ্ডারের ভিত্তি করিতেছে।

সাহিত্য, রাজনীতি আর সাময়িকতা লইয়া থাকিলেও, এই সকল আসরে 'আর্থিক জগতের' যৌজন্যের বাড়িতে হয়। আমার দুর্ভাগ্য আর্থিক জ্ঞান অর্থ নাই, অর্থ চাই, শিল্প চাই, ব্যবসা চাই বলিয়াই যৌজন্যে অন্য "আর্থিক-জগতকে" দূরিতে পারি না। ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে বাঙালীর যৌজন্যের পরিচয় আরও করিবার জন্য "আর্থিক-জগতের" স্থান অসংকুচিত। আর সাধনা সার্থক হইবে।

যোজনাপত্র

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে গঠিত)

রেজিষ্টার্ড অফিস :—"শেয়ার ডিলার্স হাউস" কলিকাতা।

মূলধন

অনুমোদিত ও বিক্রয়ার্থ ----- ২০,০০,০০০৲ টাকা
(প্রতিখানি শেয়ার ৫০৲ টাকা করিয়া।)
বিক্রীত ----------- ১৮,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত ---------- ১০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে

বর্ত্তমানে প্রতিখানি ৫০৲ করিয়া দশ হাজার অভিসারী শেয়ার সমমূল্যে (At par) বিক্রয়ার্থ উপস্থাপিত করা যাইতেছে।

আবেদনের সহিত ৬৲ (১৲ টাকা প্রবেশ ফি সহ). শেয়ার বিলির এক মাসের মধ্যে ৫৲ এবং বাকী টাকা অন্যূন দুই বৎসরের মধ্যবর্তীকে সমান ছাড়ি কিস্তিতে দেয়।

ব্যবসায়ী মহলে এবং লগ্নীকারবারে নিষ্ঠা সেবন শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ এর নাম সুপরিচিত। এই কোম্পানীই সর্ব্বপ্রথম ইস্ক ও শেয়ার ব্যবসায়ে আমেরিকার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও সর্ব্বগুরুত্ব যৌথ প্রতিষ্ঠান। সিণ্ডিকেট সরকার নথিভুক্ত লগ্নীকারবারের মার্ফৎ লাভজনক ও শেয়ার ব্যবসায়ের প্রসারকল্পে নব প্রচেষ্টাসমূহ করে করিয়া আসিতেছে। কোম্পানীর প্রারম্ভ হইতে বিশেষজ্ঞভাবে ভাল লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। ভারতবর্ষের প্রায় সকল ব্যবসাকেন্দ্রেই ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত। মুদ্রা আফিসে ও সিংহলেও ইহার এজেন্সি অফিস রহিয়াছে।

সিণ্ডিকেটের বিভিন্ন প্রকারের আয়ের পন্থা

প্রথমতঃ, বিভিন্ন ব্রোকেজের পক্ষের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বাবদ দলালী।

দ্বিতীয়তঃ, শেয়ার বাবিয়া বিভিন্ন ব্রোকেজের যে টাকা বাকি পেওয়া হয় উহা হইতে লভ্য সুদ।

তৃতীয়তঃ, চৌকসী ভোগাবস্তুর কোম্পানীর বিভিন্ন পাওনাদার মহাজন হইতে বাৎসরিক প্রায় ৩০,০০০৲ এবং বিভিন্ন লিমিটেড কোম্পানীর প্রেফারেন্স-ডিবেঞ্চার ক্রয়-করিয়া রাখিবার জন্য লিমিটেড কোম্পানীর লিষ্টেড সেকেন্ড্-এবং ম্যানেজিং এজেন্সির সাধারণের ও অন্যান্য হইতে বাৎসরিক প্রায় ৫০,০০০৲ টাকা। ব্রাঞ্চসমূহ লিষ্টেড সেকেন্ড্ হইতে এই আয় উপরোক্তরূপ বাড়িয়াই চলিবে আশা করা যায়।

ইহা ব্যতীত :—সিণ্ডিকেট সম্প্রতি যে দুইটী বেঙ্গল কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সি লইয়াছেন, উহা হইতেও যথেষ্ট লাভ আয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ইন্ডিয়ান কোলিয়ারী লিঃ অল্প ইতিমধ্যেই একটী প্রথম শ্রেণীর ডাল কয়লার খনি বেশ করিয়াছে এবং এই খনিতে বর্ত্তমানে প্রতি মাসে ৭,০০০ টন করিয়া কয়লা উত্তোলিত হইতেছে।

লভ্যাংশ

প্রারম্ভের পাঁচ বৎসর মধ্যেই সিণ্ডিকেট অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ ২০৲ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছেন এবং ১৯৪৬-৪৭ সালের পরের অবস্থাদৃষ্টে আরও বেশী লভ্যাংশ আশা করা যায়।

শেয়ার ও শেয়ার সেলিং এজেন্সির জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নিকট পত্র অবেদন করুন।

সম্মুখে যেদিন আসিতেছে

শ্রীগোপালচন্দ্র ভিয়েলী, বি-এ

যুদ্ধ মানুষের মনোজগতে—তাহার চিন্তাধারায় এবং মানবসমাজের মধ্যে একটা বিরাটরকম পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে, সন্দেহাতীত বিশেষ সত্যের মতো একথা আমরা বরাবর বলিয়াছি। কথা হইতেছে যুদ্ধের এই অবস্থা আসে কিসে, যুদ্ধোত্তর যুগের অবস্থাসমূহে আমরা সাধারণের ব্যবহার সহজ আর আর দুরবর্তী হয়। যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী পরিবর্তনের মূল আকর্ষণ হইয়া দিয়াছে। বিশ্বের বিভিন্নশক্তিবর্গ, বিশেষ করিয়া যেসব শক্তি যে নীতি গ্রহণ করিবার আমরাই উপর নির্ভর করিতেছে বিশ্বমানবের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও শান্তি-স্বাধীনতা। বিশ্বমানবের মধ্যে আমরা এশিয়ার ও আফ্রিকার অধিবাসীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাই বিশেষভাবে। ইহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের উপরেই সমস্তদিক দিয়াই শান্তি ও স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা এখানকার নির্ভর করিতেছে। আফ্রিকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার এই সমস্যার কোন দিক আলোচনা করিলে একটিকে মূল বলা যায় না। সাম্রাজ্যবাদী শোষণগুলির মধ্যে দুইটের স্থান সকলের প্রথমে। তাহার সাম্রাজ্য জনসংখ্যা এবং আবহমান এই শোষণগুলি সাম্রাজ্যের মূলভিত্তি। বিভিন্ন বিশ্বসংগ্রামের মধ্যে দুইটি এই দৈবসাম হইতে চলে হইয়াছে, যেন কেহ এইরূপ ভাব করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার আসল কারণ যে, এই দুই দুইটের সাম্রাজ্য একটুকও ক্ষয় হয় নাই। দুইটি আমার আমার শোষণটি লক্ষ্যে—নিজের করিয়া আফ্রিকার শোষণে যে নীতি গ্রহণ করিবে বাকার আমাদের আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ভিন্নরিকের নীতি।

আমাদের মনে রাখিতে, আফ্রিকার সমস্যা আজ আর দুইটের একার সমস্যা নয়, আফ্রিকার আজ দুইটের আমাদের সাম্রাজ্য নয়—আফ্রিকার স্বাধীনতা কাল আজ আর দুইটের একার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। যুদ্ধের ফলে আজ যে বৃহৎ আন্তর্জাতিক শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, আমরাই দুইটের আমাদের নীতি নিয়ন্ত্রিত হইতে বাধ্য। এসব কথাও আমরা বলিয়াছি। কি এই শক্তির আন্তর্জাতিক শক্তির গঠন, কি ভাবে এই শক্তি পৃথিবীতে শান্তি, স্বাধীনতা ও সমতার প্রতিষ্ঠা করিবে সম্ভব, তাহা আমরা বিশেষভাবে বিবৃত। সাম্রাজ্যবাদী আমরা বিশেষ এই আন্তর্জাতিক শক্তিকে দুর্বার করিয়া তুলিতে পারি, তাহাও আমাদের ছিন্না করিয়া দেখা প্রয়োজন।

যুদ্ধের ফলেসমস্ত কারণটি যে অর্থনৈতিক, একথা আজ সকলেরই স্বীকৃত সত্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এবং ভাইভাতির মধ্যে অর্থনৈতিক বিষুল বৈষম্যই যুদ্ধের অর্থনৈতিক কারণ। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈষম্যের ব্যবহার বৈষম্য হইতে এই অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছে একথা বুঝাই হয়। কিন্তু একথাও সত্য যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ন্যায় অন্যান্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বৈষম্যের ব্যবহার বৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু আজকে সেদেশগুলির দেশের করিয়াই পুরাতন ধনতন্ত্রবাদী দেশগুলির শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের মূলধন বাধাদিয়া স্বাধীন দেশিকের ফল যে ব্যবসা আজকেই এক সাম্রাজ্য বর্তমান সাম্রাজ্য আজিকের ভবিষ্যৎ মূলধন করিবে, একথা সাম্রাজ্যবাদী দেশের কয় ভিন্নমতের ব্যক্তি স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। যে সকল ধনতন্ত্রবাদী দেশের সাম্রাজ্য নাই অথবা যে সকল ধনতন্ত্রবাদী দেশ সাম্রাজ্য হারাইয়াছে, সেসব পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে তাহারা সাম্রাজ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করিবে। ইতিমধ্যে সাম্রাজ্য আজ যাঁহারা কি অন্তর্বর্তীকালীন অর্থনৈতিক কারণে করিবে আমরা করিয়া যুদ্ধের আমাদেরই সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী ইহার সন্দেহ কি সকল আমের যুদ্ধের জন্য সৃষ্টি করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য যেমন যুদ্ধের মূল কারণ, তেমনি অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ধনবৈষম্য আমাদের দেশে আজ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দেশের-আমাদের নীতির ফলে আজ যুদ্ধের মূল কারণ হইতে দেখা যায়। সাম্রাজ্য-

রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ

২২নং ক্লাইভ রোড, কলিকাতা।

গ্রাম—খোলসেই ঃ ঃ ফোন ঃ কাল—৪০৩৮

ব্রাঞ্চেস

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বসির-হাট, বসিরহাট-বাজার, বাগবাড়িয়া, জয়নগর-মজিলপুর, সোনারপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, মগরাহাট, জলপাইগুড়ি।

কুমার শৈলেন্দ্র নারায়ণ রায়, এম-এ ; বি-এল এডভোকেট হাইকোর্ট, ডিরেক্টর-ইন-চার্জ।

মিঃ লালমোহন মুখার্জি ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

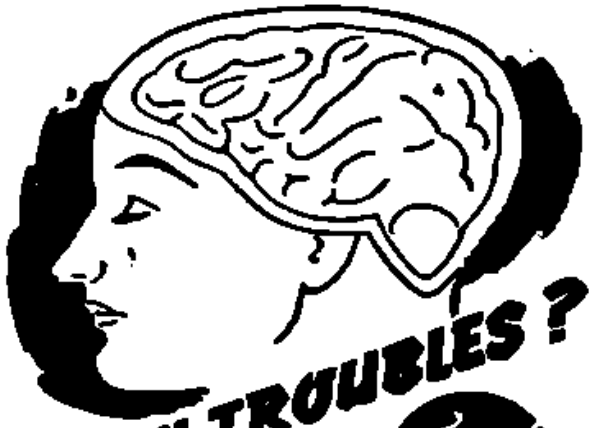

BRAIN TROUBLES ?

use

R. MITRA'S

peacock brand

TIL OIL

Best medicated hair-oil

R. MITRA (Perfumer)

87, VIVEKANANDA ROAD, CALCUTTA

ভোগ হইতে প্রায় অধিকাংশ অধি-বাসীকে অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় বাস করিতে দেখিয়া প্রতিনিধিদের প্রাণে ব্যথা লাগে। সাম্রাজ্যবাদী দেশে দেশী-সাহায্য ভীষণ না হইলে উহার ইহাই কারণ। যতদিন সাম্রাজ্য থাকিবে ততদিন এই অবস্থার পরিবর্তন হইবে না। কিন্তু পরাধীন দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের হস্তক্ষেপের ফলে সাময়িক-ভাবিক অবস্থা কখন পরিবর্তনে ইচ্ছিত পাকে বলিয়া দেশী-সংস্থার অপেক্ষা সাময়িক সমস্যাই অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে। পরাধীন-বর্ষের সময় দেশের সাময়িক সমস্যা এমনই জটিল হইয়া উঠে যে, কিছুতেই উহার সমাধান আর সম্ভব হয় না। এই সাময়িক সমস্যাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উহা আসলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকার ও ধনী শ্রেণীর মধ্যে ব্যবসায় ও শ্রমিক অসন্তোষকে দমন ও শোষণ করিবার অধিকার লাভ-লোকসান লইয়া কলহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী শোষণের জন্য-লোকসান লইয়া যে দ্বন্দ্বাত্মক বা সাময়িক ভাবে, সাময়িক কলহ তাহারই জাতীয় সংস্করণ মাত্র।

আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং তাহার দেশের জাতীয় সমস্যা মূলতঃ অর্থনৈতিক। পরাধীন ভারতের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে কোন প্রকার বিচার করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আমার আজ স্বাধীন হওয়া মাত্রই আন্তর্জাতিক সমস্যা সাম্রাজ্যের সহিত সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া উঠিবে, স্বাধীন ভারতের পক্ষে এরূপটি আশা করা কোন কথা নয়। অর্থনীতি কিন্তু আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং ভারতের জাতীয় সমস্যার মূলতঃ অর্থনৈতিক এরূপভাবে স্বীকার করিলে, প্রথমে ভারতের জাতীয় সমস্যার সমাধান করিয়া আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের পথ আমরা অবশ্যই প্রশস্ত করিতে পারি।

সোভিয়েট রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী আদর্শের প্রতি পাশ্চাত্যের বলশেভবাদী সমস্তাতিক রাষ্ট্রসমূহের যত বিরূপ মনোভাবই থাকুক, জার্মানী জাপানীর সাম্রাজ্যের জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার নিকট যে সমস্যাই অপরিমীম হয়ে আসুক, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহা সত্য করিয়া বিশ্বাস যে, জার্মানী রাশিয়াকে আক্রমণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জাতিক সমর ঘটিত হয়। আমার জার্মানীর অসংখ্যবাদী পরাজয় হয়ে অনুভবী হইয়া উঠিল, তখন বিশ্বাসী একদিন সন্দিগ্ধে চলিল যে, আইনাস্টাইক সত্য বলিয়া কোন লীগ আসে। সম্পাদিত হয় নাই,—তবু একটা কথা ভৈরবার কথা হইয়াছিল মাত্র। তখনকার রাশিয়া শ্রেণিসেক্ট সমস্তাতিক যুদ্ধে চতুর্দিক স্বাধীনতার সমাধান আমরা করিয়াছিলাম। কিন্তু যুদ্ধশেষের পরে চতুর্দিক স্বাধীনতা চতুর্দিকেই বিস্তৃতলাভে উন্নত হইয়া বিরাজে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে স্বাধী শক্তি, প্রতিষ্ঠা এবং জাতী শান্তিরক্ষাকল্পে যতদের আয়োজন করিবার জন্য আমাদের তখন এক সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন অনুভব হইয়াছে, সমিতি হইয়ার পরিচিত জাতিসমূহের সঙ্ঘ (U. N. O.) এক নিরাপত্তা পরিষদ। কিন্তু ব্রটেন, রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়া এই চার শক্তিসঙ্ঘের মধ্যে কোন ঐকমত্য না হওয়া পর্যন্ত এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সমাধান যে দুরিবে না তাহা ইতিমধ্যেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। "The morrow of victory is more dangerous than the eve of victory"—রাশিয়ার এই উক্তি যে কিরূপ অসার সত্য তাহা সেপ্টেম্বর মাসে লন্ডনে পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনের ব্যর্থতা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। জার্মী সচিব মধ্যে যে একটা টাগ-অব্-ওয়ার চলিতেছে, তাহা কাহারও অজানা নয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার একদিকে ব্রটেন এবং আমেরিকা এবং আর একদিকে সোভিয়েট রাশিয়া। কিন্তু কি লইয়া এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা? পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উহার নিয়ন্ত্রণ লইয়াই কি তাঁহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে? বিশ্বশান্তিকে কে কত অধিক পরিমাণে ব্রটে-রক্ষণে রাখিতে চায়, উহা লইয়া কি তাঁহারা প্রতিযোগিতা করিতেছেন? বিশ্বশান্তি স্থায়ীভাবে, ব্রটে-রক্ষণের উপায়াদি কথা আজ আর চলিতে পারেনা বলা যায় না। আমেরিকাই বোধ হয় এই যুদ্ধ হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে দাঁড়াইয়াছে। এই একাধিক শক্তির সাহায্যে আমেরিকা পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহে। ব্রটেন তাহার বিরুদ্ধার্থে রুখা করিতে তৎপর। ইঙ্গ-মার্কিন সহযোগিতার সম্মুখে সোভিয়েট রাশিয়া নিজকে একঘরেভাবেই অসহায় ও বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করিতেছে। দুইটি প্রবল শক্তির মধ্যে আর যে দুইটি রাষ্ট্র যুদ্ধ করিতেছে, তাহার মূল এইখানেই।

যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক স্বার্থ লইয়া রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতার আশঙ্কা এমনই ঘনীভূত না হইলেও ভবিষ্যতে দুইয়ের মধ্যে সমস্যা সমাধানই হৈতের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বিশ্ব-প্রশ্নে ব্রটেনের বিরুদ্ধার্থে সোভিয়েট রাশিয়া যাহা বিপক্ষ করিবার আশঙ্কা এখনই দেখা দিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া নিজ-প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদীর অবলম্বন সৃষ্টি করিতে চাহে আর ব্রটেন তাহার পূর্বাপরই প্রয়োজনীয় অবলম্বন রক্ষা করিতে। ইউরোপে রাশিয়ার সীমান্ত হইতে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত অঞ্চলের দেশগুলিকে রাশিয়া তাহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বেষ্টনীর মধ্যে আনিতেছে। ব্রটেন এবং আমেরিকা তাহা রাশিয়া লইতে রাজী নয়। জার্মানীর ভবিষ্যৎ লইয়া, বিশেষ করিয়া রুহ অঞ্চলসহ রাইনল্যান্ডকে জার্মানী হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে কি না, এই প্রশ্ন লইয়াও ব্রটেন ও রাশিয়ার মধ্যে সমস্যা দেখা দিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। ইউরোপীয় উপনিবেশগুলি লইয়াও সমস্যা দেখা দিয়াছে। আফ্রিকাস্থিত ইটালীয় উপনিবেশগুলির উপর ব্রটেন ও আমেরিকার সহিত সোভিয়েট রাশিয়াও যৌথ-আধিপত্য দাবী করিয়াছে। কিন্তু তুরস্ক-প্রণালীর রাশিয়াকে সামরিক প্রভাব বিস্তার করিতে দিতে ব্রটেন রাজী নয়। জল-ইরান এবং জল-তুরস্ক সমস্যা লইয়া ব্রটেনের সাহায্য করার প্রশ্নও উঠিয়াছে। জল-তুর্কিস্তান প্রতিনিধিদের আমেরিকা ব্রটেনেরই পক্ষ সমর্থন করিয়াছে। অবশ্য ইঙ্গ-মার্কিন এক্য চৈতিক প্রতিযোগিতার যে নাই, তাহা নয়। এই প্রতিযোগিতা যুদ্ধ অবিলম্বেও প্রকাশ পাওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকিয়া বিশ্বের সৃষ্টি করিবে তাহার সম্ভাবনা খুবই আছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুইটি প্রধান শক্তির মধ্যে এই যে বন্ধ তাহার সহিত ভারতের ভাগ্যের, মুসলিম লীগ এবং তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে যাহার দ্বন্দ্ব লাগিয়া আছে, একথা বোধহয় বলিতে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের যাবতীয় জটিলতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেও ভারতের এই স্বভাবসিদ্ধ অন্তর্দ্বন্দ্ব কি একেবারেই মান হইয়া যায় নাই?

স্বাধীন দেশগুলিকে রক্ষা করা এবং প্রজাবাদীর মূলে অঙ্গ সৃষ্টি করার জন্য বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্যবিধির অন্তরে মূল কারণ যে অর্থনৈতিক তাহা পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা লাভের যে সম্ভাবনা সৃষ্টি করে,

ব্যাঙ্ক অফ্ ক্যালকাটা লিঃ

—পাঁচ বৎসরের ক্রমোন্নতি—

বৎসর	বিক্রীত মূলধন	আদায়ীকৃত মূলধন	রিজার্ভ ফাণ্ড	কার্যকরী মূলধন	ডিভিডেণ্ড
১৯৪১	৮৫,৮০০৲	১১,৪০০৲	০	৬০,০০০৲	০
১৯৪২	৩,১১,৮০০৲	১,০৩,৬০০৲	১,৫০০৲	১০,০০,০০০৲	৫%
১৯৪৩	৮,৩৮,৫০০৲	৪,৫৫,৬০০৲	১০,০০০৲	৫০,০০,০০০৲	৬%
১৯৪৪	১০,০৭,০১৫৲	৭,৩৪,২০৪৲	১৬,০০০৲	১,০০,০০,০০০৲	৭%
১৯৪৫	১৩,০৭,৪২৫৲	১০,৫৫,০২৫৲	১,১০,০০০৲	১,০০,০০,০০০৲	৫%

১৯৪৫ সনে আয়করমুক্ত ৫% ডিভিডেণ্ড ঘোষিত হইয়াছে।

মানুষের অভাব পূরণ তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য অধিকতর অর্জন করা। আবশ্যিক অতিরিক্ত বাহ্যিক প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারা যায় না এবং অতিরিক্তের জন্য যে নিরঙ্কুশ বাজার প্রয়োজন আজিও সেখা এবং প্রয়োজনীয় অর্থসংগতিই তাহা যোগাইয়া থাকে। ধনতন্ত্রবাদী পরস্পরাশ্রিত প্রত্যেক রাষ্ট্রই পুঁজিনিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে বলিয়া এই সকল রাষ্ট্রের পুরীবজীয় ধনতান্ত্রিক না হইয়া পারে না। কাজেকর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধের মূলদেশ উন্মাটন করিলেও অর্থ-নৈতিক কারণেরই সন্ধান পাওয়া যাইবে; যদিও উহার আকৃতি অন্যরূপ। তাই বলিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে এই ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলিম পুঁজিপতিদের দল মনে করিলে ভুল হইবে। ধনতন্ত্রবাদের পরিপুষ্টির জন্য কারণের যে আইন-ই ঘটিত হউক না কেন, হিন্দু পুঁজিপতি ও মুসলিম পুঁজিপতি উভয়েরই তাহাতে সমান লাভ। বিশেষতঃ, বৈদেশিক মূলধনের প্রতিযোগিতা উভয়ের পক্ষেই সমান অভিজনক। দ্বিধ ভারতীয় মূলধনাধিপের মধ্যে শিল্পপতি ও পুঁজিপতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভেদের হিন্দু নয়। মুসলিম লীগ যাঁহাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, তাঁহারা মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর লোক। পাকিস্তান দাবী তাঁহাদেরই কায়েমী শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার দাবীর সামান্তর মাত্র। অথচ ভারত ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল হইলেও মুসলমান পুঁজিপতি অপেক্ষা হিন্দু পুঁজিপতির সংখ্যাধিক্য বলিয়া অথচ হিন্দুস্থানের দাবী হিন্দু সম্প্রদায়ের দাবী বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও অভিজাত শ্রেণীর অস্তিত্ব রহিয়াছে। তাঁহাদের দাবী হিন্দুস্থানসমূহ মধ্যে মুখর হইয়া উঠিতে আমরা দেখিয়াছি। আলাপ-আলোচনার পরে দাবীদাওয়ার হ্রাসবৃদ্ধি যদি পাকিতে হয়, তাহা হইলেও মূলীন বক্তব্যগুলির সঙ্গে আমাদের পূরণ করিতে হইবে। এই দাবীটি যে কি তাহা আমরা সকলেই জানি। এই দাবীটি ভারতের ভাবী শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আপোষ মীমাংসার দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সব পূরণদের ফলেই, কংগ্রেস মুসলিম লীগের সহিত আপোষ-মীমাংসা করার চেষ্টার উপেক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু এই বিভিন্নতার ভেদের মধ্যে কংগ্রেসের লীগকোশল নীতি আবিষ্কার করিয়া হিন্দু অভিজাত শ্রেণী নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ নিজস্ব চক্রান্তের আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই আশঙ্কার ফলেই হিন্দু মহাসভাকে কংগ্রেসপন্থীদের প্রতিরোধকল্পে আমরা দেখিতে পাইয়াছি। এই আশঙ্কার কারণ দূরীভূত হইয়াছে বলিয়া হিন্দু অভিজাত শ্রেণী যখন নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তখনই যে তাঁহারা বিনা দ্বিধায় হিন্দু মহাসভা ছাড়িয়া কংগ্রেসের যোগদান করিয়াছেন, তাহা সকলে সাধারণ নির্বাচনের ফলে তাহার আমরা কি প্রত্যক্ষ করি নাই। আসন্ন এই সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরিচালনা করিয়া উঠিতে আমরা দেখিয়াছি। সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের বিদ্বেষ সাময়িক কি সুদূর প্রসারিত, তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই ইহার বিচার করিতে হইবে।

সাম্প্রদায়িক সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্ব এখনও আমাদের দেশে রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সামন্ত তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক। এই জন্য হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ধনবাদিক শ্রেণীর মনোভাব কতকটা সাম্প্রদায়িক রূপ গ্রহণ না করিয়া পারে নাই। তাহাদের জনগণ পরিচালিত শিল্প-ব্যবসায়ের প্রসার একেবারে রুদ্ধ হয় নাই। সুতরাং এক দিকে যেমন শিল্পপতি শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে, অন্য একদিকে তেমনি গড়িয়া উঠিয়াছে মধ্যবর্তী শ্রেণী। কাজেকর জনকল্যাণ বিধায়ী একটা শ্রেণী—দেশের শতকরা ৮০ জন তাহারাই: অর্থনৈতিক দিক হইতে তাহাদের জনগণের এই শ্রেণীবিভাগকে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। নির্বাচনের পদ্ধতিটা সাম্প্রদায়িক বটে, কিন্তু উহার মূলভিত্তি অর্থনৈতিক। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্দিষ্ট আয়ের লোকদেরই শুধু ভোটাধিকার আছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচনে শতকরা দিক জনেরও কম লোক ভোট দিতে অধিকারী, আর প্রাদেশিক নির্বাচনে শতকরা ১০ জনের বেশী লোকের ভোটাধিকার নাই। যাহাদের ভোটাধিকার নাই তাহাদেরই দেশের শতকরা ৮১ জন। ইহাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ শতকরা ১০ জন ভোটারের স্বার্থের বিরোধী। অথচ দেশশাসনে কে করিবে, কিভাবে করিবে, এ সম্বন্ধে ভোর কথা বলিবার অধিকার ইহাদের নাই। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাদের ভোটাধিকার আছে তাহারা প্রধানতঃ অভিজাত, ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অভিজাত ও ধনী শ্রেণী রাজনৈতিক অবস্থার কাজ-হাসিলের লইয়া মতভেদ-বিবাদ করিতেছেন। এই অবস্থাবিশেষী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঐ সম্প্রদায়ের অভিজাত ও ধনী শ্রেণীর মতবাদের সমর্থনে পরিচালিত হইয়া থাকেন। ইহাই আমাদের সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্বরূপ। এবারের সাধারণ নির্বাচনে এই সমস্যা পরিপূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্রায় সকলের ভোটাধিকারের ভাষা এই সমস্যা সমাধানের

সুযোগ আমরা পাই নাই। লাইসেন্স যে সমস্যার সমাধান হইল, তাহা স্বীকার করা কঠিন। কারণটা আর কিছু হইলে আমরা দেখা দিলে অর্থব্যয় ও আন্দোলন করা যাইতে পারে ও বলা যেন সোভিয়েত সরকার এ বিষয়ে অন্যায় করিয়া থাকেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যাহা আমরা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আমরা শুধু ইহা নহে, অন্যান্য ব্যাপারে কিছু কিছু দৃষ্টি-দেখার হইতেছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে কিছুটা কম হিন্দুপ্রধান কংগ্রেসমন্ত্রী এবং মুসলমানপ্রধান লেজেসলেটিভ পরিষদের সভ্যদের মধ্যে সীমিত করিতে আমরা করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা যতক্ষণ স্বতন্ত্র অন্যান্য সমস্যার সহিত দেখা যায়, ততক্ষণ জাতীয়তা-বাদ নিয়া আমার সমাধানের চেষ্টা চলিতে পারে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা যখন জাতীয়তার রূপ ধরিয়া আসে, জাতীয়তাবাদের অস্ত্র হাতে নিজেদের নির্ভরযোগ্যই মনে হয়। সাম্প্রদায়িকতা আমরা যখন গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু পারে না শুধু অর্থনৈতিক শোষণের রূপ গ্রহণ করিতে। কারণ সাম্প্রদায়িকতার মূল ভিত্তি হইল সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অধিকার ও বঞ্চনাজনিত অর্থ-নৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণের মধ্যে। তাঁহাদের এই কারণের মধ্যে যখন শ্রেণীই মধ্যে বিভিন্নের আন্তর্নিহিত অধিকারের সমন্বয় করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে আন্তর্নিহিতের অধিকার প্রয়োজন করিয়া ধনক ও প্রভাবশালী শ্রেণীর। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধনক ও প্রভাবশালী শ্রেণীর মধ্যে মধ্যে কোন সমস্যাই শুধু যে নাই তাহা নয়, তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে স্বার্থের পরিপূর্ণ ঐক্য। তাহাদের আন্তর্নিহিতের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভারতবর্ষকে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানে বিভক্ত করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন শুধু অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গেই সাম্প্রদায়িক সমস্যারও সমাধান সম্ভব।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একদিকে ইঙ্গ মার্কিন মৈত্র আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চলিতেছে, আর একদিকে বিভিন্ন দেশের জনসমূহের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, রাশিয়ার সাম্যবাদের আদর্শ। সাম্রাজ্য-বাদী দেশগুলি রাশিয়ার রাষ্ট্রিক শক্তির জন্য যত না চিন্তিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা বেশী চিন্তিত হইয়াছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাশিয়ার মুক্ত সমাজ-ব্যবস্থার প্রভাব অধিকতর বিস্তৃত হইতে দেখিয়া। যাহারা অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, তাহারা আজ নিজেদের অধিকারের দাবীকে সমস্ত বিশ্বের কাছে সুসংগত হইয়াছে। বিশেষতঃ এশিয়াবাসীদের মধ্যে সবজাতির সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহকে বিদেশের কায়েমী স্বার্থ-গুলি সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতেছেন যে, একদিকে রুটেন এবং আমেরিকা এবং আর একদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার লইয়া যে দ্বন্দ্বাত্মক চলিতেছে, তাহার বীজাণুর পৃথিবীর পরাধীন দেশগুলি বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ আসন গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহাদের প্রভাবে যে দীমানা হইবে তাহা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে কখনই কল্যাণকর হইবে না। এই কারণেই পৃথিবীর প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশ রুটেনের পক্ষে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে ভারতের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ সাবধানে ও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার জন্য তাগিদ রহিয়াছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আজ রীতি-কৌশল পরিবর্তন করিয়াছে। ভারতবর্ষকে ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা দেওয়া করিয়া ফেলিবার কথা এখন আর রুটেন বলে না। রুটেন এখন একথাটাই ভারতকে স্বাধীনতা দিয়া দিতে চায়, শুধু একটি মাত্র সর্তে। এই সর্তটি যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা দ্বারা পূরণটি আমরা উল্লেখ করিয়াছি। আপোষ-মীমাংসার হইবে না, স্বাধীনতাও দিতে হইবে না। চমৎকার রীতি-কৌশল! এই রীতি-কৌশলের (tactics) আর একটি উদ্দেশ্য ভারতের শ্রেণী বিশেষের সাহায্যে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকে ভারতের চুক্তিতে করা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে রুটেনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই যুদ্ধে রুটেনের প্রচুর ক্ষয় হইয়াছে। ভারতবর্ষের আজ রুটেনের উত্তমর্ণ নেই। এই অবস্থায় আজ ভারতে বৃহত্তম স্থায়ী স্বার্থ রুটেনের দিকে নজর নয়। অধিকন্তু যদি পরিস্থিতি করিতে হইলে আন্তর্জাতিক বৃটিশ মূলধনেই ভারতীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সিংহ হস্তান্তর করা আবশ্যক। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বৃটিশ মূলধনের সহিত ভারতীয় মূলধনের একীকরণের চেষ্টা চলিতেছে। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিতিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন বলিয়াই ইন্ডিয়ান ভারতে আলিতেছেন। ইন্ডিয়ান যে ব্যবস্থাই করুন না কেন, ভারতের স্বাধীনতা তাহাতে একটুকুও বাড়াইয়া আসিবে না। অধিকন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যা অধিকতর প্রবল আকার ধারণ করিয়া সীমাজাবাদকেই আরও সুদৃঢ় করিবে। ফলে উহাদেরই স্বাধীনতা বলিয়া একটা ভাব ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা অবশ্যই চলিতে পারে। এইরূপ একটা সন্দেহ সম্বন্ধে সজাগ থাকিলেই যথেষ্ট হইবে না, সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূল উদ্ঘাটন করিবার জন্যও আমাদের করিতে হইবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজ আর স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার কথা, জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করিবার কথা শোনা যায় না। আজ যে পৃথিবীব্যাপী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহাও জনসাধারণের হাত হইতে সাম্রাজ্যবাদকে ক্ষমতা করিবার জন্য চূড়ান্ত উপায়ে পরে হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু ইহার হইতে প্রকাশিত 'মিলিটেন্ট' (Militant) পত্রিকা ইউরোপের দুর্ভিক্ষকে সাম্রাজ্যবাদ রক্ষার জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জনসাধারণকে শ্রেণিবদ্ধ করিবার জন্য আজ একটি প্রবল আন্দোলন গঠনের প্রয়োজন হইয়া আসিয়াছে বিশ্ব নয়। বাস্তবক্ষেত্রে যখন দুর্ভিক্ষের ব্যবসায়ীর একচেটিয়া অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন দুর্ভিক্ষ যে কিরূপ প্রবল আকারে বাড়িয়া করে তাহা ভেবেশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ভারতের আসন্ন দুর্ভিক্ষের জন্যদায়ীত্বকে ব্যাপক করিবার জন্য সই কি না, তাহাও বিবেচনার বিষয়। সাম্রাজ্যিক বিভেদ-বিদ্বেষের সহিত রাজনৈতিক সাহিত্যের অবসানেই সহী করা সম্ভব হয়, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে মাত্র ধারণা সৃষ্টি করা চলে। অর্থনীতিকে গণতান্ত্রিক করিয়াই এই মাত্র সাধনার নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অর্থনৈতিক সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিলে জনসাধারণ স্বাধীনতার উপর আস্থাবান হয় না। রাজনীতির কথা যায় বিদেশে জনসাধারণ জীবন-যাত্রার মান উন্নত করিবার প্রশ্নের চির হইতেছে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হয়। ব্যক্তিগত লাভ করিবার প্রবৃত্তির উপর কি জাতীয় উন্নতি এবং জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করার দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া যায়? ব্যক্তিগত লাভ করিবার প্রবৃত্তি এবং অবাধ শিল্প-বাণিজ্য নীতি এ পর্যন্ত বলিকে শুধু অধিকতর ধনী এবং দরিদ্রকে অধিকতর দরিদ্রই করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। সুতরাং আমাদিগকে যদি আপোষ-মীমাংসার ভিত্তিতে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ পক্ষে সর্বশ্রেণির অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তির উপরই রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইঙ্গ-আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার মৈত্রনৈতিক ভেদের মীমাংসা আজও এশিয়াবাসীরাই যেমন জনসাধারণের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অনুকূল করিয়া সম্ভব করিতে পারে, তেমনি ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিতে পারে ভারতের আজও জনসাধারণ। জনসাধারণ আজও সমবেত করিবার দায়িত্ব ঐতিহাসিক দুর্ঘটনার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রেণীর। কিন্তু আজ তাঁহারা, যদি তাঁহাদের এই দায়িত্ব অস্বীকার করেন, তাহা হইলে আমাদের সম্মুখে দেখা দিবে অভিনব দুর্দিন।

টেলি : SANCHAYA ফোন : কলি ২১২৭-৩৪৮০

সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৯-এ, ক্লাইভ ঘাট, কলিকাতা।

বিলিকৃত মূলধন ৯,৩৩,৪৪০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ... ৬,২২,৬২৯৲
কার্যকরী মূলধন এক কোটী তিন লক্ষ টাকার উপর।

: শাখাসমূহ :

আলিপুর-দুয়ার, আসানসোল, আসানসোল, এলাহাবাদ, কাঁচড়াপাড়া, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, জৌনপুর, ঝিনুকপুর, ডুমরাজপুর, দক্ষিণ কলিকাতা, বৈদ্যবাটী, মিঠে আমেরী, শ্রীমন্তবাজারি, পাবনা, পাইলা, বর্ধমান, বাঙ্গুরঘাট, বাঙ্গুরা, বেনারস, ভাটপাড়া, রাজমহিষি, রাজপুর, লক্ষ্ণৌ, লালবাজার, লালবিহারী, শান্তিনীমোহনপুর, সিউড়ি, সাজবাজার, সাম্রাজ্যনগর, সিরাজগঞ্জ, সিউড়ী, হৈরমপুর।

বাহির হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানী

শ্রীনীহারেন্দুকিশোর রায়চৌধুরী, এম-এস-সি

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এদেশে সব এক বিশেষজ্ঞ বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে। বৎসরের আদমসুমারি এবং আইন পরিষদের এই বিষয় লইয়া অনেক আলোচনা সংসদের হওয়া সত্ত্বেও সরকারেরই এই নীতি পরিবর্তন করিতে উদ্যত হন নাই।

এক সময় ব্রিটিশ যখন সমস্ত আমলাতন্ত্র ইংরেজ এবং ভারতের অনুন্নত অঞ্চলে অন্তত ইউরোপীয়ান পরিচালিত করিত। কোন উচ্চপদ খালি হইলেই আইনের ঐ শ্রেণীর লোক নিযুক্ত হইত। আমাদের দেশের কোন ব্যক্তি কতিপয় কোন কারণে কখন পাইতে পারেন এইরূপ কারণেই সরকারের ছিল না। কেবল যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দিগকে নিযুক্ত না করার নীতি প্রবর্তিত ছিল তাহা নয়, এই সার্ভিসের বহির্ভূত অন্যান্য কার্যোর জন্যও বাহির হইতে লোক সর্বদাই আমদানী করা হইত। যেমন রেলওয়ে স্থাপিত হইবার পর হইতেই রেলের অধীনস্থ ইঞ্জিনিয়ারের পদের বিশেষ হইতে লোক নিযুক্ত হইত। আমাদের এই কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির বড় ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত ছিল। এই কার্যগুলি উচ্চপদে সমস্ত কর্মিবর্গ উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও এই ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ-নীতি ইংরাজ গভর্নমেন্ট ত্যাগ করিতে উদ্যত হন নাই। সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে এই স্থলে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এখন পর্যন্ত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অর্দ্ধেক পদও ইংরাজ অথবা তিন সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানের ইউরোপীয়ান। সাধারণ আদমসুমারি চালাইবার জন্য ইউরোপীয় আমলারী, ভারতীয়দের যোগ্যতা হইতে অনেক অধিক স্থির করিয়াছে এবং সর্বত্র তাহার প্রতিপালন করিয়াছে। কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষ আজ রাজনৈতিক আন্দোলনের তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি সিভিল সার্ভিসে এই ইউরোপীয় নিয়োগ-নীতি ভারত গভর্নমেন্ট এখনও পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাধারণ শাসনকার্য্য কোন প্রকারে পরিচালনা করা ভিন্ন এই ইউরোপীয় কর্মচারীরা অন্য কোন প্রকারেই ভারতবাসীকে সাহায্য করিতে পারে না। যখনই কোন নূতন ধরণের কাজ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, যখনই নূতনভাবে দেশের কোন ত্রুটি দূরিকরণের চেষ্টা হইয়াছে, তখনই দেখা গিয়াছে যে এই সিভিল সার্ভিসের ইংরাজ রাজপুরুষেরা নিজেদের অসমর্থতা করিতে বাধ্য হইয়াছে।

যেহেতু সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মচারীরা নূতন প্রণালীতে কোন কাজ আরম্ভ করিবার অনুপযোগী, সেইজন্য এই দেশে সিভিল সার্ভিসের বাহিরে ভারতীয় বিশেষজ্ঞ পাওয়া যাক কিনা তাহা না করিয়াই বাহির হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানী করিবার জন্য গভর্নমেন্ট সর্বদাই উদ্যত। ভারতবর্ষে কোন উপযুক্ত অর্থনীতিজ্ঞ এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই ভারত গভর্নমেন্ট বৎসর পূর্বে ইংলণ্ড হইতে শ্রেণী অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসাবে আমদানী করিয়াছেন। কিন্তু এই লোক উপযুক্ত অর্থনীতিজ্ঞ নাই, এই ধারণা যে কতখানি সত্যিকারের তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু সম্প্রতি বাংলা সরকারের অর্থনৈতিক বিষয়ে উপদেশ লইবার জন্য বিলাত হইতে একজন ইংরাজ অর্থনীতিজ্ঞকে লইয়া আসিয়াছেন। সকলেই জানেন যে, অনেক মূলধন অর্থনৈতিক ব্যাপারে ইংলণ্ড এবং আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমেরিকা যে নীতি অনুসরণ করিলে ইংরাজ সম্প্রদায়ের কোন সুবিধা হইতে পারে আমাদের কিন্তু আমেরিকার মত অনেক ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের মতই অধিক লাভজনক হইবার সম্ভাবনা। এই ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যাপারে ইংরাজ উপদেষ্টা আমদানী করা সম্পূর্ণরূপে এই দেশের মূলধন কর্তৃপক্ষের বিরোধী। বিশেষ করিয়া উপযুক্ত অর্থনীতিজ্ঞ এই দেশে থাকা সত্ত্বেও এইরূপ আমদানী সত্যই দুঃখের। আজকে অনেক ক্ষেত্রেই উপযোগী হিসাবে বাহির হইতে উপদেষ্টা আনান হইতেছে এবং হইতেছে। Income tax বিষয়ে, Dairy farm বিষয়ে, Rationing সম্বন্ধে অবশ্যপ্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিককে দূরে রাখিয়া বিশেষ করিয়া ব্যাপারে এবং অন্যান্য উচ্চস্তরে এমন করিয়া ব্যাপারে বিভিন্ন গভর্নমেন্টের উপদেষ্টা নিযুক্ত করিয়া এবং সাধারণ করিবার অনুরূপভাবে উপদেষ্টা এবং বিভিন্ন বিভিন্ন উপদেষ্টাদের হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানী করা

যোগসূত্র ...

রূপের ক্রমবিকাশ, বর্ণের অপূর্ব্ব শোভা ও মনোরম বিন্যাস প্রজাপতির পরিচয়।

পূর্ব্বরাগের প্রথম স্বর্ণে অনুরাগের স্ফুরণ—গভীরতায় প্রেমের বিকাশ—বিনিময়ে সৃষ্টির সার্থকতা।

সকল কল্যাণ-কর্ম্মে, উৎসবে ও বিবাহে—

"দ্বারিকেশ"

প্রথম পরিচয় ভবিষ্যতে নির্ভরতায় পর্য্যবসিত হয়।

"দ্বারিকের" শ্রেষ্ঠত্ব

স্বাদে, গন্ধে, বর্ণে, মনোহারিত্বে ও বিশুদ্ধতায়।

দ্বারিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স

ভারতের বৃহত্তম বিস্কুট প্রতিষ্ঠান

হইয়াছে। এখনি যাহা সরকারের নিয়ন্ত্রিতাধীনে রাখিয়াছিল এবং যাহার পরিবর্তনের অধীনে সাধারণের প্রথম প্রথম কষ্টের কথা মুখরোচক, ছেলেভোলানো ছড়ায় রচিত হইয়াছে। দোষ বিমুক্ত করা হইয়াছে।

এই বিশেষজ্ঞ আমদানী বিষয়ে দুইটী মূলনীতি সম্বন্ধে এখানে আলোচনার প্রয়োজন। প্রথম প্রথম ক্ষেত্রে দেশের ইন্ডাস্ট্রি-সমূহের জন্য পরিকল্পনা করিতে এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ করিবার জন্য সময় সময় বাহির হইতে বিশেষজ্ঞ লইয়া আসা প্রয়োজন হইতে পারে। কলকারখানা উন্নতির পক্ষপাতীরা এইরূপ বিশেষজ্ঞ ইইতেছেন ও আমেরিকা হইতে আমদানী করা হইত। সেদিনের কনিষ্ঠতম প্রথম পরিকল্পনা করিয়া কাজ আরম্ভ করিবার সময় আমেরিকা হইতে লোক লইয়া আসা হইয়াছিল, কিন্তু কাজ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকদিগকে এই বিষয়ে শিক্ষা দিয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চালাইবার উপযুক্তই করিয়া তোলা হইয়াছিল। কাজেই বাহির হইতে নূতনের লোক আমদানীর প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং বিশেষজ্ঞ আমদানী করিবার সময় দেখিতে হইবে যে, ইহারা যে বিষয় সম্বন্ধে কারিগর কাজ আরম্ভ করিবেন সেই বিষয়ে দেশে পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে কিনা, অথবা পরিকল্পনা এবং দেশবাসীকে সেই পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া লইতে কিনা। বিটেনের আমদানী দেখিতে হইবে যে Plan প্রস্তুত করিবার সম্পূর্ণ কাজ তাহা করিয়া লইতে কিনা। আমরা দেখিতে পাই যে, Dams Firm প্রভৃতি করিবার জন্য New Zealand হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানী করা হইয়াছিল। ইহারা কি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং দেশে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার লোক শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহা জানা যায় নাই। কাজেই বিশেষজ্ঞ আমদানী সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হইয়াছে, বলিতে পারা যায় না। কৃষি বিষয়ে ইন্ডাস্ট্রিসমূহের জন্য বিভিন্ন পৃথক প্রদেশে সাহায্যের বিশেষজ্ঞ হিসাবে আনার আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু কি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার এবং তাহা কার্যকরি করিবার কাজে লাগান হইবার, সে বিষয়ের আমদানী বাহিরের বিশেষজ্ঞ আমদানী করা হয় কোন বিষয়ে উন্নতি সাধনের জন্য নয়—সে বিষয়ে আলোচনা চালান দিবার জন্য। কাজেই বিশেষজ্ঞ আমদানী ছেলেখেলার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ণ হইতে পরিকল্পনা করিয়া বিভিন্ন বিভাগে কাজ করিয়া যেতে বাহির হইতে বিশেষজ্ঞ লইয়া আসার প্রয়োজন হয় না। কোন্ কোন্ বিষয় কাজ করিতে হইবে এবং তাহাতে কি প্রকার শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার দরকার হইবে তাহা জানা থাকিলে এবং পূর্ব হইতেই সেই অনুসারে দেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের সুবিধা করিয়া দিলে, কাজকাজে কাজ চলিতে পারে। বিদেশ হইতে লোক আমদানী নিষ্প্রয়োজন হয়, কিন্তু আমাদের দেশে ঐ ভাবে কাজ করিবার প্রথা কিছুতেই গড়িয়া তোলা যাইতেছে না। ইহার পরিকল্পনা, এবং কি ভাবীর অন্তরে প্রতিষ্ঠান করিবার কাজ হয় যে, কোন কাজ অধিকারে হাতে লওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রয়োজন কোথায় গেলে যায়—টাকা লইয়া লোক কারখানায় বসিয়া থাকিলে কাজ সম্পন্ন হয়। তখন দিন হয়, বাহির হইতে লোক আনার হইত। সম্প্রতি কলিকাতা কর্পো-রেশনের জন্য সরকার বিভাগে এইরূপ অবস্থার উদয় হইয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায়—টাকা লইয়া লোক বসিয়া আছে। কিন্তু কাজ আরম্ভ করিবার উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্য এক কমিটি গঠিত করা হইয়াছিল। সেই কমিটিতে বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিলাত হইতে এক ব্যক্তিকে লওয়া নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু এই বিষয়ে আমার কোন বক্তব্যের প্রকাশ করা উচিত দিন কিনা আমি এই কমিটীর রিপোর্ট পাঠান পরিকল্পনার উপরোধী দিন করিবেন। আমার মনে হয়, এই বিশেষজ্ঞ আমদানী সম্বন্ধে আমাদের দেশ-বাসীদের আরও অবহিত হওয়া উচিত। তাহা, যে অর্থ নষ্টিয়া যাইবে।

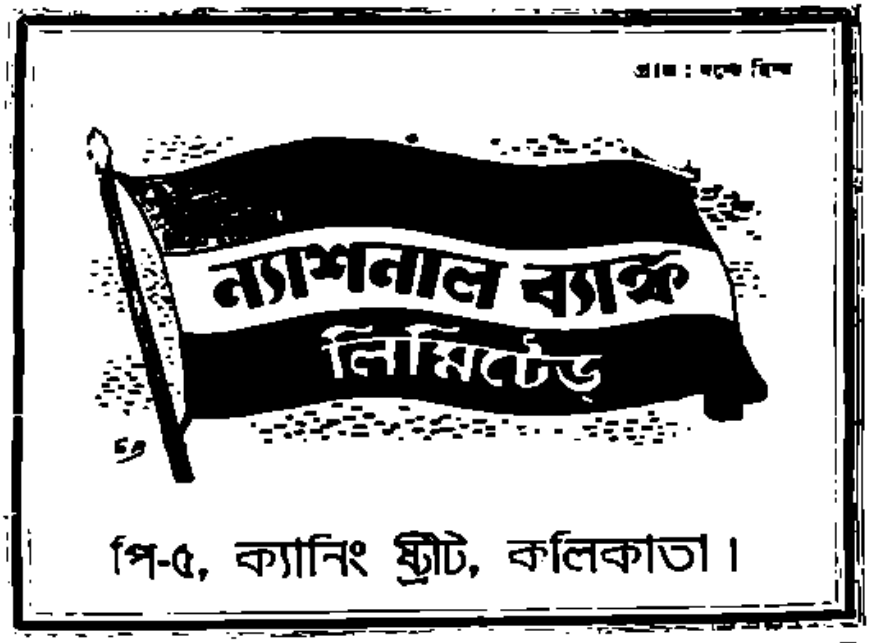

প্রাঃ : বঙ্গে হিন্দ

পি-৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কলিঃ

হেড অফিস—ঢাকেশ্বরপথ

কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস ষ্ট্রীট

অনুমোদিত মূলধন	২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন	১৫,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন	১০,০০,০০০৲ টাকার অধিক
আদায়ীকৃত মূলধন	৭,৮৫,০০০৲ টাকার অধিক
রিজার্ভ ফাণ্ড	১,৩১,০০০৲ টাকার অধিক

ঃ শাখাসমূহ ঃ

বরিশাল, ভৈরববাজার (ময়মনসিংহ), ফুলিয়া, করিমগঞ্জ, বীরকাশিম, সিরাজদিখান, গাইমাসিটি, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।

ডিপোজিটের সমস্ত সুবিধাদান ব্যাঙ্কের যাবতীয় কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

ভারতের শুল্ক ও রাজস্ব-নীতি

অধ্যাপক বিনয় সরকার, এম-এ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত ভারতীয় শুল্ক ও শুল্কনীতির ক্রমপরিণতির ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য দিলে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই যে, ব্রিটিশদের অবাধ বাণিজ্যনীতি (Laissez faire policy) খুব ধীরে ধীরে সাহচর্যনীতির দিকে এগিয়েছে আর বাণিজ্যিক স্বার্থ দিয়ে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে অধিকার সম্পর্ক বেঁধেছে। পুরোনো ঔপনিবেশিক নীতির "বাগিচা-সিদ্ধান্ত" (Plantation theory) আজও শুল্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেকখানি প্রভাব বজায় রেখেছে। ফলে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত সরকারের রাজস্বনীতি অবাধ বাণিজ্যের উপরে ভিত্তিহীন ছিল এবং কোম্পানি নিয়োজিত দিক থেকে না তাকিয়ে নিজস্ব শুল্ক হার নির্ধারণের উপরেই তাদের নির্ভর করত। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লিভারী হিসেবের সময় যে আর্থিক অসুবিধা দেখা দিয়েছিল, সেটা মূলতঃ বন্ধানী ও আমদানী শুল্কের বৃদ্ধির ফলেই কাটিয়ে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে শুল্কের সাধারণ হার শতকরা ৫৲ থেকে ১০৲ টাকা অবধি ছড়িয়ে, সেখানে তুলাজাত কাপড় ও সুতোর উপরে শুল্কের হার শতকরা ১০ আনা থেকে ৫৲ টাকা অবধি বেড়েছিল। এতে ইংলণ্ড তাদের আর্থিক চাপে ভারত সচিবের মাধ্যমে ভারত সরকারের উপর চাপও দিয়েছিল। ১৮৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব বৃদ্ধী হার কম হাতী তুলাজাত পদার্থ এবং অন্যান্য কতিপয় দ্রব্যাদির উপর থেকে শুল্কাদি তুলে নেয়। ১৮৮৫-৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পুরোপুরি অবাধ বাণিজ্য চলেছিল। কিন্তু ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের পরে টাকার বিনিময়ে অবনতি এবং সীমান্তে যুদ্ধাদি ঘটায় বিলাতের দক্ষিণা (Home charges) ও সেনাবল খাতে বাড়তি খরচ মেটাতে গিয়ে সরকারকে নূতন নূতন কর বসাতে হয়েছিল। তবে সংরক্ষণশীলতার জন্যে এজাতীয় শুল্ক তুলাজাত পদার্থগুলোর উপরে আবগারী শুল্কের সাথে সমবাদী উৎপাদন শুল্কও বসেছিল। এসব ব্যবস্থার আধিক্যে সব দিক দিয়ে বৃদ্ধির ধরতা হয়েছিল। ফলে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে আর্থিক সঙ্কট ঘটায় সরকারকে ১৩ কোটী টাকার ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সাধার আইনের ফলে যে বিখ্যাত স্বাধীন রাজস্বসংক্রান্ত-বিধানমূলক চুক্তি (Fiscal Autonomy Convention) হয়েছিল, তাতে বিধিবদ্ধ হয় যে ভারত সরকার ও পরিষদের অর্থে আমদানি শুল্কের এক্তিয়ারেই বসে ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভেতর আর থাকবে না।

ভারতে অবাধমূলক রাজস্বনীতির এক আলোচনা করবার জন্য ১৯২৩-২৫ খৃষ্টাব্দে যে ভারতীয় রাজস্ব কমিশন নিযুক্ত হয়, তা শিল্পোন্নয়নমূলক সংরক্ষণনীতি (Discriminating protection) অনুসরণের সুপারিশ করেছিল। সংরক্ষণ পাবার অধিকারী আবেদনকারী শিল্পকে সাহায্য করতে ইংলণ্ড আর সব দেশের চেয়ে বিশ্ব বেশী এইজন্যে যে, প্রথমতঃ, শিল্পকে প্রচুর কাঁচা মালের যোগান, সস্তা মালমশলা, অবাধ শ্রমিক যোগান, বিস্তৃত অভ্যন্তরীণ বাজার সবকিছুর অধিকারী হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পকে হতে হবে এমন যে, সংরক্ষণ দ্বারা তার সাধারণভাবে দর বৃদ্ধির পরিণামে দেশের স্বার্থের অনেকখানি ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। তৃতীয়তঃ, শিল্পটি হবে এমন যে, সংরক্ষণের আশ্রয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবার সামর্থ অর্জন করতে পারবে। এছাড়া, যে শিল্প আশ্রয়ের চাহিদা, সেখানে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকবে যা মূল শিল্পকে পরিপুষ্টি করতে পারবে, সেগুলিকে সংরক্ষণ সুবিধে দেওয়া।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব পরিষদ বিশ্লেষণমূলক সংরক্ষণ নীতির প্রচলন করে শুল্ক বোর্ড গঠনের মত দেয়। ১৯২৫-২৩ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত শুল্ক বোর্ড প্রায় পঞ্চাশটী বিভিন্ন শিল্পপ্রসঙ্গের বিষয় তদন্ত করে। তদন্তকারী বোর্ড যে সুপারিশের উপনীত হয়, তার প্রায় অধিকাংশের ব্যাপারে আমাদের দেশে। তবে, কয়েকটী প্রসঙ্গে বিচারকদের সাধারণ রাজস্বের তাগিদে বিচ্যুত করা যেতে পারে। ১৯২১ সালের সংস্কৃতির পর ভারতীয় উদ্যোক্তা-শিল্প বৈদেশিক, বিশেষতঃ বৃটেনীয় প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে থাকে। সরকারীয় বিশ্লেষিত কুপারোদ যেন ভেঙে পড়ার বৈদেশিক কোম্পানীগুলো ভারতের বাজারে যেন একচেটিয়াভাবে ও সস্তায় মাল চালাতে সমর্থ ছিল। ১৯২৪ সাল থেকে এই শিল্প-প্রসারের সাধারণ অবাধ নীতিকে কয়েকটুকু সংরক্ষণের দ্বারা কয়েকটুকু ভাঙ্গি-প্রতিযোগী করেছিল বটে, তবে আন্তর্জাতিক মূল্যমান বাজারের ফলে এই শিল্প যত দিন সংরক্ষণের আওতায় ছিল, তত দিন ১৯৩৯ সালে টাকা কোম্পানী ঘোষণা করে যে, ১৯৪১ সাল থেকে সংরক্ষণ আইনেরই দ্বারা ভারতের চলিতে হেতে পারবে। এছাড়া উৎপন্ন পাত্র, কাল পাত্রী নির্মাণ, কাচ, রসায়ন ঔষধাদি ব্যবসায়ের দেশীয় শিল্প পরে উঠেছে। এতে ক'রে ভারতের উৎপাদনই বাড়ছে। ভারতের একমাত্র ব্যবসা শিল্প পাট্টশিল্প ১৯২১ সালের পরে, ১ লিটার ৪ থেকে টাকায় বিনিময় মূল্যের উপর এক বৈদেশিক, বিশেষতঃ জাপানী ডাম্পিং ঔষধাদির পরিমাণ কম ভোগ করেছিল।

পঞ্চবার্ষিকীর সংরক্ষণ ঔতিহাসিক ও ভারতের হয়েছে এবং এর অন্তরায় প্রসার উৎপন্ন হয়ে ব্যবসায়োপযোগী অনেক উৎপাদন করা। ১৯৩১ সালে সংরক্ষণ ফরায় পরে পর্যন্ত ও ইস্পাত আইনগত ঘটে এবং ১৯৩৪ সালে উৎপাদন শুরু হলে। উৎপাদন ফরানো ও ব্যবহারের অর্থ সকল করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। ১৯৩৪-৩৫ সাল পর্যন্ত এই শিল্প অনেক ব্যবসায়িক ঘটেছিল, কিন্তু ১৯৩৭ সালের মন্দাই পর্যন্তার মূল্যাদি আবার হয়েছিল এবং এই শিল্পের ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভারতীয় সরকার সিদ্ধিকেই পরিণত ভারতবর্ষী হয়েছিল। এই সাহচর্যের ফলে ভারত পৃথিবীর অন্যতম চাহিদা পরিণত (Raw sugar) সরকার উৎপাদন ক্ষেত্রেও পরিণত হয়েছে।

১৯৫০ সালে ভারত শিল্পকে সংরক্ষিত করা হয়, তারপর এখন কাঁচা মালই হয়ে দাঁড়িয়েছে। উৎপাদন হিসাবে সুতো সেই আগে খুব ব্যবহৃত হতো। কিন্তু এর দাম খুব বেশি হওয়ায় কাপড় শিল্পের উন্নতি হবার সম্ভাবনা খুব কম ছিল। তাই বাজেটে অবাধ উৎপাদন হিসাবে ব্যবহার করা হয় ছিল, তাদেরকে সহজে অবাধ করার জন্যই এই শিল্পকে সাহায্য করা হয়। কিন্তু ভবিষ্য ভারতের বিভূতিকার হয়েছিল। অবশেষে ১৯৩১ সালে বাজেটের আলোকে উন্নত অবস্থার উদ্দেশ্যে শুল্ক বোর্ড এই হতে ফলাফল করে যে, বিদেশী ডাম্পিংয়ের উপরে উৎপাদিত ৪১৲ টাকা শুল্ক ধার্য করা হয়। ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্যন্ত এই শিল্প সাহচর্য ছিল।

বিশাখাপত্তনই বিদেশ সরকারী কিনা আছে। বিশাখাপত্তনই বাজেয় জোনসিল্ক নেয় টাকা বাজেয়-সংরক্ষণ আজকাল অনেক কারখানা বিশাখাপত্তন-কারখানা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু যেখানেই বিদেশী উৎপাদন-পদ্ধতি এবং, পরবর্তী আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সাথে প্রতিযোগিতার এই কারখানাগুলোকে টিকিয়ে রাখতে হয়েছিল। দ্বিতীয়মহাযুদ্ধের বিশাখাপত্তনই জোনসিল্ক সহযোগীদের আমদানি কমানো এবং ভারতের স্থাপন কর্তব্যের জন্য প্রচুর উৎপাদনশক্তি নিয়োজিত করেছিল। কিন্তু নিজস্ব সংরক্ষণ-ব্যবস্থা নিয়ে এই অবস্থাকে আমাদের কাজে লাগানো সম্ভব হয়ে পারেনি। পক্ষান্তরে, সরকারও, সংরক্ষণমূলক কারখানাদির জন্য বিদেশদের নীতি ভয় ভাবে অবলম্বন করে।

১৯৪১ সালে ভারতীয় কারখানার বিস্তারে ৪৫ বছরের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছিল, কিন্তু এর বিশৃঙ্খলার জন্য পরে সংরক্ষণ নীতি পরিত্যক্ত হয়। শুল্ক বোর্ড অবশ্য এই নিয়মে সংরক্ষণ করার সুপারিশ করে যে, এই নিয়মটী একটী মূল নিয়ম।

রুবী জেনারেল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস : কলিকাতা
ফোন : বি, বি, ৫০০০
ব্রাঞ্চ :
৮৯নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৮, রাজা মণীন্দ্র রোড, (নর্থ সেকশন)
পৃষ্ঠপোষক :
রায় সাহেব ব্রজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
এস, আর, গুপ্ত,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

এক্ষেত্রে সরকারের এই হস্তক্ষেপ-পরিহার নীতি কিছুটা অসঙ্গত ও অবিবেচনাপ্রসূত। শুল্ক বোর্ডের কর্মপরিধি সম্বন্ধে ফ্রাউসির মন্তব্যও প্রণিধান যোগ্য। বিচার-মূলক সংরক্ষণ নীতির ভিত্তিটি পরোক্ষে এই নিয়মের পক্ষে অনুকূল। বোর্ড যে স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন হবে, একথাটার উপরও লোকে আদৌ অন্ধ বৈদেশিক আমদানীর উপরে নির্ভরশীলতা কখনও সংরক্ষণ নীতির পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ হয়ে থাকে না। যেমন, ওষধ, বিদেশী প্রভৃতি শিল্প সংরক্ষণ পাওয়ার পক্ষে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু এদের দাবী পূর্ণ হওয়ার প্রতিকূলে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গীর কারণ আছে।

ভারতীয় শুল্কের সাধারণ কাঠামোর অন্তরালে কাস্টমসের পক্ষপাতিত্বের আবির্ভাবে রাজস্ব-পরিধিটি অনেক ক্ষেত্রেই বাড়ানো হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুল্ক আদায়ের ব্যাপারে এই পক্ষপাত বাঞ্ছিত হয়েছিল, কিন্তু ভারতীয় রাজস্ব ঐশ্বর্যশালিনী ক্ষেত্রে একে উপেক্ষা করেনি, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পক্ষপাত-নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তানুসারে (ক) ব্যবসা পরিচালনে অনুমোদন, (খ) ভারতীয় শিল্পের আর্থ তুলে সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তন, (গ) বৈদেশিক আমদানী হ্রাসবিষয়ে ব্যবসায়ের সঙ্গে অনুকূলতার দৃষ্টি পরিচালনা করতে হবে। এই ব্যবস্থানুসারে সাধারণ-ভাবে ছাড়াই ১৯২৭ এবং ১৯৩০ সালে পক্ষপাত-নীতি গৃহীত হয়েছিল, এবং ব্রিটিশ ইস্পাত ও তুলার পক্ষপাতমূলক উৎসে ব্যবসায়ে বিশেষভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাছাড়াও ১৯৩৪, ১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ সালের আটাওয়া চুক্তি ইত্যাদির ফলা। ১৯৩৪ এবং ১৯৩৭ সালের জাপান-জাপানী চুক্তি জাপানে শ্রেণির ভারতীয় কাঁচা তুলার সঙ্গে সহজাতী ব্যবস্থানুসারে (according to Sliding scale) জাপানী সুতী মালের আমদানীর ব্যাপার সংযুক্ত করা হয়েছিল। অবশ্য একথা জোর করেই বলা যায় যে, সংরক্ষণের উপরে পক্ষপাতনীতির এই আকস্মিক অভিব্যক্তির ফলে ভারতীয় শিল্পায়নের পথ অনেকখানি বিঘ্নিত হয়ে পড়েছে।

অনুসন্ধান শুল্ক বোর্ডের সংরক্ষণ এবং শুল্ক সংশোধনের ব্যবস্থাদিতে উপদেশ দেবার অধিকার নেই। ব্যবসা পরিচালনে প্রস্তাবানুসারে এই শুল্ক চক্র (tariff machinery) গঠিত হয়। পরিশেষে বলা হয়েছে যে, বোর্ড "সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধিৎসু ও উপদেষ্টা সংস্থা হবে এবং এদের সিদ্ধান্তের বেশী সত্তা থাকিবে না।" বোর্ডের শিল্প সুধা জ্ঞান ও কার্যবিধি সম্বন্ধে কোন বিধান নেই এবং ভারতীয় রাজস্ব কমিশনের বিবৃতিকে প্রতিবেদন প্রধান দিয়ে বোর্ড সাধারণভাবে সংরক্ষণ সুত্রের উপরে নির্ভর করে কার্যপন্থা নির্ধারিত করে। বোর্ডের গঠন যে সব সময়ে আদালতের হয়, তা নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সরকারী আয় আয়-ব্যয়ের ব্যবসায়ী অর্থনীতী বা সাধারণের প্রতিনিধির মধ্য থেকে নেওয়া হয়। আমার বোর্ডটি উপযুক্ত হবেছিল কিনা, তা'ও বুঝা যায় না। বোর্ডকে স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক বিচারবুদ্ধি খাটাবার অবসর দেওয়া হয় না। সাত বৎসর পর পর পরিবর্তিত শিল্পগুলির যৌক্তিকতার বিচার করে বোর্ড আবশ্যিক হবে, কিন্তু শিল্পগুলির সংরক্ষণোত্তর অবস্থাগুলির বিষয়ে বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। এছাড়া রাজস্ব তত্ত্ব বা পক্ষপাতদুষ্ট কমিশন, এরূপ কি উপদেশক মণ্ডলের, বোর্ড অনুসন্ধান করতে পারে না। সংরক্ষণনীতি যত ধীরে ধীরে এগিয়েছিল। এতে কোন সময়ের সুযোগ দিয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। সরকার তদুপরি শেষ প্রয়োগের পূর্বে সংরক্ষণের আবেদনকে তদ্বিষয় সন্তোষ দিয়ে ছাড়তে হয়েছে। তদ্বারোধে সরাসরি আবেদন সম্ভবপর ছিল না। প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরিচালকেরা অথবা প্রকার স্বার্থের কমিটি এবং আদেশ-পত্রে সরীক্ষের লোহাই দিয়ে আবেদনাদি করা হয়েছে। ফলে, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সের শুল্ক-তদন্তের তুলনায় বোর্ডের কার্য পরিমাণ খুবই কমনা। তাছাড়াও যেখানে সরকার নিজেরাই নিজে আগে দৃষ্টি দেন না, সেখানে বিশেষ জোর দেওয়া দেখেই।

বিভীষণ মহাযুদ্ধের আবির্ভাবে ভারতীয় শিল্প-কাঠামোর অন্তর্নিহিত দৌর্বল্য ও সোচনীয় অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষত ভারী মালাদির প্রবাসন্তার, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলিসিটাসিটি এবং ধাতুবিদ্যার ব্যবহারিক, ধাতু প্রস্তুত-প্রক্রিয়া (metallurgy)। বেলের কল, কাঁচ এবং অন্যান্য শিল্পাদিতে আমাদের পক্ষাবস্থিতি ধরা পড়েছে। যুদ্ধ অবশ্য পুরোনো এবং নূতন শিল্পাদিকে সাময়িক সংরক্ষণ দিয়েছে সত্য, কিন্তু চলাচল ও বিনিময় বিপত্তির ফলে শিল্পোন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দৃষ্টিমূলক শিল্প পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে। যুদ্ধকালে মূল ও যেসকলপ্রসূত শিল্পাদির প্রসারণটি হওয়া অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। চার্টার্ড কমিটি, যোজনা বিভাগ এবং কারিগরি বাণিজ্য দৃষ্টিমূলক মিশন (American Technical mission) সরকারী শিল্পায়নের এই দিকটাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছে। শিল্প-কাঠামোকে পুনর্গঠনীয়ের ব্যবস্থার জন্য ভারত সরকার নেহরুর ভারতের। ১৯৪৩ সালে ঘোষিত ঘোষণা করেন যে, সরকার সংরক্ষণ সম্পর্কিত দাবীগুলি দ্রুত বিচারে এবং দৃঢ়প্রয়োগের পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্পাদিকে সরকারের সংরক্ষণ দেবার সিদ্ধান্ত করেন। সরকার ইহাও ঘোষণা করেছিলেন যে, যুদ্ধ মিটে গেলে একটি কমিশন আমদানি করে রাজস্ব-নীতির সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হবে। এই জাতীয় প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে আমাদের আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, শুল্ক বিষয়ক বৈজ্ঞানিকের পুনরাবির্ভাব ঘটবে না, পক্ষান্তরে, যুদ্ধোত্তরীণ শিল্পোন্নতি-প্রতিষ্ঠানগুলি হয়তো শুল্ক যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থায় পড়বে না বা তাদের অস্তিত্ব থাকবে না।

আমাদের দিক থেকে জোর করেই বলা যায় যে, শিল্প যুদ্ধের প্রয়োজনকে মেটাবার উপযোগী সাময়িক ব্যবস্থা অবলম্বন করলে চলবে না। যুদ্ধোত্তর নীতির প্রয়োজন আছে। সরকারের দায়িত্বের ভাবে রাজস্ব-নীতির একটি বিশেষ স্থান হয়েছে। বিশেষভূত সংরক্ষণ-সূত্রের ভার ভার পরীক্ষা করা সরকার এবং এর ফলে সংরক্ষণ ও সাহায্যের শর্ত আরোপ করা উচিত। বৃটিশ শিল্প আইনের রক্ষাকবচের (British Safeguarding of Industries Act) ব্যবস্থা পূর্বপ্রেরণা করবার সমীচীন। সংরক্ষণের আবির্ভাব ও তার্থবিধিতে পুনরায় পরিবর্তন আনতে হবে। আমদানির সাহিত্য ও তার সহযোগী দুই চেষ্টাদিকে বিবাদিত করতে হবে। অন্যান্য উপায়গুলির সমন্বয়ের সহায়তা করতে হবে। রাষ্ট্রের অধীনে শিল্প ও ভবিষ্যৎ উৎপাদন-কৌশলের ভারে বীরে বীরে আসবার এসে দেওয়া দরকার। বৃদ্ধিমূলক শিল্প, শিল্প-সংরক্ষণ, বন্দরাদির ও নদীর নিয়োজিতের কারখানী আদ এবং, রাষ্ট্রের সুবিধাসমন্বয়, সস্তা কেন্দ্রিকের সুযোগ, বৃদ্ধিমূল চলাচল ও বিক্রয়-সম্ভার ইত্যাদি ব্যাপারে রাষ্ট্রকেই অগ্রণী হতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই জাতীয় ভিত্তিটিকে সুদৃঢ় আদর্শ, সেই নিয়ন্ত্রণের নীতিই ব্যবসায়ক্ষেত্রে পুরোদমে চলেছে। কিন্তু দেশের সমুদয় অবস্থার সমন্বয় হচ্ছে আধুনিক যুগের প্রয়োজনের সাথে রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রাচীন ধরণের পরিস্থিতিকে মিল খাইয়ে নেওয়া। যুদ্ধ মিটে গেছে। সময়ও বা এখন একটা অভিনব ব্যবস্থা হইবে, যা'তে ক'রে এ সবই সম্ভবপর হ'য়ে পড়বে।

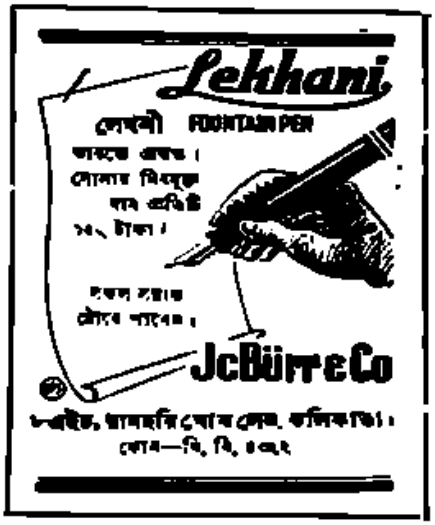

৮-এইচ, হাজরা রোড লেন, কলিকাতা।
ফোন—বি, বি, ৪৩৫২

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ

ব্যক্তি ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাবার জন্য এবং অভাবের দিনের সর্ব-প্রকার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলবার উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান-কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট ও সজাগ।

১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এবং শাখাসমূহ।

ভারতীয় অভ্র-শিল্প ও তাহার উন্নয়ন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চৌধুরী

প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অভি বিলম্বে তুলা হইয়াছিল। Mica Ordinance পাশ করা হইয়াছিল ১৯১৮ সালে, যখন যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়া গেছে। বিশ্ব মহাযুদ্ধের পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে এই মহাযুদ্ধে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রথম পর্যায়েই আরম্ভ হয়। ইহার কার্যকরী ব্যবস্থায় 'প্রাণ' দিবার জন্য ডিসেম্বর মাসেই ভারত সরকারের সমরসচিবকে ডিসেম্বর লেখকের ছাত্র পাঠে এবং তিনি এই বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তাঁর দেন।

এই যুদ্ধের সেবাতে আমেরিকা ও ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে দুইজন কমিশনার প্রতিনিধি ও মার্কিন সরকারী কৌশল বিভাগ কোম্পানীর (Metal Reserve Co) প্রতিনিধিরে ভারতবর্ষে একটী জরুরী মাইকা মিশন প্রেরণ করে। তাঁহারাই ব্রিটেনফিল্ডের অন্তরে ভারতীয় অভ্র কিনিয়া আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে চালান দিতেন।

এই ব্যবস্থার ফলে অভ্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিদেশী ক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের পাকা-পাকি সম্বন্ধ ও পত্র ব্যবহারাদি বন্ধ হইয়া যায়। অভ্র ব্যবসা যুদ্ধকালে অতি সহজ হয়—খনি হইতে উত্তোলন, বাছাই ও বিক্রয়োপযোগী করিয়া মাইকা মিশন অফিসে পৌঁছাইয়া দিতে পারিলেই মূল্য পাওয়া যায়—হিসাবে মাল পাঠাইবার পরে মূল্য পূর্ব হারে না কমিয়া মূল্য সংক্রান্ত করার ও সিলেক্টেডিতে বিভিন্ন রকমের ঝামেলাই ছিল না। এই সুযোগে নূতন খনি ও মাইকিরণ কার্য অতি দ্রুত পরিচালিত হইয়া get quick rich এর ব্যাপারটি বহু হইবার মত হইয়াছিল।

পত্র বিক্রয়ের পর হইতে মাইকা মিশন উঠিয়া গিয়াছে—তথাকার নিয়ন্ত্রণও নাই। অবশ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রহিয়া সরকারী অফিসার দ্বারা বিক্রয় (যেমন কারখানে স্থান লইয়াছে) এখনও চলিতে থাকে—তাহাতে নূতন বা মাইকিরণ ব্যবসায়ীরা সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ পাইবার সুযোগই নূতন প্রতিষ্ঠিত পুরাতন ও বৃহৎ ব্যবসায়ীরা তাহাতাহি অধিকারীর ব্যবসার হাত করিয়া লইতে পারে। এই সময়ে ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা করিল। ইহাতে, উপর এই সব কারণে বর্তমান নিয়ন্ত্রণে সরকারীয় অবস্থা হইতে সরকারের সাধারণ (normal) অবস্থায় ব্যবসার পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণের ধাপ অতিক্রমের ফলে নূতন বা মাইকিরণ ব্যবসায়ীদের বিশেষ কেন পাইতে হইতেছে।

ভারতীয় সরকারের পরিচালন আমরা যাহা দেখি, যে কারণে মাইকিরণ (ভারতীয় ও অভারতীয়) মাইকা কেই কাঁচামাল পরিচালন, তাহার মধ্যে অভ্র-ব্যবসায়ের সর্বাপেক্ষা নূতন বিষয় স্থান নাই বলিলেও চলে। প্রথমতঃ, ইংরেজী বিভিন্নিয়ান্—যাহারা ভারতের সব বিষয়েরই পরিচালনে সর্বাপেক্ষা উচ্চপদবিকা (all expert technique and efficiency) লাভ করিয়াছেন বলিয়া নিজেদের মনে করেন, তাহাদের লক্ষিত ভারতীয় মার্কেট সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাই। তাঁহাদের প্রথম লক্ষ্য British মার্কেট ও তৎপর ভারতীয় অভিজাতী বা ভারতী (vested---) মার্কেট-সংরক্ষণ। ভারতীয় সিভিলিয়ান ভারতীয় মার্কেট খুব কমিয়া যদি ব্রিটিশ মার্কেট সম্বন্ধে অত্যধিক উৎসাহ না দেখায় তবে তাঁহার চাকরী বা পদ-মর্যাদা বিচারের ও ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা-মূল্য (future prospects) থাকে না, এইরূপ আমরা দেখি যে, তেমন ভারতীয় মহলে যা সিভিলিয়ান বা অফিসারেই উচ্চপদের পদোন্নতি ও বিলাতী খেতাব ও সম্মানাদি লাভ করেন—যিনি "out-Britishing the British in India" every phase of the Indian administration—অর্থাৎ খুটিনি বা প্রাণ খোলা হইতে আরম্ভ করিয়া লাট-খেলাট পর্যন্ত ভারতীয় হইতেও যিনি ভারতীয়কে 'ফোর্থ ডগ-ব্রাণ্ডী' বা খানি-পানাদি করিতে পারিবেন তিনিই ভারতীয় (?) সরকারী মহলে পুরস্কৃত বা সম্মানিত হইবেন। এই সব তথাকথিত 'ভারতীয়েরাই' প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মহলের মনস্ত ও স্বভাবতীয় হইতে সহজেই দূরে ও পরদেশীয়।

এই ধরণের শাসন-কর্তৃপক্ষই ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যাদির তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনে অধিকারী। তাঁহারাই শিল্প-ব্যবসাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার বিচার ও ব্যবস্থাদি করিয়া থাকেন, বিশেষত তাহা হইলের উচ্চতর প্রশাসন করিয়া থাকেন। তাহেই প্রকৃত ভারতীয় সরকার বা প্রজা পর্যন্ত যে ভারতীয় মার্কেট সংরক্ষণে ও তত্ত্বাবধানে ব্যবস্থাদির ব্যবস্থা আসে তাহা হইতে পারে না, সেকথা এই ব্যবস্থাই প্রমাণ করে।

সম্প্রতি সরকারের অভিপ্রায়ের কথা দুইটী অধ্যাদেশের কমিটী করিয়াছিলেন—একটী (১) অধ্যাদেশের কমিটী (Mica enquiry committee also known as Renbow committee.) অপরটী শ্রমিক অধ্যাদেশের কমিটী (Labour Investigation committee—also called as Rege committee). তাঁহারা যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ এখনও সাধারণে প্রকাশ হয় নাই—তবে যাহা এ পর্যন্ত জানা গিয়াছে, তাহাতে বিশেষ উৎসাহিত হইবার কারণ দেখিতে পাইতেছি না। এই সব ব্যবসায়ই ভারতীয় অসভ্যতাবহের মার্কেট নিয়ে হইতে (কয়েকটী মার্কেট বাদ দিয়া) নূতন করিয়া ভারতের অধিকৃত ভারতীয় সরকারকে পুনঃসংগঠন করিতে হইবে। National planning under real national Government ছাড়া বর্তমান ভারতী মার্কেটের বা প্রকৃতপক্ষে সরকারের মিটে-কোটা ব্যবস্থায় বিশেষ অধিকার সরকারের উন্নয়ন হইতে পারে না।

ভারতীয় অভ্রশিল্পের অধিকৃত উন্নতির উপায় লেখক তাহার Hand Book of Mica এবং অন্যান্য বিভিন্নভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন (১৯৪৩)। এই ব্যবস্থার উন্নয়নার্থে তিনি নিম্নলিখিত ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। (১) Standardised Trading :—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অভ্রের size এবং quality নির্ধারণ এবং সকল ব্যবসায়ীর একরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন। (uniformity in standards and methods of Trading). (২) Co-operative marketing —যৌথ বিক্রয়-ব্যবস্থা, মাইকার প্রথম ক্রেতা আমেরিকা, জার্মানী, ইংলণ্ড ইত্যাদি দেশ—যেখানে মাইকা বিক্রয় ব্যবস্থা করিতে পারে এমন ভারতীয় ব্যবসায়ীর সংখ্যা খুব অল্পই হইবে। Indian Sugar Syndicate-এর ধরণে পরিচালিত India Mica marketing syndicate-ই সেরূপ প্রস্তাব করেন। (৩) Bureau of Mines Department with research and experimental laboratories—খনি ও খনিজ সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য খুব বিস্তৃত বিভাগ খনন ও যথোচিত ব্যবস্থার অবলম্বন। (৪) Compulsory Group management of large Co-operative working organisation, Commanding sufficient resources, working equipment and expert technical personnel for efficient production and marketing of mica and mica products.—ব্যবসায়ীমণ্ডল দ্বারা যৌথ-খনি প্রভৃতির সংঘ প্রতিষ্ঠা—যাহাতে আধুনিক কারখানাপরিচালনে প্রয়োজনীয় মূলধন, অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রপাতির অভাব হয় না। (৫) খনি মাইনের পরিবর্তে কাটা বিস্ফোরক ও বৈজ্ঞানিক যথোচিত ব্যবহার। প্রস্তাবের মতে এবম্প্রকারে এক সরকারী প্রতিষ্ঠান National research and development corporation স্থাপনই সর্বাপেক্ষা দরকার। Public utility and power services including power, mineral resources and transport etc. constitute...vital factors of economic significance, in a comprehensive national Planning.

সর্বপ্রকারের স্বদেশী পুস্তকের জন্য
কংগ্রেস পুস্তক
বিক্রয়কেন্দ্র
২৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কংগ্রেস পুস্তক প্রচার কেন্দ্র কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
মফঃস্বলের অর্ডার সরবরাহ করা হয়।
রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ ১২টা হইতে সন্ধি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

ফোন : সাউথ ২০১৯
রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রেজিষ্টার্ড অফিস :
১৪৮, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।
কার্যালয় : কান্দি / পাঁচথুপি (মুর্শিদাবাদ)

১৯৪৯ সালে সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ ইংরেজীতে খুব আরম্ভ হয়—বিদেশের-ব্যবসায়ীদের অভ্র-শিল্প বিষয়ে ব্যবস্থার অত্ত খোঁজখবর হইতে থাকে। পরে পরে অত্যধিক অভ্র আমদানীর সম্ভাবনা সম্বন্ধে লেখকই অন্যান্য অন্য স্থানে বিভা সর্বপ্রথম সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তেলের লড়াই

অতুল দত্ত

দুইশত বৎসরের শোষণ, দুইশত বৎসরের অত্যাচার এবং বৈদেশিকদের হাতে বাঙ্গালীর ও বাঙ্গলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা—ইহাই আধুনিক বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস। আর্থিক ক্ষেত্রে শোষক শ্রেণীর হাতে আক্রমণাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করিতে চাহিয়াছিল। আর্থিক শক্তির সংগঠনের সব পথ্যি স্বাধীনতার অধিকারের পায়ে শৃঙ্খল বেশীর ভাগ স্বাধীনতা পূর্ণ সংগঠনের বাধা হইয়াছে। কিন্তু সেই বিরোধ দুইশত বৎসরের শোষণ অত্যাচারই বাঙ্গালীর স্বাধীনতার বাধা নয়।

স্বাধীনতার এই দুই অবস্থা পরিস্থিতি আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। বৈদেশিক দুইশত বৎসরের শোষণ অত্যাচার এবং আমাদের আজ যে সব অসুবিধা বিপদের মধ্যে সংগঠন করিতে হইতেছে। আর্থিক শক্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং অসুবিধার সংগঠনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সে একটি ছাড়া সকল ও বিরুদ্ধ দুইশত বৎসরের শোষণ অত্যাচারের ফলে। আর্থিক শক্তি সংগঠনের ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংগঠনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সে একটি ছাড়া সকল ও বিরুদ্ধ দুইশত বৎসরের শোষণ অত্যাচারের ফলে। আর্থিক শক্তি সংগঠনের ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংগঠনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সে একটি ছাড়া সকল ও বিরুদ্ধ দুইশত বৎসরের শোষণ অত্যাচারের ফলে।

(ইহা প্রস্পেক্টাস নহে : ঘোষণাপত্র মাত্র)

দি ন্যাশন্যাল কটন মিলস্

লিমিটেড

(১৯৪৬ ইং ভারতীয় কোম্পানী আইনানুযায়ী গঠিত)

হেড অফিস ১৮৫ গড়পারম পার্লিক লেন, কলিকাতা।

মিল ফালিসহর, চট্টগ্রাম

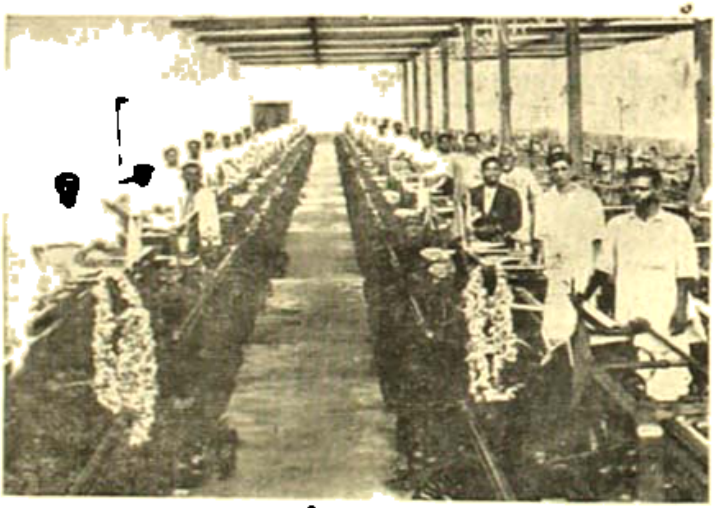

১৯৫১ ইং ৩১শে সেপ্টেম্বর মিলের উৎপাদন ভিত্তে চট্টগ্রামের হিন্দু, মুসলমান, নৌক কমিশন সদস্যেরভাবে দেখবারার জন্য কাপড় প্রস্তুত করিতেছেন।

সুতা কাটিবার (Spinning) এবং অতিরিক্ত Weaving Machinery আমদানীর Textile Commissioner বিভাগের বিধান মোতাবেক মিলের বিভাগ ভিত্তে ৫ই, স্থানাভাবে কটন মিলের জন্য আমদানীতে যে সকল নূতন মেশিনারীর জন্য আমদানিতে আবার দেওয়া হইবাছে, সেই সম্পর্কে আমদানিতে সন্তুষ্টের করা যাইতেছে যে, আমদানী এই অর্ডারের বিশেষ অসুবিধা আছে বলিয়া বিবেচনা করিলে ..... এই orderএ অন্যান্য সকল orderএর সমান্তরাল বলিয়া গণ্য হইবে।"

Import License—১৯৪৯ ইং সুন মাসের মধ্যে মাল আমদানী করিবার Import License পাওয়া গিয়াছে।

ডিবেঞ্চারের টাকা—১৯৪৯-৫০ ইং সনের জন্য ৯৲ টাকা (আয়করমুক্ত)

১৯৫০-৫১ ইং সনের জন্য ৯৲ টাকা (")

কে, কে, সেন,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

যাইতেছে না। তাই, শান্তি স্থাপনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক শক্তি ছাঁটাই আরম্ভ এবং সে শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টার পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সামরিক শক্তির একটী প্রধান উপাদান ছিল তৈল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন, The Allies floated to victory on a wave of oil—মিত্রশক্তির তরী তেলের ঢেউয়ে ভাসিয়া বিজয়ের তীরে ভিড়িয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধে তেলোন্মাদনা আসী ছিল না, বিরাট সে যুদ্ধে অল্পস্বল্প আসে নাই, যুদ্ধের শেষের দিকে মাত্র অস্ত্রশস্ত্রের জন্য ট্যাঙ্কের আবির্ভাব ঘটে। সে যুদ্ধে যেমন ঢেউয়ে মিত্রশক্তির তরী ভাসিয়াছিল, এই যুদ্ধে তরী ভাসাইতে তাহা অপেক্ষা শতগুণ বড় ঢেউয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। কৃত্রিম যান যদি বিজয়ীর যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে এই বিরাট তৈলের প্রয়োজন আরও শত গুণ বাড়িবে। আমেরিকা শক্তি তৈলের প্রয়োজন জোগাইতে পারিবে কি না, তাহার নিশ্চিত আশ্বাস বিজ্ঞানীরা এখনও দিতে পারেন নাই।

সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ আরিজনি দিয়ে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে সামরিক শক্তির জন্য দেখাইয়া। তাই, বর্তমান যুদ্ধের সামরিক শক্তির প্রধান উপাদান তৈল সম্বন্ধে আমেরিকার অন্য যাহাদের আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল।

পৃথিবীর বিভিন্নদিকে অবস্থিতি এই সম্বন্ধে দুজন—আমেরিকা—এবং আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার কোবিনিয়ন্ স্বল্পের মধ্যে পরিচিত উত্তরাঞ্চল। কম সম্বন্ধে। মধ্যপ্রাচ্য এবং পূর্ব আফ্রিকা বীপপুঞ্জ। এই চারিটী প্রধান অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র খনিজ তৈল আবিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব নয়। তবে, আজকাল পর্যন্ত তৈল নিশ্চিত হইবার উপযোগী কোনও অঞ্চলের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। বিজ্ঞানীরা বলেন—এই সন্ধানের সম্ভাবনাও নাই।

পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চল তৈলপ্রধান, তাহা অল্প বাক্যে বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মূল্য ও সামরিক গুরুত্বের ভাবে বোঝা যাইবে। কৃত্রিম প্রয়োজনের সংবাদপত্রপ্রচারণে দুরাগ্রাহের সামরিক অর্থের দ্বারা এই অঞ্চলের তৈল সম্বন্ধে কৃত্রিমের মত আকর্ষণ। এই অঞ্চল সম্বন্ধে আমেরিকার আগ্রহ একমাত্র তৈলের জন্য। এই আগ্রহেই আগ্রহ সম্বন্ধে এত হৈ হৈ, প্যালেস্টাইন সম্বন্ধে ইহুদি ইত্যাদি, ইরাণ ও ট্রান্সজর্ডানে বৃটিশের ঔপনিবেশিক সম্বন্ধে সম্পর্কিত রাখার প্রবল চেষ্টা, লিবিয়া ও মেসোপটেমিয়া তাহা আনুষ্ঠিক অনিষ্ট। আজ ইরাণের তেলে পাওয়া এবং লিবিয়া-মেসোপটেমিয়া হইতে বৃটিশ তৈল বহিয়া আনিবার। লিবিয়া হইতেও বহিয়া আনিবে। কিন্তু এই সব তৈল বহিয়া অতুল আয় হইবে না। ভবিষ্যতে যাইবেও না। তাহারা ইরাণে, [illegible] ও প্যালেস্টাইনে আজও আছে। [illegible] অঞ্চলের সেই শিশুসোদরের পোসিস্ [illegible] ১ লক্ষ ৩৪ হাজার তৈলকে মধ্য-প্রাচ্যের [illegible] অঞ্চলে, আমিরার আশ্বাসন চলিতেছে [illegible] এই ১৯৩৯-এ পরিপূর্ণ সমর্থন [illegible]। প্যালেস্টাইনে আমিরার নামে [illegible] সেখানে মার্কিন তৈল ও মার্কিন খনি [illegible] ছাড়া বিক্রিত হইবে না।

এই তৈল-সম্পদ [illegible] ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধে বৃটিশ ও আমেরিকার [illegible] আছে। অবশ্য [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible] পূর্ব-ভারতীয় [illegible] তৈল ও আমেরিকার [illegible] সম্বন্ধে। তারা [illegible] আমেরিকা স্বাধীনতা [illegible] ভয়ে ঘোষিত, [illegible] প্রভৃতি সর্বদা [illegible] পড়ার সম্ভাবনা [illegible]। তাহার [illegible] তৈল-অঞ্চল চাহিবামাত্র বিপন্ন হইতে পারে। [illegible] ইন্দোনেশিয়াদের স্বাধীনতা-ভাবনা [illegible] তৈল লেলাইয়া বিদায়, আমেরিকা [illegible] ইন্দোনেশিয়ার তাহার সম্বন্ধে-সম্বন্ধ ব্যবহারে আসক্তি হয়ে যায় এবং মার্চ-শেষ, পর ফেব্রুয়ারী মাসে নিরপেক্ষ পরিদর্শন দল তৈলের ইন্দোনেশিয়ার প্রধান উৎপাদন আমেরিকা যেন সুইডেনের সমর্থন করিয়াছিল, তাহার কারণ বুঝিতে এখন আর বিলম্ব হইবে না।

পৃথিবীর তৈলসম্পদ সম্বন্ধে মূলতাত্ত্বিক বিবরণে যাহারা আমরা কম প্রবেশ বলিয়াছি, তাহার অবশ্যকার বাস্তবিকের অঙ্গন বিরাজে ভয়ানিয়া ও পেলোপোনেসের মধ্যে পরিবারে। যুদ্ধের পূর্বে ভয়ানিয়ার তৈল-নিয়ন্ত্রণ ছিল ১৯টী কোম্পানীর হাতে। এর মধ্যে ৮টী ছিল বাজারের ছাড়িয়া আসা সম্ভব নয়। তাই, পূর্ব ইউরোপকে উপলক্ষ করিয়া রোমিয়ার তেলিয়ার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ ও এত নিন্দাবাদ।

এখন দেখা যাক্ পূর্ব বলিয়া চারিটী প্রধান তৈল-অঞ্চলে কি পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মধ্যে উচ্চ আমেরিকাই সর্বপ্রধান তৈল-অঞ্চল। ১৯৪৪ সালে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমগ্র পৃথিবীর মোট তৈল উৎপাদনের শতকরা ৬৪'৩০ ভাগ তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ সময় মেক্সিকোয় শতকরা ১'৩৯ ভাগ, ত্রিনিদাদে ১ ভাগ এবং ভেনেজুয়েলা ও অন্যান্য আমেরিকার সামান্য তৈল উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলাতে সর্বাপেক্ষা বেশী তৈল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৯৪৪ সালে সারা পৃথিবীতে উৎপন্ন তৈলের শত-করা ভাগের শতকরা ১৮'২৪ ভাগ তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল। আর্জেন্টিনা, কলাম্বিয়া ও পেরুতে শতকরা ১'৭৩ ভাগ উৎপন্ন হয়। তৈল উৎপাদনে মেক্সিকোই তৃতীয় স্থান বিশিষ্ট। ১৯৪৪ সালে মেক্সিকোয় তৃতীয় পৃথিবীর মোট তৈলের শতকরা ১'৭৯ ভাগ তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল, এই সময় ভেনেজুয়েলার উৎপন্ন হয় শতকরা ৮'৪ ভাগ, ইন্দোনেশিয়ার অঞ্চল অঞ্চলে ৮'১ ভাগ। এই সময় মধ্য প্রাচ্যে পারস্য পৃথিবীর তৈলক্ষেত্রগুলির শতকরা ৩'৯৩ ভাগ তৈল যোগাইয়াছে ইরাক যোগাইয়াছে ১'৩৪ ভাগ। অন্যান্য অঞ্চল ১'৯৫ ভাগ। ১৯৪৪ সালে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ উৎপন্ন তৈলের বিন্দুর পাওয়া যায় নাই। তবে, ১৯৩৯ সালে এই অঞ্চলের ৮৮ লক্ষ টন তৈল পাওয়া গিয়াছিল। সুমাত্রার পাওয়া যায় ইহার তিন ভাগের দুই ভাগ। যোগিতের এই অঞ্চল

অনুমোদিত মূলধন　　৫,00,000৲ টাকা
বিক্রয়ার্থ মূলধন　　৫,00,000৲ টাকা

আমাদের প্রস্তুত "অ্যাট্‌ভাটোরা" ইন্জিনগুলি আমাদের সর্বপ্রথম একটী নিখাদ টেকি বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। অল্প উপকরণ টিকিলেও বর্ষার অনুসন্ধান ও তদারকাবধানের সুযোগ লাভ করিয়াছে। আমাদের আধুনিক নিজস্ব-তত্ত্বাবধানে আমরা ইতিমধ্যে সাধারণী ৭৯০ অশ্ব ইঞ্জিন, আমাদের অন্য আরেকটী বালীগঞ্জস্থ বৃহৎ কারখানায় তৈয়ার করিয়াছি। আধুনিক সাধারণীর প্রস্তুত পরিবর্তনের জন্য বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ও অর্থনীতি মহল এই কারখানা পরিদর্শন করা হইয়াছে। আমরা আশা করি, অচিরেই এই কোম্পানীকে আমাদের অন্যতম শিল্প-প্রতিষ্ঠান বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম হইব।

ডিরেক্টরবর্গ :

১। মিঃ আলীকরণ বোস, ব্যারিষ্টার-ডিরেক্টর—ব্যবস্থাপনা ব্যাঙ্ক লিঃ, সিটি ব্যাঙ্ক কোম্পানীজের ট্রাষ্ট লিঃ। ঠেকানা—এশিয়াটিক প্রপ্রিয়েটরী ইন্সিওরেন্স লিঃ, ইন্ডাষ্ট্রি, ৩৪, আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা।

২। মিঃ মহাদেব বোস, মার্চেন্ট, প্রোপ্রাইটার—বোস এণ্ড কোং। ৩-বি, বিডন ষ্ট্রোয়ার, কলিকাতা।

৩। ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বোস, এম, বি, রেজিষ্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার, ১৭৩১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

৪। মিঃ যতেন্দ্রনাথ বোস, ইঞ্জিনিয়ার এণ্ড কন্ট্রাক্টার। কোম্পানীর চীফ ষ্টীম বোস এণ্ড কোং, ষ্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, ১১৩, আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা।

৫। মিঃ বিমলচন্দ্র চ্যাটার্জি, এম, এস-সি, (লণ্ডন)। এ, এম, ইন্সটিটিউ (সেক্রেটারি)। সি, ই, ডি (মেকেনিক্যাল) লণ্ডন। ডাইরেক্টর—ন্যাশনাল সিকিউরিটি সিন্ডিকেট লিমিটেড, ১১৯৮, বাবুবাজার মিত্র লেন, কলিকাতা।

৬। মিঃ আলীকরণ বোস, পার্টনার—অধিকাংশ ইউরি ওয়ার্কসের। ৩-বি, বিডন ষ্ট্রোয়ার, কলিকাতা।

মাননীয় ডিরেক্টর : মিঃ নারায়ণ বাগচী, এম, এ। ৩-বি, বিডন ষ্ট্রোয়ার, কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড অফিস : ৩-বি, বিডন ষ্ট্রোয়ার　　ফোন বি, বি, ৪১১০

মোট উৎপাদনের শতকরা ৫১ ভাগ এবং মালয়ের শতকরা ১৮ ভাগ।

আমেরিকার পৃথিবীর অন্য সর্বাপেক্ষা বেশী তৈল উৎপন্ন হইলেও মার্কিন তৈল ব্যবসায়ীদের ইহা পর্যাপ্ত নহে বলিয়া মনে হয়। কারণ বলিত শ্রেণীর বুদ্ধার দেশ শীমাবদ্ধ। বিশেষজ্ঞ এক দল মার্কিন বিলাসী হিসাবিদ বলিয়া বুঝা বুঝিয়াছেন যে, আমেরিকার তৈল-সম্পদ আগামী ২০ বৎসরের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে, কলিফার অভিজ্ঞদিগের মতে তৈলের পরিমাণ অনেক বেশী। আগামী বহু বৎসর যাবৎ এই সব খনি হইতে তৈল নিষ্কাশন সম্ভব হইবে। ইহা ছাড়া, লাইবেরিয়ার এবং মার্কিন অঞ্চলে তৈল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক পরেষণার আমেরিকার তৈল-সম্পদ বিশেষ হতাশার সম্ভাবনা জানা গিয়াছে, যা মার্কিন তৈল-ব্যবসায়ীদের উৎসাহের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ফল এইরূপ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

যাহা হউক, ১৯৪৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকার জন্য আবশ্যক তৈল-কারখানের সরবরাহ করিবার জন্য পেট্রোলিয়াম রিসার্চ করপোরেশন নামক একটী প্রতিষ্ঠানকে অর্থ-সাহায্য করেন। চাহিদামত তৈলসরবরাহ করিবার পথ এই প্রতিষ্ঠানের অনুসন্ধানের আরম্ভ হয় মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি। ইহার পরিকল্পনা অনুসারে স্থির হইয়াছিল যে, পারস্যোপসাগর হইতে ভৌমী আবদের মধ্য দিয়া ভূমধ্যসাগরের তীর পর্যন্ত ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের একটী পাইপ লাইন বসান হইবে। প্রথমে মনে হইয়াছিল যে, যুদ্ধের সময় তৈল সরবরাহের জন্য এই পাইপ লাইনের প্রয়োজন হইবে। পেট্রোলিয়াম রিসার্চ করপোরেশনের প্রস্তাব এই অঞ্চলের মার্কিন তৈল ব্যবসায়ীদের মনঃপূত হয় নাই। তাহারা বলেন যে, যুদ্ধের সময় এইরূপ বিরাট প্রচেষ্টার প্রয়োজন হওয়া সম্ভব নহে। অবশ্য, তাঁহা কোম্পানীসমূহের সেক্ষেত্রে একটী বিশেষজ্ঞ বিশেষ ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন। এই বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাদিগের অভিমত প্রকাশ করেন যে, মধ্য-প্রাচ্যে যত খনিজ তৈল মজুত আছে, সমস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মজুত তৈলের পরিমাণ তাহার সমান নহে।

এই কথা আখিয়ত হওয়ার পর মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে বৃটেন ও আমেরিকার আগ্রহ বহু গুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠা স্বাভাবিক। এই অঞ্চলে সোভিয়েট রুশিয়ার রৈতিক আশঙ্কা অন্য কোনরূপ প্রভাব বৃদ্ধির তুলনায় আশঙ্কা বৃদ্ধিও অস্বাভাবিক নহে।

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের তৈল-সম্পদ বিভিন্ন বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীরা প্রকৃত নিম্নরূপ করিয়াছে, এখন সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

প্রথমতঃ পারস্য। তৈল সম্পদের দিক হইতে মধ্যপ্রাচ্যের এই অঞ্চলটীর গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। ১৯৫১ সালে ইরানিয়ান তেল ও আর্দাল নামে এক তৈল দৃষ্টি মার্কিনি কূটনৈতিক তৎপরতায় সাহায্যে মাত্র ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু সমস্ত পারস্যের পীত জাতের ৬/৭ ভাগ আয়তনের অর্থাৎ ৫ লক্ষ বর্গ মাইল স্থানে তৈল নিষ্কাশনের অধিকার আদায় করেন। ১৯০৮ সালে ডিসি এই ইজারা বন্ধ আবদ কোম্পানী নামক বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করেন। ঐ কোম্পানী ইরান-পারস্য আবদ কোম্পানী নাম করে। ১৯৩৩ সালে বেজা শাহ পহলবী এই কোম্পানীর ইজারার মেয়াদ কমাইয়া ১ লক্ষ বর্গ মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন। তৈল নিষ্কাশনের অধিকার এইস্থানে কিছু সঙ্কুচিত হওয়া ছাড়া আজ ৪০ বৎসর বৃটিশ ব্যবসায়ীরা পারস্যের তৈলসম্পদ বন্ধ উল্লেখে লাভ করিতেছে।

তাহার পর ইরাক। ইরাকের উত্তর-পূর্বে একটা ছোট অঞ্চলে বাকিম্‌ আবদ কোম্পানীর তৈল নিষ্কাশনের ইজারা আছে। এই কোম্পানীটী ইরাক-পারস্য আবদ কোম্পানীরই শাখা প্রতিষ্ঠান। ইরাকের অবশিষ্টাংশে তৈল নিষ্কাশনের অধিকার মসুল ও বসরা পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর হাতে। এই দুইটী কোম্পানীর প্রায় সমতুল্য ৪ ভাগ সেবার এক এক স্থানীয় ব্যবসায়ীর। অবশিষ্ট শতকরা ৯২ ভাগ সেবার ইরাক-পারস্য গ্রুপ, রয়াল ডাচ্‌ গ্রুপ, ফ্রেঞ্চ গ্রুপ ও আমেরিকার গ্রুপের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত। এখানে এখনও আমাদের মার্কিনের উৎসাহী তৈল এখন পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসর ৪০ লক্ষ টন তথিয়া তৈল এখানে উৎপন্ন হয়। বৎসর ৪০ লক্ষ টন তৈল এখানে উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চল হইতে সিরিয়ার ত্রিপলি বন্দর পর্যন্ত বর্তমানে একটী পাইপ-লাইনের দ্বারা পর্যন্ত একটী পাইপ লাইনে তৈল চালান হয়। সম্প্রতি ক্রাকুক হইতে হাইফা পর্যন্ত আর একটী ১৬ ইঞ্চি পাইপ লাইন বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কিউয়েট অঞ্চল কোম্পানী নামক একটী বৃটিশ কোম্পানী, কিউয়েট প্রদেশে তৈল নিষ্কাশনের অধিকারী।

বাহরেনিয়ান-আমেরিকান অঞ্চল কোম্পানী নামক একটী প্রতিষ্ঠান ইরান সৌদের বাহরেন সমস্ত সূর্য অঞ্চলে তৈল নিষ্কাশনের ইজারা পাইয়াছে। বাকি কোম্পিয়ার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অঞ্চল কোম্পানী এবং টেক্সাস করপোরেশন সম্মিলিতভাবে এই কোম্পানী পরিচালনা করিতেছে। ইজারা নামক একটী তৈলক্ষেত্র হইতে তৈল আহরণ আরম্ভ হইয়াছে। আল্‌কবের ও ফাতিক নামক দুইটী আহরণ কীয়ই তৈল আহরণ আরম্ভ হইবে। এখান হইতে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত পাইপ লাইন বসাইবার সকল আয়োজন শেষ হইয়াছে। কীয়ই পাইপ লাইন নির্মাণ আরম্ভ হইবে।

সাহেবীন দ্বীপে তৈল আহরণের ইজারা বাহরেনীন পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর হাতে। এই কোম্পানীর মালিকত্ব কালিফর্নিয়ার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অঞ্চল এবং টেক্সাস করপোরেশন।

আরো ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট অঞ্চল কিউয়ৎ নামক একটী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বিশেষ তৈল আহরণ করে। এখানকার মাল কার্ডিফ ও ভ্রমরার তৈলক্ষেত্রের প্রতি বৎসর ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টন তৈল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং পারস্যোপসাগরের পশ্চিম উপকূলে কাতার, বাহরাম, ওমান্‌ ও এডেন অঞ্চলে বৃটিশ ও মার্কিন ব্যবসায়ীরা তৈল আহরণের অধিকার পাইয়াছে। তবে, যুদ্ধের জন্য আহরণ আরম্ভ হয় নাই। যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন ব্যবসায়ীরা এখন তৎপর হইতেছে।

মধ্য প্রাচ্যে মজুত তৈলভাণ্ডার সম্পর্কে কোনোরূপ বিশ্বাসের অভিমত পূর্বে বলিয়াছি। বিশেষজ্ঞরা বলেন—মধ্য-প্রাচ্যে পেট্রোলিফেরাস (petrolifferous) জাতীয় শিলা যত বেশী, এত আর পৃথিবীর কোথাও নাই। তাঁহাদের যুক্তিপূর্ণ অভিমত—পারস্যে, কিউয়েটে, সৌদী আরবে, বাহরেনে এবং সিরিয়ে বিরাট তৈল সম্পদ আছে। অভিজ্ঞদের মতানুসারে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং ট্রান্সজর্ডানে তৈলসম্পদ আবিষ্কৃত হইবে। এই বিপুল তৈলসম্পদ আহরণের একচেটিয়া অধিকার এতদিন বৃটেন ও আমেরিকার ছিল। কখনো ও ফরাসী ব্যবসায়ীরা তাহাদের অংশ আদায়ের ছিল।

সম্প্রতি সোভিয়েট রুশিয়া উত্তর পারস্যে তৈল আহরণের অধিকার পাওয়ার পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের এই একচেটিয়া অধিকারে হাত পড়িয়াছে। তাই, তাহাদের এত পরিশ্রম, পারস্যের জন্য এত দরদ! পারস্যের পক্ষপাতী সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত সীমান্তে করিতে হাড়িলেও বৃটেন ও আমেরিকা পারস্যকে বিপদে যাইতে দেয় কেমন করিয়া?

সোভিয়েট-পারস্য তৈল-চুক্তির ফলে মধ্য-প্রাচ্যের সর্বপ্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যা সোভিয়েট মার্কিন ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া অধিকারেই কেবল আঘাত লাগে নাই; সোভিয়েট-পারস্য চুক্তির সর্তগুলি পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীদের আতঙ্ক সঞ্চার করিয়াছে। এই ধরনের সর্ত যদি মধ্য-প্রাচ্যের অন্যান্য পশ্চাদপদ তৈলক্ষেত্র ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত লাভী করে, তাহা হইলে ঐ সব ব্যবসায়ীর লাভের অঙ্ক নিশ্চয়ই যাইয়া যাইবে।"

সোভিয়েট-পারস্য তৈল-চুক্তির সর্তগুলি এইরূপ —প্রথম ২৫ বৎসর সোভিয়েট পারস্য অঞ্চলে তৈলানুসন্ধানের অনুমতি এবং দেবার সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের থাকিবে, পারস্যের থাকিবে ৫০%। দ্বিতীয় ২৫ বৎসর উভয়ের সমাধিকার ভোগ থাকিবে। তৈল নিষ্কাশনের যন্ত্রপাতি ও যান কর্তৃপক্ষের, অধিক মালিকানা পারস্যের উৎপন্ন তৈল পারস্য ও কর্তৃপক্ষ সমান সমাধিকারে বিভক্ত হইবে। পারস্য তাহার ইচ্ছামত তৈল বিক্রয় করিতে পারিবে। পরবর্তী ২৫ বৎসর ইজারা থাকার সময় তথ্য বিশেষজ্ঞরা পারস্যের আর্থিকব্যবস্থাদিতে তৈলসমস্যার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করিয়া তুলিবে। শ্রমিকদের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। পরবর্তী সময়ে পরে ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে তথ্যভিত্তিক তৈল প্রতিষ্ঠানটী পারস্যের হাতে আসিবে; পারস্যের ইঞ্জিনিয়ার ও আর্থিকব্যবস্থা তত্ত্ব দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনের যোগ্যতা অর্জন করিবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কর্তৃপক্ষের বহুপক্ষিক বিক্রয়ের সব তথ্যিয়ার সোভার করিবে তাহা করিবার জন্য সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের অনুরূপ দাবীই বৈদেশিক মুলধন ও বিশেষজ্ঞ আহরণ করিয়াছিলেন।

সুস্পষ্ট বলিয়াছি যে, সাম্রাজিক পরিবর্তন যারা সারা বিশ্বে প্রভুত্ব করিবার জন্য পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা প্রস্তুত হইতেছে, তাহার একটী প্রধান উপকরণ খনিজ তৈল। এই খনিজ তৈলের আহরণে তাহাদিগকে খনি দিতে পারিলে পারস্যের তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টাকেই খনি দেওয়া হয়। সোভিয়েট রুশিয়া 'পারস্যকে তাহার সহিত চুক্তি করিতে সমর্থ করাইয়া ইঙ্গ-মার্কিন পরিকল্পিত সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। সোভিয়েট-পারস্য চুক্তিতে পারস্যকে তবে অর্থনৈতিক ব্যাপারে স্বাধীনতা রুশিয়া তুলিবার চেষ্টার আছে।

মধ্য-প্রাচ্যের অধিকাংশ অঞ্চলে এখনও মধ্য যুগীয় সামন্ততান্ত্রিক প্রথা বর্তমান। বিলাসী ভূস্বামী শ্রেণী এই সব অঞ্চলের দরিদ্র, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের ঘাড়ে ভর করিয়া আছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা বিলাসী ও নৈতিক ভোগ-লুণ্ঠীল অধিনায়কদের প্রকৃত ভাবের স্বাধিয়া তাহাদের সহযোগিতায় ভিন্ন ভিন্ন এই অঞ্চল শোষণ করতে চায়। পক্ষান্তরে, সোভিয়েট রুশিয়া মধ্য-প্রাচ্যের এই প্রতিক্রিয়াশীল অধিনায়কের কবল হইতে মুক্ত করিতে আগ্রহান্বিত। মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসী ও বিশিষ্ট জনসাধারণের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা আসিলে এখানে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের রাজত্বসমাপ্তি আসন্ন হইতে বড় হইবে। পরাধর্ষপরায়ণ ভয় সোভিয়েট রুশিয়া এই নীতি গ্রহণ করে নাই। তাহার আদর্শগত ও রাষ্ট্রগত স্বার্থেই তাহাই মধ্য প্রাচ্যে পরপরিচালিত আন্তর্প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। যুদ্ধোত্তর জগতের বিভিন্নমান শক্তিবলের মধ্যে যে কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব চলিতেছে, মধ্য-প্রাচ্য সে দ্বন্দ্বের একটী বড় ক্ষেত্র। সোভিয়েট-পারস্য আবদ কর্তৃপক্ষের পরিচালনার এই ক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একটা বড় পরাজয় ঘটিয়াছে। এই অর্থনৈতিক বুদ্ধিবিলাস দ্বারা পারস্যে সোভিয়েট রুশিয়ার নৈতিক প্রভাবও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে এই প্রভাব সমগ্র মধ্য-প্রাচ্যে বিস্তারিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে বৃটেন ও আমেরিকা আজি সাম্প্রদায়িক রুশিয়াকে যুদ্ধে নবাইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সেখানে সোভিয়েট রুশিয়ার নৈতিক প্রভাব ইতিমধ্যেই বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বিশ্ববিপ্লব

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

সোভিয়েট কমিয়ার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল কমিয়ার শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার যেকোনো ধরনের সম্ভাবনা নষ্ট করে, সেগুলোকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে তোলা। বিপ্লবের আগে কমিয়া ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। তাছাড়া তাদেরই পরাধীন যে সমস্ত দেশগুলো ঔপনিবেশিক শোষণের ফল ভুগছিল। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর সমান উপর কমিয়ার অধিবাসীদের সব ধরনের জিনিষপত্রের জন্য নির্ভর করতে হোত। কমিয়ার বিপ্লবোত্তর অর্থনীতির তাই প্রথম কর্তব্য ছিল ভারসাম্যকে আধুনিক বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে শিল্পব্যবস্থার অভিপ্রায় আদায় করানো, কারণ শিল্পপ্রধান দেশ না হলে কোন দেশের পক্ষেই সংবিধানবদ্ধভাবে উন্নয়ন করা সম্ভব নয়।

জাতীয় তাৎপর্য

সোভিয়েটের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মৌলিক লক্ষ্য আলোচনা করা যাচ্ছে—অবশ্যই সোভিয়েট প্রথম থেকে দেশকে কৃষিব্যবস্থাকে সরিয়ে আধুনিক শিল্পকে বসানো। এই অতীব উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সরকার ছিল :—প্রথমতঃ, ভূমিকর বা পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করা, দ্বিতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা ও তৃতীয়তঃ সোভিয়েটে আর্থিক শ্রেণীবিভেদ দূর করার এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়বার জন্য নৈতিক ভিত্তি গাঁথা।

তবু বিপ্লবের সমাজতন্ত্রের কাঠামোর ওপরে সোভিয়েট দেশকে গড়বার প্রথমে ছিলেন না, তাঁরা এবং বাইরের বাস্তবতাকে তাঁরা সমাজতন্ত্রের সঙ্গতির চরণে ফেলেছিলেন। অবশ্যি তত্ত্ব ও কমিয়াদের আগে থেকে দেশগুলোর এক সঙ্গে বিপ্লবে যৌথ ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে কমিয় দেশের সমাজতন্ত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করবেন এই ছিল তাঁদের বাসনা। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, এইভাবে দেশের প্রায়ে প্রায়ে জমীদারী প্রথার ওপরে ওপর সমাজতন্ত্রের ইমারত গড়ে তুলতে পারলে তবেই সাম্রাজ্যবাদ দলতন্ত্রের সুযোগবিধানের সম্ভাবনা থেকে মুক্তি পাবে। পুঁজিবাদী দেশগুলো কমিয়ার চারদিকেই ঘিরে ছিল। তাদের বাইরের সাহায্য যে না হয় পাবে না, এবিষয়ে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ হাতে হাতেই জানতেন। সোভিয়েটের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর সকল হলে যে কোন বিশ্ব-পুঁজিবাদের ভিত্তি টলমল করে উঠবে এবিষয়ে পুঁজিপতিদের অজানা ছিল না। সোভিয়েটের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য সমাজতন্ত্রের সাফল্যেরই সাক্ষাৎ এবং সেই সাফল্যের বীজ যে ক্রমে ক্রমে সোভিয়েটের সীমানা পার হয়ে দাবা অন্যান্য দেশকে সমাজতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করবে, এই ভয়ে সোভিয়েটকে আক্রমণেই তাদের মনের ভয় দূর করা হয়েছে। তাই সোভিয়েটের বাইরে কোনো সামরিক সৈন্যসংখ্যা যাতে না হয় তার জন্য সমস্ত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাগুলোও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হয়েছিল। যে কোন ধরনের সামরিক অভিযানের জন্য তাঁরা নিজেদের তৈরী করবার প্রতিজ্ঞা নিলেন।

আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

সোভিয়েট সরকার যেদিন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কথা জনসাধারণকে শুনিয়েছিলেন, সেদিন বাস্তবটা কাল অন্ধকার-অন্ধকার করে এসেছিল, সোভিয়েট কমিয়ার সীমানার মধ্যে যা সঞ্চীবন আনবার সবরকম সম্ভাবনার সঙ্গে সেই ব্যাপারটাকে যে পরিমেয় আনবার আনতে পারে, এরকম অধিকাংশ লোকেই বিশ্বাস করতে পারেনি।

কিন্তু ইতিহাস আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, লোকার চোখে যা মনে হয়েছিল, তা সত্য নয়। কমিয়ার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যে আন্তর্জাতিক তাৎপর্য আছে, শুধু তাই নয়। গোটা বিশ্বের সমাজের উপর যে পরিকল্পনার প্রভাব অপরিসীম। কমিয়ার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আজকের অবস্থাটাকে কমিয়ার সঙ্গীর মধ্যে রাখলে পাবে এবং পরিমাণ ছোট নেই। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সরকার বাসে যে এক দেশের অর্থনীতি কোন দেশের ওপর নির্ভর করে থাকে, সোভিয়েট কমিয়ার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে

ভবিষ্যতের সংস্থান ?

সহজে ও সুলভে হইতে পারে জীবন • বীমার পলিসির দ্বারা। বিস্তৃত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন।

ডোমিনিয়ন ইন্সিওরেন্স

—কোং লিঃ—

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৫১৩০

দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউলভুক্ত)

হেড অফিস :— দিনাজপুর

কলিকাতা অফিস :—১১, ক্লাইভ রো

ফোন : কলিকাতা—১১১৭

ইহা উচ্চ ধরণের ব্যাঙ্ক, সুষ্ঠু ব্যাঙ্কিং নীতির দ্বারা পরিচালিত। সুবিধাজনক সর্তে ডিপোজিট গৃহীত হয়। শতকরা ৯০ ভাগের বেশী নগদ ব্যাঙ্কারদের নিকট জমায় এবং কি সি মোটে খাটান হইতেছে।

সুবিধাজনক সর্তে ঋণ দেওয়া, ব্যাঙ্ক ড্রেফিট, ওভারড্রাফ্ট, চেক ও বিল ডিস্কাউন্ট এবং ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত সকল কার্য্য করা হয়।

: ব্রাঞ্চ অফিস :

রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ, আলিপুর-দুয়ার।

অপরাপর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

রায় সাহেব জে, এন, সেন

* চুরমূর্ণ এম্-এল্-সি,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

পরিবহনের তুলনামূলক সুবিধা এবং তাদের ছেড়ে দেওয়ার ফলে, তোমাদের ব্যবসায় নতুন বাঁচতে হলে আমাদের সাহায্য দরকার। তাছাড়া তোমাদের পার্থিব জীবনে স্বাধীনতা ও সচ্ছলতা তোমরা পাবে না।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে কত দুর্নি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো একেবারে ধ্বংস হবে তার পরিসংখ্যান আমরা আগেই দেওয়ার আশায়, সেই অভিযান-গুলোকে আমরা বিপ্লবের লালসেলাম-প্রাপ্ত পরাজিত করে এসেছি। বিপ্লবী বেতারে আমরা সবে মাত্র-ভূমির ব্যবহারিক জীবনকে নতুন করে গড়তে দেখেছিলাম। সেই সময়েই দেশিক প্রতিক্রিয়াশীল অভিহিতেরা বে, বিপ্লবোত্তর রুশিয়ার অর্থনৈতিক কার্যধারা সমস্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অচল হবে। সবিস্ময়ে আমরা লোক্সিয়েট সরকারের এইসবগুলি অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছিল পুঁজিবাদী দেশগুলোর সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে। সেই প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতিগুলি থেকে ঐ সব থেকে দুরকম লোক দেখা দিয়েছিল—দুটি দল। তাদের একটী দল সমাজের বিপ্লবের পরে, অন্য দল বিপক্ষে। দেশিক বলেছিলেন :—বর্তমানে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মপদ্ধতিকে বিপ্লবিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছি। বাইরের সবাই আমাদের এই লোক্সিয়েট তন্ত্র প্রজাতন্ত্রের দিকে অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে—সবাই আমাদের খুব ছেয়ে আছে—জগতের সকল দেশের সমস্ত দিন-মজুর—কেউ বাদ নেই। আমার একথা অত্যুক্তি নয়। এ পর্যন্ত আমরা কৌতূহল মেটা করেছি, এইখানেই তার সার্থকতা।..... পৃথিবী জুড়ে আজ এই অর্থনৈতিক তন্ত্র চলেছে। আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা যদি আমরা আমাদের নতুন উপায়ে সমাধান করে ফেলতে পারি তাহলে এই তন্ত্রগুলোর বনবাসিতে আমরা জয়ী হবো এবং সে জয় হবে চিরস্থায়ী। তাই বলছি যে ব্যবহারিক জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলাটাই আমাদের তাড়াতাড়ি সবচেয়ে বড় কাজ। ব্যবহারিক কর্মসূচিতে আমাদের পূর্ণ অধিকার করতেই হবে—ধীরভাবে, স্থির ভাবে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে চলতে হবে।

লেনিনের এই বাণী আজ অনেকদিনের কথা। রুশিয়ার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে, পুঁজিবাদীদের সঙ্গে সমস্ত লড়াই শেষ করে লোক্সিয়েট ইউনিয়ন আজ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সমরক্ষেত্রে নেমে আসছে।

আজ লেনিনের সেই আদেশের উপলক্ষের পর অনেক দিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু লোক্সিয়েট ইউনিয়ন অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে যে ভাবে পরে পরে এগিয়ে এসেছে তার ধারা বিশ্লেষণ করলে লেনিনের কথার সত্যতা আজ অনেক অনেক গুণে বর্ধিত হয়েছে। বিশেষ করে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উৎপত্তি, ক্রমবৃদ্ধি এবং পূর্ণ পরিণতি তার জলন্ত দৃষ্টান্তকে সফল করে তুলেছে। রুশিয়ার সমস্ত জিনিষ-পত্রের মধ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটী ইংরেজ, আমেরিকা ও এশিয়ার বনেদী দেশগুলোর সকল শ্রেণীর জনসাধারণকে যে ভাবে টানাটানি দিয়েছে, আলোড়িত করেছে, তেমনটী আর কোন জিনিষকেই হয়নি।

প্রথমে ব্যবহারিক দেশগুলোর পরপ্রত্যাশী শ্রেণী এবং তাদের মুখপত্রগুলো রুশিয়ার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যের কথাটা হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলে। কেউ বলে "আজগুবি", কেউ বলে "শাসকদের প্রলাপ", আবার কেউ বা বলে, "ইউটোপিয়ান"। কিন্তু পরে যখন তারা টের পেলে যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিফল হচ্ছে না, সফলই চারদে ফলে ফলছে, তখন তারা আঁৎকে উঠল। অমনি তারা গলা ফাটিয়ে চীৎকার সুরু করলে—চাষ ভোল শিল্পের জন্যে লাগল—লোক্সিয়েটের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পুঁজিবাদী দেশগুলোর সর্বা হিংসে করছে তাই। লোক্সিয়েট রুশিয়ার পাশের সঙ্গে ব্যবহারিক দেশগুলোর হাটবাজার একেবারে ভেঙে যাবে। সস্তা বাজে ফেলবার জন্য ঐ সব মাল রুশিয়া ফেলে ফেলে পাঠিয়ে দেবে। ফলে আমাদের মাল আর বেচা যাবে না। বাজারে আমাদের মাল পচে ফেলে পড়ে থাকবে; আমাদের কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে, দোরগুর বেকার-সমস্যা দেখা দেবে। বিদেশী পুঁজিপতিদের এই চাতুরী যখন ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন ঘটলে লাগল আর এক ব্যাপার। ঐ সব দেশ দেখে, কখনো বিভিন্ন ফোম্পানীর তরফ থেকে, কখনো ব্যাবসায়িক-দের তরফ থেকে, কখনো বা বিভিন্ন সভা-সমিতির তরফ থেকে, এক একটী প্রতিনিধিদল রুশিয়ায় এসে লোক্সিয়েট শাসের গুণো দিতে লাগলেন। উদ্দেশ্য তাঁদের সাধু নয়—দেখানে সমিতি করে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা স্বচক্ষে দেখে এসে আমাদের গোপেন্দাগুলক নীচ কৌতূহলই তাঁদের খোরা মিটাল। বিভিন্ন দেশের মজুরদের যে সব প্রতি-নিধিরা লোক্সিয়েটে গিয়েছিল তাদের কথা অবশ্য এখানে বলা হচ্ছে না; তারা তো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম দিন থেকেই পরিকল্পনাটীর প্রতি তাদের প্রশংসা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল এবং লোক্সিয়েট ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল।

সেই সময় থেকেই পুঁজিবাদী দেশগুলোর সংবাদপত্র, সভা-সমিতি, ইত্যাদি সব কিছুতেই একটী কথা শোনা গেল। বাদবাকী সবকিছুকে তারা অবশ্য দেশের "অসুখ" বলে প্রচার করলে, যদিও পুঁজিবাদী দেশের সংবাদপত্রে অসুখের স্থান বড় একটা হয় না। সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলোকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করলে তারা বিজ্ঞানসম্মত পুঁজিবাদিদের রহস্যময় লিখে। তাদের একদল বলেন, লোক্সিয়েটের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা কখনোই সীমা ছাড়িয়ে এক পাও এগিয়ে যেতে পারেনি। আর এক দল—তাঁরা একটুখানি বাস্তব প্রকৃতির—তাঁরা বলেন :—যে যাই বলুক লৌলসশক্তিদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কখনোই হবে না। সেটি এবং যেন পরম সুসমাপ্তির সফল হবে বোধ হয়। তবে সঙ্গে আবার জুড়ে দিলেন :—কিন্তু লোক হিসেবে বোলশেভিকরা যে অত্যন্ত শক্তী, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এইসব বিভিন্ন মতামতের খোটাকতক উদ্ধৃত করা এখানে অপরিহার্য হবে না :—

১৯৩১সালের নভেম্বরের শেষের দিকে নিউইয়র্ক টাইম্‌স্ পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন—সাধারণ ভাবে যে একটা কথা আছে কোন পঞ্চবার্ষিক দিন-পরিকল্পনা শেষটিকে যদি প্রাপ্তই না করে, আরম্ভের দিকে লক্ষ্য না রেখে পরিকল্পনাটী যদি এগিয়ে চলে, তাহলে শেষটিকে পরিকল্পনা বলাই চলে না। কথাটা কিন্তু আগাগোড়া বিশ্বাস করা যায় কিছুই বলা যায় না।

তাহলে আমরা দেখতে পে, রুশিয়ায় প্রচেষ্টাটী 'ভুয়া খেলা' মাত্র। আচ্ছা, এবার মুর্টন পত্রিকা ডেলি হেরিএল্ডের ঐ সময়ের মন্তব্যটা শুনি :—; পূর্বপরিকল্পিত অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরীক্ষাটী একেবারে ব্যর্থ হয়েছে। নিউইয়র্ক টাইম্‌সের মতে :—সোবকুনি-প্রচেষ্টা রুশিয়ায় সফল হো হয়ই নি, বরং সেই চেষ্টার ফলে রুশিয়ায় খোরা-পোষায় দুর্ভিক্ষের অবতার হয়েছে। পোল্যাণ্ডের পত্রমূল শ্রেণীর কাগজ গেজেটা পোলস্কায় মন্তব্যও একই ধরণের :—পরিস্থিতি দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, সোভিয়েট সরকারের প্রামে প্রামে সোবকুনি প্রচারের চেষ্টা অত্যন্ত

লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—চাঁদপুর (বেঙ্গল)

কলিকাতা অফিস : ২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

গ্রাম : বেঙ্গোন্যাণ্ডান্ ফোন : ক্যাল ৫৭৬৬

শাখাসমূহ :

শিয়ালদহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, পুরাণবাজার, মালদহ, টঙ্গিবাড়ী, সিরাজদিখা, পাইকেলবাড়ী (খুলনা), ময়মনসিংহ, গৌহাটী।

চট্টগ্রাম শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
মিঃ অমরকুমার শাহ।

কলিকাতা এজেন্ট :
মিঃ ধরিত্রীধর চক্রবর্ত্তী।

দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ

ব্যবসায়ীদের সুবিধাজনক সর্ত্তে মালপত্র, বিল, জি পি নোট, মার্কেটেবল শেয়ার ইত্যাদি রাখিয়া টাকা দেওয়া হয়।

চেয়ারম্যান ঃ
আশুতোষ দাশ

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অবস্থার এসে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজী পত্রিকা লন্ডন-সংঘের পত্রিকা কি 'ন্যাশনালিস্ট টাইমস' লিখেছিল—নতুন কারখানা বাড়ীঘর করতে গিয়ে সাধারণ লোক যে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, তার জন্য কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। আমেরিকার কাগজে বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদক সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেছিল :—চলিত ব্যবস্থা পরিবর্তন বিষয়ে তবে আমরা বিবেচনা করতে পারি যে, পরমাণবিক কর্মপদ্ধতির ব্যবসায়িক উৎকর্ষতা যেন হয়েই গিয়েছে তার উপর যে সমাজতান্ত্রিক দোহাই পাড়া হয়েছিল সেটাও অসারতা প্রতিপন্ন হয়েছে।

এই যেন পুঁজিবাদীদিগকলোর একটা সমবেত মন্তব্য! অথচ এই সব মন্তব্যকের সমালোচনা করতে যাওয়া পাগলের দ্বারা আর কিছু নয়। কারণ এই সব পুরাতনের রক্ষণাবেক্ষণীরা যখনতখন সহায়তের অস্ত্রালের যোগ্য বলে বেঁচেছেন। এঁদের কারে যা বলছে তার কোন তাৎপর্য নেই। চলিতের পরমাণবিক পরিবর্তন কি ভাবে সম্পন্ন হোল, তা দেখবার বা জানবার আগ্রহও তাঁদের নাই। তাঁদের বক্তব্যের তাঁরা নীরবতার মধ্যে থাকাটাই সমীচীনমনে করে।

আর এক রকমের মন্তব্য দেখা গিয়েছিল অন্য কয়েকটি পত্রিকায়। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারীতে ব্রাসেলের পাসক শ্রেণীর কাগজ লে সোশ্যাল বলেছিল :—সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র বিদেশী মূলধনের সাহায্য না নিয়েও চলিয়াকে শিল্পপ্রধান দেশে রূপান্তরিত করেছে অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রথম অবস্থায় তাদের সফল হয়েছে। কয়েক মাস পরে পত্রিকাটি আবার লিখেছিল :—প্রকৃত কোন সাহায্যের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ করতে চলেছে। পুঁজিবাদের দাবা খেই আর তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারে।...আমাদের দেশে চাষের জমি আমেরা কমে গিয়েছে, তাই আমরা বাড়তি উপায়ে চাষ বাড়াবো কি করে? সোভিয়েট, চলিতে যন্ত্র চলিয়ে একটি বিরাট পরিকল্পনা সম্পন্ন করেছে।...আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় তারা জয়ী হয়েছে।

চুটানের একটি পত্রিকা 'সাউথ চায়না' মন্তব্য প্রকাশ করেছিল :—পরমাণবিক পরিকল্পনার বাড়ি দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। বাসকক ও ডানিলভ্রাদের ট্রাক্টর কারখানা, মস্কোর মোটর গাড়ীর কারখানা, মিরসি লস্ত্রভোদের ফোর্ড কারখানা, বিদ্যুৎশক্তির আমার সীমাহীন বিরাট অন্তরীয়, সুদূর সাইবিরীয়ার অধিবাসীদের ইস্পাতের কারখানা ম্যাগনিটোগর্স্ক ও কুজনেস্ক, উরালের অবস্থিত যন্ত্রপাতির কারখানা এবং রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান ("সোভিয়েটের ভয়") এই সবকে দেখে শুনে অনেকে স্বীকার করতে বাধ্য যে, যারা লেখ-জোখ নিয়ে চলিয়ার দিন দিনগত জনপ্রগতির মূল্যায়ন করেছে, তারা ভুল এবং প্রাণপণচিন্তে বিশ্লেষিত হয়ে উঠেছে।

ইউনাইটেড ফোর্সিস্তিক ট্রাইবের প্রেসিডেন্ট সিবরন তাঁর মন্তব্য করেন :—আমি অনুমিতি নই, বোকাপেক্ষিকও নই। আমি পুঁজিবাদী এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পূর্ণ বিশ্বাস করি।...চলিয়া এগিয়ে চলেছে, কিন্তু আমাদের মত অনুকারবাদ এবং ব্যক্তিস্বার্থ বাদি পক্ষে আছে। ...এক লক্ষ লোক আজ সাধনের মত চাকরী খুঁজে বেড়াচ্ছে।...চলিয়ার পরমাণবিক পরিকল্পনা ব্যর্থতে হয়েছে। পরিকল্পনাটিকে আমরা টানা করেছি, ভাঙ্গি করেছি, তার বার্থতার কথা আমে থাকতেই ঘোষণা করেছি। কিন্তু আজ যখন দেখছি যে, পরিকল্পনার দ্বারা রাষ্ট্রনায়ক লক্ষ্যলাভ করেছে, তখন সেই সত্য কথাটা মেনে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। যে সমস্ত পিছড়ানো কথা আমি শেষে এসেছি সেখানে দেখেছি যে, সফলভাবে পরিকল্পিত কলকব্জা গড়ে উঠছে—যন্ত্র যত রাজনৈতিক, ব্যবহারে মনোযোগ খাদ্যের দাবি—প্রচুর ঔষধ আরোগ্য, বাসগৃহ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, প্রমিকদের অবসর-বিনোদনের ক্রীড়াস্থান এবং শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান—সবই আধুনিকতম ঢঙে চলেছে কথা। তাদের অবস্থানে উপেক্ষা করা আমাদের আর উচিত নয়, সোভিয়েট সরকার ঠিকমে এ একথা মুহূর্তের জন্যও মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়। চলিয়ার ভবিষ্যৎ আজ প্রায় আর আর্দ্ধ দুইই প্রতিশ্রুতি হয়েছে। আজ চলিয়ার অনুসরণ প্রেমের ঈশ্বর—চলিয়ার সত্যসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। আর সত্যের ব্যবসায়ী কথাটা এই যে, আজকের চলিয়ার মূল সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যের মধ্যে যে "বিরাট আশা" অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে, আমাদের ব্যবসায়িক মেজাজলোকের সেই "আশা" বলে কিনিসটির অস্তিত্বই নেই।

মার্কিন পত্রিকা 'দি নেশান', মন্তব্যিল :—পরমাণবিক পরিকল্পনার ফল এ বছরেই বা তাতেই তা লভ্য করবে বলে। চলিয়ার পরিশ্রম যেমন মনে হয় যেন চলিয়া মুগ্ধ দেখেছে। চলিয়া আজ মানুষ ও প্রমাণ দুইই সমান ঢাকে পড়তে। সবাই আজ আর চলিয়াকে যেন ভেবাই যায় না।...যেসিব বিদেশপ্রেমী প্রোফেসর মুখে আজ বিদ্যা-নতুন জনগণ মাথা তুলছে—এরকি দৃষ্টি নয়, ৫০ হাজার থেকে আড়াই লক্ষ মানসিক বিয়ে অন্তরঃ ৩০টি লবণ প্রস্তুতের করেছে পর ৫ বছরের মধ্যে। প্রত্যেকটি লবণ এক একটি প্রাকৃতিক লবণ বা পরিশ্রম উৎপাদনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে। মেসিনের মানে — বিদ্যাবণ্ডি + সোভিয়েট − লবণাক্তর— আজ সকল হতে চলেছে। নির্জন আকাশচুম্বী চুড়ায় পরমাণে ছোট ছোট জীর্ণ মূর্তির আজ আর আমাদের চলিয়াকে চিনিয়ে দেয় না। জিলীবাড়ি আজ গ্রামে গ্রামে আলো ছড়াচ্ছে, সেচের এবং নাবাবলম্বন আজ গ্রামে গ্রামে ছেঁকে বলেছে। পৃথিবীর আধুনিকতম বিরাট কল, যন্ত্রপাতি নিয়ে আজ প্রমিকরা খেলবার অবসরবিনোদনে মাতাতাতা করে। তাদ রাখীরা আজ এমন সব ছাদের যন্ত্রপাতি তৈরী করে এবং তাতে সাধারণ, যে সব মিলিয়ে এদেশে আমরা আমেরিকার চেয়েও শ্রেষ্ঠিটি। ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ী তথা শ্রমিকরাজী কাগজ ডেলিগো মন্তব্যকার লিখেছিল :—যেখানে যা হচ্ছে তার একটা ঠিকমত ধারণা করা যা করলেও আমাদের পক্ষে কঠিন। ব্যবসা করতে গেলে সে সব চোখে দেখতে হয়। চলিয়ার যা হচ্ছে তার কাছে আমাদের সমরকালীন প্রচেষ্টা পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায় বলে মনে হয়।...

এই যে দু রকম মন্তব্য আমরা দেখলাম এদের মধ্যে প্রথম দল চান সোভিয়েটকে তার পরমাণবিক পরিকল্পনা ৫৯ এককে ডুবিয়ে রাখতে। আর একদল চান, সোভিয়েটের সঙ্গে বাণিজ্য করতে। দুই দলই পাকাবেশীবুক।

পুঁজিবাদী দেশগুলোর প্রগতিশীল শ্রেণীর সোভিয়েটের সমাজতন্ত্র গড়ার চেষ্টার বিষয়ে যখন তার সম্পূর্ণ অজ্ঞতার। বিপ্লব বিপ্লবী থেকে নানা প্রমিক প্রতিনিধিরা চলিয়ার দেশে গিয়েছে। তাদের মধ্যে বেলজিয়াম থেকে যে দলটি গিয়েছিল তাদের মন্তব্য নীচে দেওয়া হোল :—আমাদের দেশের সঙ্গে আমরা যে সব ব্যাপার দেখে এলাম তাতে আমরা প্রভাব অবাক হয়ে গিয়েছি। হাসপাতাল, মাতৃমঙ্গল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, এবং শ্রেণিকক্ষগুলো কি আমরা উপমায় দিয়েই এর কাজ হবে। ব্যবস্থাদি সবই একেবারে আধুনিক। কারখানাগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে তকতকে—বিনি আলো হাওয়া আসে। প্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যরক্ষা আর চিকিৎসার ভেতর সুন্দর ব্যবস্থা তাও আমরা দেখে এলাম। কারখানার কাছেই প্রমিকদের বাসস্থান। পাঠশালা, হাসপাতাল ইত্যাদি সবই সেখানে আছে। আমেরিকার কারখানা এবং শ্রমিক বস্তি, আর আজকালকার কারখানা এবং প্রমিকদের বাসস্থানে কি ভীষণ পার্থক্য! এই সব দেখে শুনে আমরা বেশ বুঝতে পেরেছি যে, সোভিয়েট প্রমিকদের শক্তি কত বেড়েছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশের বেতনভোগী কাগজ আজ নতুন সমাজ গড়ছে। আজ সেখানে সমাজতান্ত্রিক আবহাওয়া এবং মেজাজ সমাজ। সোভিয়েটের আজ সমাজ-সংস্কৃতির পূর্ণবর্ষ চলে। প্রথমির সঙ্গে কি ভয়ংকর ধারা সোভিয়েট প্রমিকদের অভিজ্ঞান করতে হয়েছে, তা আজকে দেখে তাদের সাফল্য-সর্বোপরি নরমকে অকাতরে বাহবা দিতে আমরা পেরেছি। কোন বাধাই যে আজকে রুখতে পারবে না, এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

এইবার পরমাণবিক পরিকল্পনার বিষয়ে তাৎপর্য বুঝতে আর বাকী হয় না। মাত্র দুই তিন বছর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে মন দেবার পর এবং আণবিক চুক্তির মেয়াদের পর সোভিয়েট চলিয়া বিশ্বের জনমতকে মোটামুটি হুমকিতে ভাগ করে ফেলেছে। একদল সোভিয়েটের শিল্পের দম দেখে অবাক হয়ে যায়। তাদেরই কেউ কেউ আবার মেন পরমাণবিক পরিকল্পনার সাফল্যে অবাক হয়েছে। দ্বিতীয় দল, সোভিয়েট চলিয়ার মিত্র। সারা পৃথিবীর যুদ্ধে তারা ক্রমশঃ পরিণামী হয়ে উঠছে। বলশেভিকদের দেশগুলোর এই মর্যাদায় প্রমিকদের মন সোভিয়েটের সমর্থনে, আবেগে, ঘৃণা এবং আনায় ভরে উঠেছে। পরমাণবিক ভাই দেখে আমরা ভাবছি।

এইখানেই সোভিয়েটের পরমাণবিক পরিকল্পনার সার্থকতা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, পুঁজিবাদের আজ সর্বহারা বিপ্লবের মন ক্রমশঃ ভরছে এবং ক্রমশঃ ভরছে বলেই তো পুঁজিপতিরা সোভিয়েটের পরমাণবিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা প্রমাণ করতে পারলেই বাঁচে। ঠিক একই কারণে পৃথিবীর সর্বহারা প্রমিকশ্রেণী পরমাণবিক পরিকল্পনার সাফল্যকে তাদের নিজেদের জয় সফল ঘটার প্রথমী বাণ হিসাবে দেখে।

সুতরাং সোভিয়েটের পরমাণবিক পরিকল্পনার সাফল্য সঙ্গে পুঁজিবাদী দেশের প্রমিকদের, বিপ্লবসমূহের বিজয়ে চরম সুযোগের কত সম্পর্ক করে তুলেছে, এই হোল তাৎপর্যের কথা। পরমাণবিক পরিকল্পনার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য সম্পর্কে সন্দেহ করার কোন কারণই থাকতে পারে না।

আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক

অধ্যাপক শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আর্থিক স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেকটি দেশকেই অন্যান্য ও মুদ্রাস্ফীতির দেশগুলির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সব দেশগুলির দেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রাকৃতিক সম্পদ বা মূলধন গঠনের অভাব নাই, কিন্তু অর্থাভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়নের শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারের সম্ভাবনাদির সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এবং আর্থিক-স্বাধীনতা হারিয়া ফেলিতে পারে না। তাহাদের, চীন প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রাকৃতিক সম্পদপূর্ণ দেশও এইজন্যেই পেছিয়ে হইয়াছে। এই সব দরিদ্র দেশের বিরাট ও ক্রমবর্ধমান জনসাধারণের আর্থিক দীনতা দূর করিতে না পারিলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও শৃঙ্খলা যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। এদিক হইতে দেখিতে গেলে সম্ভাবনাময় দেশগুলির শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণ তথা আর্থিক পুনর্গঠনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক।

যুদ্ধান্তরের অবসানে এই প্রয়োজন আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের আগমে মুদ্রাস্ফীতি ও যুদ্ধের সহিত যোগ না যোগ দিক হইতে সারিয়া সকল দেশের অর্থনীতির ব্যবস্থাপত্র বিগড়ে হইয়াছে। ব্রিটেনের মত ধনী দেশও দিশে, এমনকি দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইয়াছে অনেক। অথচ এই যুদ্ধানুভূত জনসাধারণের ব্যবহারিক জীবনে মূলধন আলোড়ন তুলিয়াছে। যুদ্ধের আগে সাধারণ মানুষ যেভাবে চাহিতে অভ্যস্ত ছিল, যুদ্ধের সময় বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের নিত্য-সাহচর্যে আসিয়ার এবং তাহাদের বিচিত্র জীবনযাপন প্রণালীর সহিত পরিচয় লাভ করিবার ফলে আজ আর তাহাদের সেই জীবনে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। ইহাদের পরিবর্তিত মূল্যনীতির সহিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত না হইলে মুদ্রাস্ফীতির তাণ্ডবের হিসেবের ও অসাধিত মেল পাকিবে না। তাহা ছাড়াই এখন দায়ী পৃথিবীর আর্থিক পুনর্গঠনের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা সর্বদেশসাধারণের কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান মারফৎ গঠিত হওয়া বিশেষ দরকার। সম্ভবিত হইলে প্রকৃতির ব্যবস্থাদির জন্য এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান এমনই সকল দেশ সমান মর্যাদা পাইবে না, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বের তারতম্যে ধনি প্রতিষ্ঠানের করিতে পারে, কিন্তু দেশে পরিচয় থাকা দেশগুলি ক্রমে আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠাতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে। মোট কথা, পৃথিবী বর্তমানে যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সকল দেশকে মূলধন উপযুক্ত হইয়া উঠিতে হইলে সম্প্রসারণ সহিত পুনর্গোষিত করিতেই হইবে। এই দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু থাকিলে দরিদ্র দেশগুলির দুর্দশা বিশেষভাবে বাড়িয়া যাইবে, সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির দেশগুলির দেনা, ধারণা, শোষণ প্রভৃতি ও সমস্যাগুলি আরও বিপজ্জনক ঠিক সেইভাবেই বাড়িয়া বিনা সমস্যা করিবে মূলধন সংগঠন। অধিকন্তু বর্তমান মোহ করিবে 'সীমা অব দেনদার' বা 'ইই এন ফর' মত আন্তর্জাতিক পরিচয়, সমস্যার বিভিন্ন সমস্যা দেশের শিল্প-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত না হইলে সেই সব প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণেই সাধারণভাবে হইতে পারে না।

আমার কথা, সম্প্রতি মুদ্রাস্ফীতির অবসরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছে। বলিতে এই প্রতিষ্ঠান উপরিউক্ত বিভিন্নতীয় দেশগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ, তথাপি বর্তমানে যেসকল দেশ ইহার সদস্যশ্রেণীভুক্ত হয় নাই, তাহাদিগকেও ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধাদানের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, প্রস্তাবিত পরিচালনার মধ্যে সম্ভাবনা দেখা দেখে এই আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সঙ্গে অধিকাংশ পৃথিবীর সকল জাতির যোগসাধন অসম্ভব নয় এবং সেই যোগসাধন সম্ভব হইলে বিভিন্ন সমস্যার দেশের প্রকৃত কল্যাণ সম্বন্ধেই আশা করা যায়।

মার্কিন মুদ্রাকেই বর্তমান পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রতিপত্তিশালী বলা। যুদ্ধের মধ্যে ইহার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। মার্কিন মুদ্রাকেই এখন আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্য ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে পরিচালনা করে। ১৯৩৩ সালে যেই ডিসেম্বরেই ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমস্ ও অন্যান্য কয়েকটি অর্থনীতিক বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় মার্কিন মুদ্রাসচিবের সহকারী অর্থনৈতিক উপদেষ্টা-রূপে একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক গঠনের প্রস্তাব করেন। মার্কিন অর্থবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ মরগেনথো এই প্রস্তাবটি বিভিন্নতীয় বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিবিদের বিশেষ বিবেচনার জন্য পাঠাইয়া দেন। পরে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া ব্রিটেনের কনফারেন্স একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। আমেরিকার নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রিটন উডস নগরে ১৯৪৪ সালের ১লা জুলাই হইতে ২২শে জুলাই পর্যন্ত এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মার্কিন অর্থবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ মরগেনথো এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং বিভিন্নতীয় ৪৪টি দেশের প্রতিনিধি যোগদান করে। সভায় স্থির হয় যে, একটি স্থায়ী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান মারফৎ আন্তর্জাতিক আর্থিক সহযোগিতা ও সহযোগ বিভিন্ন বিভিন্ন দেশের শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারের জন্য এবং বিভিন্ন দেশের মুদ্রামানের সমতল রক্ষা করিয়া পারস্পরিক দেনাপাওনা সুষ্ঠুভাবে মিটাইবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বিভিন্ন দেশের পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, আর্থিক উন্নয়নের জন্য মূলধন সংগ্রহ প্রভৃতির সুবিধা করিয়া দিবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইবে। অতিরেকের উদ্যোক্তাদের সভাপতি মিঃ মরগেনথো স্পষ্টই বলেন যে, একদিকে দেশ দেশের সঙ্গে নিজ স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ একত্রে রক্ষা করা যাইবে না বলিয়া যে ধারণা চালু ছিল, সেই ধারণা এখন অচল। মার্কিন প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ মরগেনথো ঘোষণা করেন যে, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কে মার্কিন স্বার্থরক্ষা তাঁহার কর্তব্য, কিন্তু তবুও এখন তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে, বর্তমানে পৃথিবীর দেশে দেশে বিদ্বেষের সম্ভাবনা স্বার্থ আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা করিবার দ্বারা কার্যকরভাবে রক্ষিত হইতে পারে না। সেই জন্যই সকল দেশের আর্থিক স্বার্থ রক্ষিত ও সহযোগের উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক গঠন করা হইয়াছে।

There is a curious notion that the protection of National Interest and the development of International co-operation are conflicting philosophies...yet none of us has found any incompatibility between devotion of our own country and joint action. Indeed we have found on the contrary that the only genuine safeguard of our National interests lies in the International co-operation...At Bretton Woods we have taken practical steps towards putting this lesson into practice in monetary and economic fields.

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ১৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
স্থাপিত :—১৯১০ ইং

ফোন : কলি: ৪৭১৯
তার :—'MOHABANK'

শিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ১৫,০০,০০০৲ টাকার উপর
কার্যকরী তহবিল ১,৭০,০০,০০০৲ টাকার উপর

আমানত রাখিবার সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান।

অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গ দ্বারা সুপরিচালিত। দেশের সর্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে। সুষ্ঠু পরিচালনা এবং কর্মকুশলতার সকল সর্বপ্রকার প্রমাণিত।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর। বি বি পাল, বি-এল, এম-এল-এ

আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী গঠনকার্য্য এইরূপ হইয়াছে এবং উহার প্রতিষ্ঠাপনেই বিভিন্ন দেশের দেয় টাকার মাপে মোটামুটী একটা ধারণা সংরক্ষিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারে উপরিউক্ত মোট টাকার পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৮৮০ কোটী ডলার এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কে উপরিউক্ত ধরা হইয়াছে ৯১০ কোটী ডলারে। মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কে প্রধান ধনভাণ্ডারাধারী দেশগুলির নাম এবং তাহাদের দেয় টাকার পরিমাণ নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

দেশ	মুদ্রাভাণ্ডার	ব্যাঙ্ক
	শত ডলার হিসাবে	শত ডলার হিসাবে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৭৫০০	৩১৭৫০
ব্রিটেন	১৩০০০	১৩০০০
রাশিয়া	১২০০০	১২০০০
চীন	৫৫০০	৬০০০
ফ্রান্স	৪৫০০	৪৫০০
ভারতবর্ষ	৪০০০	৪০০০
কানাডা	৩০০০	৩৫০০
বেলজিয়াম	২৭৫০	২৭৫০
নেদারল্যাণ্ড	২৭৫০	২৭৫০
অষ্ট্রেলিয়া	২০০০	২০০০
ব্রাজিল	১৫০০	১৩৫০
চেকোশ্লোভাকিয়া	১৪৫০	১৪৫০
পোল্যাণ্ড	১২৫০	১২৫০
দক্ষিণ আফ্রিকা	১০০০	১০০০

ডেনমার্কের দেয় টাকার পরিমাণ স্থির হয় নাই বলিয়া এই হিসাবের মধ্যে তাহার উল্লেখ নাই। তাহারা অচলপত্নীয় জার্মানী, ইটালী, জাপান প্রভৃতি দশটি দেশগুলির নামও উল্লেখ নাই। বলা বাহুল্য, প্রতিষ্ঠান চালু হইলে এবং উহারা সকলে যোগ দিলে মুদ্রাভাণ্ডার এবং ব্যাঙ্ক উভয়ই আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।

ষ্টেরলিং উপর সম্বন্ধেও স্থির হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক উভয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনারম্ভের ১৫ বৎসর কার্য্যকরী সময় লইয়া ষ্টার্লিং এলাকা হইতে ষ্টার্লিং ঋণের উপর ক্রমে ক্রমে হ্রাস করা হইবে। উভয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীতেই সকল দেয় টাকা-প্রদানকারী পাঁচটী দেশের পাঁচটী করিয়া সভ্য থাকিবে এবং বাকী সতরটী সভ্যপদের দুইটী আনুষ্ঠানিক নির্বাচনিক ব্লকগুলির দ্বারা হইবে এবং পাঁচটী বাকী সভ্যদের কিরূপ হইবে নির্দ্ধারণের ভারও পূরণ করা হইবে। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের দুইটীর প্রধান অফিস সর্ব্বাধিক মুদ্রাভাণ্ডারী দেশ অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। টাকা সম্বন্ধে স্থির হইয়াছে যে, প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার দেয় টাকার পঞ্চমাংশ ২৫ ভাগ স্বর্ণে বা মার্কিন ডলারে দিবে এবং বাকী অংশ তাহার নিজ মুদ্রায় দিতে পারিবে এবং প্রত্যেক আর্থিক সম্পর্কের দেশে সকলপ্রকার আন্তর্জাতিক কারবারে নিজ দেশের টাকার মূল্য স্বর্ণের বিনিময়ে বিনিময় করিতে পারিবে। কোন সময় দেশের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত বিগড়াইলেও দেশের পরিচালকমণ্ডলীর অনুমোদন না পাওয়া গেলে মুদ্রার মূল্য পরিবর্ত্তন করা চলিবে না। এই আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে স্বর্ণের হিসাবে প্রত্যেক দেশের মুদ্রামূল্যের সমতা নির্দ্ধারণ করা হইবে এবং নির্দ্দিষ্ট মাত্রা ছাড়া অন্য কোন হিসাবে বিভাগিক মূল্যে স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয় করা যাইবে না। বিভিন্ন সদস্যদের দেশকে সাহায্য-দানের সুবিধার জন্য বলা হইয়াছে যে, সকল দেশের সব প্রত্যেক দেশকে প্রতিবৎসরে মজুত স্বর্ণসম্পদ, বৈদেশিক সম্পত্তি, স্বর্ণ উৎপাদন, স্বর্ণ আমদানী-রপ্তানী, আয়ব্যয় ও সরকারীকৃত সম্পত্তির মূল্য, আন্তর্জাতিক লেনদেন, জাতীয় আয়, অন্তর্বর্তীয় পণ্যমূল্যের হার, বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময়ের বাজার হার প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণী আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠাইতে হইবে। সদস্যদের নির্দ্দিষ্ট মোটের বিষয় সদস্যদের অধিকার চুক্তিপত্রে লিপিবদ্ধিত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, সাধারণভাবে কোন সদস্যের দেয় টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা চলিবে না, তবে ঘটনাচক্রে যদি বৃদ্ধি করিতেই হয়, তাহা হইলে মোটামুটি অধিকাংশ তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের অনুমোদন-ক্রমে এবং সাধারণ দেশের সভ্যসংখ্যারই তাহা করা যাইবে। পরবর্ত্তনে সভ্য হয় নাই, এরূপ দেশের অধিবাসে সভ্য হইবার অধিকার ষ্টেরলিং উপর চুক্তিপত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। তবে এই সঙ্গে ইহাও স্থির হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রা-ভাণ্ডারের সভ্য নয় এমন কোন দেশের পক্ষে সভ্য হইবার সময় কোন দেশ ঘাবতা-বাণিজ্য করিতে পারিবে না।

মোটের উপর, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে মুদ্রাভাণ্ডার পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশালীদের লভিয়া উঠিতে অবকাশ পাইয়াছে, সন্দেহ নাই। তবে যে পর্য্যন্ত পৃথিবীর ষ্টার্লিং ঋণ সকল রাষ্ট্র এই প্রতিষ্ঠানে যোগ না দেয় এবং মোটের উপর ভিত্তিতে পরিপালনী হিসাব কোন রাষ্ট্রের দেনাপাওনার সমতা দূরীভূত না হয়, সে পর্য্যন্ত সমস্যার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অর্থ-নৈতিক সমস্যাগুলির সমাধী করা হইবে, বলা যায় না। এদিকে অবস্থা যেরূপ, তাহাতে এই প্রতি-ষ্ঠান হইতেই মার্কিন আধিপত্য অনেকটা প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই আধিপত্য যেন পর্য্যন্ত আমেরী হইবে এবং মার্কিন রাজনীতি ডলার ঋণদানের দেনাপাওনার অধিকার বিলয় হইয়া পড়িলে এই প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে থাকা।

এইবার এই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের স্বার্থের কথা আলোচনা করা যাক। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলিতে হয় যে, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাভাণ্ডার স্থাপনের পিছনে সরকার বিভিন্নের আন্তর্জাতিক আর্থিক কলাকলাপারের যে শুভ উদ্দেশ্যই থাক, ভারতের ক্ষেত্রে এই মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের পরিকল্পনা বিশেষ আশাপ্রদ হইয়াছে, বলা চলে না। বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারত সম্বন্ধে যে সব কথা খাটে, তাহার অধিকাংশই খাটে ইরাণ, ইরাক, মিশর প্রভৃতি অনুন্নতশ্রেণীর সভ্যতাবিশিষ্ট দেশের ক্ষেত্রে। ভারত এই মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের সভ্য হইয়া সুবিধা হয়তো কিছু পাইবে, কিন্তু তাহাকে এই জন্য অসুবিধাও সহিতে হইবে অনেক। প্রথমতঃ, টাকা পাওনার কথা। ভারতের যে কোন আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য মূলধন প্রথম ভারতের নিজস্ব বিনিময়ে সঞ্চিত এই ষ্টার্লিংগুলি ভিত্তিয়া পাওয়া অত্যাবশ্যক। ষ্টেরলিং উপর চুক্তিতে সদস্য-দেশ হিসাবে ভারতবর্ষকে অনুমোদনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ভারতের পাওনা কিস্তিবন্দী হিসাবে কোন ব্যবস্থা নাই। এক কথায়, ষ্টেরলিং উপর চুক্তিতে মুদ্রাভাণ্ডার সভ্যসমূহ পরিত্যাগ আলোচনা করা হইয়াছে, মুদ্রা দেশ হওয়া পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশের দেনাপাওনা মিটাইবার উপর এই চুক্তিতে জোর দেওয়া হয় নাই। কিন্তু কথা এই যে, ভারতবর্ষ তাহা পাওনা ষ্টার্লিংয়ে তলাহরিত ১৮শত কোটী টাকা কিরিয়া পাইলে তাহার আর্থিক অবস্থা এমনভাবে পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহার পর তাহাকে পরের নিকট হাত পাতিতে হইবে কিনা সন্দেহ। এই পাওনা পরিশোধের কোন ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থাকিল না হওয়ায়—আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও

পিপলস ক্রেডিট
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—
পি-২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাতা।
ফোন—কলিঃ ৩৪৬।

শাখাসমূহ
শ্যামবাজার, শিবপুর, পাটনা, রাঁচি, রঘুনাথপুর ও শ্যামনগর

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ব্যবস্থাপক ডিরেক্টর :—এস, চৌধুরী

ব্যাঙ্কের মূলে সম্পূর্ণ পাওনা আদায়ই হইবে। ভারতবর্ষের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিবে।

ষ্টার্লিং উদ্ধৃত্তিতে ভারতবর্ষের প্রতি আর একটি অবিচার করা হইয়াছে স্থায়ী সম্মেলন বন্টনের ব্যাপারে। ভারতবর্ষের স্বার্থের-সম্ভাবনা বর্ধমান, অথচ বিশ্বের অন্যান্য এলাকে বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা যাইবে। এ অবস্থায় ইহা করিয়া ভারতকে পরিচালকমণ্ডলীর পাঁচটী স্থায়ী আসনের একটী চিরে অধীকার করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। ভারতের অবস্থা যা ভবিষ্যৎ চীন ও ফ্রান্সের তুলনায় কিছুতেই হীন নয়, অথচ তাহার অপেক্ষা অনেক কমজোর দেশই ইহা প্রত্যেকের অধিকার বিনা চীন ও ফ্রান্সকে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার এবং ব্যাঙ্কের পরিচালক-মণ্ডলীতে স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়া হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নামে চীন আমাদের সমান ভারতবর্ষকে যথেষ্ট পোষণ করা হয়, এদেশের আমার নামে একটী বেশী চাঁদা ধরা হইলে ভারতবর্ষের স্থায়ী কল্যাণ হইত, কিন্তু চাঁদা কম ধরিয়া ভারতবর্ষকে ভোট করিয়া স্থায়ী সদস্যপদ লাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

উপরিউক্ত অসুবিধা দুইটী ছাড়া ভারতের আর নিম্ন আরও কয়েক দেশের ষ্টার্লিং উদ্ধৃত্তিতে ভোট দেওয়ার আরও একটী বিশেষ অসুবিধা আছে। বর্তমানে ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি শক্তিশালী কোন আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় জন্য যে আরও দেখাইতেছে তাহার ফলটা আন্তরিক আর ফলটা স্বার্থসম্পর্কিত, সে সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছুই বলা যায় না। আইনানুগ চাইতে বিশেষজ্ঞের কথা বলা হইয়াছিল, কিন্তু কোন্‌কোন্ বিশেষজ্ঞ দুনিয়ার সম্পদ সব দেশের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, শিল্পোন্নত ধনী-ইংরেজশীল দেশগুলি কোন কালে তাহা মানিতে পারে না, তাহাই ভারতবর্ষি আন্তর্জাতিক সম্পদের দেশের ভাগ বাদে পাকাপাকি ভাবে ভাগ করাইবার অধিকারি যে চাইবে তাহাদের হিল না, একথা বলা যায় না। আমাদের মনে হয়, আলোচ্য আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক গঠনের পিছনেও একই উদ্দেশ্য নিহিত আছে। ভারতবর্ষের স্থায় যে সব দেশে মূলধন আয়োজন করিয়া শিল্প-বাণিজ্যের সংস্থার করিতে হইবে, সেখানে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধাদি প্রদান একান্ত আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, ষ্টেটস উদ্ধৃত্তিতে ভারতের সার্বজনীন কল্যাণের নামে মূলতঃ সকল দেশে আমার বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি ফেডারেশন চেম্বারের বার্ষিক সভায় বিদায়ী সভাপতি স্যার মহীদাস মোহেদা ষ্টেটস উদ্ধৃত্তি পরিবর্তনের এই দাবীটি (যে দেশ আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্ত হইবে তাহার পক্ষে নিজ দেশের দ্রব্যজাতীয় রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে বিশ্ব আন্তর্জাতিক বাণিজ্যচুক্তির অন্যান্য দেশের পক্ষে অধিকতর জোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা চলিবে না। অন্যান্য দেশের জোরের কার্যকারিতার অবসান হইতে পারে, কোন দেশের অর্থনৈতিক নিজ দেশবাসীর রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে এরূপ জোর ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না। প্রত্যেক সমস্ত-দেশের শিল্পসংরক্ষণনীতি জোরের উপর নির্ভর করিতে হইবে।) উল্লেখ প্রসঙ্গে মন্তব্যপ্রকাশ করিয়াছেন যে, ষ্টার্লিং ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহা করিয়া নিজ অঞ্চলের দেশগুলির নিজ প্রয়োজনে জোর করিবে এই সর্তে ষ্টার্লিংকে পরিবর্তনশীল করিয়াছে। ভারতবর্ষ প্রমুখ নিম্ন অঞ্চলের দেশগুলির পক্ষে এই সর্ত মারাত্মক। ষ্টার্লিং জোনের অন্যান্য দেশগুলিকে সমানভাবে এই সর্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে সমর্থন দিয়াছেন। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, মুদ্রাস্ফীতি পরিবর্তনশীল পৃথিবীর কথা বিবেচনা করিয়া স্থায় পরীক্ষণের এই অধিকার একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

আগেই বলা হইয়াছে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের সমস্ত হইলে প্রত্যেক দেশই কিছু কিছু সুবিধা পাইবে। ভারতবর্ষের স্থায় ক্রমোন্নতিশীল দেশের পক্ষে এই সব সুবিধা নিতান্ত তুচ্ছ নয়। এই সুবিধাসমূহের কয়েকটি নিম্নে বর্ণিত হইল :—

(১) ইহার ফলে সমস্ত-দেশে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা পাইবে। ভারতবর্ষে মন্তব্যের মুদ্রাস্ফীতির আর্থিক সুব্যবস্থিতের ব্যবস্থা হইতেছে, ভারতের নিজস্ব সম্পদাদির অধিকতর হইতে বাহির হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী আবশ্যক, পৃথিবীর অন্যান্য অর্থিক মুদ্রাগুলি মন্তব্যের ফলে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের দিক হইতে সর্বাপেক্ষা সক্ষম দেশ। এ সময় আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার বা ব্যাঙ্কের সমস্ত না হইলে আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করা সম্ভব হইত না। ফলতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাল সরবরাহ হইবার

বৃটিশ রাজশক্তির কৃপাদত্ত ও মন্ত্রী-মিশন প্রস্তাবিত স্বাধীনতার মধ্যে প্রকৃত স্বাধীনতা কতটুকু আছে তাহা বিচার করিবেন রাষ্ট্রনেতারা কিন্তু দেশবাসীর কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা তখনই আসিবে—যখন আসিবে তাহাদের অর্থনৈতিক মুক্তি। যখন দেশের অর্থনীতি, কারেন্সি ও জাতীয় তহবিলের উপর আসিবে তাহাদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। যখন দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহ দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাদের দেশীয় শিল্প, কলকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মূলধন যোগাইয়া তাহাদের অবাধ প্রসারে সহায়তা করিতে পারিবে এবং কালে বিদেশী শিল্প-ব্যবসায়কে পরাজিত করিয়া দেশীয় শিল্পে স্বপ্নাতকারী বিপ্লব আনিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু এ সমস্তের মূলে চাই জাতীয় ব্যাঙ্কের প্রসার লাভ। জাতীয় ব্যাঙ্কের প্রসারার্থে, জনসাধারণের সাহায্যপুষ্ট আর্থিক ভিত্তিতে দৃঢ়, নির্ভরযোগ্য দেশীয় ব্যাঙ্কেরই বুঝায়। এইরূপ একটি জনপ্রিয় ব্যাঙ্ক—

আসাম ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : শিলচরচক্ষু, আসাম
কলিকাতা অফিস—পি-৩১, মিশন রো (এক্সটেনশন)
ব্রাঞ্চ—সাঁতাগাছি, লোচরণ বেলিয়াঘাটি,
বাজইপুর, হাটখোলা, চরমুন্দরিয়া।

আধুনিক উন্নত প্রণালীতে সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডি, গুপ্ত।

বাণিজ্যিক পদ্ধতি আবহমান অনুসরণে, আসন্ন আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইলে উপস্থিত আবহের আর্থিক অবস্থাসমূহ ভিন্নরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

(২) এ পর্যন্ত যেসব দেশ স্বর্ণ মোদ্রা বা মুদ্রা বহুল পরিমাণে তাহাদের কোন পরিকল্পনা হিসাবে না থাকায় পৃথিবীতে সোনার এবং অন্যবস্তুর ব্যবস্থা অত্যন্তরূপ থাকিবে বিবেচনা করিতেছে। কিন্তু ইহাতেও যে, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের নিকট প্রত্যেক সভ্য-দেশকে উপযুক্ত স্বর্ণের পরিমাণ, বন্ধুর স্বর্ণ ও মুদ্রাভেদবিধি, বাণিজ্য-কীর্তন, বৈদেশিক সম্পত্তি, জাতীয় আয়, আন্তর্জাতীয় সম্পাদির মূল্যসহ প্রভৃতির বাৎসরিক হিসাব পাঠাইতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই হিসাব পাওয়া গেলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মুদ্রাসাম্যের অসুবিধা দূরীকরণের প্রভূত সুবিধা হইবে।

(৩) চুক্তি অনুসারে প্রত্যেক দেশের মুদ্রার মূল্য স্বর্ণের অনুপাতে নির্ধারিত হইবে বলিয়া কোন দেশের পক্ষেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা কোন পরিকল্পনা রাষ্ট্রের আইনসভাতে অনুমতি ও অভিপ্রেত হইবার কথা নাই। তাহাড়া কোন দেশের মুদ্রামানবিধিতিতে অবনতি দেখা দেলে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাভাণ্ডারের সাহায্যে তাহার আর্থিক ব্যবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

(৪) যে কোন সময়ে সদস্যদল পরিত্যাগের সুবিধা আছে বলিয়া যদি কোন কারণে কোন দেশ মনে করে যে, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের সভ্য হইয়া তাহার কোন উপকার হইতেছে না, তখন সেই দেশ অনায়াসেই বাহির হইয়া আসিতে পারিবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম তিনবছর মোটামুটি কিস্তিবা পাইবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

(৫) আধুনিক পৃথিবীতে প্রায় সব দেশেই আইন পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক চুক্তিতে কোন দেশের সদস্যপদ গ্রহণের পূর্বে আইন পরিষদের সম্মতি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই ব্যবস্থার ফলে দেশের সদস্যপদ গ্রহণে দেশবাসীর অভিমতের যথার্থ মূল্য স্বীকার করা হইয়াছে।

(৬) বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের কোন আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের প্রাথমিক সভ্য হওয়ার সুবিধা এই যে, ভারতবর্ষ উপনিবেশবাদী দেশগুলির মধ্যে স্বাধীন অধিকার করিয়াছে। প্রথম পাঁচটি স্বাধী সভ্যের যে কোন একটি সদস্যপদ গ্রহণ না করিলে অথবা পরিত্যাগ করিলে ভারতবর্ষ সহজেই স্বাধী সদস্যপদ লাভ করিবে। (প্রস্তুত-পক্ষে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান সম্বন্ধের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাণিয়া একজন স্পষ্টই বলিয়া করিয়া দিয়াছে যে, আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা মানেই পৃথিবীর আর্থিক ক্ষেত্রে স্বাধী বাজনীতির অধিকার-সমূহে ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃত্ব। অবশ্য রাণিয়া যোগ না দিলে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের সফল হওয়া কঠিন হইবে, তাহা বলা কঠিন। তবে মোটের উপর, সকল দিক হইতে স্বফলপ্রসূ হইবার আশা মোটামুটি সর্বসম্মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। রাণিয়ার সদস্যপদ গ্রহণে অনিচ্ছার এই কারণ একেবারে নির্মূলীকরণ হইতে পারে।) তাহাড়া ভারত প্রতিষ্ঠা ও ফের হিসাব পরিমাপের ফেরে পরিচালকমণ্ডলীর পাঁচটী নির্বাচন লাভের আশা একটীর লাভ অন্যান্য অনুরূপের পক্ষে একান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সর্বোপরি কথা, পুনর্নির্মাণের মূলে ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক ঋণ-সুবিধা-অসুবিধার কথা আন্তর্জাতিক বোর্ডের নিকট উপস্থাপিত করিয়া সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করিতে পারিবে।

ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই ব্রেটন উডস চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে। অবশ্য এই স্বাক্ষরদানে ভারতীয় আইনসভার অনুমতি গ্রহণ করা হয় নাই, প্রকৃতপক্ষে স্বাক্ষর করিয়াছেন ভারত সরকার। আমেরিই বলা হইয়াছে, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের চুক্তিপত্রে পরিষ্কার আছে যে, কোন দেশের আইন সভা স্বকারীভাবে অনুমোদন না করিলে সেই দেশ এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য থাকিতে বাধ্য হইবে না, (No Government will be bound by these articles of agreement until its Legislature has approved them and until they have signed officially on its behalf.) দুঃখের বিষয়, ভারতীয় আইনসভার অনুমোদন ছাড়াই ভারত সরকার এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, বিধানসভা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদই ব্রেটন উডস চুক্তিপত্রে ভারতের যোগদান উচিত কি না স্থির করিবেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভার ১৯৪৪ সালের শরৎকালীন অধিবেশন পর্যন্ত এই অত্যন্তপূর্ণ বিষয়টি পরিষদে আলোচনার জন্য উপস্থাপিত হয় নাই। এদিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কে প্রাথমিক সভ্য হওয়ার শেষ তারিখ ছিল ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। সুতরাং সর্ব অবশ্যই ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এক অতিরিক্ত জাতী করিয়া সরকারপক্ষের অনুরোধে ব্রেটন উডস চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবার অধিকার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন এবং ৩১শে ডিসেম্বর আমেরিকার ভারতীয় এক্সেস্ট মেসারেল তার বিভিন্নদলের বাজপেয়ী এই চুক্তিপত্রে ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ব্যাপারে ভারত সরকার কেন্দ্রীয় আইন পরিষদকে এইভাবে উপেক্ষা করায় নানা মেসারেলী তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। ভারতের মনোনীত সদস্যদের সহিত এই বিষয় লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নূতন অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে ভারত সরকারের এই নীতিবিগর্হিত কার্যের তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কে যোগদানের সুবিধা-অসুবিধার কথা উক্ত সভায় আইন পরিষদের অধিমত গ্রহণ না করায় উহারই বিশেষ ক্ষোভ দেখা হয়। এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য ৮ জন পরিষদ সদস্যকে লইয়া যে কমিটী গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটীর ভারত সরকারের এই আইন-বিরোধী কার্যের তীব্রতর সমালোচনা করিয়াছেন। ফোটের উপর বর্তমানে এই চুক্তি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় পরিষদের জাতীয়তাবাদী সদস্যগণ এমন মনোভাব দেখাইয়াছেন যাহাতে মনে হয় যে, চুক্তিপত্রের সমস্ত ধারাগুলি ভারতের বিভিন্ন আর্থিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া লওয়া না হইলে ভারতবর্ষ হয়তো শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের সভ্য নাও থাকিতে পারে।

১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে ব্রেটন উডস সম্মেলন সরকার সাধারণভাবে বলা প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী পত্রিকা "ষ্টেটস্‌ম্যান" এ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন,—ভারতের দিক বিবেচনা করিলে এই সম্মেলনকে ব্যর্থতা বলা চলে, আর না হয় বৈরাচারমূলক ব্যর্থতা বলে করিতে হইবে। (From the view point of India, the monetary conference is a dismal failure, if not a costly farce,) অবশ্য পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনকল্পে ভোট গণনা করিলে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক অবশ্যের কল্যাণ লাভ করিবে বলিয়াই আমাদের ধারণা। তবে উপরিউক্ত এই প্রতিষ্ঠানের উপর ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ মাতব্বরী করিবে বলিয়া এবং এই সকল দেশের শোষণ প্রভৃতি আমাদের অজানা নহে বলিয়া ইহাদের গুরুত্ব তথা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের সন্দিহান হওয়া স্বাভাবিক। শুধু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে নয়, পৃথিবীর যে সকল দেশ বহু পরিমাণে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক পরিচালনার ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃত্ব আশঙ্কা করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিতে ইতস্তত: করিতেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, যে পর্যন্ত পরিচালকমণ্ডলী বিশ্বের কল্যাণসাধনে কার্যকরী আন্তর্জাতিকতা না দেখাইবে এবং যে পর্যন্ত দরিদ্র ও দুর্বল দেশগুলির আর্থিক সাচ্ছল্য প্রত্যক্ষ না হইবে, সে পর্যন্ত ভারতের ন্যায় আর্থিক পরাধীন দেশের এ সম্বন্ধে আশার উদ্দীপিত হওয়া নিরর্থক বলিয়া আমরা মনে করি।

মুক্তাগাছা

পপুলার ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ)

সেন্ট্রাল অফিস :

৭৯নং ওল্ডকোর্ট হাউস, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ৬৭৬২

ব্রাঞ্চ :

আঠারবাড়ী বিল্ডিংস, ময়মনসিংহ

প্রতিষ্ঠাতা :

স্বর্গীয় মহারাজা শশীকান্ত

আচার্য্য বাহাদুর

চেয়ারম্যান :

মহারাজকুমার বিজয়ভূষণ

আচার্য্য বাহাদুর, এম-এল-এ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর আচার্য্য, বি-এল-পি

পাট ও পাট-শিল্প

অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ সরকার এম-এ

বাংলাদেশে যে সব শস্য চাষীর ঘরে এসে টাকা আনে তার মধ্যে পাট অন্যতম। পাটের চাষের ওপর বাংলার চাষীর অন্নসংস্থান অনেকখানি নির্ভর করে। ১৯৩৯-৪০ সাল থেকে ১৯৪০-৪১ সাল অবধি প্রতি বছর বাংলার চাষীরা পাট বিক্রী করে গড়ে ৩৪১ কোটী টাকা ঘরে তুলেছে। বাংলার সমাজের দিক থেকে পাট শিল্পও কম আবশ্যকীয় নয়। চটকলগুলো সরাসরি ও পরোক্ষ মজুরের কাজ জোগায়। অবশ্য মজুরদের মোটের ওপর অবস্থাটাকে সন্তোষজনক বলা চলে না। চটকলের মালিকানা বিলিতি ও অন্যান্য মূলধনিকদের হাতেই সীমাবদ্ধ।

১৮৫৫ সালের আগে ভারতে চট তৈরী বাংলার একটা সম্ভিদানী কুটীর-শিল্প ছিল। ১৮৫৫ সালে বিলাতে প্রথম চটকল বসে। তারপর থেকেই কলের প্রতিযোগিতায় বাংলার এই কুটীর-শিল্প ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে যায়।

১৮৫৫ সাল থেকে আজ অবধি চটকলের সংখ্যা কেমন দিনে দিনে বেড়েছে তার একটা পরিচয় আমরা নীচের খুঁটিনাটি থেকে পাই। বর্তমানে বিভিন্ন বিভিন্ন ভারতীয় পুঁজি (প্রধানতঃ মাড়োয়ারী) এই শিল্পের বেশীর ভাগটাই দখল করেছে। এমন কি আগেকার মতো চটকলগুলোর বেশীর ভাগটাও ইংরেজ-পুঁজিপতিদের হাতে। তা ছাড়া পাট-শিল্পের ওপর বিলিতি শিল্পপতিদের প্রভাবও অত্যধিক রকমের।

বাংলার রাজনীতির ওপরও পাট-শিল্পের প্রভাব কম নয়। বাংলার চাষীদের স্বার্থ পাটের দর চড়ানো নিয়ে। কিন্তু চটকলওয়ালাদের স্বার্থ পাটের দর যতদূর সম্ভব কম রাখা নিয়ে। বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্পর্ক এতদূর যে, এইদের মধ্যে কার হাতে বাংলার মোট ইংরেজ-ভারত-সরকার সম্পর্কে ক্ষমতা থাকে তার ওপর চটকলওয়ালাদের স্বার্থের সংরক্ষণ-বিধির সংখ্যা বাংলার চাষীদের স্বার্থ রক্ষা করার বিধির সংখ্যা কতটা হবে তা অনেকখানি নির্ভর করে। বস্তুতঃ বাংলার চাষীদের ও মজুরদের যে বিধিতে যেই বিধিতে মঙ্গল হবে সেই বিধিতে মঙ্গলের বদলে অমঙ্গল হয়। অথবা ভারতের ও বাংলার মুসলমানদের স্বার্থের দিক থেকে অথবা বিশ্বশান্তির দিক থেকে যা মঙ্গলকর তাই চটকলওয়ালাদের স্বার্থের দিক থেকে অমঙ্গলকর হতে পারে।

পাট-শিল্পের প্রধান সমস্যা হচ্ছে চাহিদা অনেক বেশী উৎপাদন করবার ক্ষমতা। গত মহাযুদ্ধের সময় চটকলগুলো দুদিনের মধ্যে মুনাফার মুখ দেখেছিল। এই অতিরিক্ত মুনাফার আকর্ষণে যুদ্ধের সময় ও তার পরে অনেক নূতন কারখানা স্থাপিত হয়। এর ফলে কারখানা-গুলোর উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশী বেড়ে যায় এবং তাঁরা পাট উৎপাদনের বেড়ে যায়। অতিরিক্ত উৎপাদনের ফল বাজারে কমতে থাকে। ১৯৩৯ সালে ভারতীয় চটকল সঙ্ঘ (Indian Jute Mills Association) কাজ একটা সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল। এই সঙ্ঘ থেকে তখন প্রত্যেক কারখানা কতক্ষণ ধরে কাজ চালাবে তার নিয়মের ফলে মালের যোগান কমে যায় এবং ফলের সঙ্গে সঙ্গে দর চড়ে। এইভাবে সমস্ত কারখানার উৎপাদন অনেক কমিয়ে বাজারে পাটের চাহিদার সঙ্গে উৎপাদনের সমতা আনা হয়। আজ অবধি এই উপায়ে চটকলওয়ালারা তাদের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করে আসছে।

বর্তমান যুদ্ধের সময় দিনে বারো ঘণ্টার বেশীবার কাজ চালিয়ে চটকলগুলো বেশ লাভজনক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জাপানীদের ব্রহ্মদেশ দখল করে নেওয়ার ফলে চটকলগুলো এখন যুদ্ধের আগেকার মতো ৬০ ঘণ্টার বেশী কাজ চালাতে পারছে না। তাছাড়া কাঁচা পাটের আমদানি কমে যাওয়ায় চটকলগুলো এখন বাধ্য হয়ে তাদের মোট উৎপাদনের শতকরা ৩০ ভাগ কমিয়ে দিয়েছে এবং তাদের মূলধনের শতকরা ৩০ ভাগ মূলধন বসে বসে অলস হয়ে পড়ে আছে।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ১৪ নং লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন কাল—৩৯৮৯

শাখা :—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

চেয়ারম্যান

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, এম-এ, বি-এল, এডভোকেট, হাইকোর্ট ; এডুকেশন, কলিকাতা কর্পোরেশন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি।

১৯৪৪-৪৫ সালে শতকরা ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ (ইন্‌কাম ট্যাক্স বর্জ্জিত) দেওয়া হইয়াছে।

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।

সমস্তরূপ প্রোফেশনাল ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার :—মিঃ এন্‌. সি, ব্যানার্জ্জী, এম-এ, (অক্সন)

যুদ্ধের সময় চটকলগুলোর প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কয়লার অভাব। কয়লার অভাবে মিলগুলোকে প্রায়ই বন্ধ করে রাখতে হত। এজন্য উপায় কিছু করতে না পেরে বাঙলার এমনিতে বেশ কিছুদিন আধা-সপ্তাহে সূর্য ডুবতে আরম্ভ করে, সেটি অন্যদিকে অতিরিক্ত আয়ের আশায় বহুদিন বেশ কিছুদিন আগেই বন্ধ করে রাখতে হইত। যুদ্ধের সময় কয়লার মহত্বের মর্যাদা খুব বেশী বৃদ্ধি পাওয়ায় চটকলগুলোকে মজুরদের বদলে দাম বেশী হয়ে ওঠে। এই উভয় সঙ্কটের সমাধান করবার জন্য চটকল মহল থেকে বৈদ্যুতীকরণ খুব বেশী করে এগিয়ে আসা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় যে সব মিলে আজ চার্জ থাকবে তাদের দুটো দিতে হয়। যে সব মিল কয়লার অভাবে বন্ধ হয়ে যেত তারা ইচ্ছে করলে, এই সুবিধের জন্যে তাদের অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির বা অতিরিক্তভাবে বিক্রী করে দিতে পারবে এবং এই অতিরিক্ত লাভ থেকে যে সব মিলের কয়লা আজ তাদের কাছে বিক্রী করা হয়। এইভাবে টাকা সংগ্রহ করে এবং অধিক বিক্রী করে সুবিধের যে লাভ হয়, তা থেকে বন্ধ বন্ধ হয়ে যাওয়া মজুরদের ক্ষতিপূরণী দেবে এমনি আরো নানান ব্যবস্থা করা হয়।

[illegible] বন্ধ করা সহজ করবার জন্যে [illegible] যে ১৫টি আধা সপ্তাহ সকলকার সঙ্গে সমানে করতে পারবে, তাদেরকে চটকল মালিকদের পক্ষ থেকে [illegible] এবং [illegible] দুটি বেশীতে [illegible] এবং [illegible] ১৫টি সপ্তাহে [illegible] বিশেষ [illegible] ১৫টি সপ্তাহের [illegible] কিন্তু [illegible] করবার [illegible] কিন্তু চাষী ও মজুরদের [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]

বাংলা বইয়ের ব্যবসা

গোপাল ভৌমিক

[illegible] বইয়ের বাজারের [illegible] একটা চিঠি লেখা [illegible]। [illegible] সরকার ও [illegible] যে অবস্থা ছিল, আজ সে অবস্থা [illegible]। বাজারে [illegible] বিক্রি বাড়ে, [illegible] মুদ্রণের [illegible] ঋণ [illegible] বিক্রির [illegible] এবারে [illegible] সাহায্য [illegible] বিক্রির [illegible] বিক্রির [illegible] বিক্রির

আমিনী সাধারণ পুস্তক নয়—আর তা ছাড়া যিনি এ আমিনীর মালিক তিনি এই ব্যাঙ্কারদেরই একজন এবং ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরে তাঁর অবাধ গতিবিধি। তাঁকে অনুরোধ করে লেখা বইগুলোই যদি এ ঘরে স্থান পায়, তবে সাধারণ বইয়ের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। আপেক্ষিক হিসাবে ব্যাঙ্কের এ ঘরটায় আমরা যে পরিমাণ আশানুরূপ হয়নি এবং আমি এতে কোন অংশেই সুখ অনুভব করতে পারি না।

সত্যি, এক এক সময় যখন ভাবি, তখন বিস্ময় লাগে। ইংরেজীর মত দ্বিতীয়টির ভাষায় সাহিত্যের প্রচার ত' দেখি, মরোপ মত সীমান্ত ভাষার কোন বইয়ের যে প্রচার হয়ত সম্ভব নয়। তবু এতখানি ভেবে চলবে না যে, বাঙ্গলা দেশে কোটি লোকের ভাষা। আমাদের দেশে বিদ্যার প্রচার হয়, বই কিনে পড়ার মত আর্থিক সামর্থ্যও লোকের হয়। এ সব অনুবিধাই আমি স্বীকার করে নিলাম। কিন্তু একটা বিষয়ের মীমাংসা কোন ক্রমেই হয় না। বাঙ্গলা দেশে ইংরেজী বাঙ্গলা মিলে অনেকগুলো দৈনিক পত্রিকা আছে। তার কোনটার প্রচার ৮০ হাজার, কোনটার ৫০ হাজার—আবার কোনটার বা ৩০ হাজার। এই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে যে, বাঙ্গলা দেশে অন্ততঃ প্রতি পাঁচ লক্ষ লেখাপড়া জানা লোকের মধ্যে অন্ততঃ একজন করে দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করেন। আমি এটা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলে দিতে পারি যে, এই পত্রিকার আজকে যাদের যোগাড় দিয়েই এদের সকলের আছে। একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই কিনে পড়ার মত আর্থিক সঙ্গতি হয়ত এদের সবাইর নেই। সে কথা আমি স্বীকার করে নিলাম। তবু একটা কথা থেকে যায়। এই পত্র ব্যবহার করতে পারেন সেই সঙ্গে এই কিনে পড়তে পারেন, এমন সঙ্গতিবান ৫০ হাজার পাঠক-পাঠিকা সমস্ত বাঙ্গলাদেশ থেকে খুঁজে বের করে নেওয়া হয় কঠিন নয়। কিন্তু এঁরা ৫০ হাজার এই কিনে পড়ছেন তাই ? পক্ষান্তরে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রেম সম্বন্ধে যেসব বই পত্রিকায়, সে সবের প্রচারসংখ্যা হয়ত ৫০ হাজারের কোটায় পৌঁছায়নি। এ প্রচারসংখ্যা যখন কোন বইয়ের আশা ছোটে না, তখন বলে দিতে হবে যে, এরা এই কিনে পড়তে পারেন, তাঁদের একটা বিরাট অংশ এই কিনে পড়েন না।

অন্যান্য দেশে যেমন একটা জাতীয় সাহিত্য আছে, তেমনই তাদের একটা বাঁধা ধরা বিরাট জাতীয় পাঠক-শ্রোতৃবর্গ আছে। আমাদের দেশেও একটা পাঠক-শ্রোতা আছে বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, জাতি হিসাবে এই পড়াটা আমাদের স্বভাবগত অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায় নি। দেহকে বাঁচাতে হলে যেমন খোরাকের দরকার, মনকে বাঁচাতে হলেও তেমনই খোরাকের দরকার। মনের খোরাক যুগিয়ে হতে পারে, তার মধ্যে এই পড়া একটা। যে দেশে এই বেশী বিক্রয় হয়, সে দেশে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই পড়াটাকে জাতি সেখানে মনের অন্যতম অপরিহার্য খোরাক বলে বিবেচনা করে। আমাদের পাঠক-পাঠিকা সম্বন্ধে এই বিশ্লেষণের অভাব স্পষ্ট চোখে পড়ে। এদেশের পাঠক-পাঠিকারা এই পড়াকে মুক্ত মেজাজে বলে, হয় সাধারণ পাঠাগারের আশ্রয় গ্রহণ করেন, নয়ত অন্যের কাছ থেকে এই চেয়ে নিয়ে পড়েন। এ অভ্যাস খারাপ—আমি এমন কথা বলছি না। তবে এ অভ্যাস তাঁদের পক্ষেই শোভন এবং মুক্তি-সঙ্গত যাঁদের এই কিনে পড়বার মত আর্থিক সঙ্গতি নেই। যাঁদের সে সঙ্গতি আছে তাঁদের পাঠাগার প্রভৃতির আশ্রয় না নিয়ে এই কিনেই পড়া উচিত। এতে দুটো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে—প্রথমতঃ যাঁরা লেখক তাঁরা কিছুটা অর্থ বেশী পেতে পারেন এবং দ্বিতীয়তঃ যাঁরা পাঠক তাঁদের অজ্ঞাতেই তবে তবে একটা মানসিক পাঠাগার গড়ে হতে পারে। এদুটো উদ্দেশ্যের কোনটাই খারাপ নয়, আশা করি। বাঙ্গলা দেশের বহুস্থলে এবার আমরা লক্ষ্যিবারে বিভিন্ন পরিবার লেখকি তাদের ঘরে জীবনধারণের জন্য যতখানি বিদ্যা-শিক্ষা এবং আমোদ প্রমোদের উপকরণ প্রয়োজন তার কোনটারই ত্রুটি নেই। ত্রুটি আছে শুধু একটি বিষয়ে—সে বইয়ের ব্যাপারে। প্রয়োজন হলে রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্রের একখানা বইও ঘরের তাঁদের কাছ থেকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বই কেনার প্রশ্ন উঠলেই, তাঁদের মুখ থেকে শোনা যায় অর্থাভাবের কথা। অর্থাৎ বই কেনাটাকে তাঁরা সব প্রয়োজনের শেষোপরে স্থান দেন। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়—আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি ভঙ্গীটা বিকৃত এবং ত্রুটি ভঙ্গীটা বিপদসঙ্কুল হয়েছে। এই মনোবৃত্তির ফলেই আমাদের দেশের একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকও সাহিত্যের আসরে উপযুক্ত নির্ভর করে জীবনধারণের জন্য

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩, বর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কল ২২৬০ (৩ লাইন)

জাতীয় কল্যাণকামনা ও জনসেবায় নিয়োজিত
নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও বিস্তৃত প্রতিষ্ঠান।
টাকা লেনদেন সম্বন্ধে অভিনব পন্থায়
সুবিধা দানই আমাদের বিশেষত্ব।

—শাখাসমূহ—

লেকমার্কেট, বালীগঞ্জ, বিডিবাগান, ব্রেবোর্ন এণ্ডরোড, বড়বাজার, ক্যানিং ষ্ট্রীট, মানিকতলা, আমহার্ষ্ট, কলেজ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, শিবপুর, হাওড়া, শালকিয়া, বালী, বেলুড়, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলী, চন্দন-নগর ও চুঁচুড়া।

স্থাপিত—১৯৩০ গ্রাম—কেন্দ্রিয়ার

সেণ্ট্রাল পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক

—ঃ লিমিটেড ঃ—

হেড অফিস—১, পল্ টমিক লেন, বড়বাজার, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ

- ঝাঁকুড়া
- মেদিনীপুর
- পুরী
- পাটনা
- জামসেদপুর
- কেরোসিন
- কটক
- পুরী
- জাটনী

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বি, এন, আগরওয়াল
চেয়ারম্যান

বি, মিশ্র
জেনারেল ম্যানেজার

করতে পারেন না ; আর ইংলণ্ডের মত দেশে পাঠক-পাঠিকাদের মনোবৃত্তি ঠিক এর বিপরীত বলেই সেখানে এমন্তর তৃতীয় শ্রেণীর লেখকও সাহিত্যের আসরে উচ্চ স্থান অধিকার করে আনন্দের সঙ্গে বসতে পারেন।

এই অবস্থার পরিবর্তন আজ অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর্থিক পরিবর্তন ঘটানোও বোধ হয় খুব ঘটিয়ে কাজ নয়। এর জন্যে প্রয়োজন প্রকাশকদের দূরদৃষ্টি এবং আগ্রহ প্রকাশ। যাঁরা পত্রপাঠে আমাদের ভাষীর অভ্যাসে পরিবর্তন করতে হবে। এদিক থেকে প্রকাশকরা যথেষ্ট সহায়তা করতে পারেন। বাংলাদেশের প্রকাশকরা সাধারণতঃ কোন একটা বই প্রকাশ করবেই করেছেন সাময়িকপত্রিকায় নতুন বইটির বিজ্ঞাপন দিয়েই নিজেদের দায়মুক্ত মনে মনে করেন। তাঁরা জানেন যে, বাঁধাধরা কয়েকজনো পাঠাগারে যারা নতুন প্রকাশিত বই কিনবেই। আর এদিক ওদিক থেকে আরও কিছু বই বিক্রয় করতে পারলেই তাঁদের মোকলাভ হয়ে যায়—বড় জোর কিছু লভ্যাংশ হলেই হল। আমাদের প্রকাশকরা এর আগে কখনই তাঁরা পাঠিকাসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে তাঁদের মনে বই কেনার উপর স্থায়ী অভ্যাস সৃষ্টির প্রয়াস পান না। এদিক থেকে বিদেশী প্রকাশকদের সঙ্গে আমাদের প্রকাশকদের বিভিন্নতা লক্ষণীয়। বিদেশী প্রকাশকরা নতুন বই যেন করে সাময়িক পত্রিকাগুলিতে ফোটোকপের বিজ্ঞাপন দিয়েই নিজেদের দায়মুক্ত মনে করেন না। প্রকাশিত বইটির প্রচারসংখ্যা যাতে সর্বাধিক করে পারে তার জন্যে তাঁরা আগ্রাণ চেষ্টা করেন। নিজেদের প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে তাঁরা সাধারণের প্রচার পুস্তিকা তৈরী করেন এবং তাঁরা ক্রেতাদের কাছে সে সব পুস্তিকা পাঠান। তাঁদের নিয়োজিত এজেন্টরা ক্রেতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বইয়ের সংবাদ দেন। বিদেশী কোম্পানীর বইয়ের ক্রেতা যাঁরা তাঁরা মাসাবসরে তালিকা দেখে থাকেন। তবে তাঁরা নিয়মিত কিস্তিবন্দীতে টাকা দিলেই বইগুলোর বই তাঁদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের দেশের ক্রেতা কোন প্রকাশকের কাছ থেকেও এসব সুবিধা পাওয়া যায় না। আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন অনেক সচ্ছলোককে জানি যাঁদের নতুন নতুন বই কেনার আগ্রহ আছে—অথচ সময়াভাবে নিজেরা লোকের অভাবে নতুন নতুন বই কিনে উঠতে পারেন না। এদের হাতের কাছে বই পৌঁছিয়ে দিতে পারলে এরা অতি সহজেই কিনে ফেলেন। অথচ আমাদের দেশের কোন বাঙালী প্রকাশকই এতদূর চেষ্টা করেন না। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আমাদের পুস্তক-প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ মূলগত অনেক ত্রুটী-বিচ্যুতি আছে। এই সব ত্রুটী-বিচ্যুতি সংশোধন করে পরিস্থিতির মোড় ফিরিয়ে প্রকাশকরা যদি পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে নিজেদের ক্রেতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র সংস্থাপনের চেষ্টা করেন, তবে বাংলা বইয়ের প্রচার এবং প্রসার আরও অনেক বেড়ে যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

উপরে আমি যে নিত্যটার উল্লেখ করলাম সে প্রসঙ্গে অনেক বাঙালী পুস্তক প্রকাশক প্রতিষ্ঠান প্রায়ই বলেন যে, বিদেশী কোম্পানীগুলো যে আর্থিক সঙ্গতির জোরে দাদাগিরির কিছু দেখে একটা সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে সে আর্থিক সঙ্গতি তাঁদের নেই। সে কথা অস্বীকার করা এবং আমি তা করেও নেই। দেশীয় ভাষা বাঙালী পুস্তক প্রকাশক প্রতিষ্ঠানেরই আর্থিক সামর্থ্য কত আমি তা জানি। কিন্তু এমন দু'একটী বাঙালী পুস্তক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আছে, যার আর্থিক সামর্থ্য বিদেশী কোম্পানীগুলোর চেয়ে কম নয়। অথচ তাদের মনে ব্যবসার সম্প্রসারণের যে উগ্র কামনা কিংবা তৃষ্ণা থাকা স্বাভাবিক তার কোনটাই নেই। তাদের ব্যবসাবুদ্ধিহীনতার পরিচয় অনুসন্ধান করেই তুলি পাওয়া যায়। এরা পাঠকশ্রেণীর হাতে যদি বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের মনে বাংলা বই কেনার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারে, তবে এর দ্বারা তাদের যেমন লাভবান হবে, তেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকাশকদেরও যেমনই লাভ হবে। ছোট কথা, আজকের দিনে বাংলা বইয়ের বাজারে যে অরাজকতা আরম্ভ হয়েছে তার হাত থেকে মুক্তি পেতে হবেই। এতে প্রকাশক, প্রকাশক এবং পুস্তক-বিক্রেতা সকলেরই লাভবান হবেন। আজকের দিনে আমরা দেখছি "গ্রো মোর ফুড" আন্দোলন চলছে, "বাই স্বদেশী" আন্দোলন চলছে। জাতীয় জীবনে এই ধরণের প্রচারের সার্থিকতা আছে বুঝি। বাংলা বইয়ের দুর্দশা যখনই হয় এবং যতবার দুর্দশার চেয়ে কম নয়। তাই "বাই বেঙ্গলী বুকস" আন্দোলনের

ব্যয় নহে—সঞ্চয়

জীবনবীমা ব্যয় নহে,—সঞ্চয়। আপনার অর্জ্জিত অর্থ ইহাতে পরিতৃপ্তকর হয় না,—পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্যই ইহা সঞ্চিত থাকে। মৃত্যু সত্ত্বেও জীবন যাহাতে সচ্ছলভাবে চলিয়া যায়,—ইহা তাহারই প্রস্তুতি ; আপনার অবর্তমানেও যাহাতে শিক্ষা-পরিজনদের কষ্ট ভোগ করিতে না হয়,—ইহা তাহারই উপযুক্ত ব্যবস্থা। সকল থাকিতে মৃত্যুকালের জন্য সাবধান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

জীবনের এই অবশ্যকর্ত্তব্য পালনে সহায়তা করিবার জন্য "হিন্দুস্থানের" অভিজ্ঞ কর্ম্মিগণ সর্ব্বদাই প্রস্তুত। যেকোন অফিসে পত্র লিখিলে কিংবা সোসাইটির যেকোন প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করিলে, প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী বীমাপত্রের পরামর্শ পাইবেন।

নূতন বীমা (১৯৪৫)
১২ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।

অন্তরঙ্গতার আজ দেখা দিয়েছে। আমাদের পুস্তক বিক্রেতা এবং প্রকাশকবর্গের এই ধরণের একটা আন্দোলন অতি সহজেই আরম্ভ করতে পারেন। তাঁরা এ ব্যাপারে গ্রন্থকার ও সাহিত্যহিতৈষীদের সক্রিয় সমর্থন পাবেন এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস আছে। বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য যৌতুকের যত—এ গর্ব আমরা করে থাকি এবং এ গর্ব আদৌ অমূলক নয়। অথচ বাংলা বইয়ের প্রচার এত কম কেন—এটা সত্যই গভীর দুঃখের কথা। যেমন করেই হোক—এর হাত থেকে মুক্তি পাবার ব্যবস্থা করতেই হবে।

এর সঙ্গেই বাংলা বইয়ের আর একটি বিষয়ের আলোচনার আসা যায়। সেটা হচ্ছে ব্যবসায়িক জীবনে আমাদের প্রকাশকদের একদেশদর্শিতা। আমরা মোটামুটি একটা হিসেব থেকে দেখেছেন যে, উপন্যাস যদি হয়, তবে সে বইয়ের কাটতি সবচেয়ে বেশি। তাই তাঁদের প্রধান ঝোঁক উপন্যাস প্রকাশের দিকে। উপন্যাস ছেপে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে আশানুরূপ বিক্রয় না করেই সে বই পুনঃ ছেপেছেন। ব্যবসায়িক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা দেখে রেখেছেন যে, নতুন উপন্যাস বেরুলেই তার বেশী বিক্রয় হবে। উপন্যাসের পরেই আসে ছোট গল্প—আর প্রবন্ধ পুস্তকের কথা তাঁদের কাছে সর্বশেষে। কবিতার বই ত তাঁরা প্রকাশ করছেই চান না। এর কোন কারণই আমি বুঝতে পারি না। প্রকাশকদের মনে এ নিয়ে শুরু করতে গিয়ে দেখেছি, তাঁরা সবাই এক কথা বলেন, কি করব মশাই, ব্যবসায় করতে বসেছি। এদের বই বেচে ত আর অতিরিক্ত হতে পারি না। কবিতা প্রকাশের বই পড়ে কে? তাঁদের যুক্তির মধ্যে কিছুটা সত্য নেই—এমন নয়। তবে এর সব খানিই সত্য নয়। পাঠকসাধারণের মধ্যে গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধের বই-এর প্রতি প্রীতি না থাকতে পারে। কিন্তু সে প্রীতি সৃষ্টি করার দায়িত্ব প্রকাশকদের অনেকখানি। পুস্তক প্রকাশকে নিছক ব্যবসার বলে মনে করলে ভুল করা হবে। এর একটা সমাজ-কল্যাণের দিকও আছে। সামাজিক কল্যাণের দায়িত্ব যেমন গ্রন্থকারের আছে, তেমনই প্রকাশকদেরও আছে। তাঁদের হাতে একটা সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। একটা জাতি কি ধরণের বই পড়ে তা দিয়ে সে জাতির চরিত্র অনেকটা বুঝতে পারা যায়। লাভের জন্যে বইয়ের ব্যবসায় করা হয়, এটা বলে বিশেষ সাহিত্যের প্রচারে প্রকাশকদের একটা দায়িত্ব থাকেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি ও ইতিহাসের বই পাঠকসমাজে চলে না, তাঁরা এই ধরণের একটা অনুযোগ যদি সর্বদাই দিতে থাকেন, তবে প্রকাশকরাও এই ধরণের বই লিখতে প্রবৃত্ত হবেন না এবং আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি হবে না।

পরাজয়ভীতি পরিচিতের চলনে প্রকাশকদের বই ছাপার আগ্রহ কাটে না। কিন্তু এর জন্যে যথেষ্ট প্রচার চাই—পাঠকসাধারণের রুচি-পরিবর্তন করার প্রয়াস চাই। কিন্তু যেভাবে ছোপানো যেতে পারে এমন বই যদি আগে প্রকাশ করাই না হয়, তবে পাঠক-পাঠিকারা সে বই চান কি না তা বোঝা যাবে কি করে? এই ত এ যুদ্ধের পূর্বেই দেখেছি যে, আমাদের দেশে অনুবাদ সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার নেই। অনুবাদ-সাহিত্যের কোন বই নিয়ে আমাদের প্রকাশকদের কাছে গেলে তাঁরা বলতেন যে, বাংলাদেশে অনুবাদ চলে না। কিন্তু আজ অনুবাদ সাহিত্যের বইয়ের বাজার মেয়ে মেয়ে বললেও অত্যুক্তি হয় না এবং এর একটা অনুবাদ গ্রন্থের বিক্রয় বাবদে মৌলিক গ্রন্থের বিক্রয়ের চেয়ে কম নয়। এই যে রুচি-পরিবর্তন এরও মূলে ত প্রকাশকরাই। কোন একটি বিশেষ প্রকাশক যদি এ ধরণের অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করে দেখিয়েছেন যে, অনুবাদের এই বাজারে কাটে। অবশ্যি অন্যান্য প্রকাশকরাও লাভের সন্ধান পেয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে সুরু করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি ও ইতিহাসের কিছু ও মননশীল সাহিত্যের সম্বন্ধেও এই একই কথা খাটে। কোন প্রকাশক যদি এ ধরণের বই পর পর বের করে পাঠক-সমাজে অভিরুচির প্রচার করা চালান—তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর লাভের প্রতিশ্রুতি বলেই মনে হয়। আমাদের পুস্তক প্রকাশক সম্প্রদায় তাঁদের এই জাতীয় কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হবেন কি?

যুদ্ধোত্তর যুগের গোড়ার দিকের বাজার বই নিয়ে আজ আমাদের যথেচ্ছাচার অবস্থার ভিন এসেছে। আমাদের মানসিক জীবনের পরাধীনতা এবং তজ্জনিত অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অসুবিধার ফলে, আমাদের জাতীয় জীবনের গতির যেমন বিশৃঙ্খলা, বইয়ের বাজারও তার ব্যতিক্রম নয়। অবাধ্যভাবে যোগানোর দিকের আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেছেন। বইয়ের ব্যবসায়ের এ বিশৃঙ্খলাকে আজ আর কোন ক্রমেই চরম বলা যায় না। এখানে যে ফটকাবাজির কথা আলোচনা করলেও তার ফলে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যি বহুলাংশে ব্যাহত হচ্ছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। যুদ্ধের সময় অসময়ে বাংলা বইয়ের চাহিদা মেটে মেটেনি। যুদ্ধোত্তর যুগে এ ধরণের চাহিদা পুরোপুরি না থাকলেও, এর কিছুটা আসল থেকে যাবে। তাছাড়া দীর্ঘ দীর্ঘ বাংলা ভাষার বয়েকশ জাতীয় শিক্ষার প্রসার নয় বাড়বে, লোকের আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পাবে, বাংলা বইয়ের প্রচার ও প্রসারও অবশ্য বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বাংলা পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে আজ অবস্থার সৃষ্টি করতে হলে আমাদের পুস্তক প্রকাশকদের নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে।

আমি চোখের সামনে বাংলা বইয়ের সুবিপুল উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। এই উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে আমরা অনায়াসেই নিকটতর করতে পারি যদি আমরা—গ্রন্থকার ও প্রকাশকরা—নিজেদের সাময়িক জাতীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হই। অবশ্যম্ভাবী ক্রেতাসাধারণকে দায়ী করে লাভ নেই। সম্ভাব্য পুস্তক ক্রেতাদের মনে সদ্গ্রন্থিতা সাহিত্য স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে হবে আমাদেরই এবং এজন্যে সবার আগে তাঁদের হাতের কাছে আমাদের বইও পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্যে চাই স্বদেশপ্রেম, জাতীয় কর্তব্য বোধ, দূরদৃষ্টি এবং দুর্নিবার্য পরিকল্পনা। যুদ্ধের বাজারে যাঁরা লাভ ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করেছেন, তাঁদের অনেকেই হয়ত যুদ্ধোত্তর যুগে বাংলা পুস্তক প্রকাশক প্রতিষ্ঠান সংগঠনে তাঁদের অর্থনিয়োগ করবেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার একটা নিবেদন আছে। ব্যবসায় পুস্তক প্রকাশক প্রতিষ্ঠান যত বাড়ে ততই মঙ্গল। কিন্তু নতুন যাঁরা বইয়ের ব্যবসায়ে নামবেন, তাঁরা যেন নিছক ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি নিয়ে এ না নামেন। তাঁদের জাতীয় কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে নামতে হবে। বাজারে যাবে বাংলা বইয়ের চাহিদা বাড়াতে হবে, অন্যদিকে পরিমিত মূল্যে সদ্-সাহিত্যের প্রচার করতে হবে—আমাদের জাতীয় সাহিত্যের কোন বিভাগেই যেন কোন অপূর্ণতা, কোন দুর্বলতা না থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই নতুন মনোবৃত্তি ও পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যাঁরা বাংলা বই প্রকাশে আত্মনিয়োগ করবেন—তাঁদেরকে তাঁদের সাফল্য সুনিশ্চিত। প্রচার এবং প্রকাশের দিক থেকে দেখিনি ভালো বই, ইংরেজী বইয়ের সঙ্গে ঠিক টেক্কা দিয়ে না পারলেও তার কাছাকাছি যেতে পারবে—এ বিশ্বাস আমার আছে।

ফোন—ক্যাল : ৫৯৫৪ টেলিগ্রাম—ইকনিক্স ব্যাঙ্ক

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯২৯

হেড অফিস : ৮৬বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—শাখাসমূহ—

বড়বাজার, সাউদার্ণ এভিনিউ (কলিকাতা), বাঁকুড়া, থাটাল, মেহেরপুর, গোপামুখী (বেঙ্গল), টাটানগর, পুরুলিয়া, রাওয়াগড় (বিহার), বড়পেটা (আসাম), এলাহাবাদ, বেনারস, জৌনপুরা, মীর্জাপুর, বালিয়া, দেওরিয়া, আজমগড়, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, রবার্টসগঞ্জ, মোরাদাবাদ, গাজীনগর (কানপুর), জৌনপুর ও পিলিভিত (ইউ, পি), দিল্লী।

(ইহা ঘোষণা মাত্র, প্রসপেক্টাস নহে। যাবতীয় বিবরণ একবার পড়িয়া আবেদন করিবেন ইত কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রার অফ কোম্পানীজ নিকট দাখিল করা হইয়াছে।)

পেনিনসুলার কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ

লিমিটেড

(ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে ভারতে সমিতিবদ্ধ)

অনুমোদিত মূলধন - - - ১০,০০,০০০৲ টাকা

প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা করিয়া ৯৫,০০০টি অগ্রিমাণী শেয়ার এবং প্রত্যেকটি টাকা করিয়া ৫০,০০০টি ডেফার্ড শেয়ারে বিভক্ত।

বর্ত্তমানে বিক্রয়ার্থ মূলধন - - - ৫,০০,০০০৲ টাকা

প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা করিয়া ৪৫,০০০টি অগ্রিমাণী শেয়ার এবং প্রত্যেকটি ১৲ টাকা করিয়া ৫০,০০০টি ডেফার্ড শেয়ারে বিভক্ত।

অগ্রিমাণী শেয়ার—বন্টনের সময় প্রতি শেয়ার বাবদ ২৷৷০ টাকা, বিলির সময় ২৷৷০ টাকা এবং বাকী টাকা তাগিদ দিলে প্রতি তাগিদে ২৷৷০ টাকা হিসাবে দুই তাগিদে আদায় দিতে হইবে।

ডেফার্ড শেয়ার—বন্টনের সময় সম্পূর্ণ টাকা আদায় দিতে হইবে।

অবশ্য বিলির তারিখ হইতে অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী তাগিদের তারিখ হইতে দুই মাসের কম সময়ের ব্যবধানে কোন তাগিদ দেওয়া হইবে না। শেয়ারের জন্য প্রতি বন্টনের সময় টাকা করিয়া এপ্লিকেশন ফী দিতে হইবে

ডিরেক্টর বোর্ড

মিঃ এম এম ঘোষ, চেয়ারম্যান,
প্রোপ্রাইটার : এম এম ঘোষ এণ্ড সন্স
৫৫, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঃ বি সি বসু,
পার্টনার : ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিণ্ডিকেট,
১৬সি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত তারাপদ চক্রবর্ত্তী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : বি এন এসোসিয়েস লিঃ,
ডিরেক্টর : ভারত ফোসিয়াটী বিল্ডস্ লিঃ,
ক্যালকাটা মার্কা সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ
ঘড়িয়া ইলেক্ট্রিক ওয়ার্কস্ লিঃ,
পার্টনার : ইউনাইটেড ট্রেডার্স,
১৭এ, ডিক্সন এভেনিউ, কলিকাতা।

ডাঃ কে চৌধিক, এম বি,
মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার,
৩৪১, পতিতিয়া রোড, কলিকাতা।

মিঃ আর এম সে,
ব্যবিসায় ও মার্চেণ্ট,
সে ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী।

মিঃ বি বসু, এম-এ,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : বি বসু এণ্ড কোং, লিঃ,
ডিরেক্টর : ক্যালকাটা সিন্ডিকেট কোং, লিঃ,
পার্টনার : ইণ্ডো-মার্কা কর্পোরেশন,
১১৫এ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Medical Advisory Board

1. Dr. K. S. Roy, M.A., B.Sc., M.B., CH. B. (Edin) F.S. M.F. M.L.C.
2. Dr. Rajat Chandra Sen, M.B. (Hon. Treasurer. Indian Medical Association)
3. Dr. B. K. Dutta Choudhury, B.Sc. M.B. Kalyan Kumar Scholar (C.U.)
4. Dr. A. N. Roy, B.A., L.M.F., General Secretary, All India Licentiate Association. Member, Bengal Council of Medical Registration.
5. Dr. A. Ghosh, M.B. 12/10, Goabagan Street.
6. Prof. I. B Sarker, M.Sc., Senior Professor of Chemistry, Cotton College, Gauhati.
7. Dr. S. K. Das, M.O., Laxmi Jute Mills Hospital, Magoolia Dairy Products Ltd. Steel Products Ltd

ব্যাঙ্কার্স

নেশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ, কলিকাতা।
লিণ্ডে ব্রাঞ্চার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ, কলিকাতা।
পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ, কলিকাতা।

ম্যানেজিং এজেন্টস্

ইণ্ডো মার্কা কর্পোরেশন
১১৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড অফিস

১১৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফ্যাক্টরী

উত্তরপাড়া, হুগলী।

উদ্দেশ্য

মেমোরেণ্ডাম অব্ এসোসিয়েশনে বর্ণিত উদ্দেশ্য, বিশেষ করিয়া আলাদাভাবে ট্রাম্প, ফেনল ফ্রথালি, ফরমালডিহাইড ও ফেনোপ্লাষ্টিক ইত্যাদি প্রস্তুত করার জন্য এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এখানে প্রস্তুত দেশী ও বাইন্ড রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং দেশীয় শিল্পসমূহের অনুমতি পাওয়া গেলে ইহার ইত্যাদি প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

এখানে প্রস্তুতব্য ঔষধাদি প্রস্তুতের জন্য আবশ্যকীয় অনুমতি লইবার এবং যাবতীয় আইনগত ইহার উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য সকলের পরিচালনা করিবেন।

অধিকন্তু একটী আধুনিকতম ফার্মেসী স্থাপন করার উদ্দেশ্য কোম্পানী ইতিমধ্যেই নিজস্বভাবে জমির ও ঘরের ব্যবস্থার সুবিধার ও ফার্মেসী-সংক্রান্ত প্রায় শতকরা নিয়া সরকার কর্তৃক স্থানীয় ইজারা গ্রহণ করিয়াছেন।

এই কোম্পানীর সমস্ত যাবতীয় ঔষধাদি যাহাতে বিক্রয় করিবার সুযোগ ঔষধের বিক্রয়কর্তা বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির একটী ল্যাবরেটরী স্থাপিত হইবে এবং কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইলে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞগণকে দ্বারা গঠিত একটী বোর্ড দ্বারা যাহাতে ভারতীয় ফেডারেশন সরকার ঔষধগুলি পরিচয় করার এইরূপ একটী সরকারের প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

ম্যানেজিং এজেন্টস্

কোম্পানী সম্পর্কীয় চুক্তির তারিখ হইতে দশ বৎসর কালের জন্য মেসার্স ইণ্ডো-মার্কা কর্পোরেশন কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ নিযুক্ত করার বিধান আর্টিকেল্স্ অব্ এসোসিয়েশনে করা হইয়াছে—উক্ত আর্টিকেল্স্ অব্ এসোসিয়েশন কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে পরিদর্শনের জন্য রাখিয়া দেওয়া যাইবে।

ডিরেক্টরদের স্বার্থ

ডিরেক্টরদের মধ্যে কোম্পানীর উদ্যোক্তা মিঃ বি বসু কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ মেসার্স ইণ্ডো-মার্কা কর্পোরেশনের অংশীদার।

শেয়ারের জন্য দরখাস্ত

দরখাস্তগুলি অন্যত্র দরখাস্ত করিতে হইবে এবং দরখাস্তের সঙ্গে দেয় টাকা সহ কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে পাঠাইতে হইবে। কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে প্রসপেক্টাস ও দরখাস্তের ফরম পাওয়া যাইবে।

শিল্প, বিজ্ঞান ও জনসাধারণ

প্রফুল্লকুমার মোদকী এম-এ

অনেকেরই ধারণা এই যে, যখনই মানুষের উপকারে আসতে পারে এমন কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার হয়, তখনই শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা সেটাকে গ্রহণ করেন এবং পণ্য বিক্রয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। এ-ধারণা কিন্তু মোটেই সত্যি নয়।

মানুষের কল্যাণ হবে—এই ধারণা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা খুব কমই হয়ে থাকে। অথচ শুরুতে ধারণায় আবিষ্কারের মধ্যে বৈজ্ঞানিক যাঁরা ও পুঁজিপতিদের মন থেকে যে উৎসাহ ও সাহায্য পেয়ে থাকে মানব-কল্যাণকামী কোন তথ্য আবিষ্কারে সে রেমনি উৎসাহ ও সাহায্য পায় না। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা আবিষ্কৃত সেই তথ্যকেই গ্রহণ করেন যাকে কাজে লাগানো হবে বেশী। মানুষের সুবিধা কি করে বেশী হবে, সেটা তাঁরা ভাবেন—কি দিয়ে বেশী টাকা আসবে সেইটাই সমস্যা। এজন্যই লেনিনগ্রেডে বাসিয়া তথা আর সব দেশেই উৎপাদনটা মুনাফাকে ভিত্তি করে পরিচালিত হয়, তাই বিজ্ঞানের ব্যবহারও হয় মূলতঃ মুনাফাকে কেন্দ্র করে।

তাই বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারের ফলে কোন নূতন শিল্পের উৎপাদ হবার পরই প্রথম কাজ হয় সেটাকে বিজ্ঞাপন করা। এই ভাবে সকল জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশিত হোক—সেটা তা' নয়, শিল্পপতিদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নূতন শিল্পদ্রব্যকে সেই পরিমাণ উৎপাদন করা যাতে সর্বাপেক্ষা মুনাফা আসতে পারে। তাই এই দেশীয় প্রায় সকল দ্রব্যই সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার অনেক উর্দ্ধে থাকে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কত বিভিন্নের আবিষ্কার হয়েছে, কিন্তু তার কতগুলো আমরা কিনবার বা ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়েছি। টেলিফোন, বেতার, মোটরবাস, এরোপ্লেন, টেলিভিশন কিনবার ক্ষমতা আজ কয়জনের? ইংলণ্ড বা আমেরিকার জনসাধারণের শতকরা কত ভাগ এই সব বিভিন্ন ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে? আর ভারতবর্ষের কথা তো উল্লেখই নাই, কয়টা লোক ঘড়ি, ফাউন্টেন্ পেন ব্যবহার করতে পারে? পৃথিবীতে ট্রাক্টর হয়েছে, জলজেনের বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষের চাষীদের মধ্যে শতকরা এক ভাগও এর সুবিধা পায় কি? ইলেকট্রিক উনুন, হ্যাণ্ড উনুন বেশ কিছুদিন আগেই উদ্ভাবিত হয়েছে, কিন্তু এদেশীয় গৃহিণীরা এখনও সেই সনাতন উপায়ে কেরোসিন ষ্টোভেই রান্না করেন।

তারপর কোন বিভিন্ন আবিষ্কার হবার পর সেটাকে নিয়ে প্রয়োগ করে মানুষের উপযোগী সামগ্রীতে পরিণত করতেই কি কম সময় লাগে? মানব সভ্যতার প্রথম যুগে—যখন মানুষ বিজ্ঞানের লক্ষ্য দিক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে পারেনি, যা প্রয়োজন তার অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক হয়নি, তখন এর একটা অর্থ ছিল, কিন্তু এখনকার দিনে সেটা সমর্থন করা যায় না। কিন্তু তবুও লাগে। সেই জন্যই এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই যে, "ডায়ার"-এর প্রথম আবিষ্কার এবং তাকে আধুনিকভাবে উপযোগী বাণীয় ইঞ্জিনে রূপ দিতে প্রায় এক শতাব্দী কেটে গিয়েছিল। এইভাবে দেখতে গেলে আমরা দেখা যাবে যে, ১৮৩১ সালে ফ্যারাডে বৈদ্যুতিক-চুম্বকের তথ্য আবিষ্কার করেন এবং প্রথম ডায়নামো তৈরী করেন যার সাহায্যে বাহ্যিক শক্তির দ্বারা উৎপন্ন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ শক্তি লক্ষ্য করেছিল। অথচ ডায়নামোর পরিপূর্ণ রূপায়ণে ব্যবসায়ের উপযোগী ডায়নামো তৈরী হলো না ১৮৮১ সালে এডিসন সর্বপ্রথম সাধারণের জন্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করলেন। আজ ১৯৪০ সালেও কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যুৎ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, গ্রাম তো দূরের কথা সকল শহরেও বিদ্যুৎ-কেন্দ্র নেই। ১৮৯৫ সালে রন্টজেন্ প্রথম X-ray তথা আবিষ্কার করেন। এখন পর্যন্ত এর প্রয়োগ অতি সামান্যই হয়েছে। কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য পণ্য-সামগ্রীরূপে রূপান্তরিত হতে এত দেরী হবার কারণ কি?—বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক দুই কারণই আছে। প্রথম কারণ সম্বন্ধে বলবার বিশেষ কিছু নেই, কারণ সকল তথ্য পণ্যে রূপান্তরিত হতে এতই পরিমাণ সময় লাগে না। যেমন ধরুন, সোডাওয়াটার—কি ধরণের অবস্থানুযায়ি ব্যবস্থা হলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষের প্রয়োজনোপযোগী হবেছে।

কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যখন রূপান্তরিত হয়ে মানুষের হাতে আসতে অনেক সময় যে লেগে যায় এর অনেক কারণ নির্দ্দেশ করা যায় বলে আমি আগেই বলেছি। আমার ধারণা, অর্থনৈতিক কারণটাই মূল কারণ। যেহেতু যে অর্থের পুঁজি প্রথম করে প্রথম তাকে হাত দেবে, তারই উপরে এটা নির্ভর করে। যুদ্ধের সময় যেমন রাষ্ট্রের প্রয়োজনে গভর্ণমেণ্ট এই ভার গ্রহণ করেন, শান্তির সময়ে গভর্ণমেণ্ট এরূপ করে থাকেন না। এজন্যই লেনিনগ্রেড বাসিয়া, যেখানে ব্যক্তিগত মুনাফা-বাসিয়া বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান নেই, সেইখানেই জনসাধারণের কল্যাণের দিক থেকে যা' যা' দুঁকি নিতে বিধাবোধ করে না। এই কারণেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাসিয়া আজ যেরূপ অন্যান্য সকল দেশকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে।

কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হবার পর সেটা পণ্য হিসাবে চালু হ'তে লাভ হবে কিনা প্রথমেই তা ঠিক করা সম্ভব হয়ে পড়ে—এরূপও বলা যেতে পারে। কারণ কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে ব্যবসায়ের ভিত্তিতে চালু করবার পূর্বে দুঁকির দিক থেকে দুঁকি রয়েছে। প্রথমতঃ এই আবিষ্কার কার্য্যকরী হবে কিনা, দ্বিতীয়তঃ কোন লোক বা কোন প্রতিষ্ঠান প্রচুর পরিমাণ অর্থ এই কাজে ব্যয় করে পরে দেখলো সেটাকে আর লোক বা প্রতিষ্ঠান কাজে লাগিয়ে প্রচুর মুনাফা করে ফেলেছে। তার ফলে প্রথমে যে দুঁকি গ্রহণ করলো তারই অধিক সম্ভাবনা।

ন্যাশনেল কণ্ডিমেণ্ট্স্

"এল্সি" ব্রাণ্ড সংরক্ষিত খাদ্য বড় ভাল—উহা আপনার পক্ষেও ভাল।

আমাদের নিজ কারখানায় উৎপন্ন পাকা-পাকা ফল ও সুনির্বাচিত নানা আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা সুকৌশলে অতি সুস্বাদু ও প্রাণবন্ত বিভিন্ন প্রকারে ফলের জ্যাম, জেলী, মারমেলেড, চাটনী, সিরাপ, স্কোয়াস, সিরকা ইত্যাদিতে পরিণত করেন। উহা চিরদিন আপনার প্রিয় ছিল, এখন আছে ও অধিকতরভাবে থাকিবে।

ফার্ম্মাসি ইণ্ডাষ্ট্রীজ

৩৯এ, হাজরা রোড, কলিকাতা।

মণীন্দ্র ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :
বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)

কলিকাতা শাখা :
৮-বি, লালবাজার ষ্ট্রীট
ফোন : কলি ৩৭৩৮
ও ৩৩এ, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট
ফোন : কলি : ৭১৭৭

অন্যান্য শাখা :
ধুলিয়ান, কেলকাতা, বোলপুর, ঔরঙ্গাবাদ,
কুড়িগ্রাম, উলিপুর (রঙ্গপুর) ও বেলগ্রাম।

শতকরা ১০৲ দশ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইতেছে।
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়।
ক্লিয়ারিংএর সকল প্রকার সুবিধা ও ব্যবস্থা আছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান :—
—— কাশিমবাজারের মাননীয় ——
মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এম-এ, এম-এল-এ,
বি, এল, বার, এম-এ, বি-এল,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শীঘ্রই শাখা অফিস খোলা হইতেছে।

...ছাড়া এই ঝুঁকিটা নিতে হয় দীর্ঘ দিনের। আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরীক্ষা চলবে, সেই অবস্থাকে অবলম্বন করে পণ্য তৈরী হবে, সেটা অনুমিত হবে—তার পরে তার মূল্যায়ন। ঝুঁকির এরে মূল্যও বেশী, কিন্তু অনুরূপ অপেক্ষা করতে হবে অনেক দিন। যাতে সেটা বেশী মূল্যবান আসবে বলে মানুষ মনে করে সে জিনিষেই হাত দেয় এবং তার পেছনে অজস্র টাকা খরচ করতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু যে জিনিষের গুণকে মূল্যবান আকারের জন্যে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে, তাকে হাত দিয়ে যে তার পিছনে টাকা খরচ করবে অজানাকে জানবার জন্যে তাকে ঝুঁকি নিতে হয়।

কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে নিয়ে প্রয়োগের প্রয়োগ করবার অসুবিধা আরও অনেক রয়েছে। প্রথম অবস্থায় কোন জিনিষই অনধিক হয় না যা সাধারণ লোকে তার মূল্য দেয় না। তা ছাড়া প্রথম অবস্থায় সব জিনিষই থাকে একটু অসুন্দর রকমের—আজ আছে তার উন্নতি হয়। তাছাড়া প্রয়োগ ক্ষেত্রের অনেকের উন্নতি নির্ভর করে। যেমন ফোটো বা টেলিফোন প্রভৃতি পরিমাণে তৈরী হলেও সর্বত্র তো আজ বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ফোটো অবশ্য ব্যাটারীতেও চালান, তার জন্য বিদ্যুৎ অবশ্য ছাড়া টেলিফোন লাইন স্থাপন অসম্ভব। তেমনি যে স্থানে আয়নার নেই, এমন কি বিদ্যুৎ ব্যবহার করবার মত কোন অনুষ্ঠিত নেই সেখানে বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা মোটেই লাভজনক নয়। তা ছাড়া পরাধীন দেশের পক্ষে অসুবিধা আরও বেশী। যে দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে কোন উৎসাহিত প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা হয় না, কোন লাভজনক বৈজ্ঞানিক পণ্য উৎপাদনের অনুমতিই দেয় না।

বেখানে নিত্য প্রতিষ্ঠানের সুযোগ আছে সেখানে আবার প্রতিযোগিতার ভয়। কোন প্রতিষ্ঠান কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করবার একটা অধিকার অর্জন করতে পারে এবং এই সুযোগ নিয়ে একটা ব্যবসায় চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই অধিকার থাকা সত্ত্বেও ঐ প্রতিষ্ঠান অনেক সময় কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যের সুফল সবটা আবিষ্কার করতে পারে এবং এমন অবস্থা হতে পারে যে একই বস্তুর উন্নতকরণ তিনি একাধিক হয়ে যেতে পারে। মানুষ সাধারণতঃ অনুকরণের দিকে আকৃষ্ট হয়। প্রতি বছরে মোটর গাড়ীর মডেল ও প্যাটার্ন বদলায়। সুন্দর মডেল ও সুন্দর সুন্দর প্যাটার্নের গাড়ী, তৈরী হয়ে সুযোগ গ্রাহকের মাঝিল করে দিচ্ছে—এটা তো আমরা প্রতিদিন লক্ষ্যই দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং এমনও যে কোনটা প্রতিষ্ঠান কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যকে প্রয়োগ করতে অগ্রসর হয়ে তার ঝুঁকি অনেক বেশী।

একটেটিয়া অধিকার ও প্রতিযোগিতা এই দুই-এর কল্যাণে জনসাধারণের দিক থেকে সুবিধা অসুবিধা। কোন জিনিষের উপরে একটেটিয়া অধিকার থাকলে তার উন্নতি যেমন ধীরে ধীরে হয় তেমনি তার দাম ও উৎপাদনের পরিমাণটাও একচেটিয়া অধিকারীর হাতের দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে—জনসাধারণের প্রয়োজন বা তাদের ক্রয়ক্ষমতা বিচারের কোন প্রয়োজন থাকে না।

একটী মাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে বহু রকমের ঝুঁকি নিয়ে সাহস পায় না সেখানে সরকার প্রত্যক্ষ অনেক সময়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার ভার নিয়ে থাকে। কোন কোন স্থানে সরকারী তত্ত্বাবধানে সরকার প্রতিষ্ঠান চলে। যেখানে সরকারী তত্ত্বাবধান থাকে সেখানে সরকারী কার্য চলার অসুবিধা হয়। সুযোগ সময় সরকারের প্রয়োজনে তাঁরা কার্যক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্প্রসারিত করেন পারিপার্শ্বিক সময়ে সরকারের সে উৎসাহ থাকে না এবং এইরূপ প্রতিষ্ঠানে সরকারী হস্তক্ষেপ এত বেশী হয় যে, কাজ কিছুই করবার উপায় থাকে না। ফলে সব বিষয়ে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। তা ছাড়া এইরূপ অবস্থায় বাইরে কোন ছোট প্রতিষ্ঠানের উঠবার কোন সুযোগ থাকে না। সরকারী তত্ত্বাবধানে সরকার প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইলে যেরূপ প্রতিযোগিতার ভয় থাকে না, তার ফলে পরীক্ষা প্রচেষ্টা অনেক শিথিল হয়ে পড়ে এবং এই প্রতিষ্ঠান একচেটিয়া অধিকার লাভ করার পরিচালক একচেটিয়া অধিকারের চেয়ে বেশী অধিকার হয় জনসাধারণের পক্ষে।

কিছুদিন যাবৎ দেখা যাচ্ছে অর্থনীতির ক্ষেত্রেও একচেটিয়াকরণের দিকে অনেক দেশের ঝোঁক হয়েছে। এটা অবশ্য বিপজ্জনক। একচেটিয়া অধিকারভোগী বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান যেমন দেশের ও দেশের জনসাধারণের স্বার্থকে বিপন্ন করে অন্যদেশের ব্যবসায়ীর কাছে প্রচুর টাকার বিনিময়ে তার তথ্য (এমন কি অন্যদেশের কাছে ব্যবসায় বিস্তার প্রণালী) কাঁস করে দেয় তেমনি জাতীয় অর্থ-নীতির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার হতে পারে, অন্যদেশে তথ্যভার সম্ভব নিয়ে প্রচেষ্টা বন্ধ করবার জন্য সর্বপ্রকারের চেষ্টা করে। এই অবাধ অধিকার লাভের সুযোগ এরূপই হয়ে দাঁড়ায় যে, অন্যদেশের ব্যবসাবাণিজ্য অসম্ভব করবার জন্য পর্যন্ত তারা করতে হয়। এই কারণে লাভের জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে অনেক দেশে একটী নির্দিষ্ট পরিমাণের স্বার্থই আদায় এবং সেই স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়ে অন্য দেশকে সমান অধিকার দেয়া হয়। তার ফলে দেশের জনসাধারণ যেন উপকৃত হয়ই এবং উপরন্তু অন্যদেশের জনসাধারণ সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে আসে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং সেই আবিষ্কারকে প্রয়োগ করে মানুষের জন্য কল্যাণে লাগান সম্ভব একমাত্র একচেটিয়াধীন দ্বারা সম্ভব হওয়ার কথা, কিন্তু আবিষ্কার, গবেষণা ও প্রয়োগেই যে সমস্ত নয় আমি তা দেখিয়েছি এবং এর পরে তার যোগায় আও দেখিয়েছি। একমাত্র সরকারিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা দ্বারা দেশে যথেষ্ট আবিষ্কার হোক, যতদিন সর্বসাধারণের কল্যাণের দিক থেকে তার গবেষণা না হবে বা তার প্রয়োগ না হবে ততদিন তা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে থেকে যাবে, সকলে তা উপভোগ করতে পারবে না। বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগে আমরা বহু জিনিষের নাম শুনছি তার কতকগুলি কতকটাকে কিন্তু সবই আমাদের নাগালের বাইরে। এমন বহু জিনিষ আছে যা অনেকের ব্যবহারের ইচ্ছা হওয়া সত্ত্বেও তার নাকি "প্রেস্টিজ" হয়ে গেছে। অর্থাৎ অনেক জিনিষের "প্রেস্টিজ" আছে, কিন্তু জিনিষটা নেই এবং ঠিক এরই জন্যে অনেক জিনিষের "প্রেস্টিজ" হারাতে সময় হয়নি। তাদের মানিক যেখানে অনেকটা বেশী বা বিদেশী পরিচয় সেখানে বিজ্ঞান ও নিত্য-প্রয়োজনের প্রয়োজনের দিক থেকে পরিচালিত হতে পারে না।

Pioneer Quality Manufacturer of :

Spring, Springwashers, Setscrews, Splitpins, Bolts & Nuts, Roller Tube, Brushes, Link & Wire Chains, etc.

S. K. Dutt

Manufacturer & Mill Furnisher,
20, STRAND ROAD
CALCUTTA
Phone : Cal. 1434

প্যাসিফিক্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড.

হেড অফিস—
৮নং এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা।

সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে খাটাইবার একমাত্র
= নির্ভরযোগ্য স্থান =

বিশেষ সুবিধাজনক সর্তে
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শাখাসমূহ :
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে
বোম্বাই ও আমেদাবাদে এজেন্সি আছে

ভারতীয় টাকার মূল্য

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় টাকার মূল্য ভবিষ্যতে কিরূপ দাঁড়াইবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা সুরু হইয়াছে। টাকার মূল্য দুই প্রকার হইতে পারে (১) দেশের অভ্যন্তরে পণ্যদ্রব্যের ও মজুরীর হিসাবে উহার মূল্য এবং (২) বিদেশী মুদ্রার হিসাবে উহার মূল্য। একটী টাকা দ্বারা দেশের অভ্যন্তরে যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ও মজুরী পাওয়া যায় তাহাই উহার দেশের আভ্যন্তরীণ মূল্য। যেমন এক টাকায় যদি ৪ সের চাঁল অথবা দুই সের চিনি অথবা ২ দিনের জন্য এরূপ মজুর পাওয়া যায় তাহা হইলে বলা যায় যে, এক টাকার মূল্য ৪ সের চাল, ২ সের চিনি অথবা ২ দিনের মজুরী। এই মূল্যের ইতর বিশেষ হইতে পারে। যদি এক টাকায় ২ সের চাল, ১ সের চিনি বা ১ দিনের বেশী মজুরী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বলা চলে যে চাঁল, চিনি ও মজুরীর হিসাবে টাকার মূল্য অধিক কমিয়া গিয়াছে। আবার ১ টাকায় যদি ৮ সের চাঁল, ৪ সের চিনি ও ৪ দিনের জন্য মজুর পাওয়া যায় তাহা হইলে বলা চলে যে, টাকার মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। অর্থাৎ এক টাকার যে পরিমাণ জিনিষ পাওয়া যায় তাহাই টাকার মূল্য এবং জিনিষপত্রের মূল্য কমিলে টাকার মূল্য বাড়ে এবং উহার মূল্য বাড়িলে টাকার মূল্য কমে। দেশের অভ্যন্তরে ইহাই টাকার মূল্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য। কিন্তু এক একটি দেশের অর্থনৈতিক ও অবস্থাবাপন্নতার দেশের অভ্যন্তরেই আমদানী ও মজুরী ভিন্ন ভিন্ন হয়। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সকল দেশের অর্থনৈতিক এবং অবস্থাবাপন্নতাই প্রায়োজন এত অধিক ও বিভিন্ন রকমের পরিবর্ত্তিত হয়ে, প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক ও অবস্থাবাপন্নতাই বিদেশ হইতে আমদানির আমদানী অধিকের হয় এবং বিদেশীদের দ্বারা নানা প্রকারে কারবার করাইয়া লইতে হয়। আর এক দেশের টাকা অন্য দেশে চলে না বলিয়া এই সব আমদানী ও মজুরীর মূল্য বিদেশী মুদ্রা দিয়া শোধ করিতে হয়। এজন্য প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক ও অবস্থাবাপন্নতাই নিজের দেশের টাকার বিনিময়ে বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হয়। এই সময়ে এক দেশের টাকার বিনিময়ে অন্য দেশের যে টাকা পাওয়া যায়, তাহাই অন্য দেশের টাকার হিসাবে প্রথমোক্ত দেশের টাকার মূল্য এবং অন্য কথায় টাকার বিনিময় হার বা ফটার হার। সকল দেশের টাকার হার এক নহে। আন্তর্জাতিক প্রচলিত মূল মুদ্রার নাম টাকা, ইংলণ্ডের টাকার নাম ষ্টার্লিং বা পাউণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের টাকার নাম ডলার, ফ্রান্সের টাকার নাম ফ্রাঁক।

এখানে মূল্য থাকিতেছে যে, দেশে দেশের অভ্যন্তরে টাকার বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও মজুরী পাওয়া যায়, তাহাই উহার আভ্যন্তরীণ মূল্য (Internal value) এবং উক্ত দেশের টাকার বিনিময়ে অন্য দেশের যে পরিমাণ টাকা পাওয়া যায় তাহাই উহার বিদেশী মূল্য (External value) বলা যায়। এক একটী দেশের অভ্যন্তরে দেশের হিসাবে টাকার মূল্য অর্থাৎ টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য প্রধানতঃ ঐ দেশিয়ের চাহিদা ও জোগানের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যেমন বাজারে চাঁলের যে চাহিদা আছে তদনুসারে যদি চাঁলের জোগান না পাওয়া যায় তাহা হইলে চাঁলের মূল্য বাড়িয়া যায় এবং টাকার মূল্য কমে। পক্ষান্তরে বাজারে চাঁলের যে চাহিদা আছে তদনুসারে যদি চাঁলের জোগান বেশী হয় তাহা হইলে চাঁলের মূল্য কমে এবং টাকার মূল্য বাড়িয়া যায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে টাকার মূল্য অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রার হিসাবে টাকার মূল্য নির্ণয় করে টাকা ও বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও জোগানের উপর। তাহাকে এবারে সহিত বলা যায়। আন্তর্জাতিক যে টাকা প্রচলিত আছে তাহা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ডলার। এখান হইতে কোন আমেরিকান যদি এক শত টাকার নোট লেখে লইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ নোট দিয়া সে আমেরিকার কোন মালপত্রের ক্রয় করিতে পারিবে না—অথবা উহা দ্বারা কোন মজুর, কুলী, পাচক বা কেরাণী খাটাইতে পারিবে না। তাহাকে ঐ সব নোট ভাঙ্গাইয়া ডলারে অর্থাৎ আমেরিকার প্রচলিত টাকায় রূপান্তরিত করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই ঐ নোট দ্বারা তাহার কাজ চলিবে। এখন কথা হইতেছে যে, ঐ ব্যক্তি কত টাকা দ্বারা কত ডলার পাইবে? প্রত্যেক দেশে প্রচলিত টাকার সহিত কত দেশের প্রচলিত টাকার একটা বিনিময় হার বলবৎ থাকে এবং মূলতঃ উভয় দেশে পণ্যমূল্যের হার দ্বারা এই বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে একটী বস্তির মূল্য যদি ২০ ডলার হয় এবং সেই শ্রেণীর একটী বস্তির মূল্য ভারতবর্ষে যদি ৩০ টাকা পাওয়া যায় তাহা হইলে ভারতীয় টাকার সহিত আমেরিকার ডলারের বিনিময় হার হইবে ৩ টাকা = ২ ডলার। অবশ্য কোন দুই দেশে একটীমাত্র জিনিষের মূল্য দ্বারাই উক্ত দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্থির হয় না। উভয় দেশের সমস্ত উভয় দেশের বিনিময়যোগ্য দ্রব্যসমূহের পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর মূল্য দ্বারাই উভয় দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। আর্থনীতিক ভাষায় উহাকে টাকার

ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৭ খৃঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা

কলিকাতা প্রধান কার্য্যালয়—৫নং লোয়ার চিৎপুর রোড

দক্ষিণ কলিকাতা—১৪০এ, রাসবিহারী এভিনিউ

অন্যান্য শাখা—

চট্টগ্রাম, আলমাইডাঙ্গি, ফেণী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সৈলকুপ।

দি সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস - সিলেট

স্থাপিত—১৯২৮।

শাখাসমূহ :—কলিকাতা

১। মেইন অফিস—৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কোন নং ক্যালকাটা—৪৮০৭

২। বড়বাজার —৯, পলেমা গলি।

৩। বালেজ ষ্টীট —৩৯২, হারিসন রোড, এ

(অলেজ ষ্টীট ও হারিসন রোড শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

আসাম
শিলং,
শিলচর,
গৌহাটী,
করিমগঞ্জ,
সৌলনীবাজার,
নওগাঁ,
ডাবুক,
ধনিগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড—
৭,০০,০০০৲

কার্য্যকরী মূলধন—
প্রায় ১,৭৫,০০,০০০৲

বাঙ্গলা
চট্টগ্রাম,
ঢাকা,
নারায়ণগঞ্জ,
ময়মনসিংহ,
কিশোরগঞ্জ,
মেহেরকোণা।

—ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী—

১। সিলেট ৩। শিলচর
২। শিলং ৪। ঢাকা

কলিকাতার বাড়ীর জন্য ১৯, বিডন রো এক্সটেনসন্-এ জমি ক্রয় করা হইয়াছে।
স্থায়িত্ব শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

মিঃ কে, এম, দাস,
জেনারেল ম্যানেজার

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিঃ

গ্রাম : সেমেন্ট | ১৯৩০ সনে স্থাপিত | ফোন : ক্যাল : ২৪৫৬ ও ৩৪৫১

একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী ব্যাঙ্ক

হেড অফিস :

১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বোম্বে অফিস : ৪৪নং হামাম ষ্ট্রীট

নিউ দিল্লী অফিস : ৭২নং কুইনস্ ওয়ে

৫০টি শাখা অফিস

ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করিতেছে।

প্রষ্টপোষক ও শুভানুধ্যায়িগণ

স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন।
শ্রীশ্রীশ্রীল মহারাজা, রায়গড়।
স্যার মহম্মদ সাদুল্লা, আসামের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী।
শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলই, আসামের প্রধান মন্ত্রী।
মিঃ আর, কে, চৌধুরী, এম-এল-এ, শিলং।
শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ, এডিটর, অমৃতবাজার।
মিঃ এ, কে, ফজলুল হক, এম-এল-এ, বাঙ্গলা।
ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি।
মিঃ কে, আর, পি, ওরক, প্রেসিডেন্ট, বোম্বে ইক এক্সচেঞ্জ।
মাননীয় বিচারপতি কে, সি, নিয়োগী, নাগপুর
মাননীয় অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ, পাটনা
ডাঃ সৈয়দ মহম্মদ, ছাপরা
রায় বাহাদুর জি, বি, ভালজী, সি, পি
সর্দ্দার বলবন্ত সিং, পাঞ্জাব
মিঃ এস, আর, সরকার, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

মিঃ এল, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল

মিঃ দত্ত নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট : প্রেসিডেন্ট, কলিকাতা মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশন, মেম্বার, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স, চেয়ারম্যান, তিনসুকিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ, তিস্তা স্টীম নেভিগেশন কোং লিঃ, ইনল্যাণ্ড স্টীম নেভিগেশন কোং লিঃ, প্রত্যহ লিঃ (দৈনিক সংবাদপত্র), আজাদ হিন্দ পাবলিশিং কোং লিঃ, এশিয়া এণ্ড ওভার-সীজ লিঃ, ডেল্টা ইন্ডিস্ট্রিয়াল কোং লিঃ, নিউ ইণ্ডিয়া কটন মিলস লিঃ, আইডিয়েল প্রিন্টার্স লিঃ, মুকুল প্রেস ইত্যাদি ইত্যাদি—

ক্রয়ক্ষমতার সমতা (Purchasing power parity) বলা হইয়া থাকে।

কিন্তু এই সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা বলিয়াছে। কোন দুই দেশের মধ্যে উক্ত দেশের টাকার বিনিময় হার মাত্র এই 'ক্রয়ক্ষমতার সমতা' দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয় না। কোন দুই দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্য ও বস্তুগুলির যে আদানপ্রদান হয় তাহার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারাও উক্ত দেশের মুদ্রা বিনিময়ের হারে তারতম্য ঘটিতে পারে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য মূলতঃ পণ্য বিনিময়ের (Barter) ভিত্তিতেই চলে। এক দেশের পর্যবেক্ষক ও বাণিজ্যিদল অন্য দেশ হইতে যত টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য ও বস্তুগুলি ক্রয় করে অন্য দেশের পর্যবেক্ষক ও বাণিজ্যিদল যদি প্রয়োজনে সেই পরিমাণ মূল্যের পণ্যদ্রব্য ও বস্তুগুলি ক্রয় করে তাহা হইলে উক্ত দেশের মধ্যে মুদ্রা বিনিময়ের কোন প্রয়োজনই হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার এবং ভারতীয় বাণিজ্যিদল যদি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে ২০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্যদ্রব্য ও বস্তুগুলি ক্রয় করে এবং আমেরিকার পর্যবেক্ষক ও বাণিজ্যিদল যদি ভারতবর্ষ হইতে ৬০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য ও বস্তুগুলি ক্রয় করে এবং টাকা ও ডলারের বিনিময় হার যদি ৩ টাকা = ১ ডলারের সমান হয় তাহা হইলে উক্ত দেশের পাওনা-দেনাকে কোন বিনিময় সম্পর্কিত জটিলতার সৃষ্টি হইবে না। কিন্তু আমেরিকা হইতে এদেশে যদি কোন সময়ে ২০ কোটি ডলারের (৬০ কোটি টাকার) পণ্যদ্রব্য ও বস্তুগুলি আমদানী হয় এবং এদেশ হইতে ঐ সময়ে যদি ৩০ কোটি টাকা (১০ কোটি ডলার) মূল্যের মালপত্র ও বস্তুগুলি আমেরিকাতে রপ্তানী হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষ উক্ত ৩০ কোটি টাকার মালের বদলে আমেরিকার ১০ কোটি ডলারের মালের মূল্য তাড়াতাড়ি মিটাইয়া দিতে পারিবে এবং বাকী ২ কোটি ডলার টাকাতে ২০ কোটি টাকা দেনা দিয়া সমতা করিতে হইবে। সাধারণতঃ প্রত্যেক ব্যাঙ্কারই এইরূপ সময়ে টাকার বদলে ডলার এবং ডলারের বদলে টাকা দিয়া উক্ত দেশের দেনা-পাওনা মিটাইবার পক্ষে সাহায্য করে। সুতরাং এরূপও হইতে পারে যে, আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষ যে পরিমাণ মালপত্র ক্রয় করিল ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকার তার: অপেক্ষা বেশী টাকার মালপত্র রপ্তানী হইল। এরূপ ক্ষেত্রে আমেরিকার পর্যবেক্ষক ও বাণিজ্যিদলকে ডলার ভাঙাইয়া তাহা টাকায় ডলারভিত্তিক ব্যবসা ভারতবাসীর পাওনা শোধ করিতে হইবে। মোট কথা দুই দেশের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে কোন সময়ে এক দেশের টাকার প্রতি কোন সময়ে অন্য দেশের টাকার চাহিদা বেশী হইয়া থাকে এবং যখন যে দেশের টাকার চাহিদা বেশী হয় সেই সময়ে উক্ত দেশের টাকার মূল্য বাড়িয়া যায় এবং যখন যে দেশের টাকার চাহিদা কমিয়া যায় সেই সময়ে উক্ত দেশের টাকার মূল্য কমিয়া যায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও বিনিময় হারের যে তারতম্য হয় তাহার পরিমাণ খুব বেশী হয় এবং উহা স্বল্পস্থায়ী হইয়া থাকে। একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যা'ক। ধরা যা'ক যে, বর্ত্তমানে আমেরিকায় ১০০ ডলার মূল্যের ৩৩৩ টাকার সমান বলিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে কোন আমেরিকান ১০০ ডলার দিয়া ভারতবর্ষ হইতে ৩৩৩ টাকা মূল্যের মালপত্র ক্রয় করিতে পারিবে। এখন যদি ভারতবর্ষ হইতে বেশী পরিমাণে মালপত্র আমেরিকায় রপ্তানী হইতে আরম্ভ করে তাহা হইলে ভারতীয় টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং টাকার মূল্য ১০০ ডলারের মূল্য ৩৩৩ টাকা হইতে কমিয়া যাইবে। ধরা যা'ক যে, ১০০ ডলারের মূল্য দাড়াইবে ৩৫০ টাকা। এরূপ ক্ষেত্রে এখন আমেরিকার ভারতে ১০০ ডলার মূল্যের মাল ক্রয় করিলে সে ৩৫০ টাকার মাল পাইবে না—সে মাত্র ৩৪০ টাকার মাল পাইবে। অর্থাৎ ভারতের বাজারে আমেরিকার পক্ষে মাল ক্রয় করা লাভজনক হইবে না। ফলে সে ভারতের মাল না কিনিয়া যে দেশে ১০০ ডলার দিয়া ভারতের তুলনায় বেশী মাল পাওয়া যায় সেই দেশে মাল ক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে। এখন ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকার রপ্তানী কমিয়া যাইবে এবং ডলারের বদলে টাকার চাহিদা কমিয়া যাইবে। উহার ফলে দেশ পরায় ডলারের হিসাবে টাকার মূল্য পুনরায় ১০০ ডলার=৩৩৩ টাকায় দাড়াইবে। আবার যদি আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে বেশী পরিমাণে মালপত্র আমদানী হইতে থাকে তাহা হইলে ডলারের চাহিদা বাড়িবে এবং ফলে টাকার মূল্য ডলারের হিসাবে কমিয়া যাইবে। ধরা যাক যে, এই ভাবে টাকার মূল্য কমিয়া ১০০ ডলার=৩৪৫ টাকার সমান হইল। এরূপ ক্ষেত্রে এখন আমেরিকান ১০০ ডলার বদল করিয়া ভারতের বাজার হইতে ৩৩৩ টাকার মালের পরিবর্ত্তে ৩৪৫ টাকার মাল পাইবে। অর্থাৎ ভারতের বাজারে মালপত্র ক্রয় করা তাহার পক্ষে লাভজনক হইয়া দাঁড়াইবে। উহার ফলে সে এখনকি অন্য দেশ হইতে যে মাল কিনিত তাহা এখন ভারতবর্ষে ক্রয় করিবে। এখন ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকার রপ্তানী বাড়িয়া যাইবে। উহার ফলে ডলারের বদলে টাকার চাহিদা বাড়িবে এবং এখন ডলারের পরিবর্ত্তে টাকার বিনিময় মূল্য ৩৪৫ টাকা হইতে পুনরায় ৩৩৩ টাকায় ফিরিয়া আসিবে। মোটের উপর এক দেশের টাকার সহিত অন্য দেশের টাকার বিনিময়-মূল্য নিম্নোক্ত দুইভাবে আসিতে উক্ত দেশে জিনিষ পত্র-মূল্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করে এবং উক্ত দেশের মধ্যে আমদানী-রপ্তানীর পরিমাণের তারতম্য যেহু বিনিময় হারে যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা গৌণভাবে হয় না।

পৃথিবীর কোন দুই দেশের মধ্যে টাকার বিনিময় হার আসল একটী ব্যাপার বলা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব ১৯২৯ সালের পূর্ব্বে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল—অর্থাৎ ঐ সব দেশের প্রত্যেক দেশের পর্যবেক্ষক নিজ নিজ দেশের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার বিনিময়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ প্রদানে প্রতিশ্রুতি দিতেন। উহার ফলে ঐ সব দেশের এক দেশের মুদ্রার সহিত অন্য দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্থির করা খুবই সহজ ছিল। এই বিষয়ে একটী কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মনে করা যা'ক যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পর্যবেক্ষক উক্ত দেশের এক ডলারের বিনিময়ে এক আনা স্বর্ণ দিতে প্রস্তুত এবং বৃটিশ পর্যবেক্ষক ইংলণ্ডের এক পাউণ্ডের বিনিময়ে ষোল আনা স্বর্ণ দিতে প্রস্তুত আছেন। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতি এক পাউণ্ডের বিনিময় হার হইবে ৪ ডলার। এইরূপ ক্ষেত্রে যদি উক্ত দেশের পণ্যমূল্যের তারতম্যের জন্য অথবা উক্ত দেশের মধ্যে মালপত্রের আমদানী-রপ্তানীর তারতম্য হেতু উক্ত দেশের মুদ্রা বিনিময় হারের পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা হইলে উহা অল্প আয়াসেই সুসমতায় সংশোধিত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংলণ্ডে আমেরিকা হইতে অত্যধিক পরিমাণে মালপত্র রপ্তানী হওয়া হেতু ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইল এবং এখন এক পাউণ্ডের মূল্য দাঁড়াইল ৪ ডলারের পরিবর্ত্তে ৪॥০ ডলার। এরূপ অবস্থা ঘটিলে আমেরিকার লোকের পক্ষে ডলার ভাঙাইয়া তাহা পাউণ্ডে রূপান্তরিত করিয়া

ইংলণ্ডের বাজারে স্বর্ণ ক্রয় করা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ইহার ফলে ইংলণ্ড হইতে আমেরিকার স্বর্ণের বহুলাংশ বাহিরে এবং আমেরিকার স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। ইহার ফলে পুরাতন পাউণ্ডের হিসাবে ডলারের মূল্য কমিয়া যাইবে এবং ডলারের সমান হইয়া দাঁড়াইবে। তাহা হইলেই দাঁড়াইতেছে যে, কোন দুই দেশের (১) প্রকৃতির পণ্যমূল্য, (২) দুই দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদানের পরিমাণ এবং (৩) স্বর্ণমানের দ্বারা উক্ত দুই দেশের মুদ্রা বিনিময়ের হার—এই তিনটি বস্তু দুই দেশের মধ্যে এক দেশের টাকার অন্য দেশের টাকার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

টাকার বিনিময় হার সম্বন্ধে এই প্রাথমিক মন্তব্যের পর অদূর-ভবিষ্যতে ভারতীয় টাকার মূল্য কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা আলোচনা করা যাক। অনুপাদনাত্মক যুদ্ধের আমলে ভারতে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন এবং মজুরীর পরিমাণ যেরূপ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। পক্ষান্তরে ভারতে বিদেশাগত ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনে এই সময়ে ভারতে পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর প্রয়োজন অনেক বেশী দাঁড়াইয়াছিল। সামরিক কারণে এই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বাহিরের পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর স্বল্পতা যুদ্ধের পূর্ব্বের সময়ের তুলনায় অনেক বেশী হইয়াছে। পক্ষান্তরে যুদ্ধের সময়ে এদেশে ভারত সরকার, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট, ফ্রান্স গবর্ণমেণ্ট প্রভৃতি সকলে অনেক বেশী অর্থ ব্যয় করাতে এদেশের বহু লোকের হাতে ক্রয়ক্ষমতা-বিশিষ্ট অর্থ-সম্পদ সঞ্চিত হইয়াছে। অন্য কথায় যুদ্ধের ফলে এদেশে পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর ক্রেতার বাহিরে অর্থ সামান্য—কিন্তু ভিতরে ক্রয়িত বাহিরে সেই তুলনায় অনেক বেশী। ফলে যুদ্ধের সময়ে এদেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য কোনটা ৩ গুণ, কোনটা ৫ গুণ এবং কোনটা বা ১০গুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময়ে মজুরীর হারও অনেক বাড়িয়াছে। সমস্ত দেশীয় পণ্যদ্রব্য ও মজুরী বিনিময় সম্বন্ধের মূল্য যুদ্ধের সময়ে ৩ গুণ বাড়িয়াছে এরূপ ধরিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। ইহার অর্থই হইতেছে যে, যুদ্ধের সময়ে এদেশে টাকার মূল্য (আভ্যন্তরীণ মূল্য) কমিয়া এক-তৃতীয়াংশে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে এক টাকা দিয়া যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ও মজুরী পাওয়া যাইত এখনে এক টাকা দ্বারা তাহার এক-তৃতীয়াংশে পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ও মজুরী পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধাবসান ঘটিয়াছে এবং ইতিমধ্যে অধিকাংশ বিনিময়ের মূল্য কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু এখন আমাদিগকে অবশ্য বিচার করিতে হইবে এখনে পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর মূল্য কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা কেহই নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারিবেন না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশে পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর যে মূল্য ছিল সেই মূল্যে আর কোন দিন পণ্যদ্রব্য ও মজুরী পাওয়া যাইবে না। পর সম্ভবতঃ পণ্যদ্রব্যের ঊর্দ্ধে অবস্থান যুদ্ধের প্রথম সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইলেও পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর মূল্য যুদ্ধের পূর্ব্বেকার তুলনায় কোনদিন আর এদেশে ফিরিয়া আসিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং পণ্যদ্রব্যের স্বাভাবিক মূল্য ধরিয়া পরিমিত হইবে। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে বলা যায় যে, এদেশে স্বাভাবিক সময়ে বিনিময় আসার পর টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য এক-তৃতীয়াংশে (শতকরা ৩৩½ ভাগ) কমিয়া যাইবে।

এরূপ ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তনের অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রার হিসাবে টাকার মূল্য কিরূপ দাঁড়াইবে? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন দুই দেশের টাকার বিনিময় হার মূলতঃ উভয় দেশে সময়ের পণ্যমূল্য দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যেমন আমেরিকার একটি বস্তুর মূল্য যদি ২০ ডলার হয় এবং ঠিক সেই দেশের একটি বস্তুর মূল্য আমাদের যদি ৬০৲ টাকা হয় তাহা হইলে আমেরিকার এক ডলার আমাদের ৩৲ টাকার সমান হইবে। এখনে স্বাভাবিক অবস্থার সময়ে আমাদের যদি পণ্যদ্রব্যের হিসাবে টাকার মূল্য এক-তৃতীয়াংশে কমিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ সময়ে যদি ইংলণ্ড ও আমেরিকার পণ্যদ্রব্যের হিসাবে পাউণ্ড ও ডলারের মূল্যও এক-তৃতীয়াংশে হ্রাস পায় তাহা হইলে অধিকাংশ ভারতীয় টাকার সহিত ইংলণ্ডের পাউণ্ডের এবং আমেরিকার ডলারের বিনিময় হারে কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এক্ষণে উভয় দেশে বলবৎ পণ্যমূল্য অনুযায়ী উভয় দেশের প্রকৃতির টাকার বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হয় না। টাকার বিনিময় হার নির্দ্ধারণের পক্ষে উভয় দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ এবং যদি কোন দেশে স্বর্ণমান

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্ঃ

পণ্ডিত দীপক চৌধুরী, ব্যারিষ্টার-এট-ল, ৮১, নিউ রোড, আলিপুর, কলিকাতা।

মিঃ এফ, এ, আ, মার্চেণ্ট ও কণ্ট্রাক্টর, ২, ব্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা।

মিঃ বিমলকৃষ্ণ ঘোষ, হার্ডওয়ার মার্চেণ্ট ও ব্যাঙ্কার, ৭৪, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

মিঃ এন্, চক্রবর্ত্তী, এম, এ, আর, এ, টীফ কণ্ট্রোলার, ১৪।৪, পুইনড্রো ষ্ট্রীট, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

মিঃ সি, এফ, বি, এ, জেনারেল মার্চেণ্ট ও কোলিয়ারী প্রোপ্রাইটর
সি-৪৫৮ সি, সাউথার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

শা খা স মূ হ

রাঁচি, বিহার-শরিফ, লোহারডাগা, পুরুলিয়া, হাজারিবাগ, পাটনা, ভবানীপুর, বজবজ ও গখৌল।

মিঃ প্রেস, আর, মুখার্জ্জী, জেনারেল ম্যানেজার।

করলে তবে তাহা হইলে ঐ সকল বিদেশকারে প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রসঙ্গে এখানেই মুদ্রামানের কথা বিবেচনা করা যাইতেছে। গত ১৯৪৯ সালে ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার পর পৃথিবীর বহুদেশ স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিলেও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কোন দিন তাহা একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। এখনও স্বর্ণের হিসাবে আমেরিকার ডলারের একটা মূল্য নির্দ্ধারিত আছে এবং যেহেতু বাণিজ্যের বাকির ইংলণ্ড যথাযথ ডলারের সহিত একটা নির্দ্দিষ্ট হারে পাউণ্ডের বিনিময় হার নির্দ্ধারিত করিয়া আসিয়াছে সুতরাং একথা বলা চলে যে, ইংলণ্ড এখনও মূলতঃ স্বর্ণমান বীজতাইয়া রহিয়া আছে। সহজ ভাষায় উহাকে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক টাকার সহিত ইংলণ্ডের পাউণ্ডের বিনিময় হার ক্রমিকিছি থাকাতে আন্তর্জাতিক টাকার পাউণ্ডের মধ্য দিয়া ডলারের সহিত এবং তাহার ফলে স্বর্ণের সহিত যুক্ত রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে স্বর্ণমান প্রবর্ত্তন করার পক্ষে ইংলণ্ডের খুব বেশী আপত্তি আছে, একথা ঠিক। কিন্তু স্বর্ণমান গ্রহণ না করিলেও ব্যবসায় বাণিজ্যে ইংলণ্ডকে উহার পাউণ্ডের বিনিময় হার আমেরিকার ডলারের সহিত স্থিরনিষ্ঠি করিয়া রাখিতে হইবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যদি স্বর্ণের হিসাবে উহার ডলারের মূল্য বর্ত্তমানের ন্যায় এক ডলার=১৭৮৭ গ্রেণ—এই হারে বাঁধিয়া রাখে তাহা হইলে ব্যাঙ্কার ইংলণ্ডের পাউণ্ড মূল্য ডলারের বিনিময়ের স্থিরনিষ্ঠি থাকিবে। সেরূপ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক টাকা ইংলণ্ডের পাউণ্ডের সহিত যুক্ত থাকুক আর নাই থাকুক—উহাও স্বর্ণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। এরূপ অবস্থায় বিদেশী মুদ্রার হিসাবে আন্তর্জাতিক টাকার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে তাহার ডলারের হিসাবে স্বর্ণের মূল্য সম্বন্ধে আমেরিকার অবলম্বিত নীতির উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং এই দিক হইতে বিদেশী মুদ্রার হিসাবে আন্তর্জাতিক টাকার মূল্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধেও, তাহা পরিষ্কার বলা সহজ। উপরে বলা হইয়াছে যে, কোন দুই দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর আদান-প্রদানের তারতম্য থাকার ফলে দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার প্রভাবিত হয়। কিন্তু সহজ ভাষায় উহাও বলা হইয়াছে যে, উক্ত দেশের বাণিজ্য-সম্পর্কের পরিবর্ত্তন হলে উক্ত দেশের মুদ্রা বিনিময়ের উপর যে প্রভাব পড়ে তাহা স্থায়ীভাবে হয় না। তাহাই এই দিক দিয়া আন্তর্জাতিক টাকার মূল্যের পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে।

ডলারের ইংলণ্ডের অধীনস্থ দেশ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহ আর্থনীতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে ঐ সব দেশের মুদ্রার পরিবর্ত্তনের মূল্য ধরিয়া উচিত মূল্য বিনিময় হার আসাই হইয়া থাকে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে যদি এরূপ দেখান যায় যে, মুদ্রা-বিনিময় হার যে ভাবে নির্দ্ধারণ হইয়াছে তাহাতে দেশের ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে ঐ সব দেশের রাজশক্তি কৃত্রিম উপায়ে এই হারের পরিবর্ত্তন করিয়া নেয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেরূপ রীতি কোন দিনই অবলম্বিত হয় নাই। এমনকি যাহাতে বৃটীশদের পণ্যদ্রব্য বেশী পরিমাণে আমেরিকায় রপ্তানি হয় তজ্জন্য বৃটীশ সরকার কিম্বা বৃটীশ ব্যাঙ্কারগণ কোনদিন আমেরিকার ডলারের মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। তাহারা পণ্যদ্রব্য রপ্তানির ব্যাপারে ডলারের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়াই কাজ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু বেলজিয়াম ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাই স্বর্ণমানের ভিত্তিতে ডলারের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে এবং বেলজিয়াম ফ্রাঙ্ক করিয়াছেন। এই সব ডলারের ভিত্তিতে বৃটীশ পাউণ্ডের বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সব করিয়াও ডলারের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া রাখা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক টাকার বিনিময় হার, টাকার দাম নির্ণয় এবং বিনিময় ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারী ফাণ্ডের নিয়মাবলীর মধ্যে পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক টাকার মূল্য নির্দ্ধারিত করিবে। এই হার করিবার প্রণালী হইবে টাকার মূল্য স্বর্ণের সহিত যুক্ত করিয়া। বর্ত্তমানে ডলারের সহিত পাউণ্ডের বিনিময় হার আমেরিকার ডলারের সহিত যুক্তিসিদ্ধি করিয়া রাখিতে হইবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যদি স্বর্ণের হিসাবে উহার ডলারের মূল্য বর্ত্তমানের ন্যায় এক ডলার=১৭৮৭ গ্রেণ—এই হারে বাঁধিয়া রাখে তাহা হইলে ব্যাঙ্কার ইংলণ্ডের পাউণ্ড মূল্য ডলারের বিনিময়ের স্থিরনিষ্ঠি থাকিবে। সেরূপ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক টাকা ইংলণ্ডের পাউণ্ডের সহিত যুক্ত থাকুক আর নাই থাকুক—উহাও স্বর্ণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। এরূপ অবস্থায় বিদেশী মুদ্রার হিসাবে আন্তর্জাতিক টাকার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে তাহার ডলারের হিসাবে স্বর্ণের মূল্য সম্বন্ধে আমেরিকার অবলম্বিত নীতির উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং এই দিক হইতে বিদেশী মুদ্রার হিসাবে আন্তর্জাতিক টাকার মূল্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধেও, তাহা পরিষ্কার বলা সহজ। উপরে বলা হইয়াছে যে, কোন দুই দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর আদান-প্রদানের তারতম্য থাকার ফলে দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার প্রভাবিত হয়। কিন্তু সহজ ভাষায় উহাও বলা হইয়াছে যে, উক্ত দেশের বাণিজ্য-সম্পর্কের পরিবর্ত্তন হলে উক্ত দেশের মুদ্রা বিনিময়ের উপর যে প্রভাব পড়ে তাহা স্থায়ীভাবে হয় না। তাহাই এই দিক দিয়া আন্তর্জাতিক টাকার মূল্যের পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে।

ডলারের ইংলণ্ডের অধীনস্থ দেশ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহ আর্থনীতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে ঐ সব দেশের মুদ্রার পরিবর্ত্তনের মূল্য ধরিয়া উচিত মূল্য বিনিময় হার আসাই হইয়া থাকে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে যদি এরূপ দেখান যায় যে, মুদ্রা-বিনিময় হার যে ভাবে নির্দ্ধারণ হইয়াছে তাহাতে দেশের ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে ঐ সব দেশের রাজশক্তি কৃত্রিম উপায়ে এই হারের পরিবর্ত্তন করিয়া নেয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেরূপ রীতি কোন দিনই অবলম্বিত হয় নাই। এমনকি যাহাতে বৃটীশদের পণ্যদ্রব্য বেশী পরিমাণে আমেরিকায় রপ্তানি হয় তজ্জন্য বৃটীশ সরকার কিম্বা বৃটীশ ব্যাঙ্কারগণ কোনদিন আমেরিকার ডলারের মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। তাহারা পণ্যদ্রব্য রপ্তানির ব্যাপারে ডলারের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়াই কাজ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু বেলজিয়াম ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাই স্বর্ণমানের ভিত্তিতে ডলারের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে এবং বেলজিয়াম ফ্রাঙ্ক করিয়াছেন। এই সব ডলারের ভিত্তিতে বৃটীশ পাউণ্ডের বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সব করিয়াও ডলারের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া রাখা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক টাকার বিনিময় হার, টাকার দাম নির্ণয় এবং বিনিময় ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারী ফাণ্ডের নিয়মাবলীর মধ্যে পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক টাকার মূল্য নির্দ্ধারিত করিবে। এই হার করিবার প্রণালী হইবে টাকার মূল্য স্বর্ণের সহিত যুক্ত করিয়া। বর্ত্তমানে ডলারের সহিত পাউণ্ডের বিনিময় হার আমেরিকার ডলারের সহিত যুক্তিসিদ্ধি করিয়া রাখিতে হইবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যদি স্বর্ণের হিসাবে উহার ডলারের মূল্য বর্ত্তমানের ন্যায় এক ডলার=১৭৮৭ গ্রেণ—এই হারে বাঁধিয়া রাখে তাহা হইলে ব্যাঙ্কার ইংলণ্ডের পাউণ্ড মূল্য ডলারের বিনিময়ের স্থিরনিষ্ঠি থাকিবে। সেরূপ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক টাকা ইংলণ্ডের পাউণ্ডের সহিত যুক্ত থাকুক আর নাই থাকুক—উহাও স্বর্ণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। এরূপ অবস্থায় বিদেশী মুদ্রার হিসাবে আন্তর্জাতিক টাকার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে তাহার ডলারের হিসাবে স্বর্ণের মূল্য সম্বন্ধে আমেরিকার অবলম্বিত নীতির উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং এই দিক হইতে বিদেশী মুদ্রার হিসাবে আন্তর্জাতিক টাকার মূল্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধেও, তাহা পরিষ্কার বলা সহজ। উপরে বলা হইয়াছে যে, কোন দুই দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর আদান-প্রদানের তারতম্য থাকার ফলে দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার প্রভাবিত হয়। কিন্তু সহজ ভাষায় উহাও বলা হইয়াছে যে, উক্ত দেশের বাণিজ্য-সম্পর্কের পরিবর্ত্তন হলে উক্ত দেশের মুদ্রা বিনিময়ের উপর যে প্রভাব পড়ে তাহা স্থায়ীভাবে হয় না। তাহাই এই দিক দিয়া আন্তর্জাতিক টাকার মূল্যের পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে।

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

(স্থাপিত—১৯৪৩)

ফোন : ক্যাল ২০৭০ গ্রাম : "ব্যাঙ্ক"

হেড অফিস :—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত " ১২,৫০,০০০৲ "
বিক্রীত " ১২,৫০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ—১২,০০,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন—১,৫৫,০০,০০০৲ " "

—শাখাসমূহ—

কাকুরগাছি, কাটোয়া, কাঁথি, কুষ্টিয়া, চক্রপাদর, চন্দননগর, চুয়াডাঙ্গা, চাঁদপুর, চন্দ্রকোণা, চুঁচুড়া, জামালপুর, সন্তোষ, এবংশাল, নাটোর, নৈহাটি, নবদ্বীপপুর (বেলুন), বালেশ্বরহাট, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বালুরঘাট, বাজসাহী, শান্তিপুর, সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হিসাবিএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত

আদায়ী ব্যাঙ্ক :—কাঁচরাপাড়া, নবদ্বীপ, রাজবাড়ী, শিবনিবাস, নারায়ণগঞ্জ ও ফরিদপুর।

—সুদের হার—

সাধারণ ১/০% সেভিং ২% ফিক্সড ২% ডাক-পরিচালনা, রেজিঃ ফি, ষ্টেম্প ও ড্রাফ্ট-কমিশনের জন্য বিশেষ।

পত্রাদি সহজে দেওযার জন্য টেলিফোন আছে।

ফোন ৪৪৭৯ টেলিগ্রাম : শ্রীঅরবিন্দলাল রায়

স্বল্প আদায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—

কমার্শিয়াল ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ১৪২-৪, হারিসন রোড, কলিকাতা

শাখাসমূহ : খিদিরপুর, ভবা, বাবুরহাট, রসিকগঞ্জ, বিক্রমপুর, পৌষাটি, নওগাঁ, ঢোলাই। পার্শ্বতীপুর, ঠাকুরগাঁও, জলপাড়ি, মুমরুখা ও সরকেপিরা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

কে. এম. দে, ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এস. কে. বোস, জেনারেল ম্যানেজার ও সিক্রেটারী

জি. কে. রায়, ডিরেক্টর-ইন-চার্জ
বেঙ্গল এণ্ড আসাম লাইব্রেরী।

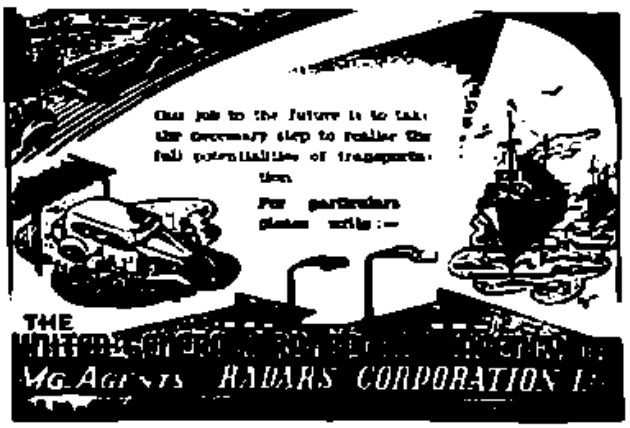

WE SUPPLY MOTOR ACCESSORIES
&
Transport your goods in the city and outside.

হার নির্দ্ধারণকালে যে তিনটি ইউনিট ধরিলেন তাহা আমাদের আবশ্যকীয় পণ্য হইতে এরূপ ভাবে বাছিয়া লওয়া হয় যে, টাকার মূল্য এক সিলিং ৯ সেন্টের অর্থাৎ প্রতি পাউণ্ড ১৪ টাকায় সমান হিসাবে নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু অর্থসচিব ঘোষণা করিয়া প্রতি টাকার মূল্য ১ সিলিং ৬ সেন্ট অর্থাৎ প্রতি পাউণ্ডের মূল্য ১৩১ টাকায় নির্দ্ধারিত করেন। ইহার ফলে আমাদের ইংলণ্ড হইতে আমদানী ১ পাউণ্ড মূল্যের মালপত্র ১২ টাকার পরিবর্ত্তে ১৩১ টাকায় কিনিতে হওয়ায় সকল আমদানি দ্রব্যের আপাতঃ বৃদ্ধির বিশেষ সুযোগ হইয়াছিল। পক্ষান্তরে আমাদের হইতে ১২ টাকার পরিবর্ত্তে ১৩১ টাকায় যাহা ইংলণ্ডের বাজারে ১ পাউণ্ডে বিক্রয় হইবার সকল আমাদের হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানী বাণিজ্য ব্যাহত হইবার। পাউণ্ডের হিসাবে আমাদের টাকার মূল্য এইভাবে হ্রাস করিয়া নির্দ্ধারিত করায় সকল আমদানীর ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার ফলে ইংলণ্ড লাভবান হইয়াছে। বিভিন্ন ধরিটী করিবার পূর্ব্বপরিচিত আমাদের টাকাকে ইংলণ্ডের পাউণ্ডের সহিত নির্দ্দিষ্ট হারে বাঁধিয়া রাখার সকলে তাহাদের সমুহ ক্ষতি হইয়াছে। কারণ ইংলণ্ডের যখনই যেরূপ প্রয়োজন হইয়াছে, আমাদের টাকা ইংলণ্ডের পাউণ্ডের সহিত নির্দ্দিষ্ট হারে বাঁধা থাকায় তাহা আমাদের অনায়াসে সেই হারের সুযোগ বিলুপ্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে যুদ্ধের প্রয়োজন শেষ হইয়া এখন শান্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং সমস্ত জগতের ব্যবসা-বাণিজ্য যখন স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিবে, তখন আমাদের টাকার বহির্জগতিক হার নির্দ্ধারণ করা উচিত হইবে তাহা এখনে বিশেষ করিয়া বলা যায়। যুদ্ধের পূর্বে আমাদের এরূপ ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। কারণেই পাউণ্ডের হিসাবে টাকার মূল্য ১৩১ থাকায় সকল আমাদের ব্যবসায়ীর ব্যাপারে করিয়াছিল। কিন্তু আমাদের অনুকূল অবস্থার দেখে নিজের প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করিবে এবং এই উপলক্ষে আমাদিগকে বিদেশ হইতে কম করে কোটি টাকা মূল্যের অসরকারী ও আকস্মিক সরকার আমদানী করিতে হইবে। এরূপ এরূপ নির্দ্দিষ্ট করে হইতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে করিবার বরং পক্ষান্ত আমাদের একটি ঘাটতি-প্রধান দেশে পরিণত হইবে—অর্থাৎ আমাদের বিদেশে যত টাকার মাল বেচিবে সেই তুলনায় অনেক বেশী টাকার মালপত্র আমাদের বিদেশ হইতে ক্রয় করিবে। এরূপ অবস্থায় এখনে পাউণ্ডের হিসাবে টাকার মূল্য ১৩ ৬ঃ রূপে বর্ত্তমান থাকাই আমাদের পক্ষে লাভজনক হইবে। বর্ত্তমানে প্রতি পাউণ্ডের মূল্য হইতেছে ১৩৯ টাকা। এরূপ এখনে আমাদের কোন বিশেষজ্ঞ ইংলণ্ড হইতে যদি এক লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মালপত্র আমদানী করে, তবে উহাতে ১৩৯ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। কিন্তু টাকার মূল্য হ্রাস করিয়া প্রতি পাউণ্ডের মূল্য যদি ১৪ টাকায় নির্দ্ধারিত করা হয়, তাহা হইলে এই বিশেষজ্ঞের জন্য ঐ বিনিময়ের হারে মাত্র ১৩৯ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। যেহেতু ইহার আমাদের বর্ত্তমানে যে অতিরিক্ত ২৯ হইয়াছে তাহাতে এখনে পাউণ্ডের হিসাবে টাকার মূল্য কিছু কম করে বর্ত্তমান থাকাই আমাদের পক্ষে লাভজনক। অবশ্য বিদেশী মুদ্রার হিসাবে আমাদের টাকার মূল্য যদি কম করে বর্ত্তমান আছে তাহা হইলে আমাদের মূলধন বিদেশের সঙ্গে চড়া খাটিবে এবং আমাদের হইতে বিদেশে রপ্তানী বাণিজ্য হইবে। কিন্তু চলতেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত আমদানীর টাকার মূল্য বেশী টাকার রাখা আবশ্যক করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় আমাদের আমদানীর টাকার বিনিময় হারের পরিবর্ত্তন না করাই বাঞ্ছনীয়। কতিপয় বৎসরের মধ্যে আমাদের যখন বিভিন্ন দিক-কতিপয় পুরাপুরি হইয়া যাইবে এবং আমাদের টাকার স্থিরতা ফিরিয়া আসিবে তখন বিনিময় হারের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যকীয় হইলে তখন বিশেষ বিবেচনা করিয়া অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারটাকে বিদেশে রপ্তানী করিবার

জনসেবার আদর্শে গঠিত একটি নির্ভরযোগ্য
জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল

— ব্যাঙ্ক লিঃ —

হেড অফিস :
১৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—
বড়বাজার, হাওড়া, দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট, ভোমুহিনী, বদরহাট, কিশোরগঞ্জ, তেজপুর, সেবাজনিয়া, হাসাপাড়া, জামুতড়িহাট, রহা, রামড়া, আজমীর, হোজাই ও বেওয়ার।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার
মিঃ আর চৌধুরী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মিঃ কে ভৌমিক

অল্পের কয়মাত্রায় বিজয়ী মারা —
পঞ্চবিংশতি বর্ষাধিক কাল জনপ্রিয়!

মার্গোসোপ

নিম টুথপেষ্ট

দাঁতের সকল রোগ আরোগ্য করে তার সঙ্গে সঙ্গে মাড়ির সকল বিকার আশু ও চিরতরে বিদূরিত করে এবং দাঁত ঝক্‌ঝকে করে।

ইহা ভিন্ন আমাদের অন্যান্য উৎকৃষ্ট ঔষধ সমূহের জন্য আমাদের 'আর্থোপেডিক' ক্যাটালগ দেখুন।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

সময় আসিবে তখন টাকার মূল্য কমাইয়া এক শিলিঙ্গ ১২½ টাকা—এখন কি ১৫½ টাকায় নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। টাকার বিনিময় হার সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক আর একটি কথা উঠিতেছে, পাউণ্ডের বন্ধন হইতে ভারতীয় টাকাকে বিমুক্ত করা। এই বিষয়টির উপর সাময়িকভাবে যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে তত গুরুত্বপূর্ণ নহে। যখন ইংলণ্ডের পাউণ্ড মূল্যের সহ ব্যবসার আন্তর্জাতিক ব্যাপার মূলের সহিত জড়াইয়া রাখা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও উহা রাখা থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে, তখন ভারতীয় টাকার সহ পাউণ্ডের সহিত রাখা থাকিলেও কার্য্যতঃ উহা আন্তর্জাতিক ব্যাপার মূলের সহিত রাখা থাকিবে। তবে ভারতীয় টাকাকে যদি পাউণ্ডের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন করা হয় এবং ভারতীয় ব্যবসায়ের যদি ভারতীয় অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন দেশের টাকার সহিত ভারতীয় টাকার মূল্য নির্দ্ধারিত করিবার অধিকার দান করা হয়, তাহা হইলে যে অসুবিধার হইবে তাহাকে সন্দেহ নাই। অবশ্য উহা একটি ধারণা যে, ভারতবর্ষ হয়তো পাউণ্ডীয় অঞ্চলের সঙ্গে এক করে হয়তো পরিত্যক্ত ভারতীয় টাকার মূল্য নির্দ্ধারণে ভারতবর্ষের অবাধ স্বাধীনতা থাকিবে না।

পৃথিবীর স্বাধীন দেশসমূহ সকলেই তাহাদের মুদ্রার আন্তর্জাতীয় মূল্য ও বহির্মূল্য বজায় রাখা এককভাবে বজায় রাখা (stabilised) দেশের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। ইহার অর্থ এই যে, কোন দেশের আন্তর্জাতিক টাকার মূল্য যদি আন্তর্জাতিকভাবে কমিয়া যায় তাহা হইলে আন্তর্জাতিক মূল্য পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত ঐ দেশের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের আসল মূল্য-মূলধন নির্দ্ধারিত হয় এবং সেই মূলের ভিত্তিতে লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়। অন্যভাবে, কোন দেশের আন্তর্জাতিক টাকার মূল্য যদি আন্তর্জাতিকভাবে বাড়িয়া যায় তাহার ফলে আন্তর্জাতিক মূল্য বজায় রাখিবার জন্য সেই দেশ তাহার বিদেশে রপ্তানী কমাইয়া দেয়। অধিকন্তু, কোন দেশের আন্তর্জাতিক টাকার মূল্য যদি আন্তর্জাতিকভাবে বাড়িয়া যায় তাহার ফলে আন্তর্জাতিক মূল্য বজায় রাখিবার জন্য সেই দেশ তাহার বিদেশে রপ্তানী কমাইয়া দেয়। এমন কোন দেশের আন্তর্জাতিক টাকার মূল্য কমিয়া যায়, তাহা হইলে সেই দেশের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সেই দেশের বিদেশে রপ্তানী বাড়িয়া যায়। এমন দেশে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সেই দেশের বিদেশে রপ্তানী বাড়িয়া যায়। এই সব কারণেই প্রত্যেক দেশের সরকারই নিজ নিজ দেশে প্রচলিত মুদ্রার মূল্য আন্তর্জাতিক ঐ বিনিময়-মূল্যকে বিশেষভাবে লক্ষ্যে রাখিয়া থাকেন এবং যখনই টাকার আন্তর্জাতীয় মূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধি পায় তখনই তাহার প্রতিকার করা দরকার হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের পাউণ্ড, ডলার প্রভৃতির মূল্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে টাকার মূল্য পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক এই দিক দিয়া কোন ভারসাম্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। টাকার আন্তর্জাতীয় মূল্য ঐ বিনিময়-মূল্য ঘটিয়া অসন্তোষজনক হইয়া দাঁড়াইলে সরকারই কোনদিন অনুভব করেন না যে টাকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলে মূলধন সহজে হেরফের হয়ে না যে এই যে হেরফের হয় তাহার ফলে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য সরকারকে তাহার প্রতিকার করিতে হয়। এখনে যে ভাবে টাকার মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিলে ভারতের বাজারে মূলধন সহজ বিচরণে সুবিধা হয় এবং সরকারের বাজেটে আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য ঘটে সেই ভাবেই টাকার মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া রাখা হইয়াছে। টাকার সহিত অন্যান্যদেশের মুদ্রার কোন যোগ নাই। ইহাতে ফলে অন্যান্যদেশের সহিতবিনিময়ক্ষেত্রে এবং অন্যান্যদেশের ব্যবসায়ের এমনভাবে আন্তর্জাতিক সরকারের প্রতিষ্ঠা না হইবে তাহাদের এই ব্যবস্থার কোন প্রতিকার হওয়ার আশা করা যায়।

এলায়েড ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

হেড অফিস :—ঢাকা

কলিকাতা অফিস—৩নং ব্যাঙ্কো লেন

হেড অফিস বম্বে

ময়মনসিংহ : কিশোরগঞ্জ :
বাজিতপুর : ব্রহ্মবন্দুর (সিলেট)।

এলায়েড ব্যাঙ্ক একটি নিখুঁতভাবে পরিচালিত
ব্যাঙ্কিংপ্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ের সকল
বিভাগের কাজ
নিভুলভাবে ও
তাড়াতাড়ি
করিয়া থাকে।

সুবল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ

ক্রিসেণ্ট কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

—লিমিটেড—

৪৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ম্যানেজিং ডিঃ—মিঃ বি. নারায়ণ চৌধুরী।

শত বর্ষ পরে প্রস্তুত

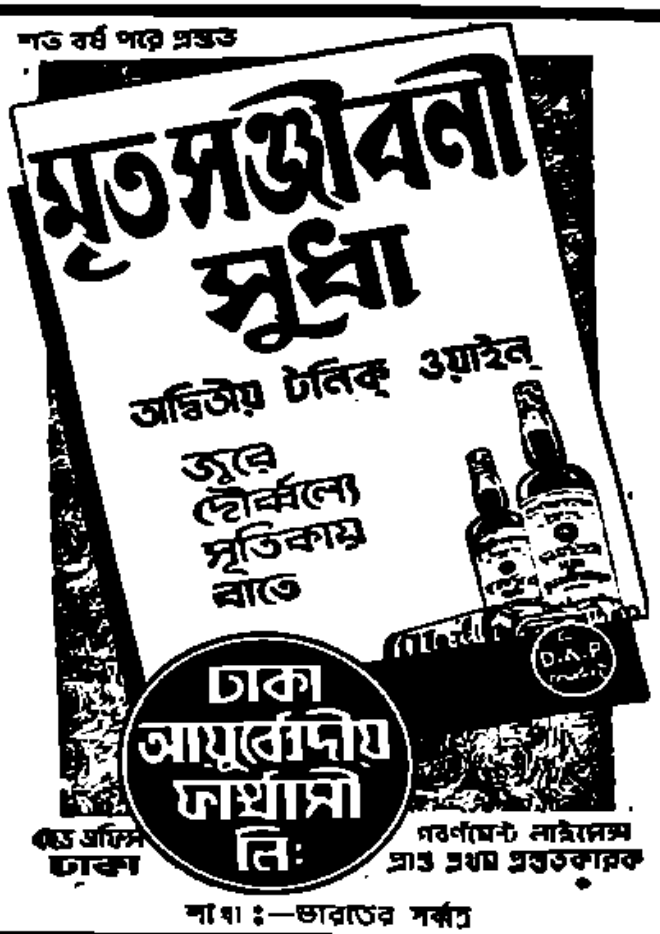

শাখা :—ভারতের সর্ব্বত্র

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় জীবন-বীমা

শ্রীসাম্প্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বের ইতিহাসের মহত্তম বিপ্লব প্রলয় থেকে—সারা পৃথিবী এখন ক্রমশঃ স্থিতি ও শান্তির দিকে ফিরে আসছে। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, কিন্তু তার পরিত্রাসক পরিবেশে আমরা আমাদের সম্মুখে বহু বন্ধুরের সমস্যা দেখতে পাচ্ছি —এবং তার মধ্যে আমাদের অর্থ-নৈতিক সমস্যাই আজকাল দিনে রাজনৈতিক সমস্যার চাইতেও অনন্তরভাবে আমাদের মনকে চঞ্চল করে তুলেছে। সেই জন্য সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যেটা চলছে কি উপায়ে যুদ্ধে বন্ধিয়ানের উপর দেশের আর্থিক সংগঠনের ভাঙাগোড়া আবার করা যেতে পারে।

যুদ্ধকালীন অর্থনীতির সব যুদ্ধোত্তরকালে যে একটা মস্ত আদুরে এবার সকল দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা পূর্ণমাত্রায়ই বুঝেছিলেন এবং তাঁরা এটাও বুঝেছিলেন যে, যুদ্ধ-দেশের মনে মনে আর্থিক কাঠামোর পুনর্গঠনের কাজ হাতে না নিলে মোহভঙ্গ অনর্থের সৃষ্টি হবে। এই জন্যই দেশে ও বিদেশে নব নব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও প্রস্তাবের কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। বীমার মুনাফা ও মূলধনক্ষেত্রে সেই সব আর্থিক পরিকল্পনা যে কি ভাবে রূপ পরিগ্রহ করতে পারে সে চিন্তাও অর্থনীতিবিদ্, রাজনীতিবিদ্ ও বৈজ্ঞানিকের মনকে বিচলিত করে তুলছে। ইংলণ্ডের 'বিভারিজ রীপোর্ট' উদাহরণ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যেতে পারে।

বীমা পরিকল্পনা সম্প্রসারণের আর বিরাট সম্ভাবনা ও কল্যাণ অন্তর্নিহিত নিয়ে ক্রমশঃ বিশ্বব্যাপক আন্দোলন সমে অগ্রসর হয়ে চলেছে। বীমাকে বাদ দিয়ে কোনো অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনাই যে বর্তমান জগতের সকল দিকে সাধন না একথা জোর করেই বলা যায়। তাইতো বীমা আমাদী দিয়ে কোন্ সম্ভাবনা নিয়ে তাকবীর বীমা ক্ষেত্রে আজ উপস্থিত হয়েছে, সে কথা চিন্তাশীল বীমাবিদ ও দেশহিতৈষী ব্যক্তিদেরই ভেবে দেখা উচিত। কিন্তু আমাদের পরিবেশ, আর্থিক সঙ্গতি ও অর্থ-লালসের পটভূমিকা আমেরিকা ও ইংলণ্ডের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক; যেমন না—আমাদের মাথা-পিছু বীমা এখনো পঞ্চাশ ৮৲ টাকার কোঠা পার হতে পারল না,—সেই জায়গায় আমেরিকার মাথাপিছু জীবন-বীমার পরিমাণ আমাদের লাখপতি মহাধিক পরিমাণের ইঙ্গিতবোধা আমের সমান। তাছা ছোড়, আমাদের জীবন-বীমার প্রসার যেমন উচ্চস্তরের মেয়ে ছেলের আজ এদেশের কথা আগে উল্লেখযোগ্য নিয়ম এক—এবং এর বলেই আজ সে সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে।

আমাদের দেশে বীমার, বিশেষতঃ জীবন-বীমার প্রসার হয়েছে যুদ্ধকালীন অবস্থার আশাতীত এবং আশাতীত বীমার লাভলোভের কথা আজ সর্বজনবিদিত, কিন্তু তথাপিও আমরা এখনো আমেরিকা বা আজ দেশের তুলনায় অনেক পশ্চাতে পড়ে আছি। আমরা বিশ্বাস করি, এবং আমাদের এ বিশ্বাসের সপক্ষে কারণও আছে যে, যুদ্ধোত্তর সময়ে ও আমাদের কথা, কেননি এখন বীমার ওপরেই ঝুঁকে যে, ব্যবসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রতি এবং বিশেষ করে বীমাকারীদের প্রতি আমাদের অর্থাৎ বীমা কোম্পানীগুলির দায়িত্ব বেড়ে যেতে আমের চাইতে অনেক গুণ বেশী। যুদ্ধোত্তরকালে এই দায়িত্ব পালন করতেই হবে আমাদের যোগ্যতার পরীক্ষা। এই বর্ধিত ভারে বাবসা সংক্রান্ত অবাধ অধিকার আমাদের আছে কিনা তারও যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যাবে আমাদের পরিচালন পদ্ধতি ও সংগঠনের নিয়ে মাপকাঠিতে।

এলায়েড

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস—

২, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

তার :—"মোসাইক্যালস্"

ফোন :—ক্যাল ১২১০

ব্রাঞ্চ

কালীঘাট, কলেজ ষ্ট্রীট, চৌরঙ্গী, মাণিকতলা, আলকাঠী, কাঁথি গৌহাটি, পুরী, কাশী, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ), লাহোর, আম্বালা (কেণ্ট)।

মিঃ জি, আর, কালীতা,
প্রভিন্সিয়াল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, আসাম।

মিঃ জে, এল, সাহা,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

পরিবর্ত্তনের বীমার প্রয়োজন ও সার্থকতা অধিকতর। যুদ্ধের সময় যেমন যুদ্ধজাত অতিরিক্ত বীমা কোম্পানীগুলি তাদের অর্থ দিয়ে যুদ্ধোদ্যমকে এগুতে এবং সামরিক ব্যয় নির্ব্বাহে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছে, তেমনি এ দেশের এবং অন্য দেশের বীমা কোম্পানীগুলি যে আন্তরিকতা সহকারে যুদ্ধোদ্যমকে দৃঢ়তর সহায়তা করতে পারে এটা সহজেই অনুমান করা যায়।

একটা কথা আমার এখানে বলার সময়ের যে, আন্তরিকতা এই প্রসঙ্গে শুধু ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলিকে নিয়ে।

যুদ্ধের ফলে আমাদের আর্থিক জগতে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখে যে আর্থিক মন্দা ঘটবে না তার সম্ভাবনা হচ্ছে এবং তার লক্ষণ আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি, দেশের সেই পরিবর্ত্তিত আর্থিক অবস্থার পুনঃসংগঠন বা নবীকরণের কাজে বীমার প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করতে পারেন না। সমবায়-নীতিতে দেশের আর্থিক শক্তি সংগ্রহ, সঞ্চয় ও উৎপাদন সাধনই জীবন-বীমার উদ্দেশ্য। ব্যক্তি ও সমাজ এবং সরকীয়ভাবে সমগ্র দেশের আর্থিক শক্তির প্রতিষ্ঠা ও উৎকর্ষ সাধন হতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে এভাব অর্থে কোনো আর্থিক প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না এবং তাকে আমরা জাতির আর্থিক সম্পত্তি (National wealth) বলে উল্লেখ করে থাকি তার কোনোপ্রকার সংগঠনের কাজে একজনের অর্থের অনুকূলতা সম্ভব হতে পারে না।

এইখানেই আসে জীবন-বীমার আদর্শ ও নীতির কথা। যত বীমাকারীর সংকল্পচিন্তে একত্রিত হওয়ার আমরা যে সমস্ত তাদের সৃষ্টি করতে পারি, তার দ্বারাই যুদ্ধোত্তরকালের আর্থিক অবস্থার উন্নতিবিধান সম্ভব হতে পারে। জীবন-বীমার আসলই হচ্ছে আর্থিক জগতে সংকল্পচিত্ত উৎপাদন ও উৎকর্ষ-সাধন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—

"আমি এটা বেশ সহজেই অনুভব করেছি যে, পারস্পরিক সহায়তা ও সমবায় প্রচেষ্টার দ্বারা মানুষের সত্যকার কল্যাণ ও সমৃদ্ধিলাভই হচ্ছে সভ্যতার মর্ম্মকথা। এই উপায়েই বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে এবং বিজ্ঞানের সাধনার ক্ষেত্রে তাই মানুষের মনে মানুষের মিলন-সত্য এমনি করেই গভীর ভিত্তিতে। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের পক্ষে এ সত্য সমানভাবেই প্রযোজ্য। কেবল ঐহিক সম্পদ-সৃষ্টি ও ভোগের ব্যাপারেই এ সত্যকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের জীবন অন্তরের কাছ থেকে বিজ্ঞানকে সরিয়ে রেখেছে হয়েছে, বিজ্ঞানের শক্তি আত্মরক্ষার প্রতিঘাত বিদ্বেষের দ্বারা আহত করে রেখে। তাতে ঘটে হয়েছে এই যে—শ্রেণী-বিদ্বেষের সমস্যা সর্ব্বদাই আমাদের সম্মুখে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবানের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ-বিধান করে চলেছি। সত্যবিদ্বেষী একটা সংসার এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে। তাই হোক, এই সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার তার সাধ্যটা কেবই ফেলেই হবে না, তাকে সে আঘাতপ্রাপ্ত মূল পর্য্যন্ত পৌঁছবে না—অন্তরে জাতীয় সমৃদ্ধির স্বাভাবিক ও সহজ প্রবাহের মধ্যে পরিবেষ সঞ্চারিত করতে পারলে এর সমাধান প্রতিষ্ঠিত হবে। তা হলে আমাদের বিভিন্নিভাগের মধ্যে কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও বিশ্বাসের সহজ প্রেরণা আপনা থেকেই কাজ করতে পারবে। সমস্যের মধ্যে সহযোগিতার ভাব মানুষকে অন্তরাত্মিক ভাবে—সমস্ত ভাবে তার জাতীয় জীবনসম্পদের উৎকর্ষ সাধনে। জীবন-বীমার পরিকল্পনা ও আদর্শের মধ্যে এই প্রকার ভাব অনেকটাই বিদ্যমান পাওয়া যায়।"

বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করার জন্য রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন যে, মানুষের সমাজে ঐক্যের ভাব মানুষকে দেবার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে। অর্থনৈতিক জীবনে মানুষের এই উপলব্ধি তাকে কল্যাণের পথে, সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করে দেয়। জীবন-বীমার মধ্যে এই সত্য নিহিত আছে বলেই তিনি জীবন-বীমার সার্থকতা সম্বন্ধে আশান্বিত ছিলেন। ব্যক্তি-মানব যে দিন বুঝতে পে, কোনো ব্যক্তিবিশেষের স্বীয় তহবিল তার আয়োত্তরীর সময়ে তুলে ধরতে পারে না, সমস্যের প্রতি সমস্যের সহায়তা, সহযোগ ও নির্ভরতা এবং বিশ্বাসই ব্যক্তিসাধারণের সমবেত চেষ্টাকে সফল করে তোলে, জাতির সমগ্র আর্থিক কল্যাণের সম্বন্ধে সুদৃঢ় করে, সে দিন জীবন-বীমার সত্য কল্যাণরূপের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

আমার মনে হয়, জীবন-বীমার যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের কথাগুলির বিশেষ একটি সার্থকতা আছে। জীবন-বীমার যে মূলনীতি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সমগ্র জাতিকে আর্থিক শক্তিতে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করার নির্দ্দেশ দেয়। তার আমাদের পারস্পরিক সহায়তা ও সহযোগিতার কার্য্যক্ষেত্রে তাকে প্রসারিত করে তুলতে পারলে যুদ্ধোত্তর আর্থিক সংগঠনে আমরা বিশেষভাবে সহায়তা করতে পারব।

জীবন-বীমা ও শিল্প-ব্যবসা

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় জীবন-বীমার গঠনমূলক সহযোগিতার কথা চিন্তা করলেই জীবন-বীমা ও শিল্প-ব্যবসায়ের কথা প্রথমেই মনে পড়ে। একজন ইংরাজ অর্থনীতিবিদ্ বলেছেন—Insurance is the handmaid of Commerce—কথাটি খুবই সত্য। দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে না পারলে জীবন-বীমার ব্যবসায়ের প্রসার বিস্তার হতে পারবে।

কারণ জীবন-বীমা ও শিল্পব্যবসা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই জন্যই আমরা স্বভাবতঃই এটা চাইব যে, দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের দ্রুত প্রসার হোক, উন্নতি হোক। কিন্তু একটা কথা ঠিক যে, যদিও আমাদের দেশে বিভিন্নপ্রকার শিল্প-ব্যবসায় প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, তবুও শিল্প-ব্যবসায়ে টাকা খাটানোর ব্যাপারে বীমা কোম্পানীর সঙ্গে বিশেষ আইনের প্রতিবন্ধকতা আছে। সুতরাং বীমা আইন প্রসঙ্গে ক'রে বীমা কোম্পানীর টাকা খাটানোর সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন। বীমা কোম্পানীর তরফের আমাদের সততা এবং ভাল কোম্পানীর ব্যাপক ও সুতরাং মনোনীত ব্যাপারে আইনের হস্তক্ষেপ—এই প্রসঙ্গে বীমা-বন্ধ আইনে বীমা কোম্পানীর তহবিল শিল্প-ব্যবসায়ে খাটানোর সুযোগ খুবই সঙ্কুচিত হয়। কারণ ঐ এক ভাগ বাদে বীমাগ্রহের উপর কোম্পানীকে বার দিতে হয় শ্রেণী সততা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ, এতে করে যে সামান্য টাকা বাকে থাকে তাকে উৎসাহদাতা কোনো লাভী যে শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঝাঁপাবেন হতে পারে না—এটা সহজেই বুঝা যায়।

এই আইন সম্বন্ধে হওয়ার পর থেকেই বীমা-কোম্পানীর স্বার্থে অধিকতর সামঞ্জস্যভাবে টাকা খাটান বীমা কোম্পানীর সঙ্গে একটা মহাসমস্যা হয়ে আছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাকা খাটানর উপর বীমা কোম্পানীর আর্থিক উন্নতি নির্ভর করে। সুতরাং যুদ্ধোত্তর সংগঠনের ইচ্ছা যদি আমাদের সত্যই আন্তরিক হয়, দেশের আর্থিক কল্যাণ সাধনের জন্য বিভিন্ন উপায়ের পরিকল্পনা যদি কার্য্যকর ফলদের ভিত্তির না হয়ে অন্তরের আবেগের থেকে এসে থাকে তা' হলে সরকারদেরই কর্ত্তব্য আইনের সংশোধন করা। দেশের কল্যাণের দিক থেকে আমাদের এ দাবী ন্যায়সঙ্গত। কারণ দেশের শিল্প-ব্যবসায় নব নব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও প্রসার না হলে কোনো আর্থিক পরিকল্পনাই সার্থক হবে না, হ'তে পারে না।

আজকের দিনে দেশের আর্থিক অভিযানকে দ্রুত করতে হ'লে চাই শিল্প-ব্যবসায় প্রসার এবং নব নব শিল্প প্রচেষ্টার সহায়তা—সেদিকে বীমা কোম্পানীগুলির প্রত্যক্ষ সহায়তা করবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সরকারী আইনে তাদের হাত না বাঁধা। দেশের এই প্রয়োজনীয় মুহূর্ত্তে দেশের টাকার

স্যার যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর,
সি, আই, ই মহোদয় প্রতিষ্ঠিত

লোহাগড়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস—১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ব্রাঞ্চ—লোহাগড়া, যশোহর

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী
বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

...স্থায়ী হবেন কেন্দ্রের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই হবার সম্ভাবনা যে নেই—এর চাইতে আলোচনার কথা আর কি হতে পারে?

বীমার ক্ষেত্রে আমরা এই আইনের সীমা লঙ্ঘিবারের সঙ্গেই মেলে নিয়েছিলাম, কিন্তু আজ কোম্পানীর ব্যালেন্সের শুরু যে সরকার কোম্পানীদের মেরে ফেলে তাদের এই বরফ আইন বদলে যাবার অবসরের সুই ফোটান বলে আমরা মনে করব না।

প্রথম বছরকার কোম্পানীর আয়কের শুরু শতকরা ২½ টাকা পর্যন্ত ট্যাক্স ছিল এবং তার উপর কোনো আয়কর (Income tax) ছিল না। বর্তমান মূল্য টাকার বাজার দরের ক্রমবর্ধমান সরকারী হস্তক্ষেপ এবং শুরু মেরে মোট সরকার ৯½ টাকায়। আজকে, Income tax, Surcharge and Super-charge বাদ দিলে আয় সরকার ২½ টাকা শুরু যে দাঁড়ায় তাতেও দেখা যায় তাতে টাকা খাটাতে যারা সরকার হবে তে কি তদবৃদ্ধি আছে যা দুরা আমাদের কর্মবৃদ্ধির অতীত। এই অবস্থায় আজ যদি তবে বীমা কোম্পানীতে টাকা খাটাতে হলে বর্তমান হারে আয় বীমার পলিসি বিক্রী করবে না—আজকেই বীমাব্যবসায় আজ যে অগ্রগতির পথ ধরেছে—সেখানে তাকে দাঁড়িয়ে থেকেই হবে। কিন্তু তাই আমাদের হবে—কেননা বর্তমান সরকারের ব্যয় যে আয় আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে করে বীমার টাকার হার বাড়ান হবে না—বিশেষতঃ এই তথ্য ভুলবার চলা যা হবে। সরকারের ইনকাম ভিন্নির যোগান দিতে যেখানে আয় সেইখানেই সেখানে বীমার টাকার হার বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

আমেরি বক্তৃতায় সরকার পক্ষ থেকে যে মুনাফার পরিবর্তনে ইচ্ছা তাদের এই বিষয় ভালো বিষয়ের বিশ্লেষণ থাকা দরকার। বীমাব্যবসায়ীদের আর্থিক অবস্থা ভাল বিশ্লেষণ করার ফলে অনিবার্য সম্ভাবনার সঙ্গীন দাঁড়াবার সাহস হয়ে ১৯৫৮ সালের ৬ই এই বীমা আইন সংশোধিত হওয়া উচিত বলে মনে করি। তাহলে আমাদের দেশের নিত্য ব্যবসায় সরকার ও ইন্সিওরেন্স বীমা কোম্পানীগুলি বিশ্লেষণের সহায়তা করতে পারবে।

আজ যদি দেশের অর্থিক, সরকার ও দেশের সরকার সহায়তা মুনাফার আর্থিক পরিবর্তনের বিরোধিতা হয় তাহলে আমাদের বীমাকে নতুন আইনের আলোকে থেকে মুক্ত করতে হবে। এই অবস্থায় সম্ভব থাকলে ব্যবসায়ীদের আর্থিক উন্নতির ফেলে সম্ভাবনাগুলোই বীমা কোম্পানী সকল ভাবে মুকাবেলা পারবে না। বীমা ও সিকিউরিটির পরস্পর নির্ভরশীল এবং এই দুইটির সহযোগে জাতির আর্থিক শক্তির পরিবর্তীকরণ সম্ভব হতে পারে, এজন্য অর্থনীতিবিদ পরিবর্তন বার বার বলেছেন।

নূতন নূতন শিল্প ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠার উৎসাহ, ছোট ও মাঝারি আজ আমাদের দেশের প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে। কেন্দ্র সরকার, আমলাতন্ত্রের আর্থিক দেশে সম্পর্ক ফেলেছে। এমন সময় এই দেশের নিযুক্ত বীমা কোম্পানীগুলি যদি তাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায়ের দেশের অনুপাতকারী সংস্থার মাঝেই মুনাফার দিয়ে ব্যবসায়ের নূতন নূতন ক্ষেত্রে সুযোগ্যতার হাত বাড়ায় তবে বীমা ব্যবসায়ের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সুরু হওয়া সম্ভব। আমরা জীবন বীমার আয় হবার আইন মেনে, সংক্রিয়ার ও কর্মিদের আর্থিক আইনের অধিকার বিশ্লেষণ করব। কোনো ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ের ব্যবস্থা তাদের সঞ্চালনীয় বিধি সম্বন্ধের ব্যবস্থা সরকার ও বেসরকারি ব্যবসায়ীদের ব্যবস্থা বিধি—এগুলোর কারণে সরকার ব্যয় পরিচালন, ব্যয় বিধির সঙ্গে কোম্পানীগুলির আয়ের বিশ্লেষণের সম্বন্ধ করা যায় না। বর্তমান আর্থিক, সরকার বিশ্লেষণের ব্যবসায়ী ও বিশ্ব আর্থিক বিশ্লেষণ সম্বন্ধে ব্যয় আছে—এর সম্বন্ধের ব্যয় করে কোম্পানীগুলির আয়ের ব্যবস্থাপনা জীবন জীবনের বিধিবিধান এবং দেশীয় বিশ্লেষণকারের কর্মিদের ও সরকারের সঙ্গে তবু ব্যবসায়ের ব্যবস্থা আমাদের। জীবন-বীমা কোম্পানীগুলির সঞ্চিত অর্থের মধ্যে যা বাকেই আজ করে সরকারের সঙ্গে সরকার সঞ্চিত বলে ধরিয়ে দেওয়া হবে। জীবন-বীমার মূল-নীতিগুলি আমাদের বিশ্লেষণকারের কোনো সেমিনারিয়ম, সাম্প্রদায়িক আলোচনা বা আলোচনার কোনোকে আমাদের সঙ্গে না—জীবনের এই আমাদের প্রতি আমাদের ব্যবস্থাপনা করার জন্য এবং আমাদের হবে যা কর্মিদের বিশ্লেষণী ব্যবস্থাপনের আলোচনা আমাদের না

সুবারবন ব্যাঙ্ক

লি মি টে ড

হেড অফিস :—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

শা ● টালীগঞ্জ, দক্ষিণ-কলিকাতা,
শা ● টালা, দমদম,
সা ● বরানগর,
মু ● আলমবাজার,
হু ● দেওঘর।

ফোন : কালে—৪৮৬১

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—
মিঃ বি, সি, দাস, এম-এ, বি-এল

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

প্রাচীন বাঙ্গলার ব্যবসায়-বাণিজ্যে মুদ্রার স্থান

অধ্যাপক—শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য্য এম-এ

ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপরই জাতির অর্থ-নৈতিক সম্পদ প্রধানতঃ নির্ভর করে। আজকাল দেশ বলিতে যে ভিন্নভাবেই কৃষি-প্রধান বুঝাক না কেন প্রাচীনকাল হইতেই ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তৃতিদ্বারাই উহার অর্থ-নৈতিক সমৃদ্ধির প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য হইতেও ইহার বিস্তৃত পরিচয় উদ্ধার করা যাইতে পারে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন মুদ্রা। প্রাচীন বাঙ্গলার ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এই মুদ্রার ব্যবহার কি প্রকার ছিল তাহা আলিবার জন্য প্রথমেই কৌতূহল হইতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়েরই আলোচনা করা যাইতেছে।

বর্ত্তমান যুগের অর্থ-নীতিতে পাশ্চাত্য রাজত্বের প্রতিষ্ঠার পরে হইতেই এদেশে ব্যবহৃত মুদ্রার যা কিছু, কৌতূহল ও তাহার মুদ্রণ প্রকরণ লইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে, অথচ যুগীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য রাজত্ব স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গলা মুদ্রার প্রচলনের কোন প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন কি পাশ্চাত্য রাজত্বের পরও এই রাজত্ব মুদ্রার প্রচলন যুগীয় সীমাবদ্ধ ছিল। মুদ্রার প্রচলন সম্পর্কে বাঙ্গলা সাহিত্যে যে প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা কোন বাঙ্গলা মুদ্রার নয়, তাহা কপর্দ্দক বা কড়ির। যুগীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ প্রাক্-মুসলমানী যুগের বাঙ্গলা সাহিত্য প্রধানতঃ ধর্ম্ম এবং আচারের কড়ি ও বুড়ির উল্লেখ আছে,—

"অবশী ন দেবী, দেবী ন দেবী মুক্তার পার কবেই।"

কড়ির মত না বুড়ির মত না, মুক্তাকে পার করিয়া দেয়। ইহাই বাঙ্গলা সাহিত্যে মুদ্রা অর্থে কড়ি ও বুড়ির সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যুগীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই এই দেশে কড়ির প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল। আবার যুগীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বাঙ্গলা ভাষা 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে' এই কড়িরই ব্যাপকতর প্রচলনের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীরাধিকা মধুরার হাটে দধি-দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া 'কৌড়ী আনিবী কেন্ন সাজুতীর থানে।" অর্থাৎ সান্ধ্যীয় সিকাই বিক্রয়লব্ধ কড়ি আনিবে কেন। অন্যত্র আছে, "দধি-দুগ্ধ বিকী কৌড়ী নিবী কোন থানে।" অর্থাৎ দধি-দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া তাহার বিক্রয়লব্ধ কড়ি কোথাকে আনিয়া দিব। মুদ্রা অর্থে কড়ি ব্যতীত অন্য কিছুর উল্লেখ ইহাতে না দেখিয়া ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, যুগীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেও বাঙ্গলার বাঙ্গলার-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কড়ি ভিন্ন অন্য কোন বাস্তব মুদ্রার প্রচলন ছিল না। এই কড়ির পরিমাণ নির্ণয়ের কারণ, পণ প্রভৃতি পরিমাণ-সূচক কথার উল্লেখ তথা হইতেও কড়ি ব্যতীত অন্য কোনরূপ প্রকার মুদ্রার কথা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গলা সাহিত্যে উল্লেখ পাওয়া যায় না। যুগীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই এদেশের স্বাধীন পাঠান সম্রাটগণ কর্ত্তৃক কৌড়ী মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল। যে সমস্ত প্রাচীন মুদ্রা বর্ত্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতেই ইহা জানিতে পারা যায়। কিন্তু দেশবাসীর সাধারণের যে কিরূপ কৌড়ীর সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় সাধারণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাঠান সম্রাটগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নিজেদের নিজ নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রার ব্যবহার খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার কারণও অবশ্য আছে। সেই সময়ে বাঙ্গলা দেশ একটী কৃষি প্রধান রাজ্য ছিল মাত্র, কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশবাসীর স্বাধীন পাঠান-সম্রাটগণ কর্ত্তৃক পার্শ্বের রাজ্যের তৌলাদির সীমা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গলাকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, অথচ এক দেশের এক রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা অন্য দেশে প্রচলিত হইবার পক্ষে অসুবিধা ছিল। সেইজন্য বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্ব্বদাই বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার ব্যবহার ছিল। সে কথা পরে আলোচনা করিতেছি।

দেশের অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও মুদ্রার ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকিবার একটী প্রধান কারণ এই যে, পাঠান রাজত্বের পূর্ব্বের দেশের রাষ্ট্রনৈতিক দেশের সমাজের গতীরতম স্তরে নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। বিশেষতঃ গ্রামবাসী কবিরা কোনও একটী বিশিষ্ট রাষ্ট্রশক্তির ঐ দেশের মধ্যে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে পারে নাই। নিত্য নূতন রাজ-শক্তির উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া দেশে ছিন্ন ও বিচ্ছিন্নভাবে সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের কোন মিলিত ও নিবিড়যোগ সম্বন্ধোপলব্ধির স্থান গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। সেইজন্যই কোন বিশেষ রাজশক্তি প্রবর্ত্তিত বিশিষ্ট কোন মুদ্রা জন-সাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। এজন্যে রাজকর্ম্মচারী এবং রাজকার্য্যের সঙ্গে অল্পস্বল্পে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত মুদ্রা ব্যবহারের প্রয়োজন সম্বন্ধে অন্য কাহাকেও আগ্রহান্বিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মুদ্রা সম্পর্কিত এই অভিজ্ঞতা দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের কোন বৃহৎ ধারা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। প্রাচীনতম কাল হইতেই দেশের আবহে মুদ্রা অল্প প্রচার লাভ করায় সমাজ বাঙ্গলার অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র বস্তুতান্ত্রিকভাবে দ্রব্যবিনিময়ে কড়ির ব্যবহারই উহার একমাত্র কারণ। কড়ির বদলে কোন বিশেষ রাজার কিংবা বিশেষ কোন কালের চিহ্ন অঙ্কিত না থাকাতে উহা সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সমানভাবে গৃহীত হইত। সেইজন্য বিশেষ কোন রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই কড়ির ব্যবহারও সমাজের মধ্যে অসম্ভব বাধিয়া যাইত। মুদ্রাপ্রচলন এই কড়ির ব্যবহার কোন রাজশক্তিদ্বারাও প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সমাজ নিজের প্রয়োজনীয়তা দ্বারা ইহা নিজে হইতে সৃষ্টি করিয়াছে এবং কোন রাজশক্তির অনুমোদনের অপেক্ষা না রাখিয়া ইহা নিজেরই গড়িয়া নিজের স্বার্থ আপনা হইতে করিয়া নিয়াছে। এমন কি বিশেষ কোন কোন রাজশক্তি দ্বারা বাস্তব মুদ্রার প্রচলন দেশে আরম্ভ হওয়ার পরও কড়ি আরাই রাজস্বের প্রধান অবিসংবাদিত যে প্রচলন সর্ব্বদাই অক্ষুণ্ণ ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গ-সাহিত্য হইতে আরও পাওয়া যায় যে, মুদ্রা কিংবা উৎপন্ন দ্রব্যের পরিবর্ত্তে রাজস্বরূপেও কড়িই গৃহীত হইত।

যুগীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে স্বাধীন পাঠান সুলতানদের শাসনে অন্ততঃ শতবর্ষ নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করেন। এই সময়ে দেশের অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্যের অনেকটা বিস্তৃতিলাভ ঘটিয়াছিল। সমসাময়িক সাহিত্যেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই শতাব্দীতেই দেবনাগরে নবাব হুসেন শাহ বাঙ্গলার রাজত্ব করেন; তাঁহারই রাজত্বকালে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। হুসেন শাহ নিজের নামাঙ্কিত রাজত্ব মুদ্রার প্রচলন করেন, তাঁহার সমসাময়িক কালে রচিত বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ বলে প্রথম টাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তবু কোন মুদ্রা দেশের অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোথাও ব্যবহৃত

Phone : Cal. 4655 Estd. 1925

A Bank to Win Your Confidence

Loan & Overdrafts Sanctioned
On Most Reasonable Terms & Securities

New Branches are being opened shortly
in Principal Trade Centres of Bengal & C. P.

BHARAT MERCANTILE
Bank Limited
Head Office :—17, Mangoe Lane, Calcutta.

Chairman :
Mr. B. Mukherjee, B.Sc.
G.D.A.,R.A.

Mg. Director :
Mr. H. K. Nandi, B.Sc.

[illegible] কোন সময়ে যে আমাদের সাহিত্যের [illegible] তাহা জানা যায় না। যে যুগের সাহিত্যের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় [illegible] সেই যুগের সাহিত্যে [illegible] বর্ণনার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] সাহিত্যের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় [illegible] সাহিত্যে [illegible] বর্ণনার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] সাহিত্যে মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় [illegible] সাহিত্যে [illegible] বর্ণনার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

[illegible] সাহিত্যে [illegible] বর্ণনার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] সাহিত্যে [illegible] বর্ণনার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গলার সাহিত্যে মুদ্রাসংখ্যান টাকার উল্লেখ সর্ব্বপ্রথম পাওয়া গেলেও তখন হইতেই সমাজে কড়ির প্রচলন যে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতে থাকে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর বিবরণীর দ্বারা তাহা মনে করিবার কোনই কারণ নাই। সেই সময়ে আকবরের সেনাপতি মানসিংহের কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর বাঙ্গলা দেশ একচ্ছত্র মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল, বাঙ্গলার সঙ্গে দিল্লীরাজ্যের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধিয়া গেল; তখন মোগল সম্রাটগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত মুদ্রার প্রচলন সমাজে ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতে থাকায় কড়ির মূল্যহ্রাস অনুমান করিয়া লওয়া যায়। কারণ, মোগল শাসনকালে নির্ম্মিত মুদ্রাসমূহের এই কালেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, টাকা, আধা, পাই প্রভৃতি মুদ্রার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে কড়ির প্রচলনও সমাজে অবসরপ্রাপ্তই ছিল। মুকুন্দরামই লিখিয়াছেন,

"গুয়া, গুবাপো, বুড়ি, আসা কিনু আন্ধ খেড়ি,
অনুদী তাম্বুলা জিব কড়ি।
আসার মুহারে বুড়ি কালি দিহ বাড়ি কড়ি
খাই অন্ধ ধনিকের বাড়ী।"

আবার একটী অর্ব্বাচীন মুদ্রা নির্ম্মাণে কড়িকে বিদা মুকুন্দরামের কালেও মুদ্রারূপে চাল আসন এক অর্ব্বাচীন ধনিকপুত্র,—

কড়ি প্রতি হয় বড়ি দশ পড়া হয়।
দুই বাদের কড়ি আর পাঁচ পড়া হয়।
আটদশ পাঁচ পড়া অনুদীর কড়ি।
হাসেতে লিখিয়া যায় বাড়ি ভেড় বুড়ি।

এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময়ে কড়ির মূল্যের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম কড়িতে হইলে এই কড়ির সংখ্যাবেশী যারা কড়িতে হইত, সাধারণতঃ টাকা আনার আসার সম্বন্ধ হইত না। কারণ, এখানে দেখা যাইতেছে আটদশ পাঁচ পড়া কড়ি অনুদীর মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অথচ এখানেও টাকা, আনা ইত্যাদি মুদ্রার সাহায্য লওয়া হইতেছে না।

যাই হউক, তাহা হইলে এ কথা সত্য যে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গলার কোন সাহিত্যে টাকা, আনা, পাই ইত্যাদি মুদ্রার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবুও ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলার কড়িতার বন্দুকলের সঙ্গের গ্রন্থে আমরা কড়াকীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; উহার মূল্যে সমান নিম্নে বাঙ্গলার কোথাও টাকা বাকীর আনা, পাই প্রভৃতি মুদ্রার কোন উল্লেখ নাই।

কড়ির ব্যবহারের পর টাকা, আনা, পাই প্রভৃতি মুদ্রার সাহায্যে ক্রয়ে আসর হইলেও সমাজে প্রথা বিনিময় প্রথাই এতদিনঃ প্রচলিত ছিল। এমনও বাঙ্গলার মুসলমান পাঠী অঞ্চলে এই প্রথা ইহার প্রাচীন বৈশিষ্ট্য বলা করিয়াই অবস্থান আছে। এমন কি ষোড়শ শতাব্দীর কবি যে মুকুন্দরামের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহার মধ্যেও ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথানের বিশেষ রহিয়াছে। দুই একটী উল্লেখ করিতেছি: ধনিক মুরারি শীল অনুদী বিক্রেতাকে বলিতেছে,

'চাল কড় কিনু নয় কিনু নয় কড়ি।
তোমার প্রথা অর্থের মধ্যে তুমি কিনু চাল কড় নয়, আমি কিনু কড়ি নয়।

কিন্তু বিনিময় প্রথা অনেক কড়ির উপরই যে বিশেষভাবে নির্ভর ছিল বেশী আমাদের প্রমাণ পাওয়া যায়। অনুদী বিক্রেতা যখন অনুদীর মূল্য অন্যত্র বাজারে কড়িতে চাহিল, তখন দুষ্ট বণিক বলিল,

"কড়ি না পাও চাল দুই সের কড়ি।"

তখন কবি মুকুন্দরাম যখন নিজে তাঁহার অবস্থা হইতে নিষ্কাশিত হইয়া বেলিনীপুর জেলার অন্তর্গত আরড়ায় রাজার সাহায্যপ্রার্থী হইলেন তখনও তাঁহাকে কোন অর্থ দ্বারা সাহায্য করার পরিবর্ত্তে রাজা

"পাঁচ আড়া ধান্য দিলা কবি।"

আড়াআড়িভাবেই এই বিনিময়-প্রথা অধিকতর আশ্চর্য্যজনক প্রচলিত ছিল। সমসাময়িক বাঙ্গলা সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়, চাল সরিষা ও কদলি সরিষা যখন দেশান্তরে যাইয়া কড়িতার জন্য বাহির হইতেছেন, তখন ছিল কড়িতা তাঁহারা বিনিময় দ্রব্য গ্রহণ করিতেছেন এবং যাইয়া কড়িতার যখন দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন তখনও ছিলা কড়িতা দেশান্তরের পণ্যশালে দ্রব্য এনেশে লইয়া আসিতেছেন। তাহাতে কোনও সময়ই মুদ্রার ব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

সুতরাং উল্লেখ করিয়াছি, ষোড়শ শতাব্দী হইতেই টাকা, আনা, পাই প্রভৃতি বর্ত্তমান মুদ্রার উল্লেখ সেকালের সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া গেলেও তাহার ব্যবহারে যে অতীব সীমাবদ্ধ ছিল তাহাও বুঝিতে পারা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন উচ্চ মূল্যের বিনিময় দ্রব্য কড়িবার জন্যই বাঙ্গলার মুদ্রা ব্যবহার করিতেন। যেমন, ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলা কাব্য ও উপাখ্যান হইতেই জানিতে পারা যায় যে, আজকেল যতদিন ধান-চাউল ক্রয়ের কড়িবারে অতীব ক্রয়-বিক্রয়ে কড়িই ব্যবহার কড়িবারে, কিন্তু চণ্ডীর আশীর্ব্বাদে যখন রাজালাভ করিল তখন হইতেই টাকার ব্যবহার আরম্ভ করিল,—

"সাইতা টাকার পাই, চলে বীর ষোলা হাই
পায়ে বায় পাদুক কিঙ্কর।

* * *

কিড়িবিয়া বেহ দেখে, কাহাকে কাহার লেখে,
সবে কড়ি বেচে বেহ টাকা।"

অর্থাৎ ইহা হইতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, টাকার ব্যবহার খুবই উচ্চ এবং সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ লোকের মধ্যে কড়ির ব্যবহার অত্যধিক ছিল।

দেশের রাজা বণিক যেমন মুদ্রার প্রচলন অত্যধিক অনেক লক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, কাঙ্গালী-ভোজী ব্রাহ্মণকে ভোজনান্তে মুদ্রার পরিবর্ত্তে রাজস্ব ভূমিই জীবিকা হিসাবে দান করা হইত। ব্রাহ্মণ শাস্ত্র-কর্ত্তার মত যেমন রাজস্বভিক্ষালে নিজে ব্রহ্মোত্তর পাত করিতেন তেমনই ব্রাহ্মণদের জীবিকার জন্য নিজের ভূমি ভোগ করিয়া আসিয়াছে। রাজার অনুকরণে দেশের অধিবাসীগণও তাঁহাদের কর্ত্তব্যাদী ও দেবদেবীদের ভূমিদান করাই তাহাদের জীবিকার উপায় করিয়া দিতেন। এইরূপে প্রত্যেক ভূম্যধিকারীই নিজেদের জমীদার সমাজ পর্য্যায়ের ব্যক্তিদিগকেই এই প্রকার ভূমিদান করা নিজেদের মধ্যে নিয়োজিত করিতেন। এই প্রথাবশতঃ মুদ্রার ব্যবহার সমাজে অনেক সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছিল।

মুদ্রা-প্রচলনের রাষ্ট্রশক্তিগত নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন উপায় ছিল না; কারণ, মুদ্রার প্রধানতম যে কার্য্য কড়ির দ্বারা পরিচালিত হইত, তাহা রাষ্ট্র-শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না। রাজার ছাপ-সম্বলিত মুদ্রিত কড়ির পরিবর্ত্তে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত কড়িকে ইহা সাধারণের হাতে তুলিয়া দিত, এই অবস্থায় রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তে সমাজেরই সাধারণ-তন্ত্রের সহিত ইহার স্থিতি ও সংভোগের মধ্যে সম্বন্ধ বেশী করিয়া চলিতে হইত। সে কার্য্য যে কি ভাবে সম্ভব হইত তাহা আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণেরও গবেষণার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। তবে ইহার ফলে বর্ত্তমানকালের মত রাষ্ট্রের আশ্রয়ে নিয়ন্ত্রিত সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো কড়িত হইয়া পড়িতে পারে নাই। বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটা পরিবর্ত্তিতই থাকিয়া যাইত।

অল্ ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৫৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বোর্ড অব ডাইরেক্টারস্ :—

মিঃ এইচ্, সি, চক্রবর্ত্তী, সি, আই, ই,
এক্স-মিনিষ্টার, গভর্ণমেণ্ট অব আসাম।
মিঃ বি, সেনগুপ্ত, এম, এ,
ম্যানেজিং এডিটার, ইণ্ডিয়ান প্রেস অব ইণ্ডিয়া।
ডাঃ এ, সি, ভট্টাচার্য্য, সি, এইচ, ডি, এফ, সি, এস্ (বার্লিন)।
মিঃ বি, সি, চক্রবর্ত্তী, বি, এ, ব্যারিষ্টার ও মার্চেণ্ট।
মিঃ বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী, এম, এ, বি, এল।
মিঃ জে, এম, রায়, বি, এল।
মিঃ এস, সি, মল্লী, বি, এল।
মিঃ জে, সি, ভট্টাচার্য্য, বি, এল।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার :—

মিঃ এস্, সি, চক্রবর্ত্তী, এম, এ, বি, এল

ভারতে শ্রমিক সমস্যা

(সুকুমার মিত্র)

[illegible] শ্রমিকের প্রথম অভিজ্ঞতা ও ব্যাপক সংঘবদ্ধ আন্দোলনের বিস্তার সম্ভব হইয়াছিল। সমর মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতে শিল্প-বিস্তারে উৎসাহ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে দেশমধ্যে আধুনিক শিল্পের নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ তাঁহারা সহজে ছাড়িতে পারেন নাই, কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ বিধানে ২৫ বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়া ভারতবর্ষে দ্রুতবেগে শিল্প-বিস্তারে সুযোগ দিয়াছে। বর্তমানে ভারতবর্ষের আয়তন, স্বাভাবিক সম্পদ ও জনসংখ্যার অনুপাতে শিল্প-বিস্তার সম্ভব হইলে ভারতের অর্থনীতিক্ষেত্রে তাহার গুরুত্ব অসামান্য।

ভারতের অর্থনীতিক্ষেত্রে শিল্পের গুরুত্ব স্বীকৃত হইলেও এই শিল্প-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অধিবাসীদের যে শ্রমিক শক্তি পরিণত হইবার তাহার গুরুত্ব এখনও স্বীকৃত হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে এই শ্রমিক শক্তির প্রতি গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছিল শ্রমনির্ভরশীল। এই শ্রমনির্ভরশীল যুদ্ধ অনুসাধারণ—বিশেষ করিয়া শ্রমিকদের বিরাট অংশ প্রবল করিয়াছে। অসামরিক মহলেও বৃদ্ধি, মাধ্যমিক আয় ইত্যাদির ফলে শ্রমিক শ্রেণীকে সন্তুষ্ট না রাখিলে নয়, এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিরাট অংশ যুদ্ধের বিরোধিতা করিলে যুদ্ধের ক্ষতি যে বিলম্বিত হইতে পারে, বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তাহা বৃদ্ধি পাইল। যুদ্ধের সময় শ্রমিক শ্রেণীর এই শক্তি স্বীকৃত হইলেও যুদ্ধোত্তর ভারতে ইহা উপলব্ধি হইতেছে। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ নিয়োজিত শ্রমিক সমস্যাকে এড়াইয়া যাইতে পারে না—ইহা যত শীঘ্র উপলব্ধি করা যায় ততই মঙ্গল। শ্রমিক সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিলে শ্রমিকদের সংগঠন, বর্তমান ঔপনিবেশিক শ্রমনীতির আমূল পরিবর্তন আশা করা যায়।

ভারতবর্ষে ১৯২৬ সালে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন আইন জারী হয়। এই আইনের ফলে ভারতের শ্রমিক ইউনিয়নগুলির সত্তা আইনের চোখে স্বীকৃত হয়। ১৯২৭-২৮ সালে ভারতে মোট ২৮টি ইউনিয়নের ১ লক্ষ ৮ সহ ১১ জন সভ্য ছিল। এই সময় হইতেই শ্রমিক আন্দোলনে শক্তিসঞ্চার করিতে থাকে এবং গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বেষ্টা-আতঙ্ক বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠন ও শ্রমিক শ্রেণীর চেতনার অভিযান ১৯২৯ সালে [illegible] বৎসর আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই সময়ের শ্রমিক-মালিক বিরোধ আইন (Trade Disputes Act of 1929) জারী করিয়া শ্রমিক-মালিক বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের দমননীতি এবং আন্দোলনের ক্ষেত্রে [illegible] কোনটাই কার্যকরী হয় নাই। ১৯২৯ সালের পর হইতে ধর্মঘটের সংখ্যা এবং ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য বৃদ্ধিতেই গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বস্পৃহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯২৭-২৮ হইতে ১৯৩৮-৩৯ সালের মধ্যে শ্রমিক ইউনিয়নের সংখ্যা ২৮ হইতে ৭১১ হয় এবং ইউনিয়নগুলির সভ্য সংখ্যা ১ লক্ষ ৯ সহ ১৯ জন হইতে ৪ লক্ষ ১০ হাজার ৮ সহ ৫৪ জনে দাঁড়ায়। পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায়, [illegible] ও কারখানা বিভিন্ন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিক সংগঠনের শক্তি তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের পর ধর্মঘট বিষয়ে বৃদ্ধি পাইবার নিম্নের তালিকা হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে :—

বৎসর	ধর্মঘটের সংখ্যা	ধর্মঘটে জড়িত শ্রমিকের সংখ্যা
১৯৩৯	৪১৮	৩১২, ৩৭১
১৯৪১	৪৬৯	৪৬৩, ৭৬৫
১৯৪৩	৪১৮	৪৮৭, ১৩১
১৯৪৩	৪৪৬	৪৫৫, ০১৬
১৯৪৪	৫৪৯	৪৯৭, ৮৮৮
১৯৪৫	৫৮৮	৪৪৪, ৪১৭
১৯৪৬	৫৪৭	১৯৩, ৭৭৯
১৯৪৭	৫৭৯	৪৭৭, ৮৭১
১৯৪৮	৫৭৯	৪৭৩, ৮৭১
১৯৪৯	৫১৯	৪৭৩, ১৭৩
১৯৫০	৫৮৭	৪৭৭, ৫৫৩
১৯৫১	৫৫৩	৪৩১, ৭৭৪
১৯৫২	৪৮৪	৪৮০, ৫৮৮

১৯৩৯ হইতে ১৯৫২ সালের মধ্যে শ্রমিক সংগঠন দ্বারা ২১৮ টি ধর্মঘট হইয়াছে, ৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৪ লক্ষ ৯১ জন শ্রমিক ধর্মঘটে লিপ্ত হইয়াছে এবং ১৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৯ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হইয়াছে।

শ্রমিকদের সংগঠন ও ধর্মঘটে শ্রমিকদের শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, ভবিষ্যৎ ভারতে এই শক্তি বাড়িবার দাবী করিবে। এই শক্তির স্বাভাবিক দাবীকে কীভাবে করিয়া সরকারী আদর্শ হইতে শ্রমিকদের আদর্শ এগুলির উপায়। বৃটোত্তর ভারতে বিরাট বেকার-সমস্যা দেখা দিবে। এই বেকার-সমস্যা সমাধানের বহু উপায় হইতেছে বর্তমান শিল্পগুলির প্রসার এবং নূতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ইহাকে কেন্দ্র করিয়া শ্রমিকদের স্বাভাবিক দাবীগুলি [illegible] সমস্যার সমাধান না করিয়া ইহা শ্রমিক-মালিক বিরোধ বৃদ্ধির কারণ হইবে না। সাধারণ ভাবে শ্রমিক শ্রেণীর উপযোগিতাবাদের সমাধান হইবে।

এই অবস্থায় শুধু যে জনসাধারণের দেখা দিবে তাহা নয়, অসামরিক পরিবহণ (Transport Labour), রবিশস্য এবং খনি, চাকরি প্রভৃতি অত্যাবশ্যক শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও ইহা সমান বিস্তার করিবে। বিশেষজ্ঞদের মতে অসামরিক শ্রমিকদের শতকরা ২৫ ভাগই শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত। কাজেই অসামরিক এই বিরাট অংশের শক্তি ক্রমশঃ শ্রেণীতে আত্মপ্রকাশ করিবে। ভারতের অসামরিকদের বিরাট অংশের মধ্যে যে বিশেষ শ্রমিক পরিস্থিতিই আমাদের চোখে পড়িবে না। এই প্রসঙ্গে শ্রেণীর সমস্যা শ্রমিক সমস্যা বিষয়ে ডাঃ হিরণ কুমারী 'Indian Journal of Social Work' পত্রিকার ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় [illegible] লিখিয়াছেন,—"The place of labour comes foremost in the future economic development of India. The various plans for improving the social and economic conditions of India have stressed the need for country-wide industrial development to provide employment for the teeming millions, absorb profitably all the raw materials, and tap all the natural resources in the interests of human well-being and happiness. Consequently, Labour Problems and Labour Legislation should merit foremost consideration."

—অর্থাৎ ভারতের ভবিষ্যৎ আর্থিক সমৃদ্ধির ব্যাপারে শ্রমিকই সমস্যাপ্রধান স্থান অধিকার করিবে। ভারতের আর্থিক ও শ্রমনীতির উন্নতির

Labour in Wartime—S. K. Ruz—Indian Journal of Economics, January, 1941

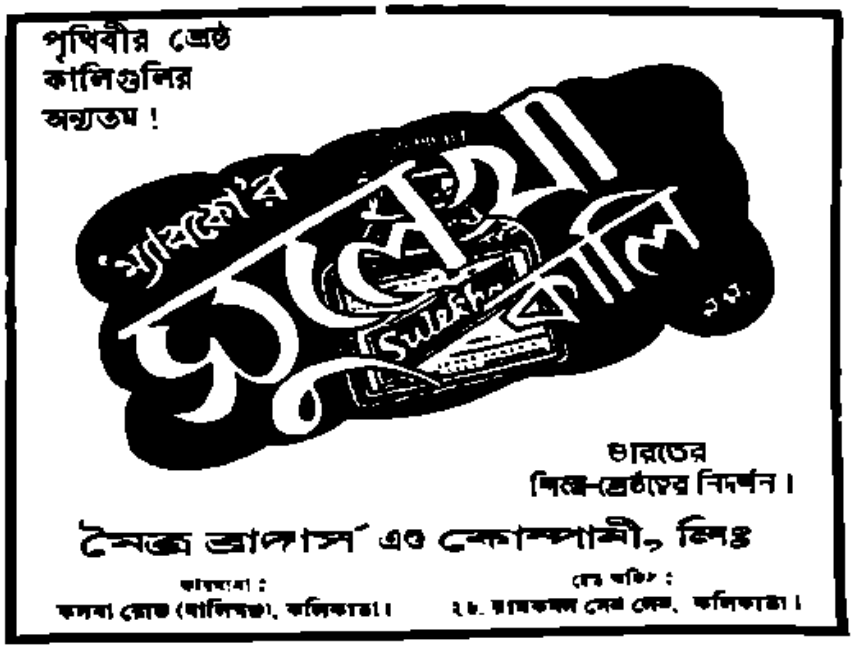

যে সকল পরিবারের শিশু হইবেদের মেরুদণ্ডিতে নগদ নগদ লোকদের কাজ দিবার, মানুষের জন্যাদের জন্য সমস্যাদার আর্থিক নগদ আইন এবং নাগরিকদের সমস্ত ঊঁচা বাস বাবস্থাদের বিভিন্ন দেশবাসী নিয়োগকর্তাদের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। কাজেই শ্রমিক সমস্যার শ্রমিক আইন-গুলিই সর্বাগ্রে বিশ্লেষণ যোগ্য।

শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই এই কথা "এত কম বা বেশি শ্রমিক-খাদিক বিভাগ বাবিবেচনে কেন?" উহার বিষয় দেখা যাইবে যে, প্রধানতঃ মজুরীর হার নইয়াই বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধোত্তরকালীন সময়ে বিভিন্নদ্রব্যের দর যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে মজুরী সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই, তাহাই শ্রমিকদের অসন্তোষের প্রধান কারণ। বাসস্থানী ভাতা বিভা অবশ্য পূরণের অনেকটা চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের বিভিন্নের সব বৃদ্ধির সহিত তাল তাহা সম্ভব হয় নাই। তাহা হইতে বিভিন্ন সময়ধারের অর্থাৎ যেমন বাবস্থায় প্রয়োজন হইয়াছে শ্রমিকদের অনেকটা সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জীবনযাত্রার ব্যয় সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া এমন জোরার বিয়া পৌঁছিয়াছে যাহার সমাধান পাওয়া কঠিন। শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয় কোথায় কিভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে নিম্নে হিসাব হইতেই তাহা বুঝা যাইবে :—

সূচী-সংখ্যার ভিত্তি :—আগষ্ট, ১৯১৯ = ১০০

১৯৪০, জুলাই—

বোম্বাই—১৮৫

আহমেদাবাদ—১৭৫

কানপুর—১৬১

জামসেদপুর—১৫৯

অন্যান্য জীবনযাত্রার ব্যয়ের সহিত কুইটের জীবন-যাত্রার ব্যয়ের সূচী-সংখ্যার তুলনা করিলে বিভিন্ন হইতে হয়। ১৯১৯ সালের জীবনযাত্রার ব্যয়কে ১০০ ধরিলে ১৯৪২ সালে কুইটের জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচী-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ১৪৮। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জীবনযাত্রার ব্যয়ের কথা বলিলে, বাস্তাক প্রভৃতি প্রয়োজন চাউলের মূল্য যে ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা হয়ত হয় নাই, ১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাসে জামসেদপুরে চাউলের মূল্যের সূচী-সংখ্যা ছিল ৪৯৫। ১৯৩৯ হইতে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত জামসেদপুরের জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচী-সংখ্যা ১০০ ধরিলে জামসেদপুরে শিল্পবিভিন্ন বৎসরগুলির উক্ত সূচী-সংখ্যা নিম্নরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল :—

১৯৩৯—১০৪

১৯৪০—১০৭

১৯৪১—১১৭

১৯৪২—১৩৩

১৯৪৩—১৪৪

১৯৪৪—৩৩ (প্রথম ছয় মাসের)

মজুরী কোন ক্ষেত্রেই এই হারে বৃদ্ধি পায় নাই —বাসস্থানী ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা মিলাইয়াও নহে। জামসেদপুরে ১৯টি বিভিন্ন শ্রেণীর মজুর শ্রেণীর দৈনিক যে মজুরী পাইত তাহার বৃদ্ধির পরিমাণের সূচী-সংখ্যা নিম্নরূপ :—১৯৩৯—১০৩

—১৯৪১—১১৩

অতিরিক্ত তুলনা বশিষ্ট মজুরদের জীবনযাত্রার এবং মজুরীর সূচী-সংখ্যার পাশাপাশি দেওয়া হইল।

(১৯০১-১৪ = ১০০)

জীবনযাত্রা ব্যয়	মজুরী
১৯৩৬—১০১	১০১
১৯৩৭—১১৪	১০৪
১৯৩৮—১৪৩	১০২
১৯৩৯—১৪৪	১০৮
১৯৪০—১৪৮	১১৮

এই দুই হিসাবের মধ্যেও অনেক ফাঁকি আছে। অধিক মজুরী বা বাহিরা পায় এমন অনেকসংখ্যক শ্রমিকদেরকে এই হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছে। অথচ শতকরা ৬০ জন মজুর প্রায়ে ১৫৲ টাকার বেশী মজুরী পায় না। কাজেই মজুরীর প্রকৃত বৃদ্ধি-সংখ্যা আরও কম হইবে।

যুদ্ধের সময়েই শ্রমিকদের মজুরীর অবস্থা এইরূপ ছিল। যুদ্ধোত্তর কালে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই, বরং শ্রমিকদের দিক হইতে আরও উৎপন্ন-জনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ, নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের দর কিছুতে কমে নাই। দ্বিতীয়তঃ, বাসস্থানী ভাতা বন্ধ হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তৃতীয়তঃ, যুদ্ধের বিপুল চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় অনেক কলকারখানার কাজ কমিয়া যাইবার এবং বহু লোকের অনেক কারখানা বন্ধ হইবার ফলে বিরাট বেকার-সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে অশান্তি বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। যোদ্ধারূপ সমবণীতি অবলম্বন করিয়া এই অশান্তি দূর করিবার চেষ্টা করিলে অবস্থার অবনতি হইবে। মহাত্মা গান্ধী ইতিমধ্যেই বর্তমান শ্রমিক-খাদিক বিরোধ সম্পর্কে তাঁহার মতামত পরিষ্কারভাবেই জানাইয়াছেন। তিনি ধর্মঘটের সম্পূর্ণ বিরোধী। শ্রমিকদের স্বার্থ লাভী বিটেইবাই তিনি অশান্তি দূর করার পক্ষপাতী। বীরভাবে ভিত্তা করিয়া শ্রমিক অশান্তি দূর করিবার জন্য স্থায়ী ও দূরপ্রসারী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। শ্রমিক নেতাদের উপর দোষ চাপাইয়া সমস্যার সমাধান হইবে না।

"Causes, both deep-rooted and precipitating, responsible for labour disputes should be analysed and the Government should be prepared to ensure a fair deal to labour…"—ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের লেকচারার মিঃ আবদুল কাদিরের এই কথা কয়টির মধ্যেই আমাদের সম্পূর্ণ মুক্তিসঙ্গত, সন্দেহ নাই।

শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার জন্য শ্রমিক ইউনিয়নকে অধিকতর আইন ভঙ্গিমা নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিতে হইবে :—

(১) জীবনধারণের উপযোগী ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ, (২) আবাসিক বাসস্থানের ব্যবস্থা, (৩) বেকার ভাতা প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা, (৪) ৮ ঘণ্টার দিন ও ৪৪ ঘণ্টার সপ্তাহ প্রবর্তন, (৫) বৎসরে পূরা মজুরী সহ এক মাস ছুটী, (৬) প্রভিডেন্ট ফণ্ড ও গ্রুপ ইন্সিওরেন্সের ব্যবস্থা।

নিম্নের ব্যাপক সংগঠন ও উন্নয়নের দ্বারাই সর্বাধিক সংখ্যক লোককে এই সকল ব্যবস্থার আওতায় আনা যাইবে এবং যেকোন-সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। ইহার জন্য প্রয়োজন জাতীয় সর্বসংবেদক। ভারতের জনসেবা ও অন্যান্যসংগঠন সমিতিসমূহ শ্রমিকের এই জাতীয় সর্বসংবেদী অভিভাবক প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা করি। তখন এই দুর্দিনের অবসান সত্বরে বাহিরে সর্বসংবেদকের অস্তিত্ব ৩৬ হইবে না।

যুদ্ধের সময় ভারতীয় শিল্পপতিরা যেরূপ দুরাকা অভিযোগের আশ্রয়ে এসেছে ঐ সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে ভারতীয় শিল্পগুলি অভিজাত হইবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

Industrial Disputes During War Time and their Settlement—M. Abdul Qaadir.
—Indian Journal of Economics, April, 1944.

অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ভারতের শ্রেষ্ঠ

তান্ত্রিক ও জ্যোতির্বিদ্

ভারতের অন্তর্নিহিত বহুবেদবিদ্ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্ববিখ্যাত অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির

প্রেসিডেন্ট হাফ-জ্যোতিষী জ্যোতিষশিরোমণি যোগবিদ্যাবিভূষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ব্বার্ণব, সাবুজিকরত্ন, এফ-আর-এ-এস (লণ্ডন); এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। ইঁহার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক অবদানদ্বারা ভারতের জন-সাধারণ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, স্বাধীন নরপতি এবং দেশীয় মেহনুল রাজন্য ভারতের বাহিরে, যথা—ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, আলস, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের বহুবিশিষ্টদের চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, এই সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশংসাকারীদের প্রশংসাপত্র দেখিতে পাইবেন। ভারতে ইনিই একমাত্র জ্যোতির্বিদ যিনি ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মুদ্ধ-ঘোষণার প্রথম বিস্ফোরণ মাত্র ৯ ঘণ্টার মধ্যে ব্রিটিশ সম্রাটের মঙ্গলার্থ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং ২৮ জন বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিষ শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞতারূপে উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন।

আজই এই দৈবশক্তিসম্পন্ন ভাগ্যবিধাতা যোগীর শরণাপন্ন হউন বা নিম্নের বিষয়গুলির জন্য পত্র লিখুন।

অত্যাশ্চর্য্য প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচ বিক্রয়ে মূল্য ফেরৎ।। প্রত্যাদেশী ফেরৎ দেওয়া হয়।

ধনদা কবচ—ধারণে দরিদ্রতায় ধনলাভ ও অন্যান্যবিভিন্নবিধ সুবৈভব), ধান, প্রতিষ্ঠা অর্জনে সহায়ক। মূল্য ৭৸০, পরিশোধী সহজ ফলপ্রদ মূল্য ২৸৵০, অন্যান্য সুবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে অমূল্য। বশ্যাকর্ষণী কবচ—আকর্ষিক বিপদমোচনে, শত্রুদমনে ও সর্বপ্রকার ব্যবসা-যোগাকর্ষণে অমোঘ শক্তি সম্পন্ন, সহজ উপায়ে মনিষ্টকে সর্ব্বদা বাধিত করিবার নাম। মূল্য ৯৸০, পরিশোধী মূল্য ৩৸০।

কবীন্দ্রকরণ কবচ—কবীন্দ্র সমিতিতে কবীন্দ্রত্ব করিতে অত্যাশ্চর্য ফলপ্রদ ১১।০ ও মূল্য ৩৸০। সরস্বতী কবচ—ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষায় সুফল লাভে ও স্মরণশক্তি প্রদানে অমূল্য বস্তু ; ৬৸০, মূল্য ৩৸০। ভূমিযোগ কবচ—সর্ব্বপ্রকার জটিল ভূমাদি বিষয়ক, মূক, মোকর্দ্দমা, বিপাকাদির প্রভাব দূরীকরণে অব্যর্থ। মূল্য ৭৸০, মূল্য ১৩৸০।

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং নির্ভরযোগ্য জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস—১০৫, (আ, ঘ,) গ্রে ষ্ট্রীট, "আনন্দ নিবাস" (ফ্রীমেসনস্ হল ও কালী মন্দির), কলিকাতা। ফোন : বি, বি, ৩৬৮। শাখাসমূহ সময়—প্রাতে ৮টা হইতে ১২টা। ব্রাঞ্চ অফিস : ৪৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা। ফোন : বহিঃ ৫৭৪৯। সময়—বৈকাল ৪টা হইতে ৭টা। বম্বের অফিস—মিঃ এস, এ, ফাজিল, ৭-এ, অপেরাহাউস গেইলিস পার্শ্ব, বম্বে।

যুদ্ধোত্তর ভারতের অর্থ-নৈতিক সমস্যা

অধ্যাপক—শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ

ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বর্তমান বর্ষের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতেই সমরের মুকুর অবসান হইল। কিন্তু যুদ্ধকালে ভারতে যে সমস্ত অর্থ-নৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল সেগুলির সমাধান তো হইলই না, উপরন্তু হয়ত যুদ্ধবিরতির ফলে আরও কতকগুলি নূতন নূতন জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইল। পৃথিবীর অর্থ-নৈতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যুদ্ধের সময় প্রত্যেক দেশের বাজারেই একটা খরচ করার ঝোঁক চলিতে থাকে এবং দ্রব্যমূল্য ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অল্প সময় অপেক্ষা বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধের অবসান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায় এবং মন্দাভাব দেখা দিয়া থাকে, আর তাহারই ফলে বাজারের সমস্ত অবস্থা হইবে টাকা হইয়া যাওয়া অবস্থার সৃষ্টি হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাজারের এইরূপ খরচ ও বন্ধ অবস্থার ধারা সৃষ্টির আমরা প্রত্যক্ষ আমরা পাই ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের সময় দেখিয়াছি। বর্তমানে যুদ্ধের পর যাহাতে আর্থিক ক্ষেত্রে উক্ত অবস্থার পুনরাবির্ভাব ঘটিতে না পারে সেই জন্য পৃথিবীর সমস্ত দেশেই একটা চেষ্টা চলিতেছে। তাই সমস্ত দেশে যুদ্ধ সম্ভোগের খরচ বাদে বাদে কমাইয়া আনিয়া এবং সেই অনুপাতে আমাদেরও অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠনের জন্য বাদে বাদে সরকারী ও বেসরকারী খরচ বাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব চলিতেছে। ঐ সমস্ত দেশে এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে দেখার সমস্যার সমাধান হইবে এবং দ্রব্যমূল্যও হঠাৎ হ্রাস পাইবে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যুদ্ধকালীন অর্থনীতির পরিবর্তে শান্তিকালীন অর্থনীতির সাধনা করিয়া চলিতে সময় হইলেও ভারতের পক্ষে এইরূপ করা হয়তো সম্ভব হইয়া উঠিবে না। কত দ্রুত পরিবর্তনশক্তি অর্থাৎ ভারতে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হওয়ার ফলে ভারতের বাজারে খরচ অবস্থার আবির্ভাব হইয়াছিল। যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে বিদেশীয় মালমাল হঠাৎ হ্রাস পাইবার ফলে ভারতের ব্যবসা-ক্ষেত্রে বন্ধ অবস্থা আসিতেও খুব বেশী সময় লাগিবে না। অতএব বিগত যুদ্ধকালীন ও আগামী শান্তিকালীন অর্থ-নৈতিক কাঠামোর এই পরিবর্তনে আমাদিগকে বিশেষভাবে পরিবর্তিত অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়া চলিতে হইবে, যাহাতে অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও ব্যবসায়ে মন্দার সময় দ্রব্যমূল্যের হ্রাস ও বেকার-সমস্যার উদ্ভব না হয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা অর্থ-নৈতিক পরিবর্তনের এই দিকটি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিব।

ভারত সরকারের যুদ্ধকালীন খরচের ও মূল্যবৃদ্ধির

যুদ্ধকালীন গত ছয় বৎসরে ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগে একটা আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের মোট খরচের পরিমাণ ছিল প্রায় ২০০ কোটি টাকা। গত ১৯৪৪-৪৫ সালে ঐ খরচের পরিমাণ উঠিয়া ১২০০ কোটি টাকারও উপর। ভারতের অর্থ-নৈতিক ইতিহাসে ১৯০০ কোটি টাকার উপর সরকারী খরচ যুদ্ধের মোটেই, বিশ্বয়কর তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে যুদ্ধের সমস্যাই আমাদের জাতীয় আয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ সরকারীর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠনের জন্য ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্‌গণ জাতীয় আয়ের প্রায় অনুরূপ আশাই অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে ব্যয় করিয়া আলোচ্য অর্থ-নৈতিক অবস্থাকে উন্নত করিতে চাহিতেছেন। এখনে সংক্ষেপ হইল আমাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থাকে স্থায়ী করিয়া আমরা কি উপায়ে যুদ্ধকালীন অর্থনীতি হইতে শান্তিকালীন অর্থনীতিতে পৌঁছাইতে পারি।

বর্তমান যুদ্ধের সময় সরকারের খরচের পরিমাণই যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে আয়ের ক্ষেত্রও যথেষ্ট প্রসারিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত হিসাবগুলি হইতে গত ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্যন্ত ভারত সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব পাওয়া যাইবে।

ভারত সরকারের আয়-ব্যয়
(কোটি টাকা)

বৎসর	মোট খরচ	রাজস্ব খাতে আয়
১৯৩৯-৪০	৮৮'১৪	৮৪'৫২
১৯৪০-৪১	১৮'৫৭	৪৪'৪৭
১৯৪১-৪২	১৯৭'৮৮	১৮৭'৬৪
১৯৪২-৪৩	৫৫১'৫০	১৩৪'৫৭
১৯৪৩-৪৪	৯৯৭'৩৪	১৭৬'৮৮
১৯৪৪-৪৫	৯৪৭.১৭	৫৫২'০৬
১৯৪৫-৪৬	১০১১'৫১	৫৪৩'৮৮
১৯৪৬-৪৭ হইতে ১৯৪৯-৫০ মোট	৩১৪২'৮১	১১২৭'৮১

উপরের সংখ্যাগুলি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধকালীন গত কয়েক বৎসরে সরকারের ব্যয় হইয়াছে ৩,১৪২'৮১ কোটি টাকা। ইহা হইতে অন্যান্য বিভাগীয় খরচের মিটাইয়া যুদ্ধ সংক্রান্ত আলাদী ব্যয় ১,৩৯৮'৮৮ কোটি টাকা বাদ দিলে আয়-ব্যয়ের ঘাটতি টাকার ১,৭৪৩'৯৩ কোটি টাকা। উক্ত সময়ের মধ্যে ভারত সরকারের আয় হয় :—

রাজস্ব আয়	১,১২৭'৮১ কোটি টাকা
অন্যান্যভাবে ঋণ আয়	১,০১৪'১০ " "
মোট	৪,১৪১'৯১ " "

অর্থাৎ গত কয়েক বৎসরে ভারত সরকারের আয়-ব্যয়ের ঘাটতি অনুপাতে মোট আয় হয় ৪,১৪১'৯১ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় দাঁড়ায় ১১৪৫'১০ কোটি টাকা। অতএব ব্যয় হিসাবের মোট উদ্বৃত্ত থাকে ৯১৭'৮৮ কোটি টাকা। গত কয় বৎসরে এই উদ্বৃত্তের সমপরিমাণ টাকার অন্যায়ভাবে ব্যয় হয়। বাস্তবপক্ষে যে ১৩৯৮'৮৮ কোটি টাকার যুদ্ধসংক্রান্ত আলাদী খরচ ভারত সরকার এই কয় বৎসরে করিয়াছেন সেই পরিমাণ অর্থই ভারত সরকারের লাভে বিলাতে ব্যাঙ্কসমূহে সঞ্চিত হইয়াছে। আলোচ্য গত মিটাইবার জন্য বিলাতে ব্যাঙ্কসমূহে সঞ্চিত ঐ টাকাকে ভিত্তি করিয়া ভারত সরকার এই কয় বৎসরে মোট ৮১৮'৭৮ কোটি টাকার যুদ্ধ-ঋণপত্র বিক্রয়ের এবং যুদ্ধ-ঋণের পরিশোধের ভার লাভ দ্রব্যমূল্যের হ্রাস করিয়া থাকিতে পারিবে।

মূল্যবৃদ্ধি ও তাহার প্রতিরোধ

যুদ্ধ-প্রসারণের ফলে ভারতে দ্রব্যমূল্য যে অস্বাভাবিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা এই পত্রিকার পাঠকমাত্রই বোধ হয় অবগত আছেন। দ্রব্যমূল্য কি হারে ও কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল তাহা আলোচনা করিতে গেলে অর্থনীতিতে ব্যবহৃত একটী সংজ্ঞার অর্থ আমাদের বুঝিতে হইবে। ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্যস্তরের (অর্থাৎ গড় মূল্যের) হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ণয়ের জন্য সূচক-সংখ্যা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সংখ্যা দ্বারা যে কোন একটী নির্দিষ্ট বৎসরের মূল্যস্তর অন্য কোন বৎসরের তুলনায় হ্রাস পাইল কি বৃদ্ধি পাইল তাহা জানা যায়। যেমন ধরে করা যাউক, ১৯৩৯ সালে কয়েকটী নির্দিষ্ট দ্রব্যের মূল্যস্তর ছিল ১০০। যদি ১৯৪০ সালে ঠিক ঐ সমস্ত দ্রব্যের মূল্যস্তর দাঁড়ায় ১৫০ তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, ১৯৪০

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : বিলং—১৮৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৪৪

অন্যান্য শাখা :
শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ,
সোহাট্ট ও নওগাঁ (আসাম)।

এস্, বসু, বি-কম, আর, এ
জেনারেল ম্যানেজার।

শ্রীঅমূল্যকুমার চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

দি এসোসিয়েটেড

ব্যাঙ্ক অফ্ ত্রিপুরা লিমিটেড

— পৃষ্ঠপোষক —

ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে. সি. এস. আই

হেড অফিস : মহারাণীগঞ্জ (বি-এ, রেলওয়ে)। ব্রাঞ্চ অফিস : আগরতলা (ত্রিপুরা রাজ্য)। কলিকাতা অফিস : ১১, ক্লাইভ রো ও ৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড (বাগবাজার)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মণ বাহাদুর।

: ডিরেক্টর বোর্ড :

১। ত্রিপুরার মহারাজকুমার মহামান্যবর লে: ক: ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ বাহাদুর—ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান।

ত্রিপুরার মহারাজকুমার হলধীর কিশোর দেববর্মণ বাহাদুর —যুগ্ম ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মান্যবর রাজা রণা রোয়েজা বাহাদুর—এম, আর, ডি, এস ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের ডিরেক্টরী বোর্ডের চেয়ারম্যান লে: ক: কুমার বি, কে, দেববর্মণ বাহাদুর

শ্রীযুত প্রিয়নাথ ব্যানার্জী,—অ্যাডভোকেট, হাই কোর্ট, ত্রিপুরা ষ্টেট।

ঠাকুর সাহেব ইন্দ্রজিৎ সিং—কর্ণেলপুর, আগরতলা

শ্রীনিবারণ দেববর্মণ—এম, বি, ষ্টেট মেডিওলজিষ্ট, ত্রিপুরা।

শ্রীবিপিনবিহারী দাস বি, এ, ফরেষ্ট্রি এম, এল, এ।

শ্রীসরাবন্ধন বসু বি, এ, অতিরিক্ত

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর ও রবীন্দ্রনাথ

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অফ্ ত্রিপুরা

প্রবর্ত্তিত

— সংগ্রহ কার্য্যালয় —

= দি এসোসিয়েটেড্ ব্যাঙ্ক অফ্ ত্রিপুরা লিমিটেড =

আগরতলা (ত্রিপুরা রাজ্য), শক্তিনগর, কমলপুর রোড (ডাক:), ধর্মনগর (ডাক:), কাঞ্চনপুর, কমলপুর, কৈলাসহর, রাজনগরবাড়িয়া, কৈলাশহর, শ্রীমঙ্গল, মহকুমাপুর, মাস্ক, তেলিয়ামুড়া, সব্রুমবীরচন্দ্রপুর নীলমণি, বেলোনীয়া, শিলং, ১১, চাঁদের বো (কলিকাতা), ৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড (বড়বাজার, কলিকাতা), জয়পুর, আগরতলা, বেলোনীয়া, কোহিমা, ইম্ফল।

মহামান্যবর মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা বাহাদুর

ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহোদয়ের

আবেদনক্রম

আজ আমরা রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারের অর্থ সাহায্যের নিমিত্ত দেশবাসীর নিকট উপস্থিত হইয়াছি। বড়ই পরিতাপের বিষয়—কবি আজ চার বৎসর যাবৎ মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে আমরা তাঁহার স্মৃতি রক্ষার কোনও আয়োজনই করিয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার সারা জীবনে দেশবাসীকে সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, ধর্ম্মে, রাজনীতিতে, শিক্ষায় ও আধ্যেলিকতায় যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা পৃথিবীতে অতুলনীয়। একথা আমার দেশবাসী সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন। কাজেই তাঁহাদের কাছে এই ভাণ্ডারে সাহায্য প্রার্থনা করিতে আমার কোনও দ্বিধা নাই।

বিশেষতঃ, আমার ব্যক্তিগত জীবন রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও প্রেরণা-বিজড়িত। স্বর্গীয় পিতৃদেব ত্রিপুরেশ্বর গোলোক-প্রাপ্ত মাণিক্য বাহাদুরের অকৃত্রিম সুহৃদ হিসাবে কবি আমাদের পারিবারিক ও রাজ্যের কল্যাণকর সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন।

ছোট-বিলাতের মতো ছবি গ্রন্থে কবিদের মানুষ হইবার পক্ষে অনুকূল আবিষ্কা ছোট আসে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় শান্তিনিকেতনে যে "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার প্রথম শিক্ষার্থী হইবার সুযোগ আমার ভাগ্যেই ঘটিয়াছিল। কিন্তু সেই গৌরব অনুভব করার পক্ষে অল্পকাল মাত্রাতেই দেখা দেয়। তিনি আমাকে ১৩০৮ সনের ২৪শে চৈত্র তারিখের এক পত্রে দেখেন—তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আদর্শ বিষয়ে আলোচনা করেন। তাহারই কয়েক পংক্তি আপনাদের উপহার দিতেছি :—

"যে অবস্থায়, যে দেশে, যে শিক্ষার মধ্যে মানুষ হওয়া একান্ত দরকার, তাহার মধ্যে তোমাকে ফেলা হয়েছে বলে তুমি যে মানুষ হইতে পারিবে তাহা নিশ্চয় নয়। ইহা নিশ্চয় মনে রাখিও যে মানবের মনুষ্যত্বের যথার্থ মহত্ত্ব বুঝিবার যা সাধিবা উপায় তাহা, যে দেশেতে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিও। তোমার নিজের যদি তাহাতে নিজে তবে তুমি যে নিজেকে নিজের অবজ্ঞা করিবে। আমার বিশ্বাসের তোমার ভয় না আসাই ভাল। কারণ আমি নিজের তোমার আত্মসম্মান রাখিতে আমার কাজ করিতে চাই। তুমি এখানে আসিলে সহজ মানুষ হইয়া চলিবে এবং মানুষ হইতে হইবে; তাহাতে আমার কাজের শান্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।"

কিছুকাল পরে আমায় লিখিলেন :—

"তোমাকে আমি নিকটে রাখিতে পারি নাই, কিন্তু আমার মনের তোমার মধ্যে তোমাকে আমি অধিকার করিয়াছি।.....

আমার জীবনে এমন অনেক দিন গিয়াছে, যে সময়ে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র দৃষ্টি আমাকে সাহায্য করিয়াছে, কাজের পথ দেখাইয়া দিয়াছে। তাঁহার সহানুভূতি পত্রগুলি আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ। প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যের ন্যায় তাঁহার কাছে স্নেহ-প্রেমের অফুরন্ত সৃষ্টি বলিয়াই আমি মনে করি। কবির অনুপ্রেরণাই আমাকে ত্রিপুরার নিজের ত্রিপুরার প্রকৃত-তত্ত্ব সন্ধিৎসার পথ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

বহুদিন হইতেছে, আমাদের সমিতি ভবন গড়িয়া উঠিয়াছে। কবির স্নেহধন্য আমাকে বারবারই বারবার প্রতিষ্ঠানে চঞ্চল করিয়াছে আমাদের এই পরিষদের কবির স্নেহ আমাদের বারবার স্নেহে সাহায্য দান করিয়া থাকেন। আজ এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কবির স্মৃতি ভাণ্ডারে ইহাদের সাহায্য দান প্রার্থনা করিতেছি। আমাদের প্রত্যেক কার্য্যালয়ে এই ভাণ্ডারের তহবিলে মুক্তকণ্ঠে দান করিয়া অমর কবির আত্মার শান্তি করিয়া বঙ্গ হউন, দেশবাসীর কল্যাণে সহায়তা করুন, এই কামনা। শ্রীভগবান আমাদের সহায় হউন। ইতি—

ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা

সালে ১৯৩৯ সালের মূল্যমান মূল্যস্তর শতকরা ৫৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আন্তর্জাতিক মূল্যপ্রোগ্রামের ফলে ভারতে পাইকারী মূল্যস্তরের সাধারণ শতক-সংখ্যা পর পর দুই বৎসরে নিম্নলিখিত রূপে দাঁড়াইয়াছে :—

(১৯৩৯ = ১০০)

সাল	শতক-সংখ্যা
১৯৩৯-৪০	১৫১·৩
১৯৪০-৪১	১৯৮·৩
১৯৪১-৪২	১৩৭·০
১৯৪২-৪৩	১৭১·০
১৯৪৩-৪৪	২৩৬·০
১৯৪৪-৪৫	২৫৪·২

উপরের সংখ্যাগুলি হইতেই বুঝা যাইবে যে, ১৯৪১-৪২ সাল হইতে মূল্যপ্রোগ্রামের সহিত তাল রাখিয়া ব্রহ্মমূল্যও ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ব্রহ্মমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানি ও শিল্পজ ব্রহ্মাদির উৎপাদন যতই যে পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। মূল্য ও উৎপাদন যাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হেতু মূল্যস্তর আমাদের রপ্তানী-বাণিজ্য সেই পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, উপরন্তু আমদানী শিল্পদ্রব্যের বৈদেশিক আমদানীর সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে না। আমরা বৈদেশিক ব্রহ্মাদির উৎপাদন খরচের অন্যতম হেতু (এবং সেইজন্য অপেক্ষাকৃত কম দামী হওয়ায়) ঐ সমস্ত দ্রব্য ভারতের বাজারে প্রচুর পরিমাণে আসিতে সুরু করিবে। আর তাহার ফলে যে অসংখ্য শিল্প আমাদের দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় বিনষ্ট হইবে। অবশ্য এখানে কেহ কেহ হয়তো বলিবেন যে, এরূপ অবস্থায় উপর হইতে বৈদেশিক আমদানীর উপর শুল্ক বাড়াইয়া আমদানীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে। কিন্তু এরূপ অবস্থা ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হইলে খুব যে সুফলের পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে এরূপ মনে হয় না। কারণ প্রথমতঃ ঐ সমস্ত বৈদেশিক ব্যবসায়ী রাষ্ট্রগুলি আমাদের রপ্তানী দ্রব্যাদি তাহাদের দেশে বিক্রয় হইতে না পারে তাহার জন্য প্রতিশোধমূলক শুল্কহার শুল্ক বসাইবে এবং তাহাতে আমাদের রপ্তানি-বাণিজ্য বিশেষ অসুবিধায় পড়ি হইবে। ভারতের বর্তমান অর্থ-নৈতিক অবস্থায় রপ্তানী-বাণিজ্য যাহা দিয়া যে আমরা দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিব এরূপ আশা করিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধোত্তরকালে ভারতের নিত্যপ্রয়োজনীয় শুল্ক সামগ্রীর অসংখ্য, কলকব্জা ইত্যাদি বিদেশ হইতে আমদানী করা প্রয়োজন, কিন্তু বৈদেশিক দ্রব্যের আমদানীর উপর যদি অতিরিক্ত শুল্ক বসানো হয় তাহা হইলে শিল্পোন্নতির জন্য বিদেশ হইতে আমাদের যে সমস্ত কলকব্জা এবং যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হইবে তাহাদের মূল্য অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় ভবিষ্যৎ ভারতের শিল্পোন্নতির ব্যাঘাত করিবে। তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতি এবং বিনিময়ের ক্ষেত্রে যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে সেই নীতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে গেলে ভারত কখনও এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে না, এবং এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে বাণিজ্য যুদ্ধোত্তর ও যুদ্ধোত্তর ভারতের রপ্তানি ও বিশেষজ্ঞদের সাহায্য করিতে হয়তো অসম্মত হইয়া পড়িবে, কিন্তু তাহাদের পক্ষে যেসের আত্মরক্ষার্থে রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে গেলে উক্ত দেশ দুইটির সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

এই সমস্ত বিষ দিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভারত কখনই ব্যাপকভাবে এইরূপ একটি নীতি অবলম্বন করিতে পারিবে না। আমার বর্তমান বর্ধিত মূল্যস্তর অবশ্যই আমাদের রপ্তানীর অসুবিধা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইবে এবং জাতীয় আর্থিক অবস্থাও যথেষ্ট পরিমাণে সুস্থ হইবে। সুতরাং এই সমস্ত দিক দিয়া বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের মূল্যস্তর কমা উৎপাদন খরচ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করিয়া অন্যান্য দেশের মূল্যস্তরের সহিত একটা সমতা রক্ষা করা প্রয়োজন। প্রয়োজন আছে বলিয়াই যে সমতার সমাধান হইবে এমন আশা করা যায় না। কারণ আমাদের দেশের মূল্যস্তর পৃথিবীর অন্যান্য প্রায় সমস্ত দেশের মূল্যস্তরকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে এবং উহা নিম্নলিখিত শতক-সংখ্যাগুলি হইতে বুঝা যাইবে :—

১৯৪৫ সালে পাইকারী মূল্যস্তরের শতক-সংখ্যা

(জানুয়ারী-জুন ১৯৩৯ = ১০০)

দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্র	১৫৭
ক্যানাডা	১৪১
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	১৪৫
মেক্সিকো	৫০০
চীন	৪৭,৯৫২
	(১৯৪৪)
ভারতবর্ষ	৩৮৩
ইরাক	৪৮৯
ইরাণ	৪১০
	(১৯৪৪)
জাপান	১৫৫
	(১৯৪৪)
পাকস্তোইন	৩৯০
সিরিয়া	১৫৩৩
জার্মানী	১১১
	(১৯৩৬)
যুক্তরাজ্য	১৩১
সুইডেন	৪৭৭
	(১৯৪৪)
অষ্ট্রেলিয়া	১৪০

উপরোক্ত সংখ্যাগুলি হইতে এবং যুদ্ধোত্তরকালীন অর্থ-নৈতিক ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলিকে যেভাবেই হউক আগামী কয়েক বৎসর ভারতের রপ্তানি (১) ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাজ্য—যুদ্ধের ফলে এই সমস্ত দেশ বিদেশ উপনিবেশ করিয়াছে এবং প্রচুর পরিমাণে যন্ত্রপাতিসহ সকল প্রকার শিল্প আত্মরক্ষার্থীন গড়িয়া তোলা নিতান্ত প্রয়োজন করিয়াছে। এই দেশগুলির যুদ্ধ-কালীন পর পর বৎসরে মূল্যস্তরের শতক-সংখ্যা দেখের মূল্যমান অনেক কম হয় এবং উহার ফলে অন্যান্য দেশের তুলনায় মূল্যস্তরের বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের হিসাবে এই দেশগুলির মূল্যস্তর ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের শতক-সংখ্যা ১৯৩৯ সালের তুলনায় (১৯৩৯ = ১০০) ছিল মোটামুটিভাবে যথাক্রমে—১৫০ ও ১৪৫-এর কাছাকাছি। অর্থাৎ যুদ্ধের দুই বৎসরে এই সমস্ত দেশে মূল্যস্তর বর্ধিত হইয়াছে শতকরা ৫০ ভাগ এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়াছে শতকরা ৪৫ ভাগ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এরূপ যুক্তরাজ্য ছাড়া এই তিনটি দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থা খুব উন্নত হইয়াছে। যুক্তরাজ্য যে বর্তমান যুদ্ধে খুব বেশী লাভবান হইতে পারে নাই শুধু তাহাই নহে, অধিকন্তু যুদ্ধের ফলে তাহাদের নিজেই বহু টাকার ঋণ করী হইয়া পড়িয়াছে। (২) জার্মানী ও জাপান —এই দেশ দুইটির মূল্য ও ব্যয়ভার পূর্বোক্ত দেশ, তালিকা মূল্য ও ব্যয়ভারের দুইই তাড়াতাড়ি বাড়িয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের পর ইহাদের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ইহাদের অর্থ-নৈতিক অবস্থা বেশ কিছুকালের জন্য পঙ্গু হইয়া থাকিবে এবং এই সমস্ত দেশের আত্মরক্ষার্থীন অর্থ-নৈতিক অবস্থা পূর্ব হয় অন্ততঃ কিছুকালের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থ-নৈতিক অবস্থায় উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। (৩) বেলজিয়াম, ফ্রান্স, হল্যান্ড ও নরওয়ে—এই দেশগুলির মূল্যস্তরের শতক-সংখ্যা ছিল ১৭০ (বেলজিয়াম) হইতে ২৪০ (ফ্রান্স) এর মধ্যে। এই দেশগুলি যুদ্ধের ফলে বিশেষ অভিশপ্ত হওয়ায় আগামী অন্তত বৎসর আত্মরক্ষার্থীন পরিশ্রমের কার্যেই নিযুক্ত থাকিবে এবং বিগত সময়ে দেশগুলির ন্যায় এই দেশগুলি অন্ততঃ কিছুকাল যাবৎ আন্তর্জাতিক অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। (৪)। পর্তুগাল এবং ইউরোপীয় অন্যান্য নিরপেক্ষ দেশ—এই সমস্ত দেশ যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিলেও বিশ্বব্যাপী আর্থিক সমস্যা হইতে রেহাই পায় নাই। পর্তুগালের পণ্য-মূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের শতক-সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৪৮ এবং ১৮৩। (৫) ভারত

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Tele : "PURSE". Cal : Phone : B. B. 6779

চিয়ারিং-এর সুবিধাসহ যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ব্রাঞ্চ :—বেলেঘাটা (কলিঃ), নৈহাটিপুর, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, ঢাকা, কেরোপাণিয়া, ডাউদার, হবিগঞ্জ ও সাহেবগঞ্জ।

অশোক সেন, এম-এ, জেনারেল ম্যানেজার। বি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ও ব্যবহারে। অবশিষ্ট সামান্যের—এই দেশগুলি তাহাদের লাভজনক পুঁজিবাজারের অবস্থান হেতু প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিভিন্নপ্রকার মুদ্রাফীতি আর্থনীতির দরিদ্র জড়াইয়া পড়িয়া দুর্বলতার সোজা করিয়াছে। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে ইহাদের পণ্যমূল্য ও জীবনযাত্রা ব্যয়ের সূচক-সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৭১ এবং ৭৯৫। তুর্কীতে এবং আর্জেন্টিনে ১৯৩৩ সালের অনুরূপ মাসে মূল্য ও ব্যয়ের সূচক-সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩০১ ও ৩৩৪ এবং ৩১৮ ও ২২৯। (৬) সার্বিক আমেরিকা—সার্বিক আমেরিকার দেশগুলি প্রধানত মূলতঃ হইতে বহু দূরে অবস্থিত থাকিলেও পরিবারিস্থায় স্বাভাবিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই—কিন্তু বিভিন্নপ্রকারে বহুল পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতি সংঘঘায় করিয়া বহু ট্রাফিক এবং অন্যান্য মূল্য লাভের করিয়াছে। এই সমস্ত দেশের পণ্যমূল্য ও জীবনযাত্রা ব্যয়ের সূচক-সংখ্যা মাঝারি পরিমাণে বৃদ্ধি না হইলেও প্রায় ২০০ এর কাছাকাছি ছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলিতে যে মূল্য স্তরের ভাব করা গেল তাহার এক সকলে লক্ষিত করা প্রয়োজন যে আর্থ-নৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে মূল্য হার যে, আন্তর্জাতিক আর্থ-নৈতিক পুনর্বাসন এবং সাধারণভাবে ক্ষেত্রে সাধারণ জটিল সমস্যার উদ্ভব হইবে এবং ইহাও সত্য যে, আন্তর্জাতিক আর্থ-নৈতিক কাঠামোকে নূতন ভিত্তিতে গঠন করিতে হইলে এই সমস্ত আর্থ-নৈতিক বৈষম্যের যতদূর সম্ভব হ্রাস করিয়া ফেলিতে হইবে। বর্তমান যুদ্ধের ফলে সার্বিক যুদ্ধকালে তাহার আভ্যন্তরীণ আর্থনীতির যেরূপ পাকা করিয়া তুলিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, অবিলম্বে পৃথিবীতে সার্বিক যুদ্ধকালীন আর্থনীতির ধারা অন্যান্য দেশের আর্থনীতিতে সাধারণভাবে প্রভাবান্বিত করিবে এবং একথা বলিলে বোধ হয় খুব বেশী বলা হইবে না যে, আমেরিকার বর্তমান মূল্য-ব্যবস্থার তাড়াতাড়ি একটী মূল্য-ব্যবস্থার অবিলম্ব পৃথিবীর আর্থ-নৈতিক আবহেলে হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশই তাহাদের আভ্যন্তরীণ মূল্যব্যবস্থাকে মার্কিন মুলুকের মূল্য-ব্যবস্থার তাড়াতাড়ি আনিতে চেষ্টা করিবে। তাহাদের সঙ্গেও ঐ দুই দেশের মূল্য-ব্যবস্থার তাড়াতাড়ি কোন একটী মূল্য-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করিবে। এই সমস্ত দিক হইতে বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, ভারতের বর্তমান মূল্যস্তরকে হাল করিয়া ১৭০ করা উচিত; কারণ যুদ্ধকালে একদিকে কিছুটা পরিমাণ মুদ্রাপ্রসারণ ও মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে, কিন্তু সে বৃদ্ধি কোন ক্রমেই ১৭০ এর অধিক হইবে বলিয়া মনে হয় না।

অতএব দেখা গেল যে, বর্তমান সাধারণ মূল্যস্তর ২০০ হইতে কমাইয়া ১৭০ এর কাছাকাছি আনা প্রয়োজন। তবে বর্তমান আর্থনৈতিক পরিবেশে এই বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। কারণ যুদ্ধকালে তাড়াতাড়ি সরকার সাধারণ ব্যয়ে যে পরিমাণ অর্থব্যয় করিবেন, যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র সেই পরিমাণ ব্যয় আর করিবেন না। অতএব মূল্যহ্রাসকরণ বন্ধ হইয়া যাইবার সঙ্গে মূল্যস্তর হ্রাসের করিয়া যাহাতে চক্রাকারে পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা না থাকে সেইজন্য যতদূর সম্ভব বর্তমান সাধারণ মূল্যস্তরকে বর্তমান সাধারণ ১৭০ এর কাছাকাছি আনা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আর একটী কথাও মনে রাখা দরকার যে, কোন দেশের সাধারণ মূল্যস্তর যতদিন না সার্বিক স্তরের মূল্য হইবে, ততদিন তাহার মতো ফ্রাঙ্কিক ও শিল্পজ দ্রব্যের মূল্যই প্রধান। অতএব সাধারণ মূল্যস্তরকে নির্দিষ্ট করিতে গেলে ফ্রাঙ্কিক ও শিল্পজ দ্রব্যের মূল্যের মধ্যেই পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। বিগত ১৯৩৯ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত যাহাতে যে ধরণ অবস্থা চলিয়া আসিতেছিল, তাহাতে ফ্রাঙ্কিকা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপযুক্ত মূল্য পাইতেছিল না অর্থাৎ যে মূল্যে তাহারা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছিল, তদপেক্ষা অধিক মূল্যে তাহাদিগকে শিল্পজ দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হইতেছিল। বর্তমান যুদ্ধের সময়ে ১৯৩৯-৪০ সালে যে দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়, তাহারই ফলে ফ্রাঙ্কিক দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পায়। বর্তমান যুদ্ধের সময় ফ্রাঙ্কিক ও শিল্পজ দ্রব্যের মূল্য কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত সূচক-সংখ্যাগুলি হইতে জানা যাইবে :—

মূল্যস্তরের সূচক-সংখ্যা
(১৯৩৯—১০০)

	১৯৪২-৪৩	১৯৪৪-৪৫	হ্রাস-বৃদ্ধি
ফ্রাঙ্কিক দ্রব্য	১৬৮'৪	২৬৪'৯	+ ১১২
শিল্পজ দ্রব্য	১৯০'৯	২১৮'৩	+ ১৭'৯

উপরের সংখ্যাগুলি হইতে বুঝা যায় যে, মূল্য তারতম্যের ফলে ফ্রাঙ্কিক দ্রব্যাদির মূল্য শিল্পজ

দি

ফরিদপুর ব্যাঙ্কিং

কর্পোরেশন লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৭০

হেড অফিস—ফরিদপুর

কলিকাতা অফিস :
১৪১, ক্রস রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা।

শাখা অফিস :
খানখানাপুর
ফরিদপুর।

অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ৯,৩২,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
রিজার্ভ ফাণ্ড ৪,৫২,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

কেন্দ্রীয় অফিস ক্লাইভ ষ্ট্রীট অঞ্চলে
শীঘ্রই খোলা হইবে।

রিপোর্ট অফ দি সেক্রেটারিজ সিকিউরিটিসমূহের যে মূল্য ধরা হইয়াছে তাহার বাজার মূল্য উহা অপেক্ষা ২৫,০০০৲ টাকা বেশী।

কলিকাতার বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরস্ :

১। মিঃ জে, সি, মৈত্র, বার-এ-ল, চেয়ারম্যান।
২। ডাঃ এস, মৈত্র, এম-আর-সি-এস (এডিন)।
৩। মিঃ এ, কে, সেন, এডভোকেট হাইকোর্ট, আশু ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ।
৪। মিঃ এস, কে, মজুমদার, বি-এল-পি, বি-এল, ব্যারিষ্টার-ট-ল।

ম্যানেজার, কলিকাতা শাখা
মিঃ বি, ব্যানার্জি

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১। মিঃ এস, সি, চক্র,
ডিরেক্টর :—কাশীপুর ইন অয়েলসেড মিঃ; বাগড়ী কটন মিলস্ লিঃ; বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ, ইত্যাদি।
২। খান বাহাদুর এস, এ, মোজিদ সি-আই-ই, ডিরেক্টর :—সিটী এডিয়াটিক ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ ইত্যাদি।
৩। রায় বাহাদুর জি, জি, সোরাইকা,
সোলোরাইটর :—সোরাইকা অয়েল মিলস্, ডিরেক্টর :—বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোং লিঃ, বেঙ্গল কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ লিঃ; ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—সোরাইকা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ, সোরাইকা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এণ্ড বাণিজ্য কোম্পানী লিঃ, সোরাইকা এক্সপোর্ট এণ্ড ইম্পোর্ট কোং লিঃ, সোরাইকা কার্টিলাইজার, সোরাইকা প্রোপার্টিজ, লিঃ, মুন এডেমিটি প্রপার্টিজ লিঃ, ইত্যাদি।
৪। মিঃ জে, সি, মুখার্জি,
ফুড-সুপার চীফ, এডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার, কলিকাতা কর্পোরেশন।
ডিরেক্টর :—আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোং, ইত্যাদি।
৫। মিঃ জি, এস, বসু, সলিসিটর :—এসাস্ বিধু এণ্ড কোং।
৬। মিঃ বি, সি, ঘোষ।
৭। মিঃ এস, বসু, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

অনুমোদিত মূলধন সুদ্রাস্ত সংখ্যায়
৫০,০০,০০০৲ টাকা

বিক্রীত	১৪,৬৪,০০০৲ ,,
আদায়ীকৃত	১৪,২৪,০০০৲ ,,
সদ্যুক্ত তহবিল	৬,১০,০০০৲ ,,

জে, এল, সেন, বি-এ, এক-আর-ই-এস (লণ্ডন),
জেনারেল ম্যানেজার।

দ্রব্যাদির মূল্য অপেক্ষা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধুনা পণ্যসম্ভারের সাধারণ মূল্যস্তর পূর্বনির্দিষ্ট সূচক-সংখ্যার স্থায়ী করিতে গেলে প্রতিটি দ্রব্যাদির মূল্যস্তর বর্তমান স্তরে হইতে নামাইয়া স্থায়ী করা প্রয়োজন। কিন্তু তাহা হইলে, কোন্ স্তরে এই মূল্যকে স্থায়ী করা যায়। এক্ষেত্রে তদন্ত-কমিটি কমিটি তাঁহাদের বিবরণীতে বলিয়াছেন যে, প্রতিটি দ্রব্যাদির মূল্যস্তর ১৯০ হইতে ৪৫০ এর মধ্যে স্থায়ী করিতে হইবে। আমাদের মতেও প্রতিটি দ্রব্যাদির বর্তমান মূল্যস্তর ঐরূপ কোন একটি সূচক-সংখ্যায় স্থায়ী করা ভাল এবং অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যস্তরও সমানুপাতে কমাইয়া আনা প্রয়োজন। তবে একথা সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, এই সঙ্কটকালে এই শ্রেণীর দ্রব্যের মূল্যস্তর সাধারণ মূল্যস্তরের তুলনায় কিছু লাঘবতা রাখিয়া বরাবর বরাবর কমাইয়া আনিতে হইবে।

বেকার সমস্যা ও পুনর্নিয়োগ ব্যবস্থা

পূর্বপ্রদত্ত সংখ্যাগুলি হইতে দেখা যায় যে, ১৯৪৯-৫০ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট রাজস্ব উদ্বাইবারিল ৭১৯২৭ কোটি টাকা এবং উহার মধ্যে মূলধনের ১৪৯-১৩ কোটি টাকা বাদ যাইবার পর বিভাগীয় সরকারের মূলধনের ব্যয়-ভার মিটাইবার জন্য। মুদ্রাবিস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত সামরিক ব্যয় যখন পরিমাণে হ্রাস পাইবে সন্দেহ নাই এবং তাহার ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে সামরিক কার্যে নিযুক্ত লোকগুলি বেকার হইয়া পড়িবে। মুদ্রাস্ফীতি তাহাদের মুদ্রাপ্রদানের দ্বারা আগের যেকোন লোকগুলিকে নিযুক্ত করিয়া যাবে যেরূপ নূতনভাবে নিযুক্ত করিবেন না। কারণ মুদ্রাবিস্ফীতির পরবর্তী এই পরিমাণ ব্যয় নির্ধারণ করিতে গেলে অধিক পরিমাণে মুদ্রাপ্রদানের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু যে পরিমাণ মুদ্রা পূর্ব হইতেই প্রচারিত হইয়া আছে তাহার উপর আবার এই পরিমাণ মুদ্রা প্রচারিত হইলে যে কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা কল্পনা করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি হইতে দেখা যাইবে যে, যুদ্ধের সময় যত ব্যয় সরকারের সামরিক খাতে মোটামুটি প্রায় ৮,০০০,০০০ লোক নিযুক্ত হইয়াছে :—

(১)	সৈন্য বিভাগে	২,০০০,০০০
(২)	কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অধীন পাসপোর্ট্রাক্ত নানা বিভাগে (রেলপথ ও ডাকবিভাগ বাদে)—	১,০০০,০০০
(৩)	যোদ্ধাবাদ্য তৈয়ারীর কারখানায় ও অন্যান্য শিল্পে	১,০০০,০০০
(৪)	লস্কর, খেলাসি, বিমানবাহী ইত্যাদি নির্মাণ কার্যে	১,০০০,০০০
(৫)	যুদ্ধসম্ভোগ সামরিক উৎপাদনে	১,০০০,০০০
(৬)	অন্যান্য খাতে	২,০০০,০০০

মুক্ত দেশ হইবার পরিমা এই সমস্ত লোকের অনেককে আজ কাজ হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে এই সমস্ত বেকারের পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা করা আজ বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যে যে উপায়ে সরকার এই সমস্ত লোককে মূলধনের মূলধনে নিযুক্ত করিতে পারেন, সেইগুলিকে আমরা সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি। প্রথমতঃ, যুদ্ধের সময় যে সমস্ত বেসামরিক সরকারী কার্য বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সেই সমস্ত কার্য পুনঃ প্রবর্তন করিলে কিছু লোক এই সমস্ত কার্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের চাহিদা মিটাইবার জন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের—যেমন বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ, বেতার বিভাগ, যোদ্ধাবাদ্যের কারখানা ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে সেগুলিকে একেবারে তুলিয়া না দিয়া শান্তিকালীন বেসামরিক চাহিদা মিটাইবার জন্য উপযোগী করিয়া তুলিলে কিছু কিছু লোক এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নিযুক্ত হইতে পারিবে এবং তৃতীয়তঃ, আভ্যন্তরীণ গঠনমূলক কার্যের—যেমন কৃষি খনন, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, রাস্তা ও রেলপথ নির্মাণ, জল-নিকাশন ও জঙ্গলের ব্যবস্থা, শিল্প সংরক্ষণ ও শিল্পোন্নতির জন্য সাহায্য দান, বেসরকারী শিল্প ও কৃষি খাতে অর্থসাহায্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ইত্যাদির প্রতি বাড়াইয়া দিলে এই সমস্ত কার্যেও কিছু কিছু লোক নিযুক্ত হইতে পারিবে।

যুদ্ধের সময় যোদ্ধাবাদ্য বেসামরিক সরবরাহ বন্ধেষ্ট পরিমাণে কৃষ্ণ হইয়াছে সন্দেহ নাই এবং তাহার ফলে ঐ সমস্ত যোদ্ধাবাদ্যের জন্য জনসাধারণের চাহিদা পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। সরকারের যুদ্ধকালীন ব্যয় হ্রাস পাইলে একদিকে যেমন দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইবে, অন্যদিকে তেমনই যোদ্ধাবাদ্যের চাহিদার বাড়িতে থাকিবে এবং ক্রম-বর্ধমান চাহিদার জন্য এই সমস্ত দ্রব্যের মূল্য বাড়িতে এবং সরবরাহও বাড়িতে থাকিবে। এই চাহিদার কিয়দংশ যে বিদেশী যোদ্ধাবাদ্য জন্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং বিদেশী উদ্বৃত্ত আমাদের দেশে কিছু কিছু আসিতে সুরু করিবে। তবে সন্তা বাসিতে হইবে যেন, এমন কোন বিদেশী দ্রব্য আমদানী না হয় যাহাতে দেশের শিল্প-শিল্পগুলির স্বার্থে হানি হইতে পারে। এক্ষেত্রে আর একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। দ্রব্যমূল্য পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পাইবার ফলে পণ্যসম্ভারের উৎপাদন ব্যয়ও বন্ধেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইবে এবং উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীও সহজলভ্য হইবে। মূলধন গঠন যাহারা ব্যবসায়ের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারাও এইরূপ অবস্থায় সুবিধাজনকভাবে নিজ তাঁহাদের সঞ্চিত টাকা খাটাইবার চেষ্টা করিবেন। তবে যুদ্ধের সময় যে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবতী ছিল এবং এখনও আছে, সেগুলি উঠাইয়া না দিলে বেসরকারী খাতে টাকা খাটাইবার সুবিধা থাকিবে না এবং তাহার ফলে নিজ গড়িয়া উঠিতে পারিবে না এবং বেকার সমস্যারও সমাধান হইবে না।

যুদ্ধকালে সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে, কিন্তু উহাদের মধ্যে মূলধন-নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি অবলম্বিত হইয়াছিল আভ্যন্তরিকভাবে মুদ্রাস্ফীতিকে পতি রোধ করিবার জন্য এবং আন্তর্জাতিকভাবে যাহাতে মূলধনজাত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিক্রয় জন্য কোন বাধা টাকা যাইতে না পারে তাহার জন্য। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিবেশে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি উঠাইয়া না দিলে সেই সব সমস্যার সমাধান হইবে না। মূলধন-নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি উঠাইয়া দিলে বেসরকারী খাতে নিজের প্রকৃত মূলধন নিযুক্ত হইতে থাকিবে আর তাহাতে যে

সব্জী ও ফুলের বীজ

ভ্রম এবং অর্থব্যয় বৃথাই যায় যদি বীজ সতেজ ও অকৃত্রিম না হয়।

মাকিপাড়া আইডিয়েল এগ্রিকালচারেল কার্পেন্টর বীজ প্রসিদ্ধ বীজ ব্যবসায়ী এবং অভিজ্ঞ কৃষকমণ্ডলের প্রশংসা অর্জন করিয়া থাকিতেছে। তাহা আপনারও সন্তোষ বিধান করিবে।

কার্ম্মাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ

৩৬নং হরকুমার লেন,
কলিকাতা।

আপনার

জাতীয় ব্যাঙ্ক

আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক লিঃ

শীঘ্রই

কলিকাতায়

তাহার কার্য্য আরম্ভ করিবে।

আপনার

সহযোগিতার

-প্রতীক্ষায়-

প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর কর্তৃক প্রচারিত

দেওয়া সম্ভবপর একটা সমাধান হইতে পারে। তবে এই বিষয়ে ব্যবস্থাটি গ্রহণ করিবার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। কারণ প্রথমতঃ, এই বিষয়ে ব্যবস্থাটি গ্রহণ করিলে সরকারের ব্যবসা স্থাপনের একটা ভিত্তি পরিষ্কার হইবে এবং তাহাদের ভিত্তি ঘর পাকা না হইলে বুনিয়াদ মজবুত করিবার দায়িত্ব বেশী সময় লাগিবে না এবং দ্বিতীয়তঃ, এই বিষয়ে টাকা পেলে যে সমস্ত শিল্প লাভের আশা নেই, তেমনি ধরণের শিল্পই বন্ধ অর্থ নিযুক্ত হইবে এবং তাহার ফলে ঐ সমস্ত শিল্প উৎপাদনের ব্যয় অল্প পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ার দরুণ বেসরকারী মহাজনের আশ্রয় লইতে হইবে। তবে বর্তমান অবস্থায় আশু বেসরকারী সাহায্যের অভিযোগ দূর করিবার জন্য ও তাহাদের মনে আশ্বাস দূর করিবার জন্য দুইবার নিয়োগ বিষয়ক তুলিয়া দিয়া বেসরকারী শিল্পপতিদের সুযোগ দেওয়া সরকারের আবশ্যকতা। যদি এমনকি এই বিষয়ে ব্যবস্থাটি তুলিয়া দেওয়া না যায় তবে তাহাকে অন্ততঃপক্ষে ঘোষণাপত্র উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং তবসাধারণ শিল্পগুলি অবিলম্বেই গড়িয়া উঠিতে পারে সেই বিষয়ে সরকারের সহযোগিতা এই সময় মুহূর্তে আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

সুতরাং ভারতের অর্থ-নৈতিক সমস্যাগুলি লইয়া আমরা আলোচনা করিলাম। অদূর ভবিষ্যতে ভারতের অর্থ-নৈতিক অবিরাম পাকা করিতে গেলে এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে এই অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনাই অবলম্বন করিতে হইবে। কোন বিশু পরিবর্তনের না করিয়া 'যাহোক' করিয়া চলিয়া দিলে সুদূরপ্রসারী ভারতের সাথী সমাজ মিটানো যাইবে না এবং সুতরাং ভারতের আর্থিক পরিকল্পনা যারা আমরা দেখের যে উন্নতি আশা করিতেছি সেই সমস্ত সফল হইবে না। তবে ভারতের এই অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনে অন্তরগুলি বিষয় আমাদের মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, এই পরিকল্পনা যত স্বল্পকালস্থায়ী হয় ততই মঙ্গল, কারণ ভারতীয়রা দুইয়ের সময় প্রয়োজন বা পরোক্ষভাবে এত ভুল করিয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত লোককে যদি এইরূপ মোদ আশা না দেওয়া যায় যে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলিকে তাহাই নিখিল করিয়া দেওয়া হইবে যাহা হইলে হয়তো দেশের মধ্যে একটা প্রবল অসন্তোষ সৃষ্টি হইতে পারে এবং তাহার ফলে হয়তো ভারতের আর্থিক উন্নতি ভারতের অর্থ-নৈতিক কাঠামো খুব মজবুত করে হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ দুর্ভাগ্যের দেশের মধ্যে যে পরিমাণ আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দিয়াছে তাহা সকলেরই জানা। দুর্ভাগ্যবশতঃ সঙ্গে সঙ্গে সামরিক খাতে সরকারের ব্যয়ভার হ্রাস পাইবে এবং তাহার ফলে দেশের মধ্যে একটা প্রবল বেকার সমস্যার উদ্ভব হইবে। এমতাবস্থায় দেশ এমনে এই সময়ে বেকার অবস্থার পরিবর্তন হইলে দেশের মধ্যে একটা অর্থ-নৈতিক এবং সামাজিক বিপ্লবের আশঙ্কা করা যায়। সুতরাং এমন অবস্থার সরকারের পক্ষে এমনভাবে ব্যয়ভার না কমাইয়া একটি সুনিশ্চিত ধারা অনুসরণ করে ধীরে ধীরে কমাইয়া আনা উচিত এবং যে অনুপাতে সামরিক ব্যয় হ্রাস করা হইবে ঠিক সেই অনুপাতেই বেসরকারি খাতে সরকারী এবং বেসরকারী ব্যয় বাড়াইয়া যাওয়া প্রয়োজন। এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বেকার সমস্যা এত জটিল আকার ধারণ করিতে না এবং ভবিষ্যতে হইবে হয়তো হয় পাইবে না। তৃতীয়তঃ, দুইয়ের সময় যেসব বিদেশী মোদ্রা-স্বচ্ছন্দ সরকার আর আমার ভারতবাসী তাহাদের মোদ্রাগুলি খুব করিতে পারে নাই, সুতরাং দুইয়ের ফলে আমাদের আমরা তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী মোদ্রাগুলি দেওয়া সম্ভব হইবে সেই জন্য দেশের মধ্যে ঐ সমস্ত দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য যে সব সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন আমরা অবিলম্বেই দেওয়া উচিত এবং বিদেশ হইতে আমাদের আমদানী হইতে পারে আমাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারণ এমন কোন সময় আসিতে পারে, যখন এমন কোন সময় আসিতে পারে, যখন এমন কোন সময় আসিতে পারে, যখন

কার্টেল বা শিল্পসঙ্ঘ

শ্রীসুধাকরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

অর্থনৈতিক অবনীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমকেন্দ্রীভবন—বিভিন্ন উৎপাদনকারী যখন দেখিতে পায়, উৎপাদন খরচের হ্রাস ও পণ্য বিক্রয়বৃদ্ধির লাভের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতা প্রধান অন্তরায়, তখন তাহারা নিজেদের অর্থবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করে—ফলে উদ্ভব হয় কার্টেল (Cartel or Kartel) বা শিল্পসঙ্ঘ। কিন্তু এই কেন্দ্রীভবনের বেলাই তাহার স্বরূপের বিশ্লেষণ শেষ হয়—রাষ্ট্র-এককেন্দ্র কর্তৃক প্রত্যাহিত ইহা একটি বিশেষ স্তর। এই স্তরে আমাদের অবশ্য প্রত্যাবর্তন ঘোর দুশ্চিন্তাকর ক্ষেত্র নাই ও থাকিতে পারে না। কারণ, ক্রমকেন্দ্রীভবনের ফলে একদিকে যেমন দুর্বীয়ের শিল্পপতির ধনসম্পদ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি সর্বহারাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে ক্রমে তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকে শিল্পসঙ্ঘবিরোধীর ক্ষেত্রে গুলীর পুঞ্জীভূত অসন্তোষ। সম্পদ ও দারিদ্র্যের বিপরীতমুখি যখন সীমার অতীত হয়, তখনই অন্তে বিপ্লব এবং ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অবসান।

শিল্পবিপ্লবের ফলে ইউরোপে ধনতন্ত্রের বলিষ্ঠ গড়িয়া উঠিলেও ১৮৭০-৭৯ সাল পর্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন ব্যবস্থাই মোটের উপর প্রচলিত ছিল। ১৮৭৩ সালে বৃহীৎ বিশ্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতাবোধের ফলে শিল্পসঙ্ঘের সূত্রপাত হয় এবং বৃহীৎ বিশ্বের প্রতিযোগিতার অভাবে শিল্পসঙ্ঘসমূহ ক্রমে পুষ্ট হইতে থাকে। ফলতঃ দেখা যায়, যে উৎপাদন প্রসারের চরম উন্নতির পরবর্তীর কোনরূপ চাহিদা অপেক্ষা যোগান বৃদ্ধি পাইতে থাকে; চাহিদা-যোগানের এই অসামঞ্জস্য সাধারণতঃ প্রকাশ পায় ১৮৮০-১৯০০ সালের মধ্যে। শিল্পসঙ্ঘ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ব্যবসায়ী ও উৎপাদক নিজেরা অধিকতর হইয়া পড়ে, ফলতঃ শিল্পসঙ্ঘ এই সময় আরও দৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) ঠিক পূর্ব হইতে জার্মানীতেই প্রধানতঃ শিল্পসঙ্ঘ প্রসারিত হইতে থাকে। অবশ্য বৃহৎ শিল্পগুলিতেই এই সঙ্ঘবদ্ধতার সুযোগ অধিক, তথাপি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প যথা—হস্ত শিল্পও এইরূপ সঙ্ঘের প্রসার লক্ষিত হয়। শুধু শিল্পক্ষেত্রেই নয়, এমনকি অনেকগুলি বাণিজ্য-বিভাগেও কয়েকটি বলিষ্ঠতম ব্যবসায়ের আশ্রয়ে গঠিত হইতে দেখা গিয়াছে। এই সকল সঙ্ঘের সুযোগ জার্মান সরকার প্রথম মহাযুদ্ধের গ্রহণ করে সৈন্যবাহিনীর জন্য রসদপত্র সংগ্রহের ব্যাপারে। সঙ্ঘবদ্ধতার এই প্রসার প্রসারের ফলে তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি হয় এবং তার পরিণতি দেখা দেয় পণ্যমূল্যের মূল্যবৃদ্ধিতে। অপরিমিত মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রয়োজন হয় সরকার কর্তৃক মূল্য নিয়ন্ত্রণের। নিয়ন্ত্রণাধীন মূল্যবৃদ্ধির পরিচয় জার্মানীতে এই সময় বহুশিল্পেই মেলে—সুতরাং সরকারী মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ফাঁকেই পাকল অর্থনিয়োগ হইয়া উঠে (Encyclopaedia Britannicaতে Lufemann কর্তৃক Cartel সম্পর্কে প্রবন্ধ)।

যুদ্ধশেষে বলা হইয়াছে, যুদ্ধের সময় শিল্পসঙ্ঘের সাহায্যে জার্মান সরকারের যাহা সংগ্রহের সঙ্গে আমের সহজ হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরে দেখা গেল যে, দেশের অর্থনৈতিক ব্যাপারে শিল্পসঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবের ব্যাপারেই এই ভাব জার্মান সরকার প্রথম লাভ করে। বাস্তিলের প্রতিযোগিতার প্রভাবে নভেম্বর শিল্প অনিবার্য সঙ্কটের সম্মুখীন হয় এবং ১৯২৩ সালে এমনই শিল্পসঙ্ঘ পরিচালনা দেহী সঙ্কটের পরিণামে ঘটা হয়। এই সুযোগে অনুপ্রাণিত হইয়া জার্মান সরকার সমুদ্র—স্থল, খনিজ শিল্পের, রাষ্ট্রায়ত্তীকরণের শিল্পসঙ্ঘ গঠিত হইল, কারণ সরকারের আশঙ্কা ছিল যে, শিল্পসঙ্ঘ গঠিত না হইলে বিপ্লব-দাবী ও বিনষ্টির সম্ভাবনায় আসিতে হইতে পারে। এইরূপ সংগঠনে শিল্পপতিদের কোনই আপত্তি হয় নাই। কারণ কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদন শৈলী ও পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রয়োজনে ফলে ভবিষ্যতে তাহাদের পক্ষে একচেটিয়া কারবারের পথ প্রশস্ত হইবে—এই আশা তাহারা করিয়াছে। বলিতে শিল্পপতিদের এই সুযোগ আসিতে বিলম্ব হয় নাই; কিন্তু এই সুযোগই শিল্পসঙ্ঘের প্রধান ত্রুটি—অর্থাৎ, প্রতিযোগিতা একাইয়া শিল্পসঙ্ঘ যদি একচেটিয়া কারবারে পরিণত হয় তাহা হইলে ক্রেতা ও শ্রমিক উভয়েরই অর্থহানি হইবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এই ত্রুটি দূর করিবার উদ্দেশ্যে দেখা যায় ক্রেতা ও শ্রমিক-সঙ্ঘের প্রতিনিধির পরামর্শ অনুসারে শিল্পসঙ্ঘের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়।

১৯১৮ সালে সমাজতন্ত্রবাদী দল কর্তৃক জার্মানীর কর্তৃত্ব গৃহীত হইলে, আশা করা গিয়াছিল, ধনতন্ত্রের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না হউক, অন্ততঃ সেখানে সমাজতন্ত্রের প্রসার হইবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল সমাজতন্ত্রীয় সরকার পূর্ব হইতেই বর্তমান শিল্পসঙ্ঘসমূহের পরিধি বৃদ্ধি এবং সঙ্ঘসমূহের উপর মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে শ্রমিক ও ক্রেতাসঙ্ঘের প্রতিনিধি অধিষ্ঠান ক্রেতাদের ভাইস্কিলের অবসর বাড়াইয়া দিল। এদিকে যুদ্ধোত্তরকালে মুদ্রাবিস্তার ও ভোগ্য পণ্যের অভাব হেতু সঙ্ঘবদ্ধ না হইয়াও আমাদিগের লাভের সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া শিল্পপতিগণ দলে ভ্যাপ করিতে লাগিল—ফলে শিল্পসঙ্ঘ ভাঙিয়া যাওয়ায় কয়েকটি বিশেষ শিল্প যথা—বৈদ্যুতিক ও খনিজ,—সুযোগ-সন্ধানীদের হাতে অমূলতা বিকীর্ণ হইয়া কেন্দ্রীভূত হইল। এইভাবে এক নূতন সঙ্ঘের সৃষ্টি হইল যাহাকে ইংরেজীতে বলা হয় ভার্টিকেল কম্বিনেশন (Vertical Combination)। ১৯২৩ সালে হরত জার্মানীর অবলা নিম্নের সঙ্কটকে প্রায় ৭)

বর্ষার ছবি

এসেছে বর্ষা তার। তাদের মেলেই ছোটের মাঠে ছেলে ওঠে মেঘ-মেদুর আকাশ, বিদ্যুতের ঝলকানি, আর অঝ-মুষিত ধরি। আর মনে পড়ে ডাকব্যাকের কথা।

পথ-চলার আনন্দ ও আরামের অভাবের ছেলে বৃষ্টির পাশ থেকে আরাম করে রাখতে ডাকব্যাকের তুলনা নেই। তাই বর্ষার দিনে সেই পথের দীর্ঘদিনে ডাকব্যাক আমাদের সর্বত্র সহায়ক।

ডাকব্যাক ভারতের প্রথমতম বর্ষাতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

কলিকাতা :: মাদ্রাজ :: বোম্বাই।

ভাগ এবং ইস্পাত শিল্পের পঞ্চমবার্ষিকী প্রায় ২৯ ভাগ এইরূপ প্রতিষ্ঠানের হাতে চলিয়া যায়।

এই সমস্ত নূতন প্রতিষ্ঠানের উন্নয় সম্বন্ধে কিন্তু শিল্পবিশেষজ্ঞদের মধ্যেই বিশেষ বিরোধ রহিয়াছে। মূলধনের অভাব-সংকোচ অর্থব্যয়ের দিক্ দিয়া নূতন শিল্পসমূহ সুবিধা পাইতে পারে। সুতরাং বলা যাইতে পারে শিল্পক্ষেত্রে যেখানে আগে হইতে প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে সেখানে নূতন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অধিকতর সুবিধা সৃষ্টি। এই সকল যুক্তি বিবেচনা করিয়া ১৯৩৯ সালে প্রবর্তিত আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ আইনের সাহায্যে ভারত সরকার ১৯৪০ সালে একচেটিয়া অধিকারের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে এক আইন জারী করে। কিন্তু এই আইনের সরকারী উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপূরক না হওয়ায় এবং যুদ্ধারম্ভের প্রয়োজনীয়তায় অন্তর্হিত হইয়া ১৯৪৯ সালে শিল্পসমূহকে আবশ্যক ক্ষেত্রে সুযোগ দানের আবশ্যক করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কতকগুলি সংশোধন আনিয়া দেয় এবং অন্যান্যের বিরুদ্ধ-নীতি পরিবর্তন করায়।

ভারত সরকারের ঘোষণাই প্রথম ইঙ্গিত দিয়াছিল যে এই সকল শিল্পসমূহকে সম্পূর্ণ সংরক্ষণ করে এবং রাষ্ট্রনৈতিক কারণে এই সকল সংস্থাকে পরিচালনা করাই ভারতীয় সরকার গ্রহণ করিতে আগ্রহের অনুকূল ছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই, সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন আজ সমস্ত ভারতীয় শিল্পসমূহের শতকরা ৩ ভাগ শক্তি কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে। আমরা এখন দেখাইতে চেষ্টা করিব আধুনিক সময়ে শিল্পসমূহ কতদূর প্রসার লাভ করিয়াছে। ১৯৮৪ সালে ভারতবর্ষে শিল্পসংখ্যা ছিল ১৫, ১৯১১ সালে এই সংখ্যা উঠিয়া ১৯২ ও ১৯৩৮ সালে ২১০০। ১৯৩১ সালে সমস্ত ভারতীয় মোট শিল্পের শতকরা শিল্পসমূহের হাতে ছিল। এই সমস্ত মোট শ্রমিকের অনুপাত সংখ্যা ছিল ১৭৯ ও ভাগের ৮০। আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রে ১৯০০ সালে ১৮৫৯ সংখ্যা ছিল, ১৯০৭ সালে ছিল ২৫০৯। ১৯৩৯ সালে সমস্তরা ২৫ ভাগ শ্রমিক আমেরিকায় শিল্পসমূহগুলি কর্তৃক নিযুক্ত ছিল ৫০০ শিল্পসমূহ-নির্ধারিত শিল্পসমূহের উৎপাদন মূল্যের পরিমাণ ছিল মোট মূল্যের শতকরা ২৯ ভাগ। জার্মানীতে ফাইন-কন্ট্রোলকমিশনার কোল সিন্ডিকেট ১৯৩৩ সালে মোট কয়লা উৎপাদনের শতকরা ৯৩'৪ ভাগ নিয়ন্ত্রিত করিত। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ষ্টীল কর্পোরেশন ১৯০১ সালে ১৩৩টী প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত করিত এবং ১৯০৮ সালে মোট উৎপাদনের শতকরা ৫৩'১ ভাগ উৎপাদন করিয়াছে। এইরূপ বিরাট প্রতিষ্ঠান সমূহ আজও ব্যাপক ভাবে উন্নয় করা যায়—আমেরিকার চৌদ্দটা কোম্পানী ও জার্মানীর ~~আট কোম্পানী~~। জার্মানীতে লোহার শিল্পের অনুরূপ সমস্ত পরিচয় হইয়াছিল। ফোকো-ফোকাভিয়ার মাটী ও কয়লাকে প্রতি বছরে অনুন ৩ কোটী টনের মূলে বৈধী করে। ফ্রেঞ্চ ষ্টুটেরে ইলেকট্রিসাল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ, ইউরোপে দ্বিতীয় বৃহত্তম ধরণের শিল্পসমূহ। ১৯৩১ সালে ইহা ৮টী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত করিয়া নতুনের উৎপাদনের শতকরা ৯২ ভাগ উৎপাদন করিয়াছে। ফ্রেঞ্চ ও ইতালি নিয়ে ইতিমধ্যে ইস্পাত কোম্পানের আকার, বিস্তার, বহুসংখ্যক বৈদ্যুতিক সামগ্রী ও অন্যান্য বাতুসমূহ নির্মাণের নিদারুণ সঙ্কট। আমেরিকা, আর্জেন্টিনা, স্পেন, কানাডা প্রভৃতিতে, আলোর প্রভৃতি দেশ নিয়া ইহার ব্যবসায় পরিচালনা করিত। অন্ধ-নিয়ে ষ্টুটের লাভ-লাভের ওপর কোম্পানের অধীন ১৩৩টী কারখানা আছে।

কেবল কারখানাতেই নয়, অন্যান্য ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও শিল্পসমূহ গঠনে উৎসাহই কম দেখা যায় নাই, সমস্ত যুদ্ধের প্রস্তুতির সময়ে ও অন্যান্য কারণবশতঃ ব্যবসায়ক্ষেত্রে শিল্পসমূহ অধিক হইয়াছিল। জার্মানীতে যুদ্ধপ্রস্তুতির পূর্ব ছিলেন ১৯৩৩ সালে ব্যবসায়ক্ষেত্রে শিল্পসমূহ গঠন করিবার জন্য আইন জারী করা হয়। ফলে ১৯৩৯ সালে মোট বিক্রয়সংখ্যার ২ ভাগ শিল্পসমূহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। মোট মূলধন ১৯৩৯-৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৩৯৯ মিলিয়ন মার্কে দাঁড়াইয়াছিল। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ইলেকট্রিসিটি সেন্টার ব্যুরো কর্তৃক অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমেরিকায় ১৯৩৩ সালের জাতীয়-উৎপাদন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিকভারী এক্ট দ্বারা স্বেচ্ছাকৃতভাবে একচেটিয়া কারবারের উৎসাহ না দিলেও প্রকারান্তরে শিল্পসমূহের উৎসাহদাতা হইয়াছে—প্রত্যেক ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলের তার কোড্ সম্পর্কে নিজেই ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে দিয়াছে। ইটালীতে ১৯৩৯ সালে জাতীয় প্রায় শত

মুক্তমূলার বলেছেন—রূপ সৃষ্টিতে অভিনব দক্ষতা লাভ করেছিলেন ভারতীয় শিল্পীরা। রূপে, রেখায়, রঙ্গে নির্মম পাষাণের বুকেও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা।

ভারতীয় শিল্পীর সেই ঐতিহ্যকে বহন করে নূতন যুগের সামনে নূতনতর রূপ পরিবেশন করাই—

অজন্তা ফিল্ম কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য।

অজন্তা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড

৫নং শঙ্করতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জেনারেল ম্যানেজার :
প্রভাতকুমার ঘোষাল
(মিত্র থিয়েটার্স-এর ভূতপূর্ব ষ্টুডিও ম্যানেজার)

ম্যানেজিং এজেন্ট :
এ, টি, এম, সহিদউল আলম

[illegible] বাজারগুলিকে নিয়ন্ত্রণের [illegible] হয়। আমেরী দেখান ইংলণ্ডের [illegible] একচেটিয়া সমাজতান্ত্রিক (কলিটেনিজম (Jingoistic Monopolistic Capitalism) পুস্তকে দেখিয়াছেন যে, কলকারখানা বিদেশে [illegible] করা হইয়াছে। এই সকল দেশের [illegible] দেখা যাইতেছে যে, একচেটিয়া [illegible] সরকারের নিয়ন্ত্রণের [illegible] তাহারই [illegible] হইতেছে। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, [illegible] আমদানীর আশাই এই সকল নিয়ন্ত্রণের একমাত্র কারণ নহে, একচেটিয়া কলকারখানার [illegible] জন্যই বৃদ্ধি পাইতেছে।

নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন ইংলণ্ডের [illegible] বৈদেশিক [illegible] ইংলণ্ডের [illegible] ব্যবসায়ীরা বিদেশের [illegible] নিজ [illegible] করে। এই নিয়ন্ত্রণগুলি [illegible] অধিকাংশের [illegible] বিভিন্ন [illegible] হইয়া থাকে। ইহার [illegible] বিদেশের [illegible] বিদেশে [illegible] দেয় এবং [illegible] [illegible] [illegible] করিবার [illegible] [illegible] [illegible]

আছে সেখানে। ১৯০০ সালের শিল্প-সম্প্রসারণ কালে আমাদের বিদ্যুৎ-শিল্পের জন্মেই রচিত হইতে থাকে। ১৯০০ সালে আমেরিকায় মোট ৩৫ মিলিয়ন ছিল, কিন্তু ১৯০৮ হইতে ১৯১৮ সালের মধ্যে উহারা দ্বিগুণীকৃত হইয়া ৭৩মিঃ দাঁড়াইল হয়। বিখ্যাত এ, ই, জি (জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী) তাহার সৃষ্টি করিল। এই আমে স্থাপিত হইয়া সেবার সাথে ৮০০টি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। ১৯০৭ সালে আর্থিক ও ব্যবসায় সঙ্কট দেখা দিলে পৃথিবীর বাজারে বিদ্যুতের চাহিদা কমিয়া যায়। আমেরিকার জি, ই, সি, সাইমন আমেরিকা ও জার্মানী। জার্মানীর এ, ই, জি-র আসে পরিচালক আইবা, মাসিয়া, এলাস্ট, জেনারেল, ফাইবেলাড, ফুরক ও ব্রাউনবোভেরি প্রভৃতি। বর্তমান বৈদ্যুতের প্রাণাধারে এইরূপ আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গড়িয়া তোলা হইয়াছে, ইহা সর্বত্র আছে, তবে জার্মেনী ও আমেরিকা পরিচালনা করে। আমেরিকার জি, ই, সি-র আসে

ব্রহ্মদেশ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ

নিরঞ্জন ঘোষ

দাম্ভা ভাষাদের দুর্বা আজ অন্তর্যামী। ভারতের মহা-এশিয়ার খুব ভাঙছে আজ। 'পূর্বদিগন্তে' সোনার ও লালসের লালা খেল হয়ে এল। সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ লিপ্সা প্রভাবের সমুদ্রকূলে, এক হাতে বিদ্যা ও সভ্যতার মশাল জ্বালিয়ে, আর এক হাতে বন্দুক-বেয়নেট নিয়ে, 'অসভ্য' এশিয়াকে ওপনিবেশিক "দুনিয়া" ইংরেজ-শাসকদের আলোয় বিভাসিত করবার প্রয়োজন নিয়ে বিরেছে। মহা-এশিয়া আজ অগ্নিমান আলোক-উদ্ভাসের সন্ধান পেয়েছে আজ। সেই ঐতিহাসিক আলোক-স্পর্শে আজ ভারতবর্ষ জাগছে, ইন্দোনীন, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া সুপ্তোত্থিত আজ হয়েছে। আজ বোম্বাই, দিল্লী, রেঙ্গুন, কুয়ালা-লামপুর, সিঙ্গাপুর, ব্যাটেভিয়া সবকীতনের ঝঙ্কারে মুখরিত। এশিয়ার এক প্রান্ত থেকে আজ এক প্রান্ত পর্যন্ত আজ মুক্তমুক্তির সুরীভূত বিশ্বাসের বহ্নি জ্বলিয়া উঠছে। সাম্রাজ্যবাদীরা সন্ত্রস্ত। সাহসে-শিহরে আসে-পাশে তবু সীমাহীন বিভীষিকার মরুভূমি। আমার মরজানের অস্তিত্ব সেই মোনাকো, মোনাসিয়ে।

তবু ইন্দ্রিয়ানের ছায়া বুঝিয়ে আমার সেই সুবাসিত পথের ঠিকে দিয়ে ঐশ্বর্যলুব্ধ আজে ছায়ু করার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীদের ভ্রুকুটি ও ভালবাসির আর শেষ নেই। চাল না চলতে একটাও মসুল নয়, মহ পুরাতন চাল। তবু পুরাতন নয়, সনাতন। আজ সাম্রাজ্যবাদীরা লন্ডন থেকে দিল্লী, মোম্বাসা থেকে ব্যাটেভিয়া পর্যন্ত, পেটকেলিয়ন ক'রে "স্বাধীনতার" ফুলঝুরি নিয়ে "কিনি" ক'রে বেড়াচ্ছেন। ফাঁকা-বোমা ফাটিয়ে-ফাটিয়ে আজ "স্বাধীনতার" সেই চটকদার ফানুস থেকে এক শ্রেণীর সাম্রাজ্য-বিষুখ "আমারকোলীর" রাজনীতিক এবং অর্থনৈক মুনাফাশোষী সুবিধাবাদী ভদ্রলোকদের মাতাচ্ছেন। ফলও যথেষ্ট স্বাভাবিক, আমরা তাঁরা ভারতের "সেই ব্রহ্মের ছেড়ে ভাগা ভাগা ভাগা", সে-ব্রহ্মের তাঁদের কিছু থেকে টলাবে নেই। আমরা 'স্বাধীনতার' কীর্তন-ভজন সাম্রাজ্যের ভিতরেই তাঁরা করে করবেন। ফলাফলের পরাধীনতার ঝোল খেয়ে খেয়ে ক'রে, ভারোয় সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করবার বিশেষ তাঁদের "ডেমক্রেসি-সার্টিফিকেট" মেলে মেই। কিন্তু এই শ্রেণীর ঝোলাবের অভিজ্ঞতার অনুযায়ী ইতিহাসের গতিকে থামিয়ে চলে না। তার জন্যে প্রয়োজন হয় জনসাধারণের সমগ্র সাম্রাজ্যের, অর্থাৎ গণ-সাম্রাজ্যের। "গণ-সাম্রাজ্য" এই আমার-ঝোলাবাদীদের ও ফুলুক-পর্যটকদের কাছে 'বিভীষিকা' মাত্র। আজ এশিয়ার আকাশে দর্শনে এই 'গণ-সাম্রাজ্যের' বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তাকে রুদ্ধ পাষেন যেমন ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদীরা, তেমনি বিলাসী ফেলেস্রেমিকরাও। সাম্রাজ্যবাদীদের আজ তাই আলোয় ফলার ঐতিহাসিক অভিযান করেছে। কিন্তু আঁধারে ফিরতি নেই। শ্রেণী স্বার্থীনতার পরাধীনতার ফেলো ও আমি খুব বেশি বাঁচবে না। "আইনিয়া" তার সাম্রা-সবাজের চটকদার 'খুলি' মাত্র হয়।

"Freedom is more than a word,
more than the base coinage
Of statesmen, the tyrant's
dishonoured cheque,
Or the dreamer's mad inflated curtesy".
(C. Day Lewis)

"স্বাধীনতার" যে পরিচয়টা নিয়ে বৃটিশ প্রতিনিধিরা আমাদের দেশে এসেছেন, সে হ'ল সভ্যতার সাম্রাজ্যবাদের আত্মরক্ষার চুক্তির চেয়ে বড়। সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা প্রাচীন ও অভিজ্ঞ। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ বা আমার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। সমস্ত বৃটিশ জাতির জীবনীশক্তি এই তাদের, ব্রহ্মদেশ ও মালয়ের মাটি থেকে শোষণ করা হয়। ব্রহ্মদেশ বা মালয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁদের ভদ্রতা ও সহযোগিতার যে পরিচয় দিয়েছেন, এরকম আচরণ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তাঁরা পরিচয় দিতে পারেন বলে মনে করার কিছু নাই। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেই "সহযোগিতা" আজ কিছু বৃটিশের প্রকৃতি হয়ে উঠেছে। কারণ 'ভারতবর্ষ' বৃটিশ শোষকদের স্বর্ণলঙ্কা বলেই আজ পৃথিবীতে বৃটিশ জাতির এত লক্ষ ও এত লক্ষিত গৌরব। সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধিনি মিঃ উইন্সটন চার্চিলের স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করছি :

"The loss of India, however ari-sing, would be *final and fatal* to us. It could not fail to be part of a pro-cess which would reduce us to the scale of a *minor power*... We have forty five millions in this Island, a *very large proportion of whom are in existence* because of our world posi-tion, economic, political, imperial. If, guided by counsels of madness and cowardice disguised as false benevolence, you troop home from India, you will leave behind you what John Morley called 'a bloody chaos'; and *you will find famine to greet you on the horizon on your return.*

(Churchill's Speech at Manchester, January 30,1931.)

চার্চিল সাহেব অনুবাদ : "ভারতবর্ষ আজ আমাদের চরম সর্বনাশ হবে। আমরা একটা ক্ষুদ্র শক্তিতে পরিণত হব। আমাদের এই দ্বীপে (গ্রেট বৃটেন) আজ ৪ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের বাস এবং তাদের অধিকাংশের অস্তিত্ব নির্ভর করছে, পৃথিবীব্যাপী আমাদের এই অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের উপর। ভারত ত্যাগ করে আমার পরিকল্পনা উন্মাদনার ছদ্মবেশে পাগলামি ও কাপুরুষতা মাত্র। এই পরিকল্পনা যাঁরা করছেন তাঁদের জানা উচিত যে, ভারত ত্যাগ ক'রে যখন তাঁরা স্বদেশে ফিরে আসবেন তখন দেখবেন দুর্ভিক্ষ তাঁদের সাদর অভিনন্দন জানাবে।"

চার্চিল সাহেব মিথ্যা কথা বলেন নি। তৎকালীন সোভাগ্যের স্বর্ণলঙ্কাটিকে রক্ষা ক'রে তিনি এই সভ্যতাগর্বী ঐশ্বর্যকে অবেষ্টিলেন এবং সেখানে বৃটিশ প্রতিনিধিরা সভ্যতাকামে পালন করেছিলেন। বর্তমানে আমার সেই প্রতিনিধিরা বৃটেনের পালন করেছেন। সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যবসায় তাঁরা সর্বনেশাই ধ্বংস ক'রে চলেছেন। ঐশ্বর্যিকেনিক ক্ষেত্রেও তাঁরা চার্চিল সাহেবের সতর্কবাণী ভুলছেন না। তাই এখানের

অগ্রগতির পথে——

ফোন : কলিকাতা ৪৪৭৭

ইণ্ডিয়ান ক্রিসেণ্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

এত অল্প সময়ে এত দ্রুত উন্নতি লাভ
ভারতীয় Banking-এর ইতিহাসে
সত্যিই এক অভিনব ঘটনা।

তা ছাড়া আপনার সব রকম
অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান
এখানে বিনা অর্থ ব্যয়েই সম্ভব।

ইণ্ডিয়ান ক্রিসেণ্ট ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৫, বর্মণজা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এ, টি, এম, সহিদউল আলম,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার।

তাঁরা সেই বহু পুরাতন পরিচ্ছদ সযত্নে ভাঁজ করেছেন। সেই "বাজার," "শিল্পায়ন" ও "হিন্দুস্থানের" বেকনীতি, সেই অর্থ-নৈতিক শোষণ-নীতি আজও তাঁরা বিস্মৃত হননি। এই দুই নীতিই তাঁদের তথাকথিত "স্বাধীনতার" পরিচয়নার ভিত্তি। এর সঙ্গে, সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া আর একটি নীতিও তাঁরা যোগ করেছেন। এই তৃতীয় নীতি "লোকিয়েই-বিরোধিতার" নীতি। এই তিনটি নীতিই হবে বিদেশী প্রভাব সম্বন্ধে। এই শতাব্দীর ইংলণ্ডের জন্য, যার উপর বৃটিশ রোজাপিতা ঔপনিবেশিক স্বাধীনতার নৌকা পাঠাবার পরিচয়না করেছেন।

কিন্তু বৃটিশ পার্লামেন্টের "তাৎক্ষণিক স্বাধীনতার" পরিচয়না নিয়ে এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যে আমরা ব্রহ্মদেশের সমস্যা এবং তার সাম্রাজ্যবাদী সমাধানের সম্বন্ধে আলোচনা করব। তারপর ভারতবর্ষ থেকে ধনিজ ব্রহ্মদেশ পৃথক হয়ে গিয়েছে এবং তার ফলে রাষ্ট্রীয় সত্তা স্বীকৃত হয়েছে, তা'হলেও 'ব্রহ্মদেশকে' আর কিছু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা যায় না, করা উচিতও নয়। যে-কোন 'স্বাধীনতার' পরিচয়না নিয়ে বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলেরা ভারতবর্ষে আসুন না কেন, তারপর-সাল (এবং কি এমনও ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা চলে) ব্রহ্মদেশ তার মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করতে পারবে না। সেইজন্য আমাদের আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মদেশ। বৃটেনের' অর্থ-নৈতিক শোষণ-নীতি এবং বেসরকারী শাসন-নীতি ব্রহ্মদেশে কেমনভাবে প্রযুক্ত হয়ে উঠেছে, আমরা ভারতবাসীরা আজ তা একেবারেই উপেক্ষা করতে পারি না। তাই আলোকে আমরা আমাদের অদূর-ভবিষ্যতের রূপ অনেকটা স্পষ্টভাবে দেখতে পাব।

ভারতবর্ষ থেকে ব্রহ্মদেশকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু কোন উদ্দিষ্ট কার্য করার জন্যে বিচ্ছিন্ন করেন নি। মিঃ বিটেন্স বলেছেন, "economic as well as strategic considerations played an important part in the British Government's decisions to detach Burma from India..." ('Industrialisation of the Western Pacific' By Kate L. Mitchell, P. 190). এছাড়াও, অর্থ-নৈতিক কারণেই ভারতবর্ষ থেকে ব্রহ্মদেশকে বৃটিশ শাসকরা বিচ্ছিন্ন করেছেন। এই বিচ্ছেদের ফলে ভারতবর্ষ তার অরণ্য-সম্পদের শতকরা ৮৫ ভাগ, রবারের ৯৯ ভাগ, চালের ১৮ ভাগ, পেট্রলের ৬৮ ভাগ, রপ্তানির ৯৯ ভাগ এবং সম্পূর্ণভাবে টাঙ্গষ্টেন, সিসা, বাং, সীসা ও এ্যান্টিমনি থেকে বঞ্চিত হয়েছে (Foreign Commerce Year Book, 1938, P. 311)। কিন্তু বিচ্ছেদের ফলে মোট রপ্তানিতে মাত্র শতকরা ৪ ভাগের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভারতবর্ষ। সুতরাং ভারতবর্ষের যে কি স্বার্থ ক্ষতি হয়েছে তা সহজেই বুঝা যায়। লাভ হয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের। তাঁরা ব্রহ্মদেশকে সাক্ষাৎভাবে বৃটিশ ও পোষণের "মনের মতন" পরিণত করেছেন। তাছাড়া, যদি ভোমিনিয়ন এই সমস্যার ঔপনিবেশকতিকে তাদের স্বাধীনতার আলোকের পরিণামী হয়ে ওঠে, তা'হলে এক-একটি করে সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে সমস্যাদের সুবিধা হবে। যেমন, ভারতবর্ষকে যদি শোষণ ও পোষণের ব্যাপারে কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে হয় অর্থাৎ ইম্পিরিয়াল বিমানপথ ও মুক্তিপথিতের সঙ্গে যদি আপোষ-রফাই করতে হয় (করতে হ'বে), তা'হলে যাতে আর একটুকুও না দিয়ে তাঁরা ভারতের কাছে যেসব দাবী এইমাত্র করা হয়েছে। সম্প্রতি তার লক্ষণ আরম্ভ হয়েছে। ব্রহ্মদেশ ও বাংলার ক্ষেত্রে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের যে মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে তা অত্যন্ত স্পষ্টের ও দুর্ভিসন্ধিপূর্ণ। ব্রহ্মদেশের ক্ষেত্রে তাঁদের নীতি হচ্ছে ঔপনিবেশিক শিল্পের প্রসার কিছু নয়, আর কিছুই নয়। আর তাই যদি হয় তাহলে ভারতবর্ষই বা তথাকথিত পূর্ণাধিকার বৃটিশ শাসনতন্ত্রের কাছে প্রত্যাশা করতে পারে তা আমরা ভাবতে পারি না।

ব্রহ্মদেশে বৃটিশ শাসন-নীতি

১৮৬৩ সালে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁর তাঁদের উদ্দেশ্য "সফলভাবে অর্জন" করা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হন। এই সময়েই একজন বৃটিশ পর্যবেক্ষক ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ব্যাপারে মন্তব্য করার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়। এই পর্যবেক্ষক দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, বৈদেশিক নীতি, শিল্পনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি পরিচালনা করবেন। এর ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে পর্যবেক্ষক মন্ত্রীদের পরামর্শ দিতে বাধ্য থাকবেন মাত্র, তবে ইঙ্গ-ব্রহ্মবিধির ১৩৯ ধারা অনুযায়ী

বগুড়া ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—বগুড়া

কলিকাতা শাখা- ২৩৭নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড।

টেলিফোন—ক্যাল :—১২৩১

● গত কয়েক বৎসর যাবৎ ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইতেছে।

● সুবিধাজনক হারে স্থায়ী ও অস্থায়ী আমানতের সুদ দেওয়া হয়।

● সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মিঃ অশ্বিনীকুমার আচার্য্য, বি-এল.
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মিঃ ধীরেন্দ্রকুমার রায়
সেক্রেটারী।

এজেন্ট কলিকাতা শাখা—
মিঃ শরৎকুমার আচার্য্য, বি-এ।

কমন্স ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

— লিমিটেড —

স্থাপিত—১৯১৩

পি-৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের সিলভার জুবিলী সার্ভিফিকেটে আপনার টাকা খাটাইয়া দ্বিগুণ লাভবান হউন।

বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন।

শ্রীঅশোককুমার সেন রায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ছিলেন যুদ্ধ করলেও তাদের যে, পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা সন্তুষ্ট নয়, তাই'লে তিনি সন্তুষ্ট-চিত্তে নিরপেক্ষতার হাত পাবেন। এই ঘোষণা-পত্রি অনুযায়ীই ব্রহ্মদেশ ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত নীতির অনুসরণ করে। জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার পর ব্রহ্মদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি জাতীয় পর্যবেক্ষণ দাবী করে। কিন্তু বৃটিশ পর্যবেক্ষণ সে-দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। জাপানী অভিযানের মুখে যখন বৃটিশ শাসকদের দেশত্যাগ ব্যবস্থা তাঁদের পরের অবস্থা হয়ে পড়ল এবং জাপানীরা ব্রহ্মদেশ অধিকার করে নিল তখন, বর্মীদের যে কি শোচনীয় অবস্থা হ'ল তা এদেশের লোক প্রায় সকলেই জানেন। সেই সময় ব্রহ্মদেশবাসী এক বিরাট প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে এবং "আন্টি-ফিদেরী পপ-ফ্রীডম লীগ" (Anti-Fascist People's Freedom League) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পপ-ফ্রীডম লীগের সভাপতিত্বের ভার হ'লেন জেনারেল আউঙ সান্। বর্তমান প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল সম্মিলিতভাবে এই "পপ-ফ্রীডম লীগ" গড়ে তোলে। এই দলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, থাকিন পার্টি (Thakin Party) কি ইউনিয়ন লীগ অফ্ বর্মা, কি বর্মা ফেডিয়ন পার্টি, কমুনিষ্টি পার্টি, কি হোপ বর্মা পার্টি, কি ইউনিয়ন ডিফেন্স লীগ ইত্যাদি। সকলের উল্লেখযোগ্য—এই লীগের অধীন সামরিক বাহিনী—"বর্মী জাতীয় বাহিনী" (Burma National Army বা B. N. A.)। এই জাতীয় বাহিনীতে, "টাইমস্" পত্রিকার হিসাবেই, প্রায় ১০,০০০ হাজার সশস্ত্র বর্মী সৈন্য আছে। এই "বর্মী জাতীয় বাহিনী" প্রধান বৃটিশ-অধিকৃত এবং জাপানী অধিকার থেকে বর্মাকে উদ্ধার করতে আছে, তখনকার ও অন্যান্য কোন, বৃটিশ সৈন্যদের যে কতখানি সাহায্য করেছে তা "টাইমস্" পত্রিকার সাম্প্রতিকতার প্রকাশ করা যায়। "টাইমস্" পত্রিকার সাম্প্রতিকতা এই B. N. A. সম্বন্ধে লিখেছেন :—

"...it is doing useful work...Two of its field formations have each more than 500 Japanese dead to its credit. The best work has been in intelligence. More adapted to irregular than regular or formal warfare, its forces have mopped up many small parties of Japanese and brought in a steady flow of prisoners. They have extricated British officers from awkward situations." (The Times: June 1, 1945)

এইভাবে "বর্মী জাতীয় বাহিনী" বৃটিশ সেনা-বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে জাপানীদের কবল থেকে ব্রহ্মদেশকে মুক্ত করেছে। এইভাবে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর সর্বত্র এক করে প্রতিরোধ আন্দোলন পরিচালনা করেছে এবং সেন থেকে জাপানী শাসনকে বিতাড়িত করেছে। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ও বৃটিশ সৈন্যদের ব্রহ্মদেশ ফিরে যাবার পরে বর্মীরা সাহায্য করেনি। তারা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদেশী শোষণ ও দৈন্যদশার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং জাপানী শাসনই একমাত্র বিদেশী শাসন নয়, বৃটিশ শাসনও একই শ্রেণীর বিদেশী শাসন ও শোষণ। বর্মীরা সংগ্রাম করেছে তাদের স্বাধীনতার পূর্ণতম ঘোষণের জন্যে, তাদের মুক্তির জন্যে। তবু জাপানী শাসন-মুক্ত হবার পরে তারা সন্তিয়কার আনন্দের স্বাদ পেলেনি, বৃটিশ শাসন-মুক্ত হওয়ার তাদের উৎসাহ ও আনন্দ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্রহ্মদেশ মুক্তবিহার হবার পর বৃটিশ শাসকরা যখনই তাঁদের ভারতীয় অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও সবলের কথা ভুলে গেলেন। তাঁরা আবার তাঁদের পুরাতন নিয়মনীতি ফিরে চাইলেন। বৃটিশ আন্দোলনের বর্মী জনসাধারণের নেতৃত্ব ও তাদের পুরাতনপন্থী তাঁরা যা দিলেন তা হ'ল অধিকার বৃটিশ শাসন ও শোষণের পরিবর্তন, বৃটিশ অধিপত্য ও শাসক প্রতিষ্ঠার পরিবর্তন।

ব্রহ্মদেশের জাপানী পরিত্রাণ নিয়ে তাঁদের ঘোষণা করলেন যে, যতদূর বিলম্ব ও বিপদের সম্ভাবনাকে সুকৌশলীদের করতে হবে তাঁরা ১৯৪৬-এর মার্চমধ্যে ১৯৪ বার্মা আইনসভা সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব একজন বৃটিশ পর্যবেক্ষণ হাতে থাকা দরকার। এর আর মানেটের অর্থ নয়, ১৯৪৮ সালের নির্বাচনের পরেও এই ব্যবস্থাই বজায় থাকবে—"in the hope that it will be possible by then, if not before, to establish conditions in which a General Election can be held and Government established under normal constitutional methods." অর্থাৎ বৃটিশ পর্যবেক্ষণ মনে করেন যে, ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ১৯৪৮ সালের আগে সাধারণ নির্বাচনের অনুকূল হবে না। ব্রহ্মদেশ জাতীয় সেনাবাহিনী কিন্তু তা মনে করেন না। "পপ-ফ্রীডম্ লীগের" সভাপতি জেনারেল আউঙ সান্ বারবার পর্যবেক্ষণের কাছে আবেদন করেছেন যতদীঘ্র সম্ভব সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্যে। সেদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় বলে এবং তার পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরী বলেই সাধারণ নির্বাচন প্রয়োজন। কারণ এই ঘোষণার জাতীয় সরকার নিজ জনসাধারণের নিকট নিজেদের প্রতিশ্রুতিগুলির রক্ষণাবেক্ষণ দেশের আভ্যন্তরীণ ও আর্থনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে কথা বলতে পারেন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বর্মীদের এই দাবী অগ্রাহ্য করেছেন এবং "আন্টি-ফিদেরী পপ-ফ্রীডম লীগ" নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার করেছেন কি। অথচ ব্রহ্মদেশের এই পপ-ফ্রীডম লীগ সম্বন্ধে "টাইমস্" পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন :

"The A. F. O is almost the *only political force to be reckoned with* in the coming months. The old politicians, a corrupt, self-seeking lot, are discredited and lying very low... Among the members of the Anti-fascist Organisation are probably the most hopeful elements for a new Burma." (The Times: June 1, 1945)

কিন্তু ব্রহ্মের পর্যবেক্ষণ তার কেডিয়াক্ট ভুলে গিয়ে, করলেন কি? তিনি এই পপ-ফ্রীডম লীগের দাবী উপেক্ষা করে, সাধারণ নির্বাচন অধিকার তাদের হাতে তুলে দেবে, তিন তাঁদেরই নিয়ে দেশ-শাসনের ভার চালাচ্ছেন, বর্মীদের মধ্যে যারা, উক্ত সম্পাদকীয়তার ভাষায় 'old politicians, a corrupt, self-seeking lot, তাঁদেরই নিয়ে একদল কর্তৃপক্ষীয় সৃষ্টি এক বিপ্লবি প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "বৃটিশ পর্যবেক্ষণের কাছে এখন আর আমাদের বেশী কিছু দাবী করা উচিত নয়, স্বাধীনতা একবারে আমরা সেরেই নিয়েছি। পর্যবেক্ষণের উপর কোনরকম চাপ দেওয়া বা আন্দোলন করা এখন, আমাদের মধ্যে অন্যায়।" এই নির্লজ্জ উক্তির কোন জবাব নেই। ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারেও কি আমাদের অনুরূপ কোন বিবৃতি পাঠ করতে হবে অদূর-ভবিষ্যতে? বাস্তবিকই আমার বলি, "ঈশ্বর জানেন।"

ব্রহ্মদেশে বৃটিশ শোষণ-নীতি

সাম্রাজ্যবাদী শাসন-নীতির পরিচয় হ'ল শোষণ-নীতি। শোষণ-নীতি অনুযায়ীই শাসন-নীতি প্রবর্তিত হয়ে থাকে। তাই ব্রহ্মের বর্তমান

ভারতীয় বস্ত্র শিল্পে বাংলার যে স্থান অধিকার করা উচিত ছিল—আজও তা করেনি।

আমরা বিশ্বাস করি যে সুযোগ এবং সুবিধার (কোন অভাব না থাকা সত্ত্বেও যে বাংলা আজ পিছনে, তার কারণ সত্যিকারের উদ্যমের অভাব।

নবীনের উদ্যম আর প্রবীণের অভিজ্ঞতা এই দুইয়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলো—

পাকিস্থান কটন মিলস্ লিঃ

৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সেক্রেটারী :
খাঁন বাহাদুর
ইউসুফ হোসেন চৌধুরী,
এম-এল-এ

ম্যানেজিং এজেন্ট :
এ, টি, এম, সহিদউল আলম

হিন্দুস্থান ফার্ম্মার্স

লিমিটেড

রেঃ অফিস :
১০৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চাষ-আবাদ ও জমি উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান।

- কলিকাতা হইতে মাত্র আইল দূরবর্তী সোনারপুরে (বি এ রেলওয়ে) একটি বিরাট ভূখণ্ডে এই কোম্পানী তাঁর নতুন পরিকল্পনা কাজ শুরু করিয়াছে।
- চাষ-আবাদ উন্নয়ন ও অফিস প্রভৃতি ঘরগুলি থাকায় বেশ কলিকাতা হইতে যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকায় স্বাস্থ্যের দিক হইতে স্থানটি অতি উত্তম।
- অংশীদারগণের পক্ষেও পরিকল্পনাটি প্রচুর লাভজনক বলিয়া বোধ হয়।

বাৎসরিক ৭½% সুদে ৩ বৎসরের জন্য
স্থায়ী আমানত
আহ্বান করা যাইতেছে।

ম্যাণ্টার্স সিণ্ডিকেট লিঃ
ম্যানেজিং এজেন্টস্।

মডার্ণ আয়ুর্ব্বেদিক

ওয়ার্কস্ লিমিটেড

ভারতের প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদীয়
প্রতিষ্ঠান

রেজিঃ অফিস :
১৯, ষ্টেশন রোড ঢাকুরিয়া, কলিকাতা।

সেণ্ট্রাল অফিস :
১০৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কারখানা ও প্রধান ফার্ম্মাসী :
ঢাকুরিয়া, কলিকাতা।

এখনও সমমূল্যে শেয়ার
পাওয়া যায়।

বেঙ্গল কটন কাল্‌টিভেশন এণ্ড মিলস্

লি মি টে ড

(স্থাপিত—১৯৬০)

রেজিষ্টার্ড অফিস :
১০৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গাজেন :
বেঙ্গল কটন এষ্টেট,
ত্রিপুরা।

প্রদত্ত ডিভিডেণ্ড

মার্চ, ১৯৪২ - - - - ১৫%
" ১৯৪৩ - - - - ১০%
১৯৪৪ - - - - ১০%
১৯৪৫ - - - - ১০%

মিল :
সোণারপুর,
বি এ রেলওয়ে।

তুলার চাষ-আবাদ ও বস্ত্র বয়নের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে
ইহাই ভারতবর্ষের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

ম্যাণ্টার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড
ম্যানেজিং এজেন্টস্।

রাজনৈতিক অবস্থা মূলধনে ইংরেজ তার অর্থ-নৈতিক অবস্থা কায়েমের উপযোগি করে প্রয়োজন। দৃষ্টিকোণ, অবশ্য ও খনি থেকে কলকারখানা পর্যন্ত সমস্ত বৃটিশ পুঁজিপতিদের মূলধন যে কি পরিমাণে ব্রহ্মদেশে নিজস্ব হোতে রয়েছে তা অবশ্যেরই জানা নেই। এই নিজস্ব উপযুক্ত কেনা কঠিন যদেই আজ পরাধীনতার দুঃখন হিন, তবুও বর্তমানের সঙ্গে এক করিন। অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির এমনই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

১৯১৪ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে ব্রহ্মদেশে বৃটিশ মূলধন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে এবং এখন ছোট বৃটিশ মূলধন প্রায় ৫ কোটি পাউণ্ড হবে। এখানে বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্যে এই বৃটিশ মূলধন এইভাবে খাটছে :

তেল—১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড

অন্যান্য খনি—১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড

কাঠ—১০ লক্ষ পাউণ্ড

ব্যাঙ্কিং ও অন্যান্য বাণিজ্য—৫৫ লক্ষ পাউণ্ড

রবার, চা ইত্যাদি—১৫ লক্ষ পাউণ্ড

("Foreign Capital in S. E. Asia" by H. G. Callis P 105)

এই মূলধনের প্রায় পঞ্চমাংশ ১০ কোম্পানী হ'ল বৃটিশ বা বৃটিশ-নিয়ন্ত্রিত, বাকি সমস্তের অধিকাংশ হ'ল মার্কিন, ডাচ, ফরাসী ও জার্মানীর এবং তার সঙ্গে-ছুঁইই প্রায় মার্কিন ও অন্যান্য ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রিত। বৃটিশ মূলধনের বৈশিষ্ট্য হল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড় বড় বৃটিশ কোম্পানী প্রায় একচেটিয়া অধিকার কায়েম ক'রে বসে আছে। যেমন, "Steel Brothers and Company Ltd."—এই কোম্পানী কেবল কাঠ, চালের কল, কেরোসিন পরিশোধন, রবার, কাপড়ের কল, আবগারী-বন্দরী বাণিজ্য, রেঙ্গুনের মূলধন খাটানো এবং রেঙ্গুন থেকে এই কোম্পানীর মালপত্রের নীচে মূলধন হবে ৫ লক্ষ পাউণ্ড। তেল নিষ্কাশন ও পরিশোধন প্রায় তিনটী বৃটিশ কোম্পানীরই একচেটিয়া ব্যবসা—"The Burma Oil Company", "The British Burma Petroleum Co." এবং "The Burma Shell Oil Storage and Distributing Company of India." সেখানে কোম্পানীর অর্থেক শেয়ার হ'ল "বর্মা অয়েল কোম্পানীর"। এই "বর্মা অয়েল কোম্পানী" বর্মার বাইরে আরও অন্যান্য তেল কোম্পানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, যেমন, "The Assam Oil Company of India", "The Anglo-Iranian Share Trust Ltd"., "The Anglo-Iranian Oil Co." এবং "The Tin-plate Company of India." ইত্যাদী নানীর জীবে বর্মার যে-সব তেলের খনি আছে, তার মালিক এই বর্মা অয়েল কোম্পানী। এ ছাড়া তেলুনে এই কোম্পানীর তেল পরিশোধনের কারখানা আছে। প্রায় ৫০,০০০ শ্রমিক এই কোম্পানীর অধীনে কাজ করে। ১৯৩১ সালে "Oil Field Labour Enquiry Committee"-র রিপোর্টে প্রকাশ যে, খনির শ্রমিকদের বৈদনিক মজুরী হ'ল আট আনা, নদী ড্রাইভার ও ইঞ্জিনিয়ারদের দিন মজুরী পড়ে ১৩/০ এবং ড্রিলার মিস্ত্রীদের ১৫/০ আনা। তেল ব্যবসায় বর্মার অন্যান্য খনিজ শিল্পের এক-চেটিয়া মালিক অনেকগুলি বৃটিশ কোম্পানী, তার মধ্যে প্রধান হ'ল "The Burma Corporation Ltd." এবং এই কোম্পানীকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধনী ও শীসার মালিক বলা যায়। এর মজুর খনিজের পরিমাণ প্রায় ৩,৭০০,০০০ টন (১৯৩৯) এবং খনিজের দামী ধাতুর সংমিশ্রণের পরিমাণ হ'ল : সীসা—২৪'৭%, দস্তা—১১'১%, তামা—০'৮৭% এবং রূপা ১৩'৭% অর্থাৎ সমস্ত সীসা, রূপা, দস্তা, তামা, সিকেল ও কোবা বছরে-লাভ অক্সাইড থেকে উৎপন্ন হয় এবং এ অঞ্চলের মালিকানা "বর্মা কর্পোরেশন লিঃ"-এর একারই বলা চলে। এর (Tin) ও টাংষ্টেন বর্মার খনিজ সম্পদের হয়ে অন্যতম। এই ধাতু ও টাংষ্টেন খনিগুলির অধিকাংশই তাভয় ও মার্গুই জেলায় অবস্থিত এবং খনিগুলির মালিক "Tavoy Tin Dredging Corporation", "The Anglo Burma Tin Corporation", The Consolidated Tin Mines of Burma Ltd"., এবং "The High Speed Steel Alloys Mining Company." বলা বাহুল্য, এই কোম্পানীগুলিও বৃটিশ মূলধন-নিয়ন্ত্রিত।

খনিজ শিল্প ছাড়া বর্মার চালের কল, তক্তার কল, তেল পরিশোধন, টিনির কল, কাপড়ের কল ইত্যাদিই প্রধান। মোট কলকারখানার অর্ধেকের বেশী হ'ল চালের কল এবং মোট শ্রমিকের প্রায় অর্ধেক এই চালের কলেই কাজ করে।

	মোট কলকারখানা	মোট শ্রমিক সংখ্যা	চালের কল	চালের কলের শ্রমিক
১৯২৮	৪৬৬	১০১,৫৮৩	৩৩৬	৪৭,৫২৭
১৯৩০	৪৮০	৯৮,৭০১	৩৮৩	৪৯,১৩৭
১৯৩৪	৪৪৮	৯০,৪৭৮	৩০১	৪০,৫৪৪
১৯৩৬	৪৪৬	৮৪,৮৪৯	৩০৭	৪৭,৪৪৫
১৯৩৯	৪৭৪	৮৯,৫০০	৩৪৭	৪৪,৮১৭
১৯৩৮	১,০১৯	৮৩,৫৭৪	৩৮০	৪১,৪৪৪

[তথ্য :—O. H. Spate : "Beginning of Industrialisation in Burma", Economic Geography, Vol. 17, No 1, Jan. 1941.]

এই চালের কলগুলির মধ্যেও অধেকটী বড় বড় কল বৃটিশ মূলধন-নিয়ন্ত্রিত এবং সেগুলি চাষী প্রধান অঞ্চল যেমন, মৌলমেইন, আকিয়াব ও বেসিনের কাছে অবস্থিত।

এইভাবে ব্রহ্মদেশের অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে পর্যন্ত বৃটিশ মূলধনের নিজস্ব প্রাধান্য রয়েছে। বর্মার প্রমশিল্পের প্রগতি এই কারণেই সম্ভব হয়নি, তাছাড়া প্রধান যা কিছু শিল্প তার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বৃটিশ পুঁজিপতিরা উৎপন্ন দ্রব্য ভোগে, বন্দর ও খনির সম্পদের দিকেই সমস্ত দিয়েছেন বেশী। দেশবাসের জাতীয় মূলধন নিয়োগের কোন সুযোগ তাঁরা রেখে দিতে চাননি। বিদেশী বৃটিশ মূলধনই বর্মার খনি, বন্দর ও রেল, বর্মার মাটি থেকে অফুরন্ত সম্পদ ও বাঁচা মাল সংগ্রহ ক'রে অন্যদেশের কলকারখানার চালাবার দিকে, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষ এবং বর্মা ব্রহ্মদেশকে আজও শোষণ ক'রে কোটী কোটী টাকা মুনাফা করছে। বর্মার সমস্ত বৃটিশ সংস্থাগুলির তাই এক মত। তারা পরিষ্কার ক'রে মনে কিনে রাজনীতি তাই তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ব্রহ্মের ইতিহাসের এই আলোকে আমাদের অনুর ভবিষ্যৎ তাই ভুলভাই ভেসে ওঠে চোখের সামনে। চার্চিল সাহেব একদিন খুব ঘুরেই বলেছিলেন : "আমরাবর্ষ যদি আমাদের হাত ক'রে

জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতবর্ষের পশ্চাদ্‌পদতা

আমরা সকলেই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে যখন ১৯৩৮ সালের হিসাব লইয়া সমস্ত জগতে মোট ৩ কোটী ৫২ লক্ষ ৭১ হাজার টনের জাহাজ ছিল। উহার মধ্যে ইংলণ্ডের ১ কোটী ৭৯ লক্ষ ৭৪ হাজার, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ৮৯ লক্ষ ৩৩ হাজার, জাপানের ৫০ লক্ষ ৭ হাজার, নরওয়ের ৪৯ লক্ষ ১৩ হাজার, জার্মানীর ৪৯ লক্ষ ৩৯ হাজার, ইটালীর ৩৯ লক্ষ ৫৯ হাজার, ফ্রান্সের ২৮ লক্ষ ৮১ হাজার, হল্যাণ্ডের ২৮ লক্ষ ৫৪ হাজার, গ্রীসের ১৮ লক্ষ ৩৪ হাজার, সুইডেনের ১৪ লক্ষ ৭১ হাজার, রুমিয়ার ১২ লক্ষ ৭০ হাজার, কানাডার ১২ লক্ষ ১২ হাজার ও ডেনমার্কের ১১ লক্ষ ৩০ হাজার টনের জাহাজ ছিল। এই সমস্ত জাহাজের অধিকাংশ পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশের জাহাজের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ টনের কম এবং ভারতবর্ষের জাহাজের পরিমাণ ছিল মাত্র ১ লক্ষ ৪৯ হাজার টন—সমস্ত জগতের জাহাজের ০'৫০ ভাগ।

দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা

ঈশ্বরপ্রসাদ রায়

ইতিহাসের অতি প্রাচীনযুগ হইতে 'অভাবের অভিশাপ' বলিয়া যাহাকে মানুষ চরম দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিয়াছে, 'অভাবকে বরণীয়ের সমাজ' এই পরম সত্যের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুর্বল কখনও আত্মাকে—জীবনের পরম আনন্দকে উপলব্ধি করিতে পারে না। দুঃখ-পরিহার, ভোগলোলুপ শক্তিশীলের জীবনকে নিরুদ্বিগ্ন করিয়া তোলে, আত্মবঞ্চনার আমরা প্রতিনিয়তই প্রতি মুহূর্তেই তাহা অনুভব করিতেছি। আমরা পশ্চিমীয় মনিষাই আমাদের অন্তর্গত প্রবিণেন্দ্রিয় শত-সহস্রীর চিত্ত হাতে উন্মত্ত হইয়া উঠে না, বুকের রক্ত শুকাইয়া যায়, কখনও ভলাতাকে, কখনও অতি প্রাণের লক্ষ লক্ষ নরনারী অপরিসীম দুর্ঘটি ভোগ করে। আবার মানুষের আনন্দ হত স্পর্শে এই সকল অকূল ও অফলাকে যে কিরূপ শস্যশ্যামল হইয়া উঠে, সাহারার মরুর মূলাধিনী বন্যার মধ্যেই চিরকাল খনিয়া তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু প্রতিভাবের কোন আবহাওয়াই এই পরাস্ত হয় নাই। নদী উন্নয়ন সমস্যা বাংলার সকল অঞ্চলেই দেখা দিয়াছে, কিন্তু সকল অঞ্চলের সমস্যা একরূপ নয়। পশ্চিম বঙ্গের বন্যার বিস্তারের সমস্যা শুধু বাংলার অন্যান্য অঞ্চল হইতেই পৃথকই নয়, আমাদেরকে এই সমস্যা অন্যান্য প্রদেশ হইতেও জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। সমস্যাসমূহ: অন্যান্য সমস্যা দেখা দিয়াছে সাহারার মরুতে লইয়া। আমাদের অন্য বাংলার নদনদীগুলির মধ্যে বোধ হয় সাহারার সহরী সর্বাপেক্ষা অধিক আশিষ্টাচারী হইয়া উঠিয়াছে। এই স্বীকৃতির ধীরে আসিয়া ইহার জন্য প্রয়োজনও নাই। এইজন্যই যাবতীয়কে অনেকে 'অভয়াদের দুঃখন' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা যাতীত নদীর উপরোপরের উপরভূমি অঞ্চলের অনেক কাটিয়া অধিক পরিমাণে জমি চাষআবাদ করায় ফলে বর্ষার সময় সাহারার সহরে জলপ্রবাহ পূর্বাপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি বন্যোরের বন্ধ নিয়ন্ত্রণ এবং সাহারার অববাহিকার উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গের 'সাহারার উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা' গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্বে সাহারার নদ, উহার অববাহিকা এবং অঞ্চলের অন্যান্য নদনদীর বিভিন্ন পরিচয় প্রদান করা প্রয়োজন।

অজয়, সাহারার, বক্রেশ্বরী, কপিলাক্ষণ, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদীগুলির সাথে আমরা সকলেই আসি। ইহাদের উৎপত্তিস্থান ছোটনাগপুরের পাহাড় অঞ্চল। উহাদের জলপ্রবাহ প্রধানত বর্ষার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। [illegible] হয় না। ইহাদের জলপ্রবাহের পরিমাণ সমস্ত বছর ধরিয়া সমান নয়। বর্ষাকালে ইহাদের জলপ্রবাহ বর্ধিত হয়। বর্ষার শেষে [illegible] ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যায়। এই [illegible] উৎপত্তিস্থল পাহাড়ী অঞ্চলে এবং উহাদের অববাহিকার বর্ষার প্রথম বারিপাতে নদ-নদীগুলির জলপ্রবাহকে বিপুলভাবে বর্ধিত করিয়া দিয়া অকূল সাগর প্রান্তরে ঢালাইয়া দেয়। ফলে ফলে নদীর—বিশেষ করিয়া সাহারার অনেক স্থানে মাঝে মাঝে জলোচ্ছ্বাস প্রবল আকার ধারণ করে এবং প্রভূত সম্পত্তি-নাশন করিয়া থাকে। অতিবারিবাহার সংযোগের বন্যাই যে ধ্বংসকার অভিযোগ করিয়াছে তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পশ্চিমবঙ্গের নদনদীগুলির উৎপত্তিস্থলের বহু অঞ্চলেই ময়না, লৌহ, তাম্র, অভ্র, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতির খনি রহিয়াছে। ছোটনাগপুরের বিস্তীর্ণ বনভূমিও এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই বনভূমিতে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা উৎপন্ন হয়। এই সকল নদ-নদী উৎপত্তিস্থলের পাহাড় অঞ্চল ও বনভূমির ময়লা মিশা প্রবাহিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে এবং অবশেষে তাম্রলিপ্তী ও হুগলী নদীতে পতিত হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে প্রায় তিন শত মাইল দূরে পাকাপাড়া জেলার জৌগী শাহর একটি কুদ্র রেলস্টেশন আছে। এই স্টেশন হইতে মাত্র মাইল দুই-দক্ষিণ সাহারার তীরে ছিন্ন হাজার দুই উচ্চ পক্কীর অবস্থান-সম্পন্ন একটি পাহাড়ের উপর হইতে একটি কুদ্র ঝরণা-নদী কলকল্লোলে জলপ্রপাতের আকারে পাঁচ শত ফুট নীচে আসিয়া পড়িয়াছে। এই পাহাড়ী ঝোড়ঝিনীটির নাম লোধাপাহাড়ী। উহাই সাহারার নদের উৎপত্তিস্থল। সাহারার এই উৎপত্তিস্থল হইতে দক্ষিণপূর্বমুখী হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে এবং আসানবেহোলের দক্ষিণে বরাকর নদীর সঙ্গম-স্থলে সুরধুনী হইয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। অঞ্চলের বর্তমান নদ পশ্চিম সাহারের এক পূর্ব-মুখী হইয়াই প্রবাহিত। বর্তমান নদের প্রবাহটি সাহারের এক দক্ষিণপূর্বগামী হইয়াছে এবং পরে দক্ষিণবাহী হুগলী নদীর যোড়শাল বালেশ্বরপুরে আসিয়া পড়িয়াছে। মাঝিল মুলুকাদ্রের চৌগিটি নদীর নদ ইহাদেরই অর্ধচন্দ্রাকৃতি বন্ধিমে দেখা যায়। পূর্বকালে সাহারের, অজয়, কপিলাক্ষণ প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদীগুলির প্রবাহ অনেকদূর অগ্রসর হইয়া, বাহীবর প্রভৃতির সহিত একে-বারেই যে মিশিত না তাহা নয়। কিন্তু বলা হইতে এরূপটা সুলভও পাওয়া যাইত। বন্যার জলে বাহিত পলিমাটী পড়িয়া একদিকে যেমন ভূমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিত, আর একদিকে বন্যার জলে বিরোধ হইয়া বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল স্বাস্থ্যকরও হইয়া উঠিত। বস্তুতঃ, বর্তমান বিজ্ঞান এক সময়ে বন্যাপ্লাবন অঞ্চল বলিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন হইল ইংরেজির শাসনকালে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম রেলপথ নির্মিত হইল এবং প্রাদেশিক রাজপথ (Provincial roads) গঠিত হইতে-লাগল করা হইল। পরে বন্যার জলোচ্ছ্বাস যেমনের ও রাজ-পথের অনিষ্ট-সাধন করিতে এই আশঙ্কায় পথপার্শ্বে বাঁধের ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন। বাঁধ সম্বন্ধে ইতিহাস এখানে আলোচনা করিবার স্থান আমরা পাইব না। কিন্তু বাঁধের ফলে যে সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৮৫৫ সাল হইতে ১৮৬৯ সালের মধ্যে সাহারার সহরে বাঁধ-নির্মাণ এরূপ শেষ হইয়া যায়। ১৮৬৯ সালের বর্ষাকালে অতের প্রথম প্রকোপ দেখা দেয়। এই সময় 'বর্ধমানের বিলাপে' বাংলা প্রাচীন সাহিত্যিকের আক্ষেপে উহা বাংলেরিয়া নাম দ্বারা আখ্যা দিয়াছিল। ১৮৬৫ সাল হইতে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রবলভাবেই চলিয়াছিল। এই অতে বর্ধমানের বিস্তারের সাথে এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ম্যালেরিয়া অতের এই প্রথম প্রাদুর্ভাবের কারণ অনুসন্ধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে মেডিকেল কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রিপোর্টে বাঁধের ফলে সাহারের স্বাভাবিক জলনিকাশ বন্ধ হওয়াকেই এই মহামারীর কারণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বাঁধ-নির্মাণের বেশ কয়েক বছর পর হইতেই বর্ধমান জেলা অস্বাস্থ্য-কর স্থানে পরিণত হইয়াছে। বাঁধ-নির্মাণের ইহাই অবশ্যম্ভাবী প্রথম ফল। সাহারের বাঁধ নির্মিত হওয়ার পর হইতে কাঞ্চড়া ও হুগলী জেলার উপর দিয়া বাকা, বেলেল, মুণ্ডী, সরস্বতী প্রভৃতি সাহারের শাখানদীগুলি সাহারের অনেক বন্যার জল হইতে বঞ্চিত হইয়া ছাড়িয়া-বঞ্চিয়া বিস্তৃত। বাঁধের বন্যুরী অভিশাপী পড়ি অনেই প্রথমে হইয়া উঠিতে লাগিল। বাঁধের ফলে সাহারের জলোচ্ছ্বাস সহজে কৃষ্ণাবী হইয়া উঠিতে পারে নাই। ফলে অন্যান্য জলের সহিত মিশ্রিত পলিমাটী বিস্তারিত সাহারের বাহুপথেই সঞ্চিত হইতে লাগিল। নদীর গাত্রদেশ ক্রমশঃ উচ্চ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বন্যার উপত্যকা ভাসত (Levee)। ক্রমশঃ উচ্চ হইতে লাগিল। সুতরাং নদীর জল যাহাতে বাঁধ উপচাইয়া প্রবাহিত না হয়, তজ্জন্য সাহারের ফলের বাঁধকেও উচ্চ হইতে উচ্চতর করা হইতে লাগিল। এদিকে নদীর জলের পলিমাটী হইতে বঞ্চিত হইয়া তীরবর্তী অঞ্চলের উর্বরতা-শক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল এবং একদিকে সাহারের গাত্রদেশ ক্রমশঃ উচ্চ হওয়ায় এবং তীরবর্তী অঞ্চল পলিমাটীর অভাবে উচ্চ হইবার সুযোগ না পাওয়ায় সাহারের গাত্রদেশের তুলনায় তীরবর্তী অঞ্চল নীচু

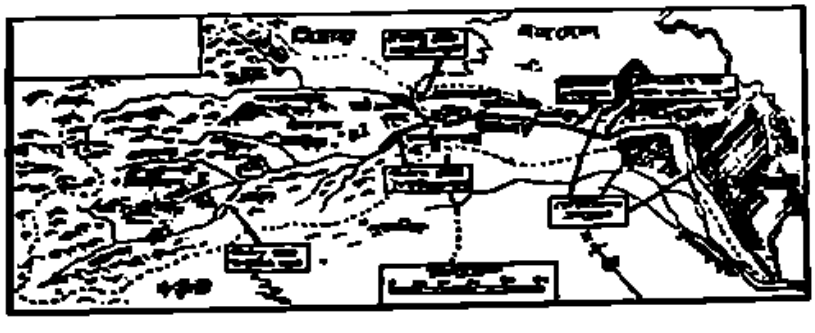

হইয়া পড়িল। ইহার পরিণাম ভীষণভাবে অনিষ্টকর বিদ্যুৎ হয় নাই। বাস্তবক্ষেত্রে অবশ্য উহা এত খুব মারাত্মক অবস্থাই করা হইয়াছে। কিন্তু দামোদরের অতিবর্ষণ অবশ্য উহা হওয়ার এবং নদের উৎপত্তিস্থলের অরণ্যসমূহে অবশ্য কাটিয়া অধিকতর পরিমাণে চাষ আবাদ আরম্ভ হওয়ার পর্যন্ত সময়ে অবস্থার পরিমাণ অধিকতর বর্ধিত হইয়া বন্যার বেগও অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দামোদরের বন্যা অবশ্য অবশ্য প্রতি বেসরকারী ছয় লক্ষ ঘন ফুটেরও অধিক অবশ্যই লইয়া বেসরকারী বার-তেরো ফুটের অধিক বেগে প্রবাহিত হইবেও দেখা বিয়াছে। দামোদরের বন্যা প্রতি বৎসরই কিছু না কিছু ক্ষতি করিয়া থাকে। কিন্তু ইংরেজ ও ফরাসীদের অধিকারের সময় ১৮৭৩, ১৯১০, ১৯১৭, ১৯৩৪, ১৯৪৭ এবং ১৯৪৩ সালের দামোদরের বন্যা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

দামোদর-এর যে ধ্বংসলীলা সারা অঞ্চল ভাসাইয়া বন্যার প্রবল জলোচ্ছ্বাসের অবশ্যই—তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বন্যার এই প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মূলে রহিয়াছে—বাঁধ। দামোদরের বন্যার ফলে দেশের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে এবং জনসাধারণের মধ্যেও প্রবল আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সন্দেহের নিকট প্রতিবাদের দাবী জানাইবার তাহারা জন্মই আছে। সন্দেহের দৃষ্টি যে এদিকে আকৃষ্ট হয় নাই, তাহা নয়। কিন্তু এতদিন শুধু বাঁধ-রক্ষার দিকেই সরকারী মহলে প্রচেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছে। ১৯৩৩ সালের বিধ্বংসকর বন্যার পর ৭৭ লক্ষ লোকের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং আবেদনপত্র বাংলার গভর্নরের সহিত লর্ড রোনাল্ডসের নিকট দাখিল করা হইয়াছিল। এই আবেদনের মূলে বন্যা-সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের লইয়া সন্দেহ একটি কমিটি গঠন করিবার দাবী করা হইয়াছিল। বাঁধ নাকি বন্যার প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার বিশেষই দাবিল করেন। কিন্তু কার্যতঃ ফল কিছুই হয় নাই। ১৯৪৩ সালের বন্যার স্থায়ী সমিতিকারের উপায় নির্ধারণের জন্য ১৯৪৩ সালে বাংলা সন্দেহ আবার একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে সুখকরভাবে এখানে আলোচনা করা সম্ভব হইবে না। সন্দেহের ৬ কোটি টাকার অবশ্য সরকারীগুলি বিহার প্রদেশ হইতে উদ্ধার হইয়া বাংলার প্রদেশে করিয়াছে। সুতরাং বিহার প্রদেশের সহযোগিতা ব্যতীত দামোদর নদ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। টেনেসি নদী অথরিটি যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য লাভের ফিরিয়া বিহার প্রাদেশিক সরকার সম্প্রতি 'টেনেসি অথরিটি পরিকল্পনা' অনুসরণেই কার্যে পরিণত করা হইয়াছে। সুতরাং মাত্র দুইটি প্রদেশের ফিরিয়া লইয়া প্রবাহিত দামোদর নদ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা অসম্ভব কাজ বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।

সেচসংক্রান্ত সমস্যা বিহারেই প্রাদেশিক বিশেষ-ভাবে। বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের মধ্যে সেচ সংক্রান্ত ব্যাপারে মতভেদ বা সমস্যা সৃষ্টি হইলেই শুধু কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট বীমাবাবার জন্য হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। সেচসংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট যোগদান করিতে পারেন না। অবশ্য বিভিন্ন প্রদেশ বা প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট মধ্যে মতভেদের ফলে সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা ব্যাহত হইয়াছে,—এইরূপ দৃষ্টান্ত যে নাই তাহা নয়। যেমন, সাহাজ, মহীসুর এবং হায়দরাবাদ গভর্নমেন্টের মধ্যে বীমাবাবা। ইহাদের কৃষ্ণকরা-পরিকল্পনা গৃহীত হইবার প্রায় তিন বৎসর অতিরিক্ত হইয়াছে। এই প্রদেশের আন্তর্জাতিক সমস্যা সেচের জলাধারকে যাহাতে ব্যাহত না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা লইয়াই অসুবিধা হইয়া উঠিয়াছে। দামোদর বন্যা কন্ট্রোল কমিটির সুপারিশ করিয়াছেন যে, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, কৃষি-সেচকল্প সমন্বিতভাবে এবং একটী কেন্দ্রীয় "কর্তৃপক্ষের এলাকাধীন হওয়া উচিত। সুতরাং কেন্দ্রীয় টেকনিক্যাল সাহায্য বোর্ড, তদনুসারে কমিশন প্রস্তুতি গঠিত হওয়ার সেচ প্রকৃতি সংক্রান্ত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের অধিকতর ক্ষমতা থাকার প্রয়োজনীয়তাই দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু দামোদর নদ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ভার বাংলা ও বিহার গভর্নমেন্ট সমস্যার সমাধানের ভার লইয়াছেন কিনা, তাহা এখনও জানা যায় নাই। বিশ্ব-প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার এবং বাংলার ভেমন্ট সন্তানের দৃষ্টিকোণ হইতে দামোদর বন্যার ভয়াবহ লীলাকে সাধারণ ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা প্রয়োজনীয়তা বোধ আক্রান্ত অধিবাসীদের পক্ষে তাহা কখনই বলিতে পারি না। সুতরাং, ইতিপূর্বে দামোদর নদের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যাহা কিছু করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা অকিঞ্চিৎকর বিশিষ্ট প্রচেষ্টার ফলে কোন ফলই হয় নাই। বিশেষতঃ, এই সকল প্রচেষ্টার মধ্যে আনুষঙ্গিকভাবে অভাব দেখা দিয়াছে। ১৯৪৩ সালের দামোদর বন্যার পর দামোদর নদ-সংক্রান্ত পরিকল্পনা গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় টেকনিক্যাল সাহায্য বোর্ডকে যে অনুরোধ করা হয়, তাহাকেই দামোদর নদ-নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ প্রথম সার্থক বলিলে ভুল হইবে না।

টেনেসি অথরিটি পরিকল্পনার প্রধানই ইঞ্জিনিয়ার (Project Engineer) ছিলেন ডক্টর এল মুর-হাউসের পরামর্শে ও সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় টেকনিক্যাল সাহায্য বোর্ড যে প্রাথমিক রিপোর্ট খসড়া করিয়াছেন, সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৪৮) তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রাথমিক রিপোর্ট 'দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। টেনেসি অথরিটি পরিকল্পনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াই কেন্দ্রীয় টেকনিক্যাল সাহায্য বোর্ড এই পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন এবং উহার মূলতত্ত্বে দামোদর নদের বিপুল সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করা হইয়াছে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে একটী বহুমুখী পরিকল্পনা (multi-purpose scheme)। এবং আমরা এইরূপ বহুমুখী পরিকল্পনা এই প্রথম রচিত হইল। ভারতে ইতিপূর্বে যাহা যা অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা যে একেবারেই গৃহীত হয় নাই, তাহা নয়। কিন্তু হয় কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা করা, না হয় কৃষিক্ষেত্রে জলনিষ্কাশ উৎপাদন করাই এই সকল পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল। উহাদের কোনটিকেই বহুমুখী পরিকল্পনা বলা যায় না। অধিকন্তু এইরূপ এক উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী পরিকল্পনা কৃষিক্ষেত্রে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা, এতদিন যাহা হাতে লৌহশিল্পোপযোগী পরিকল্পনা রচনার পক্ষে দুর্লভ বাধাই শুধু সৃষ্টি করিয়া থাকে। কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ অথবা কৃষির উন্নতির জন্য জলের ব্যবস্থার উপর বিশেষভাবেই জোর দিয়াছেন। তাঁহাদের এই সুপারিশের ফলে ও অন্যান্যবিধ সমস্যা দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কোন কারণ নাই। কিন্তু এতদিন ধরে বিভা এবং জলাধার নির্মাণ করিয়া জলসেচের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলপথে চলাচল ব্যবস্থা, কৃষি জন্য মাটি দৃঢ়ীকরণ ব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রণ, কৃষি উন্নয়ন প্রভৃতি বহুমুখী কর্মপন্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। 'দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা' কার্যতঃ তাহাই পথ প্রদর্শক হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

দামোদর উপত্যকা উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা রচনা হইয়াছে, তাহা প্রাথমিক পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সস্তা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, সেচের ব্যবস্থা, জল সরবরাহ এবং লৌহশিল্পের সুবিধার জন্য মাটি

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২

অনুমোদিত মূলধন—	৫,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন—	১,০০,০০,০০০৲ ,,
বিক্রীত মূলধন—	১,০০,০০,০০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন (অধিক সমেত)	৬০,০০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড—	২৫,০০,০০০৲ ,,
আমানত—	১২,৫০,০০,০০০৲ ,, ,,
কার্য্যকরী মূলধন—	২৪,০০,০০,০০০৲ টাকার উপর

সকল প্রকার বৈদেশিক বিনিময়ের কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—জনাব এস, বি, রহমান, এম-এ, বি-এল, পি-এচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

হইবে। ইহার মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ২ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হইবে। ইহা ছাড়া ১৯৬১ সালের মধ্যে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হইবে। ইহার মধ্যে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার লোকের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৬১ সালের মধ্যে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার লোকের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হইবে।

কলিকাতা ও হাওড়ার জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ১৯৬১ সালের মধ্যে ব্যয় করা হইবে। ১৯৬১ সালের মধ্যে কলিকাতা ও হাওড়ার জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ১৯৬১ সালের মধ্যে ব্যয় করা হইবে।

কলিকাতা ও হাওড়ার জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ১৯৬১ সালের মধ্যে ব্যয় করা হইবে। ১৯৬১ সালের মধ্যে কলিকাতা ও হাওড়ার জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ১৯৬১ সালের মধ্যে ব্যয় করা হইবে।

জরুরী ঘোষণা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :
৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের (২৬-৩-১৯৪৬ তারিখের) এক আদেশ অনুসারে

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক লিঃ

(৩৬নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ-এর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

মহামান্য আদালতের উক্ত আদেশের নকল যথাসময়ে বেঙ্গল জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্ট্রারের নিকট পেশ করা হইবে।

জে. সি. চক্রবর্তী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

হেড অফিস : ৭১১
গ্রাম : ব্যাঙ্কেল

দি

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স

— লিমিটেড —

হেড অফিস :
২৮-এ, রসাইক ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৫৩৮০

বাদ দিলেও আরো পরস্পরের নিকট হতে বৈদেশিক আমদানি রপ্তানির আমদানি পরিমাণের দুইটি বিশেষত্বের লক্ষিত হয় বিদ্যমান। একজন ভারতীয় পরিবহনের ব্যবহারকে আমেরিকার মিঃ এক বি ফোর্ড। আর একজন মিঃ আর এক ফোর্ড—বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিবহনে বিদ্যমানের ফোর্ড, বিদেশি ইঞ্জিনিয়ার। নিকাশ কাস্টমের বর্তমান পরিবহনব্যবস্থানুযায়ী রাইফেল কাস্টম নির্ধারকদের নিজেই আসতে হইবে।

জেলার বৈদেশিকদের পাসপোর্ট ফোর্ড ইঞ্জিনিয়ার আমদ লিমিটেড বৈদেশি আনি বর্তমানের ফল লয়েডের উপস্থাপন উন্নয়ন বর্তমান পরিবহন মূল্যায়িত করিয়াছেন। এই মূল্যায়ন যে কত মূল্যবান আমাদের অজ্ঞাত নাই। মন্তিন কাস্টমের আমদানি প্রথমে করিয়া বৈদেশি আনি অবশ্যিকীয়ে যে নির্দেশ ও অভিমত করিয়াছেন, তাহারই ফল বৈদেশি আনি পরিবহনের সম্পর্কে হওয়া সম্ভব হইয়াছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ীদের আমদানি লাইসেন্স বিনা বিলে বৈদেশি আনির উপস্থিতি নাইলে নিয়ন্ত্রণ করিয়া বৈদেশি আনির উপস্থিতি-সাধন করা সম্ভব হইত না। বিহার এবং মাদ্রাজ বিনয় নিয়া প্রমোদিত আমদানির এক নিয়ন্ত্রণ এবং লয়েডের উপস্থাপন উপস্থিতিদের যে সহজ হয়, তাহাও আমরা সহজে বুঝিতে পারি। জেলার পরিবেশে এবং বাংলা ও বিহার পরিবেশে জেলার বৈদেশিকদের পাসপোর্ট প্রথম প্রথম বুনানিপত্রটি সম্পর্কে একমত হওয়া সম্ভব আইনের বিধানমতে ই-ডি-এর অনুমতি ডি-ডি-এ প্রতিনিধির প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়া যায় নাই। লয়েডের উপস্থাপন উন্নয়ন পরিবহনকে ব্যবহার বার্ষিকা হইতে বিনিয়োগকে কথা করিতে হইবে, 'লয়েডের আনি অবশ্যিকী' পরিবেশ প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। যে মূল কারণের জন্য বৈদেশি আনি পরিবহনের সার্থকতা, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া 'লয়েডের উপস্থাপন উন্নয়ন পরিবহনা'কে সার্থক করা সম্ভব হইবে কি ? আমরা সর্বদাই ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ও আবহাওয়ার কথা চিন্তা পাই। কিন্তু আমাদের এই স্বজনপ্রীতি ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতাকে ছেড়ে ব্যবসায়িক সহিত সম্পর্কযুক্ত যোগাযোগ ও লক্ষ্যসাধনের এবং নিয়ন্ত্রণ ও অভিমত পরিচালনী 'লয়েডের আনি অবশ্যিকী' গঠন করা কিন্তুই ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের বিরোধী হইবে না।

'লয়েডের আনি উন্নয়ন পরিবহনা' কার্যে পরিণত করিতে ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ৫৫ লক্ষ প্রবাসী-অধ্যুষিত লয়েডের অঞ্চলের যে অংশে অনুধাবন দায়িত্ব হইবে সে কথা বিবেচনা করিলে ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়কে একটা বিপুল ব্যয় বলিয়া ধারণা করা যায় না। এই ব্যয়কে সাধারণীর বলিয়া মনে করিবারও যে কোন কারণ নাই, এদেশের দৃষ্টে তাহা আমরা আলোচনাই প্রকাশ করিয়াছি। বৈদেশি উপস্থাপন উন্নয়নের জন্য যেমন লক্ষাধারী ও যে-সরকারী তহবিল হইতে অর্থ নিয়োজিত হইবার যেমনি দায়িত্ব পরিবেশকের, বৈদেশি আনি বর্তমান এবং অনুধাবনের মধ্যে এমন বিভিন্ন সহযোগিতা গড়িয়া উঠিবার যে, যাহাতে সমষ্টিগত প্রয়োগ কার্যে অতিরিক্ত করা যায়। 'লয়েডের উপস্থাপন উন্নয়ন পরিবহনা'র জন্য ই-ডি-এর অনুমতিতে ৩৫ আইন প্রণয়ন করিলেই চলিবে না। অনুধাবনের দায়িত্ব সরকারের বিভিন্ন সহযোগিতার মারা প্রয়োজন। লয়েডের অঞ্চলের উপস্থিতিদের প্রয়োজনের বাজনৈতিক, যেমনই, এবং পল্লী অঞ্চলসমূহ অনুরূপ পরিবর্তন করা আবশ্যক হইয়া পড়িবে। বর্তমানে যে যে স্থান নিয়া বাজনৈতিক ও যেমনই নিয়ন্ত্রণে তাহা পরিবর্তন করিয়া অন্য স্থানে নিয়া বাজনৈতিক, যেমনই নিকাশ করিতে হইবে। ইহার: যে লোকদের তাহাদের বাসস্থান হইতে তুলিয়া নিতে হইবে। তাহাদের জমি উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনে তাহাদের নিজেই হইতে ন্যায্যভাবেমূল্যে ক্রয় করিয়া লইতে হইবে। তাহারা ভূমিহীন, পরবর্তীন হইলে তাহাদিগকে পুনঃ ও ভূমি-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না, নূতন নূতন শহরও গড়িয়া তুলিতে হইবে। পূর্বের সমস্ত সামাজিক প্রয়োজনে লোকাপসারণ ব্যবস্থার একটিমাত্র অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। তাহা সরকারের আর্থিক অসচ্ছল হইয়াছে। কিন্তু লোকে অভিযুক্ত পায় নাই বা পাইলেও মাসে মাত্র পাইয়াছে। লয়েডের অঞ্চল উন্নয়নে ইহার মূলধন-বৃদ্ধি যদি করিতে না পারিলে প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। কিন্তু পরপর অর্থাৎ অনুধাবনের সহযোগিতা পাওয়াও ইহার পুনরাবৃত্তি হোন করাও অসম্ভব। টেলিসি আনি এডমিনিস্ট্রেশনের সভাপতি মাঃ লিলিয়েন্থল (Lilienthal) তাঁহার পুস্তকে পুনঃ পুনঃ একথা বলিয়াছেন যে, টেলিসি আনি উন্নয়নের যত কাজ সমস্ত স্থানীয় কর্মকর্তা সম্পন্ন হইতে পারে না। লয়েডের উপস্থাপন উন্নয়নের জন্য বর্তমান যদি সরাই টেলিসি আনি পরিবহনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে উহার মূল সূত্রটিকেও তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

'লয়েডের উপস্থাপন উন্নয়ন পরিবহনার' প্রধান উদ্দেশ্য আমরা লয়েডের সমস্ত উপস্থাপন এবং উহার সন্নিহিত ভূভাগের উন্নতিসাধন। কিন্তু ভূভাগের আমরা বেকারসমস্যা সমাধানের উহা সহায়ক হইবে। এই পরিবহনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য প্রায় ৫৫ হাজার কুশলী ও অকুশলী শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে। ইহা স্থায়ীত্ব কুশাক-শিল্প এবং অশিক্ষিত কাজের অবসর বহু লোক আবশ্যক হইবে। এই পরিবহনার অন্তর্গত সেচ ব্যবস্থা দ্বারা অধিক ফসল উৎপন্ন হইবে আমাদের অন্নসমস্যা সমাধানের অনেকটা সাহায্য করিবে। লয়েডের উপস্থাপন কলা-অধিকে সমৃদ্ধ। কলা-বিদ্যার মালিকগণ এই পরিবহনার বিরোধিতা করিতে পারেন। এইরূপ আশঙ্কার কথা আমরা যে শুনি নাই, তাহা নয়। যদি তাঁহারা বাধা দেন, তাহা হইলেও সুবৃহৎ জনগণের কল্যাণের জন্য এই বাধা আমাদের অতিক্রম করিতে হইবে। এই পরিবহনা সম্পর্কে এইরূপ আশঙ্কার প্রকাশ করিতে আমরা শুনিয়াছি যে, উহা দ্বারা অঞ্চলবিশেষ বহু কল্যাণই সাধিত হইবে না কেন, উহাতে লয়েডের উপস্থাপনার ভাটা অঞ্চলে বাজালেরিয়ার প্রকোপ আরও বৃদ্ধি পাইবে। এই অঞ্চলে বর্তমানেই বাজালেরিয়ার প্রকোপ যে খুব বেশী, তাহাও আমরা জানি। কিন্তু এই আশঙ্কা দূর করা হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, লয়েডের উপস্থাপন অঞ্চলে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধিত হইলে ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে। পুষ্টিকর আহার্য পাইবে। ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের প্রতিরোধশক্তিও বর্ধিত হইবে। তাহাই বাজালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কার মূলে দণ্ডায়মান হোন কারণ না থাকাই সম্ভব। তাহাদিগের জনসাধারণ হওয়ার উন্নয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া বাজালেরিয়াকে নতুনে উচ্ছেদ করা সম্ভবপর বৈজ্ঞানিক মূলে হোন অসম্ভব কার্য নয়।

আমাদের জনসংখ্যা এবং উহাদের অবস্থানিকা অঞ্চলে যে বিপুল প্রাকৃতিক শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেগুলি মানুষের কল্যাণকল্পে নিয়োজিত করিবার হোন চেষ্টা এ পর্যন্ত হয় নাই। 'লয়েডের উপস্থাপন উন্নয়ন পরিবহনা' এই দিক দিয়া প্রথম প্রচেষ্টা। এখন অবশ্য আমরা ভারতে আমরা অনুরূপ পরিবহনার কথা শুনিয়েছি। দোমোদরী উপস্থাপন উন্নয়নের জন্য ই-ডি-এর অনুকরণে নিজাম পর্বতেশে একটি পরিবহনা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাপি, গোপ, মহানদী সম্পর্কেও পরিবহনা করনা করার কথা উঠিয়াছে। ইহা সত্যই আনন্দের কথা। ভারতের বর্ধিত জনসংখ্যার অন্নসংস্থানের সম্মুখে এত বড়ই সমস্যা পূর্বে কখিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যদি ই-ডি-এর অনুকরণে তাহাদের সমস্যাগুলি এবং উহাদের অবস্থানিকা অঞ্চলের উন্নতিসাধনে করিতে পারি, তাহা হইলে অন্নসমস্যার সমাধান করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। কোন অলৌকিক উপায়ে উহা সাধিত হইবে না। আমাদের নিজেদের চেষ্টা, যত্ন ও উদ্যোগের দ্বারাই উহা সাধিত হইবে। 'অবশ্যই সমস্যাটির সমাধান।'

মার্কেণ্টাইল
এক্সচেঞ্জ
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
পি-৭, মিশন রো এক্সটেনসন,
কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল ৫৮-৫৫
ব্রাঞ্চ—ব্যাঙ্গালোর
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :
ডি, এন, সেন
আমাদের ব্যাঙ্কে সাধারণিকেই
অতি লাভজনক।

ভারতের মজুর

বিজয় রাঘবী

[illegible] অবস্থানের ফলে অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গী তাদের বেছে নেবার ব্যাপারে [illegible] তাদেরই বলা চলে মজুর—অভিধার তাৎপর্য অর্থে। সেই অর্থে আমরা মজুরকে তাগ করা চলে তিনটি শ্রেণীতে। প্রথমত, বুদ্ধিজীবি মজুর—ডাক্তার, অধ্যাপক, সম্পাদক, শিল্পী, উকিল, ব্যবসায়ী প্রভৃতি নিয়ে এই শ্রেণী গঠিত। দ্বিতীয়ত—শিল্পমজুর অর্থাৎ যারা কারখানায় 'পণ্য' উৎপাদন করে থাকে। তৃতীয়ত, কৃষিমজুর। আলোচ্য নিবন্ধে মজুর শব্দটিকে তৃতীয় অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ যোগাযোগ হয়েছে শুধু শিল্পমজুরদেরই। বুদ্ধিজীবি মজুর আর কৃষি-মজুর এ আলোচনার বিষয় নয় এ—অর্থাৎ এ আলোচনার বিষয় বস্তু হলো কেবলমাত্র কারখানা শিল্পমজুর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে বিভিন্ন দেশে মজুর শিল্প গড়ে তোলবার আর সুযোগের নিয়ের সন্ধানের ব্যবস্থা যে প্রকল্প তোয়ার এসেছে, ভারতবর্ষের এসে পেয়েছে তারই ঢেউ। ভারতের শিল্পপতিরাও তাঁদের সঞ্চিত পুঁজি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন নতুন শিল্প স্থাপন আর সম্প্রসারণের কাজে, তৈরী করেছেন তাঁরা নিজের নিজের নতুন আর স্থায়ী পরিকল্পনা। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ-স্বার্থে তাঁদের এই স্থায়ী পরিকল্পনা হয়তো পূর্ণায়তন হয়ে দেখা উঠতে পারে নাকো, কিন্তু এতেবারে বাতিল করে দেয়া আর তাকে চলবে না। এর জন্য বাস্তবতাই নিজেদের অস্তিত্বের দাবিদার হয়েছে এখন। তাই যুদ্ধের ফলে আমাদের নতুন শিল্প গড়ে তোলার আর শিল্প সম্প্রসারণের সম্ভাবনাও হয়েছে বেশী। এই নতুন যুগের এই বস্তুগুরুত্বের সাথে সাথে আমাদেরকেই যে মজুরের আর্থিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তার ব্যাপার নিয়েও এ কথার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ পরিচিত এই দুটোর সেবকদের আজ আর অবিদিত করা যায় না, আর তা' উচিতও নয়। তাই আমাদের 'সামাজিক উৎপাদন' ব্যবস্থার অন্তরঙ্গ এবং উৎপাদন প্রবর্তনশীল উৎস মজুর শ্রেণীর বর্তমান অবস্থার বিষয়ে আর চোখ বুজে থাকবার উপায় নেই।

ভারতে মজুরের উৎপত্তি ও বোঝাম

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক (১৮০০ খৃষ্টাব্দ) থেকে ভারতীয় পুঁজিপতিদের হাতেই ভারতের গ্রামা অর্থ-ব্যবস্থার ভাঙন ধরলো, দুটীর শিল্প পড়লো ভেঙে, বাজার হারিয়ে হাজার হাজার কুটীরশিল্পী হয়ে পড়লো বেকার। কুটীরশিল্পের পরিবর্তে জীবিকা অর্জনের নির্ভর করতে লাগলো কৃষির ওপর। কৃষির ওপরের এই অসহনীয় চাপ অবশ্য সহজেই সহ্যসীমা অতিক্রম করতে পারলো না, তাই উপায়ান্তর না দেখে এদের অনেকেই শহরে এসে কাজ খুঁজ করলো বিভিন্ন কারখানায়। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের যারা পথ অভিযাত্রী, ব্যবসায়ী দেশবণিকদের ভাগে যত্ন ধরণ অভিযাত্রী হইবে, গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে কারখানায় কাজ করে বাড়বার চেষ্টা করতে লাগল---এই সকল বিভিন্ন জাতী ও বৃত্তির শিল্পীরাই মজুর শ্রেণীর অঙ্গ গিলি। যতই বিভিন্ন ও নতুন পুঁজিবাদীদের অভ্যুদয় ঘটতে লাগল, ততই এই মজুর শ্রেণীর সংখ্যাও বাড়তে লাগল।

দেশের বিভিন্ন কারখানায় মজুর সংগ্রহ করা হয় বিভিন্ন প্রকারে। সাধারণত, ছোট ছোট শিল্প-কেন্দ্রগুলিতে স্থানীয় অধিবাসীদের থেকেই মজুর নিয়োগ করা হয়—তবে বিশেষ কারিগরী জ্ঞানের জন্য প্রয়োজনমতো অন্যত্র থেকেও মজুর আমদানীর ব্যবস্থা করা যায়। আলোচ্যকর এর বড় শিল্পকেন্দ্রগুলি আমার মজুর সংগ্রহ করে আশেপাশের জেলাগুলো থেকে। আর কারখানাগুলি, যেমন বোম্বাই আর কলকাতার বড়ো বিকাই শিল্পকেন্দ্রের মজুরের অধিকাংশই আসে দূরবর্তী অঞ্চল থেকে। বিভিন্ন কারখানায় মজুর নিয়োগের পদ্ধতিও বিভিন্ন। অদক্ষ (Unskilled) মজুর কারখানার দরজায় দাঁড়িয়ে চাকুরী পায়। সাধারণত দালালদের (Jobber) মারফতে মজুর নিয়োগ করা হয়। এই প্রসঙ্গে রয়াল কমিশন অভিমত প্রকাশ করেছেন—"..... বর্তমানে প্রয়োজনীয় মজুর সংগ্রহের জন্য অধিকাংশ কারখানার ম্যানেজারদেরই আর কারখানার গেটটী পেরিয়ে যেতে হয় না। কিন্তু দুর্ঘটনাজনিত নিজের

ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড হেড অফিস : ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

ফোন্ : ক্যাল ১৪৩৪-১৪৩৫

অনুমোদিত মূলধন ... ৭,৫০,০০০৲ (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)

প্রতিখানি ১০৲ করিয়া ৬২,৫০০৲ অভিনাও শেয়ার ও প্রতিখানি ১০০৲ করিয়া শতকরা বার্ষিক ৭৲ সুদের ১,২৫০ কিমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত।

কোম্পানীর সমস্ত শেয়ারই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

বর্তমানে শতকরা মাত্র ১০৲ প্রিমিয়ামে

সীমান্য কিছু ফরফিটেড্ শেয়ার বিক্রয় করা হইতেছে।

প্রতিখানি অর্ডিনারী শেয়ারের জন্য আবেদনের সহিত ২৲ (১৲ প্রিমিয়াম সহ), শেয়ার বিলির একমাসের মধ্যে ১৲ এবং বাকী টাকা প্রতি মাসে ১৲ করিয়া ৮ মাসে দেয়।

প্রতিখানি প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য আবেদনের সহিত ২০৲ (১০৲ প্রিমিয়াম সহ) এবং বাকী টাকা শেয়ার বিলির এক মাসের মধ্যে দেয়।

প্রতি আবেদনপত্রে ১৲ করিয়া প্রবেশ ফি লাগে।

কালী, কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠের মূল্যবান জমি ছাড়া

সম্প্রতি কলিকাতার কয়েকটোলার এলাকা মধ্যে এবং হিন্দুস্থানের সিটি আলিপুর কলোনীর কেবল পাশে আরও ২৩ বিঘা জমি ফরফিটের কবাবার্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। এই জমি খুব কম রেটে ভাগ করিয়া বিক্রয় করা হইবে।

কোম্পানীর শেয়ার, কোম্পানীতে স্থায়ী আমানত জমা এবং জমি প্রভৃতির বিশদ বিবরণের জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নিকট সত্বর আবেদন করুন।

অবশিষ্ট ফরফিটেড্ শেয়ার বিক্রয়ার্থ প্রতিপত্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক।

মজুর নিয়োগের ব্যাপারে মালিকরা কোন প্রকার বাধা দেয় নি। এই কাজ এখনও হচ্ছে—বিশেষ করে লাভাংশের মাত্রাতেই কথা হয়।"

মজুর আনে সাধারণত দুর্ভিক্ষ-এলাকা থেকে, অন্তত শহরে মুদ্রাস্ফীতি আসা পর্যন্ত। এরীতিতে যেমন কারখানা-মজুর মনে একটা অন্তত 'টান' আছে, তাদের তেমন একটা 'টান' আজও বিশেষ পরিষ্কার ও পরিষ্কার হয়ে উঠতে পারে নি। তাই আজও তাদের মজুরের অন্তরাল হলো এখনকার পল্লী অঞ্চল, এরীতির মতো কারখানা এলাকা নয়। পল্লী থেকে আসবার সময় অধিকাংশে মজুরই মনের দিক থেকে 'গেঁয়ো'ই থেকে যায়। তাদের সামনে পল্লীর রীতিনীতি, চালচলন, ভূলভ্রান্তি সবই এসে থেকে আধুনিক কারখানা এলাকায়। গাঁয়ের সঙ্গে তাদের যে যোগাযোগ আজ তারা চলে আসার রেখে। "অনেকেরই এখন পরিবার পল্লীতে বাড়ী ঘর রয়েছে, আর তাদের নিজেদের পরিবারেরও অনেকেই এখনো বসবাস করে সেইখানেই।" অনেক মজুরের বৈকালের অর্ধেক কাটে পল্লীতেই। অনেকের স্ত্রীও থাকে গ্রামাঞ্চলে। তাই কারখানার কাজ নিয়েও এই সব মজুর অন্তরালের সময় বাড়ী থেকে যাবে, কোন সময়ে ফসলের চাষবাসের সাহায্যের জন্য, কখনও বা কারখানার কাজে ছাড় হয়ে বিশ্রামের জন্য, আবার কখনও বা বিনা কারণেই। এই সব কারণেই ভারতীয় মজুরকে বলা হয় যাযাবর-বৃত্তী (migratory)।

ভারতীয় মজুরের কর্মক্ষমতা

ভারতীয় মজুরের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে সকলে এক মত নয়। তবে সাধারণ মত এই যে, কর্মক্ষমতার আন্তর্জাতিক বিচারে ভারতীয় মজুর অনেকদূর পেছনে, বিশেষ করে ইয়োরোপীয় দেশগুলির মজুরের তুলনায় অধিকারী নয়। ডাঃ হোবি মোটর মতে, "জাপানে একজন মজুরকীর্তী চাকুরি তাঁতে কাজ করে, তার কর্মক্ষমতা গড়পড়তা ৪০ ভাগ। চীনে একজন মজুর তাবণালা তাঁত চালায়, তবে তার কর্মক্ষমতা হলো গড়পড়তা ৮০ ভাগ। যোগোপ একজন মজুর দুখানি তাঁত চালায়, তার কর্মক্ষমতা হলে গড়পড়তা ৮০ ভাগ। কিন্তু জাপান আর চীনের বিভিন্ন হিসাব তুলনা করলে দেখা যায় যে, দোষের মজুর-পীড়ী জাপান আর চীনের তুলনায় গড়পড়তা ৩০০ আর ৪০০ গজ বেশী মজুরী পায়।" আবার ডাঃ সিলবার্ট ব্রেটারের মতে ভারতীয় ও ইয়োরোপ মজুরের উৎপাদনক্ষমতার এই পার্থক্যের জন্য দায়ী ভারতীয় মজুরের কর্মক্ষমতার অভাব নয়, বরঞ্চ বলা চলে ভারতীয় মজুরের মজুরীর স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিময়-মূল্যের অভাব। আবার ডাঃ মৈত্র বলেছেন কিন্তু ভারতীয় মজুরের উৎপাদন কর্মক্ষমতার প্রশংসাই করেন। তাঁর মতে ইংলণ্ডের মজুরী খুব চড়া হওয়ার ফলে একজন মজুরকে চারখানা তাঁতের কাজে বসিয়ে বিনিময়ের মজুরী বাড়াবো দরকার হয়ে পড়ে। অথচ সেখানে ভারতে মজুরী খুব কম হওয়ার বিনিময় মজুরকে আর বেশীর জন্য আরো আরো তাঁত চালাবার দরকার হয় না —তাই ভারতীয় মজুরের কর্মক্ষমতার আরোর কথাটা অনেকখানি বাড়িয়ে বলা অসঙ্গত।

কর্মক্ষমতার তুলনামূলক আলোচনায় একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, মজুরের কর্মক্ষমতা নির্ভর করে অনেকগুলো জটিল কারণের ওপরে, তার অবস্থা-পরিবেশের ওপরে। বিভিন্ন দেশের মজুরের অবস্থা-পরিবেশও যেমন বিভিন্ন, তাদের জীবনযাত্রার প্রণালীও তেমনই সাধারণত এক নয়। এমন অবস্থায় তাদের কর্মক্ষমতার পার্থক্য বিশেষ পরিপুষ্ট হলেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাতেই বিভিন্ন দেশের মজুরের কর্মক্ষমতার পরিমাপকল বিচারে আজ যাওয়ার সৃষ্টি হলেও সন্তাবনা কম থাকে না। তবে মজুরীর দিক থেকে বিচার করলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতীয় মজুরের কর্মক্ষমতা নিশ্চয়ই কম। কিন্তু এ কথা মুহূর্তে চলবে না যে, মজুরী আমার নির্ণয় করে মালিকের মুনাফার আরে, তা তাদের মজুরির আদায়। কিন্তু মজুরের কর্মক্ষমতার বিচারের মালকারী হিসাবে যদি তার সমাজ-জীবন আরের অনুকূল সাজার ও সামাজিক অবস্থা-পরিবেশ সঠিক ভাবে মজুরের যোগাযোগে গড়ে নেয়া হয়, তবে ভারতীয় মজুরের কর্মক্ষমতার তুলনামূলক অভাব সম্পর্কিত এই ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটবার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ মজুর আজ আর শুধু উৎপাদন উপকরণই নয়, বাস্তবিক আর সামাজিক মূল্যও তার আছে।

কর্মক্ষমতা ও অবস্থা সম্বন্ধে

যে সমস্ত কারণে মজুরের কর্মক্ষমতা প্রভাবিত হয়, তাদের অন্যতম হলো মজুরের স্বাস্থ্যিক অবস্থা ও নিরাপত্তা। আমাদের মজুর সাধারণের স্বাস্থ্য-অবস্থা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (I.L.O) যা বলেন, দেশের মালিক-দের আজ সৌরব সৃষ্টি হবার কথা নয়। কারখানার "স্বাস্থ্যরক্ষাকেন্দ্রে যাবতীয় বিভাগই অভাব। পানীয় কারখানার কাজ চলে খুবই খারাপ অবস্থায়—মাটির নীচে, আলোবাতাসের অভাব, ছাদ থেকে জল পড়ে। তাছাড়া হাতমুখ ধোবার বা স্নানাহারের সাধারণ ব্যবস্থারও নেই। ট্যালারী-অঞ্চলের স্বাস্থ্যের অবস্থা, পায়খানা ও মর্গার অভাব হচ্ছে। পচা জলের ডোবা অধিকি আছে। আবার অনেক বাড়ীর নোংরাতে দুর্গন্ধে থাকে দুর্বহ হয়ে ওঠে। অন্যান্য আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থার অভাব, স্নান ও পায়-খানার অসুবিধা নিয়েতো দুঃখ, তার সেই জন্যেই চলে, আবার কোন বন্দোবস্ত নেই। তাপর, চট ও তাতের কারখানায়—বিশেষ করে আলোবাতাস আর ধুলোর সমস্যা খুবই জটিল।

দুর্ঘটনা

১৯৩০ সালের কারখানা আইনে রেলগাড়ি, জলযান, এরোপ্লেনযোগে মেরা দিয়ে দিয়ে যাবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। আগুন নেভানোর ব্যবস্থা যাবার বিশেষভাবে আছে আছে। নিরাপত্তার জন্য সরকারী পরিদর্শকরাই বিশেষ নিয়ম করে পারেন।

কারখানাগুলোর—বিশেষ করে সামরিক (Essential) কারখানাগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতিবিধান করা খুবই দরকার। অনেক কার-খানার ইমারত পরাতেই দোষ থেকে যায়। আবার ধুলোর বীজ ছড়ানোর সময়ে থেকে আর মেশিনের থেকে বিপদ ঘটার সম্ভাবনাও কম নয়।

১৯৪০ সালের খনি আইনের নিরাপত্তাব্যবস্থার কয়েক রকম বিশেষ নেয়া হয়েছে। কিন্তু তবুও এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আজকের কারখানায় দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ডাঃ মুখার্জির মতে পৃথিবীর আর কোন দেশেই কারখানায় দুর্ঘটনার সংখ্যা এমনভাবে বেড়ে ওঠে নি। নীচের বিবরণী থেকেই দেখা যাবে কী হারে আজকে কারখানা দুর্ঘটনা বেড়ে উঠেছে :—

সময়	মারাত্মক (fatal)	গুরুতর (serious)	সামান্য (minor)	মোট
১৮৯৪	৩১	৩১৮	১,৯৫০	১,৩৯৯
১৯২২	১৪২	১,০১৯	৩,৩৪৭	৪,৫০৮
১৯৪১	২১৭	৮,৩৭৪	৪০,০৯১	৪৮,৭৩৯
১৯৪০	৩৮১	১৮,০১৬	৪৮,৭৩১	৫৯,১৭৬

ওপরের বিবরণী থেকে দেখা যাবে যে, ১৮৯২ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ৫২ বছরে তাবতে কার-খানা দুর্ঘটনা বেড়েছে গড়পড়তা ৪১০ ভাগ। দরকারী কারখানা আইন আর মালিকরা মজুরদের শারীরিক নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে যেমন যোগ্যতার

টেলিগ্রাম : যেশব্যাঙ্ক

ফোন : কলিকাতা—২০৪৯

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ব্যাঙ্কের নিজস্ব
ফ্রিতল বাড়ীর দ্বিতলে ব্যাঙ্ক
স্থানান্তরিত হইয়াছে।

শাখা : আলীপুর, খুলনা।

প্রতিষ্ঠান ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান।
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ওয়াল্যাস,
মার ষ্টীফেনেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর।

পরিচয় দেয় উপরোক্ত বিবরণী থেকেই সকল প্রমাণ।

মজুরের মাইনা : কারখানার কাজের সময়

কারখানা জীবনের অন্যতম লেক্‌চরার বাবুর হলো মিলের আর উৎপন্ন মাইনা। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের খাতিরে ১৮৮৪ সালে যে কোম্পানি কারখানা-মজুর কমিশন গঠিত হয়েছিলো, তার কাছে সাক্ষ্য দিতে এসে এক 'ফিনিশ' কারখানার ম্যানেজার মিঃ আর, এল, ওয়াটকিন্স বলেন—'সাধারণতঃ কারখানার যখন কাজের খুব চাপ থাকে তা তখন কারখানার কাজ শুরু হয় ভোর ৪টা থেকে ৪টায় মধ্যে, আর বিনা বিরামেই কাজ চলতে থাকে রাত্রি ৮।৯টা পর্যন্ত। মজুরেরা ঐ সময়ে সাধারণ কাজ করে, কেবল মাত্র খাবার সময়ে আধ ঘিনিট থেকে যায়। কাজের চাপ কমে যাবে, কারখানা তখন চলে নিয়মমাফিক—তখন সপ্তাহে আবশ্যকীয় ছুটি দেওয়া হয়। এক কথায় এখানকার আট ঘিনি নিয়মাধীন কাজ করে চলে। সকাল ৬টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত খাওয়া খাটে তাদের দৈনিক মজুরী দেওয়া হয় তিন আনা থেকে চার আনা। সব কারখানাতেই এই হারেই মজুরী দেওয়া হয়। কখন কখন মজুরদের দুপাই বোনাস দিই। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই সব লোকের সম্পর্কে খুবই উৎসুক।...এরমধ্যে খুব বেশী দুঃখ যারা খাটে তাদের অধিকাংশই পরে জানা।'

কাপড় আর ইটখোলার খাটুনীর সময় আরও বেশী। বিজলী-বাতির ফুরিয়ে যাওয়ার ঘিনের দিনে খাটুনীর সময় বাড়িয়ে দেওয়া সহজ হয়েছে —পরে দিনে ১৪ ঘণ্টা খাটুনীই বেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরও অধিক আছে যে, ১০ ঘণ্টারও কিছুদিন ৭ সপ্তাহ পরে বাড়িয়ে ৩৫ ঘিনিট ১৪ ঘণ্টা খাটিয়ে নেওয়া হয়েছে মজুরদের।

কারখানার কারখানাসমূহের ১৮৭১ সালের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, সপ্তাহে গড়ে ৫৮ ঘণ্টার বেশী অর্থাৎ দৈনিক গড়ে ৮ ঘণ্টারও বেশী খাটতে হয় অধিকাংশ মজুরকে—সপ্তাহে ৭৬ ঘণ্টারও বেশী কাজ করতে হয় খাদের কাপড় লাগাতে আসে। এরই সঙ্গে দেখা যায় রাত্রিকার মজুরদের খাটুনীর অবস্থা বেশন। কাপড় আর-রিঞ্জন রাত্রিকা কারখানার মালিকই অন্যতম ছিল ছিলো। আরকুরিঞ্জন রাত্রিকায় ১৮৭৩ সালে মজুরেরা গড়ে দৈনিক খাটতো ১০।১১ ঘণ্টা, কিন্তু ব্রিস্টলোরের রাত্রিকায় ১৮৭৬ সালে প্রত্যেক মজুরকে খাটতে হতো গড়ে দৈনিক আট ৩।৪ ঘণ্টা।

১৮৭৮ সালে ফাইল সম্পর্কে যে আইন পাশ হয়েছে, তাতেও সাপ্তাহিক খাটুনীর ৫৬।৬০ বেশী রাখা হয়েছে ৫৬ ঘণ্টা। কারখানার বেশ মজুরদের খাটুনীর অবস্থাও অনুরূপ। ব্রাইটনে প্রতি এক মাইল রেলপথের জন্য ৫৫ জন ইঁদুর কাজ করে, আর তাদের প্রতি মাইলে ১১ জন মজুরকে কাজ করতে হয়।

১৮৭৪ সালের আইন অনুযায়ী কারখানা মধ্যে মজুরকে আবশ্যক কাজ বিশ্রাম দেওয়া হয়। আর সাধারণের ভোজনকালে ছুটি দিবসের দিন। তবে সুতো-পাকানের জন্য মালিকেরা ভোজনের কাজ করিয়ে নিতে পারবের দিনে ছুটি দেয়।

এখানে লোহিতে বাসিন্দার ছুটি আর বিশ্রামের কথা বললে অন্যায় হবে না। লোহিতে লোক একাধিকবার পাচে পাঁচ বার রাত্রে কারখানে মজুরেরা কম পক্ষে একঘণ্টা কাল ঘুমিয়ে নিতে পারে। তা ছাড়া বছরে বিশেষ কয়েকদিনে দিনে, যেমন বড়দিন, ঈস্টার মুক্তাবাধিকী, সেদিন প্রত্যেকের কাজের ছুটি থাকে। ভোজনের ছুটির দিন।

মজুরের মজুরী

কারখানার মজুরের মজুরীর কথা খুব কম। বাংলাদেশের চটকলের মজুরেরা ১৮৯৯ সালে প্রতি সপ্তাহে মজুরী পেতো ৬৵০ আনা থেকে ৯৲ টাকা। কিন্তু ১৯০১ সালে কারের সাপ্তাহিক মজুরী ছিলো গড়ে ১৲ টাকা। ফোর্ড প্রেসিডেন্সীতে ১৯১৪ সালে কারখানের কারের মজুরদের সাপ্তাহিক মজুরী ছিলো গড়ে ৩৸০ আনা, ১৯১৭ সালে তা পেতে গড়ে ৫৸০ আনায় দাঁড়ায় হয়। ১৯২১ সালে কারখানার ইঁদুরদের মাথাপিছু মজুরী ছিলো দৈনিক ৮ আনা, ফোরেনের ছিলো ৵৯০ পয়সা আর ফ্রেঞ্চী-ফ্রেঞ্চেরাকের ৵১০ পয়সা। এরপর থেকে ১৯২১ সালে সাধারণ মজুরী হয়ে দাঁড়ায় ৵০ আনা। চা-বাগানের মজুরের হাজিরা ১৯২৯ সালে ছিলো ৸৲ টাকা, কিন্তু ১৯৩১ সালে দাঁড়ায় ৮৲ টাকা। ১৯ মজুরদের পর থেকে মজুর আন্দোলনের শক্তি বেড়ে যায়। তার প্রতিক্রিয়া হয় মজুরের মজুরীর প্রসারিত করে। ফলে ১৯৪১ সালে গড়ের মজুরী হয় পরে মাসিক ১৫৲ টাকা।

অন্যান্য দেশের মজুরের মজুরীর কিছু উল্লেখ করিয়া দেওয়া, কিন্তু

ক্যালকাটা ন্যাশনাল
—ব্যাঙ্ক লিমিটেড—
হেড অফিস—ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্
মিশন রো, কলিকাতা।
অনুমোদিত মূলধন ২,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত মূলধন ৩০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন ... ৩০,০০,০০০৲
রিজার্ভ ফাণ্ড ... ১১,০০,০০০৲-এর অধিক
বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্
মিঃ এস, এন, ভট্টাচার্য্য—চেয়ারম্যান।
মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, কাশিমবাজার, বাঙলা সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী।
মিঃ ডি, সি, রায়, লসিনিটর ও হেড অফিসের এজেন্ট
কাশীপুর ক্যালকাটা ক্যাবার্ডস লিমিটেডের চেয়ারম্যান।
মিঃ জী, সি, চ্যাটার্জী, বি-এ
মিঃ রাজেন্দ্র সিং সিঙ্গী, কলিকাতা।
মিঃ এইচ, সি, সরকার, বি-এল-সি ইউ (লণ্ডন),
জেনারেল ম্যানেজার।
শাখা
কলিকাতা—বড়বাজার, ভবানীপুর, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, আর্মি ইউ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, কটক, ভিক্রগড়, পাটনা, পুরী, ইন্দোরপুর, বেলিয়া, আরা, বারাজ, সিউী, মজফ্ফরপুর (সিউী), লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, মেইন রোড (কাণপুর), আমিনাবাদ (লক্ষ্ণৌ), আমিনাবাদ, বারাণসী, আজমীর, বোম্বাই মেইন, ভাউচাই রোড (বোম্বাই), কালবাদেবী (বোম্বাই), আহমেদাবাদ, বাসনটি কালবা (আহমেদাবাদ), জামনগর, রাজকোট (রাজপুর), ওয়েলপুর, জয়পুর, ভবানীপুর, বাসপুর, বীকানীর (রাজপুর), ওয়েলপুর, জয়পুর ভাগলপুরী, আরুলদং, সাসারাম, বীরাই, মেদাবাদ, এলাহাবাদ।
লণ্ডন এজেন্ট : মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
—লিমিটেড—
হেড অফিস—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।
জনপ্রিয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান।
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড প্রায় ৬ লক্ষ টাকা
লিকুইড এসেট শতকরা ৯৫৲ ভাগ
কলিকাতা ও বোম্বাইতে ক্লিয়ারিং-এর সকল সুযোগপ্রাপ্ত।
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ২১টী শাখা দ্বারা দেশের সেবায় নিযুক্ত॥
আমানতকারীদের বিশেষ সুবিধা॥
মিঃ আর, রায়,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সেটা মালিকের লভ্যাংশের এবং, মজুরের পারী-আনার ঘোগে।

এই লাভের মজুরীর যে সবটাই মজুররা পায়ে এমন নয়। মজুরী থেকে রাষ্ট্রেরাই অধিকাংশ প্রত্যক্ষ ভাবে কিছুটা কেটে রাখা হয়—উপরন্তু সর্বত্র আর বাসস্থানেরও মজুরী দিতে হয়। এগুলোর সবগুলো না আসা, কলকারখানা আর রাষ্ট্রযন্ত্রের 'অফিস' তথা আর 'আসবাবপত্রের' জন্য অধিকাংশ ব্যয় হয়। অনেক সময়ে দেখা যাবে যেখানে মজুরীর বৃদ্ধিটাই দেয়া হয় এ—আবার প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই মজুরী কেটে নেয়া হয়। উৎপাদনের অতিরিক্ত আমদানী কমাবার জন্য মজুরী কেটেই ছাঁটাই করে দেয়া হয়। এ ছাড়া নানা মজুরদের আলাদা ভাইনে না দিয়ে ছাটাই করে দেবার সাধারণ ঝোঁক উল্লেখ করবার মতো নয়। ১৯৩৯ সালের মাইনে আইনে ১৫ বছরের অধিক দিন মজুরদের অধিকার" করা বিধিবদ্ধ হয়েছে, আর ঐ আইনের ফলে মজুরের প্রাপ্তির উপরের প্রতি টাকায় আর আনার বেশী অধিকার করার বিধি করা হয়েছে। কিন্তু শুধু ১৯৩৭ সালে এক ঘোষাই প্রদেশেই মজুরদের থেকে অধিকার আদায় হয়েছে বেশ লক্ষ টাকা। এখানে উল্লেখ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ফুটবল অধিকার ব্যবস্থা তুলে দেয়া হয়েছে অনেক আগেই।

চাকরী বজায় রাখার জন্য মজুরকে মজুরী হিসাবে ঘোষণায়, সর্বত্র বা লালাদের হাতে যা দিতে হয়, তার পরিমাণ নিতান্ত সামান্য নয়। অনেক সময়ে মজুরীর শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত মজুরী বক্ষে দিতে হয়। কারখানা জীবনের সবচাইতে বেশে বেশেরে এই মজুরীর দরি। যারা কারখানা পরিচালনা করছে কিছুটা প্রত্যক্ষিকরণ, তারাই জানে যে, মজুরী আদায়ের ব্যাপারে ব্যাপেক্ষি এজেন্টরা পরস্ত যায় পড়ে নি। অনেকবার ইউনিয়নের একজন বেয়ে-মজুর নেতার অধিকারের সময়ে লাভ্যাংশ প্রেসাদে যা বলতে তা থেকেই অনেকবার শোভনীয় করা গেছে। এই বেয়ে-মজুরটি সপ্তাহে মজুরী পায় ৫৲ টাকা। কিন্তু কাজ পেতে লালাদের দিতে হলো আর ৪৲ টাকা আর প্রতি সপ্তাহে মাইনে থেকে দু'আনা করে। শুধু তাই নয়, কিছুদিন আগেই কারার পরে মজুরবার যে কাজে ফিরে এসেছে তাকেবারেই ঐ ৪৲ টাকা ছাড়াই লালাদের মজুরী দিতে হয়েছে। এই মজুরী অর্থাৎ খুব যে শুধু লালাদের ভোগে যায় তাই নয়, কর্মিদলের মধ্যে এই খুব অনেক সময়ে প্রধান লালাদ এবং তা অন্যান্যদের আর্থিক ক্ষমা নিয়ন্ত্রিত করছে থাকে।

এই সব কারণে মজুরদের শোভনীয় আর্থিক অবস্থা শোভনীয়তর হয়ে ওঠে। ফলে যার কমতে যাওয়া হয় তারা। দৈনিক ধরে নেয়া যেতে বোম্বাইয়ে শতকরা ৮০ জন মজুরেরই যায় আছে। গড়ে মাসিক্ষিপ্ত যায়ের পরিমাণ ১১৯৲ টাকা। কোন কোন ক্ষেত্রে যায়ের পরিমাণ ১৪ মাসের মাইনে পর্যন্ত ওঠেছে। আর মজুরের হাতের শতকরা ৫০৲ টাকা থেকে ১৫০৲ টাকা।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, শোভিয়েত রাশিয়ায় এই মজুরীর অস্তিত্ব নেই। সেখানে মজুরকে কাজ দেয়া হলো রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই কাজ সম্বন্ধে ভয়ে নিশ্চিন্তি থাকে কেউ খুব দিয়ে পারে না।

মালিকের মুনাফা

মজুরের মজুরীর তুলনায় মালিকের মুনাফার অংকটা একবার এখানে রেখে দেয়া খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই মনে হয়। ১৯১৪ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত দশ বছরে ব্যাঙ্গালোর ইউনিয়নগুলো মুনাফা করেছিলো ৩০ কোটি টাকা অর্থাৎ বার্ষিক মুনাফার হার ছিল তাদের মোট মূলধনের শতকরা ৮০ ভাগ। ব্যাঙ্গালোরের এক্সচেঞ্জ মিল তার বার্ষিকীর পালনের সময়ে ঘোষণা করে যে, গোড়ায় দিকে ৫০০৲ টাকার শেয়ার মিলি কিনেছিলেন, তাঁদেরই লভ্যাংশ বাবদ ৫০ বছরে দেয়া হয়েছে মোট ১৯,৩১০৲ টাকা। ১৯৫০ সালে ভারতের কলকারখানা মুনাফা করেছিলো গড়ে শতকরা ১৫০৲ টাকা। মহিয়া অঞ্চলের কারখানাগুলো ১৯১৮ থেকে ১৯৩৭ সালে পর্যন্ত বার্ষিক গড়ে শতকরা ৭০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়েছে। আমদ, কুটীর ও খাদির মূলধনের মুনাফার পরি সম্পর্কে তার এক, এইচ, ঘোষাল যা বলেছেন তা বিশেষ অর্থ-পূর্ণ। তাঁর মতে :—

১৯১৯-২৮ সালের গড়পড়তা মুনাফা

কারখানা	গড়পড়তা	১৬.১ ভাগ
কুটীর	"	১১.৫ "
খাদির মূলধন	"	১৩.৮ "

আবার ১৯১৮-৩৯ সালে কারখানার লভ্যাংশ দিয়েছে গড়পড়তা ১৪৲ টাকা আর কুটীরের তখন লভ্যাংশ ছিল গড়পড়তা ৯.২ ভাগ। তাই দেখা যায় যে, কারখানার লভ্যাংশের পরিমাণ বিলাতের লভ্যাংশের গড়পড়তা প্রায় ৫০ ভাগ বেশী। বিভীষ মহাযুদ্ধের সময়ে এই মুনাফার অংক আরও বেড়ে ওঠে। মুদ্রার বাজারে ভারতের নিরপত্তিতা কী বিপুল মুনাফাশিকার করেছেন নীচের বিবরণী থেকে তা জানা যাবে।

শুচক-সংখ্যা (Index number)

১৯৪৯—১০০

শিল্প	১৯৩৩ সালে গড় মুনাফা
পাট	১৯৩
কাপড়	১৪৪
চা	৪৯২
চিনি	২১৮
কয়লা	১৭৪
ইঞ্জিনিয়ারিং	২২৫
বিবিধ	৪০১
সবশিল্প	৩৪৭

মালিকের মুনাফা যে হারে বেড়েছে, মজুরের মজুরী কিন্তু তার তাড়াতাড়ি হারের ধারেকি—তবে মূল্যের সময়ে সামান্য কিছু মাগ্‌গী ভাতা দেয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে অধ্যাপক ডালটন ও রাইট তাঁদের Our Economic Problem নামক বই-এ লিখেছেন—"মাত্র কয়েক মুনাফাবৃদ্ধির ফলেই অনেক শিল্প আজকের উন্নতি লাভ করেছে। কিন্তু তবুও বিরাজ মজুরীর কথা—জীবনধারণযোগ্য মজুরীর কথা অথবা প্রগতিমূলক মজুর আইনের কথা তুললেই চারদিক থেকে সাম্যবাদিক গজগোল শুরু হয়। আর কিছু যে এর চাপ সইতে পারবে না সেই অজুহাতই যার তার সামনে তুলে ধরা হয়।"

মজুরের জীবনযাত্রার মান

তেমনি হিসেবে আন্তর্জাতীয় মজুরদের গড় আয়-ব্যয়ের যে হিসেব বেরিয়েছে তার দিকে একবার দৃষ্টি দিলেই ভারতীয় মজুরদের জীবনযাত্রার নিদারুণ শোচনীয়তা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। হিসেবটির মধ্যে যদি কোন মজুর পরিবারের মাসিক আয় গড়ে ৪০৲ টাকা আর তার পোষ্য সংখ্যা ৪ জন ধরা যায় তবে দেখা যায় যে, সেই পরিবারে কেবলমাত্র খাদ্যদ্রব্যে খরচই যায় তার গড়পড়তা ৫৪ ভাগ। অর্থাৎ তাদের মাসিক্ষিপ্ত আয়ের গড়ে ৫৮০ আনা। এ থেকেই বোঝা যায় যে, পারীরিক উন্নতিসাধনের কথা ছেড়ে দিলেও পরীরক্ষার উপযোগী খাদ্যদ্রব্য তাদের মজুরদের পায় না। বিভিন্ন মুনাফামূলক তালিকা থেকে দেখা যাবে তাদের মজুরদের গড়ে কেমন খাদ্য পায়।

	জাপান	কুটীর	মাদ্রাজ (ভারত)
'আমদ প্রোটীন (গ্রামের ওজনে)	১৫৩	৪৮	৪৭

ফোন : ক্যাল ৩০৫৪ | গ্রাম : "টাকাকড়ি"—ক্যালকাটা।

ফি

ক্যালকাটা মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ৭-এ, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

শা খা স মূ হ :—

হ্যারিসন রোড, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, হাওড়া, শিবপুর, আলকিরা, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, বেলঘরিয়া, মেদিনীপুর, শিলচর, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, কাঁথি, ডেমরা, কদমতলা, শালিমার।

আমাদের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে মাসিক ৫৲ হিসাবে জমা দিয়া ১২ বৎসর পরে ১০৬০।৵৩ পাওয়া যায়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—ইষ্ট, আর, মোস

	আসাম	বৃটেন	জাপান (আনুমানিক)
	প্রাণীদের অনুপাতে		
আমেরিকা	১৫'৩	৪৮	৮'৬
নদী "	৬৫'৩	৫১	৪৮'৩
মোট "	৮৮'৫	৫৯	৪৫'৩
আমেরিকা	৩৩'৫	১০৭	১'৩
নদী "	১৪'৬	১৪	৩৮'৫
মোট "	৫৭'৭	১২১	৫৭'৮
কার্বোহাইড্রেট	৫৩৭'৯	৪৯৫	৩৯৮'৫
অ্যালোমি শক্তি	২,৭৩৫	৩,২৪৩	২,৭৩৮

তাঁ: বাবাবরদল মুলাজিম হয়ে আসছে শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজন অনুসারে ২৮৭ অ্যালোমি শক্তি উৎপাদক খাদ্য। কিন্তু আসামের মজুরেরা পায় মোট ৫৩৭ অ্যালোমি শক্তি। মূলের মূল্য এর পরিমাণ আরও অনেক। তাই তিন কিংবা চারটে ছাগলের পারীরিক অবস্থাই, হবে পরের তাদা কীমায়। আসামের মজুর এর অবস্থা তখন সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়ার মজুরের শরীরের বিশেষ উন্নতি লাভ করেছে—বৈধ্য আসে থেকেছে দু'টিকি আর ওজন থেকেছে সাড়ে পাঁচ সের।

সামাজিক বীমা

বর্তমানে আসামে সামাজিক বীমার যে ব্যবস্থা আছে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। মজুরের অভিপূরণ (?), সংসারী তহবিল (Provident fund), প্রসূতিকল্যাণ ও অবৈতনিক অসুস্থতা সাহায্য ব্যবস্থা প্রভৃতিকে সামাজিক বীমা-ব্যবস্থা হিসেবে আসামে চালু রয়েছে। সম্প্রতি আসাম সরকার কটন সিল্ক ড্রাগ অব্যাপক বি. বি. আবাবরদার কাপুর, ইঞ্জি-নিয়ারিং, খনিজ ও ধাতু আবাবরদার মজুরদের যোগেপ সময়ে সাহায্যের জন্য এক প্রস্তাব করেছেন। এই প্রস্তাবে ঐ সব শিল্পের প্রায় ১২ লক্ষ মজুরকে যোগ-বীমার সুযোগ দেবার কথা বলা হয়েছে। তবে কার্যকরী অনুবিধার অজুহাতে ১০০ এর কম মজুর নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মজুরদের এই সুযোগ থেকে বাদ রাখা হয়েছে।

আসামে বেকারের সংখ্যা সঠিক জানা যায় না। মূলের বাজারে বেকারত্ব কিছুটা অনেছিলো সত্য, তবুসেও আবার মাঝতে সুরু করেছে এই বেকারত্ব। আর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া বেকার-সমস্যার পূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

[illegible] সিলেটের মজুর-শ্রেণীদেরই সামাজিক বীমা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। [illegible], সরকারের চা-শিল্প মোটামোল আছে যদি মজুরদের কোন অধিক আই, তবে তাদের তার হাত থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব সরকার। দ্বিতীয়ত, প্রতীয়মান [illegible] মজুর-আন্দোলন সংগঠিত, [illegible]। তাই শুধুমাত্র মোটের মালিকরা সামাজিক বীমার ব্যবস্থা করেছে তাদের [illegible] আসামে [illegible] একটি [illegible] পরিচয় বলেই পরিচালনার [illegible] পারে নি। তবে বিলাতে যখন বিলাতির [illegible] চালু করার ব্যবস্থা হলো তখন আসামের [illegible] ব্যবস্থার চাহিদা-বিলাসের আমল করা কী [illegible] আর অবাস্তব হবে, বিশেষ করে যখন আসামের আর্থনৈতিক সুবিধের কথা এখন সারাদেশে প্রচার করা হচ্ছে? সবচে বাধা আসে লাভিয়া। যে মোটে [illegible] বাগানগুলোর অনেই প্রয়োজনীয় সময়ে পরিচালনা হয়, সেখানে যে তাদের সামাজিক বীমার জন্য টাকা দেবে এমন আশা করা কঠিন। তবে অন্য কোন উপায়ে নির্ভরযোগ্য করা একেবারে অসম্ভব মনে হচ্ছে পারে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে এ অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে। এমন নিরানন্দ অবস্থায় কর্মচারীদের বীমার বিভিন্নতঃ বিভিন্নরূপ বলে মনে হয় না।

এখানে সোভিয়েট রাশিয়ার সামাজিক বীমা সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা খুব অসঙ্গত হবে না। রাশিয়ার সামাজিক বীমার জন্য মজুরকে প্রত্যক্ষ কোন টাকা দিতে হয় না। সামাজিক বীমার জন্য রাশিয়ার শিল্পগুলি সমস্ত মোট মজুরীর শতকরা ৮ ভাগ দান করে। ১৯৩৯ সালে ৭ কোটি ৭০ লক্ষ সোভিয়েট মজুর সামাজিক বীমার সুবিধে ভোগ-ছিলো, ১৯৪১ সালে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো ৩ কোটি ১৪ লক্ষ। রাশিয়ার সামাজিক বীমার বিভিন্নব্যবস্থা হচ্ছে মজুর-অধিকার। সামাজিক অক্ষমতায় (temporary incapacity) কাজে যে মজুরই সাহায্য পায়। সেই সময়ের পক্ষ মাইনের শতকরা ১০ থেকে ৬০ ভাগ পর্যন্ত সাহায্য দান করে হয়। সামাজিক বীমা কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থানুসারে প্রয়োজনের সময় স্বাস্থ্যনিবাস আর বিশ্রামকালের সুবিধা উপভোগের অধিকারও সোভিয়েট মজুরের আছে। ১৯৪৮ সালে এই সুবিধা দিয়েছিলো ৪ লক্ষ ১১ হাজার মজুর, ১৯৪০ সালে এই সংখ্যা ছেড়ে দাঁড়ায় ৬৯ লক্ষ। চিকিৎসের জন্য যে সব মজুর অক্ষমতা হয়ে পড়ে, তাদের অবসরভোগের জন্য যোগ্য ব্যবস্থাও অভাব নেই এই সোভিয়েট মুলুকে। এ অবস্থায় মজুর সাহায্য পায় সাধারণত আর মাইনের ৫/৬ ভাগ বা শতকরা ১০০ ভাগই। মাই মজুর মরলে পুত্র ও পরিবার বয়স বয়সে যোগে-মজুর একেবারেই বার্ধক্যভাতা পায়। তাদের বয়স অনুযায়ী মাইনের শতকরা ৫০ ভাগ থেকে

দি

চট্টগ্রাম ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুযায়ী সংগঠিত)

হেড অফিস ঃ

১৯নং গ্রান্ডফ্রাম্প প্যালিস লেন

ফোন ঃ-কলিঃ-১১৭১ বর্দ্ধমান, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন—৫০,০০,০০০৲ টাকা. ২৫৲ টাকার ২,০০,০০০ সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত।

শাখাসমূহ ঃ—চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, রাজসাহী, কলিমপুর, সিরাজগঞ্জ ও রংপুর।

বর্তমান জাতীয় সংগঠনের প্রয়োজনে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহের উদ্দেশ্যে ১৯২৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুযায়ী এই কোম্পানী রেজিষ্টারী করা হয়। কোম্পানীর কার্যভার দক্ষিণ পরিচালিত হইতেছে এবং নিম্নলিখিতভাবে অংশীদারদের লভ্যাংশ দিতেছে।

১৯২৮ সালে	শতকরা ৫৲ টাকা, আরকরমুক্ত	১৯৩৭ সালে	শতকরা ৬৲ টাকা, আরকরমুক্ত
১৯২৯ "	৬৲ আনা, "	১৯৩৮ "	৬৲ টাকা,
১৯৩০ "	৬৲ আনা, "	১৯৩৯ "	৬৲ টাকা,
১৯৩১ "	৭৲ টাকা, আরকরমুক্ত	১৯৪০ "	৬৲ টাকা,
১৯৩২ "	৬৲ আনা, আরকরমুক্ত	১৯৪১ "	৬৲ টাকা,
১৯৩৩ "	৬৲ আনা, "	১৯৪২ "	৬৲ টাকা,
১৯৩৪ "	৬৲ আনা, "	১৯৪৩ "	৬৲ টাকা,
১৯৩৫ "	৪৲ টাকা, "	১৯৪৪ "	৭৲ টাকা, "
১৯৩৬ "	৪৲ টাকা, "	১৯৪৫ "	৭৲ টাকা, "

এই হিসাবে এযাবৎ অংশীদারদলকে শতকরা ১০৫৲ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছে। মুরলাই এবং অন্যান্য প্রদেশেও প্রসার, কোম্পানীর উদ্দেশ্য। নারায়ণগঞ্জে একটী বিদ্যুৎ-শক্তি টার্বাইন পাওয়ার হাউস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুমোদনার্থ দাখিল করা হইয়াছে এবং চট্টগ্রামে মূলধনের নিজের উন্নতিসাধনের জন্য একটী বিরাট বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের পরিকল্পনাও তৈয়ারী করা হইতেছে।

ইহা শেয়ার বিক্রয়ের প্রস্পেক্টাস্ নহে।

কে. কে. সেন
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

১০০ ভাগ পরস্ত এই ভাতার পরিমাণ বাড়ান হয়। যার উপার্জনের ওপরে পরিবারের জীবিকা নির্ভরশীল, সে অকর্মণ্য হলে পরিবার যাতে অবিলম্বে থেকে সেই পরিমাণের নিশ্চয়, অকর্মণ্যতা ও মার্কিন ভাতা দেওয়া হয়।

ভারতের মজুরদের অভিযুক্তদের জন্য ১৯২০ সালে মজুর অভিযুক্তন আইন পাশ করতে হয়েছে। পরে, সেই আইনের ধারাগুলোতে কিছু উন্নতিসাধন করতে হয়েছে, তবুও এখন পর্যন্ত এই আইন খুব কার্যকরী হয়ে ওঠেনি—বিশেষ করে যেখানে ও যাদের জন্যে পরলে মজুরেরা এই আইনের কোন সাহায্য-সুবিধাই পায় না বলে সবাই অভিযোগ করে। অভিযুক্ত কারখানে পরলে সাহায্যের ব্যবস্থা আছেই। প্রত্যক্ষভাবে এই আইনের প্রয়োগক্ষেত্র এখন পর্যন্ত কেবলমাত্র 'ফ্যাক্টরী'তেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

সরকারী অবিসের কথা খুব বেশী বেশের কিছু সরকার আর মিউনিসিপালিটির পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠান ছাড়া এত বেশী বেতনের কোথাও দেখা যায় না। বেশ কোম্পানী আর টাটার মতো কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠান তাঁদের পরিশ্রমী টাকার বেশী মাইনের কর্মচারীদের জন্য সরকারী অবিসের ব্যবস্থাই করেছেন—এই সব অবিসে কর্মচারী আর কোম্পানী সমান হারে টাকা দেন।

বর্তমান ১৯২৯ সালের আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের পরেই পরিবর্তী ও প্রসূতি মেয়েমজুরদের স্বাস্থ্য ও সাহায্য সম্বন্ধে ভারত কিছুটা মনোযোগ করে পরে, তবু কিন্তু ১৯২৯ সালের আগে প্রসূতি-কল্যাণ সাহায্য সম্বন্ধে কোন আইন পাশ করানো যায় নি। প্রথম প্রসূতিকল্যাণ আইন পাশ হয় বোম্বাইয়ে, ১৯২৯ সালে। পরে বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ আইন পাশ করা হয়। এই সব আইনের ফলে কারখানে মেয়ে মজুরেরা প্রসবের পূর্বে ও পরে সব মিলিয়ে দুই পরে সাধারণত ৮ সপ্তাহ—পূর্বে ৪ সপ্তাহ, পরে ৪ সপ্তাহ। কোথাও কোথাও পরে ৭ সপ্তাহ আর পাওয়ার ৮০ দিন। এই সময়ে মেয়েদের ভাতা মজুরী পায় দিন ৷০ থেকে ৸০ আনা। তবে আমাদের চা-বাগানের মেয়ে-মজুরেরা এই সময়ে মজুরী পায় সপ্তাহে ১৲ টাকা—আসামের অন্যান্য বিভাগের মেয়ে-মজুরেরা ও অন্যান্য পরে প্রতি সপ্তাহে ৬৲ টাকা। একটিমাত্র কিছুদিন কোন কারখানায় কাজ করলে তবে গর্ভিণী মেয়ে-মজুর প্রসূতি-কল্যাণ সাহায্য পাবার অধিকার লাভ করে। এই মুদ্রিত-সাহায্য কারখানা কর্তৃপক্ষের এক দায়—কোথাও ৫ মাস, কোথাও ৭ মাস কাজের আসামে মাত্র ১৪০ দিন।

লোডিং

এক প্রসূতি প্রতি লাভে তিন শতাধিক আর শতাধিক করে দুটি শিশু পাবে, আর অন্তত মজুরী ভাতা পায় ৫৲। প্রসূতি মেয়ে-মজুরদের জন্য প্রসূতি-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে কারখানাগুলি ১৯২৯ সালের হাসিবায় ৯,৮০০টী 'বেড' ছিল, আর ১৯৩১ সালের লোহিতের-হালিক হাসিবায় তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার (মেলপত্রের 'বেড' বাদ দিয়ে)।

প্রসবের পরে প্রসূতি ভাকে এলে শিশুর পরিচর্যার যাতে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে আর অন্য কারখানে হাসিবায় মজুরদের শিশু পালনকেন্দ্র (নার্সারিজ) ও শিশুদের খেলবার বিদ্যালয় আছে, আর প্রতি অন্তর মেয়েই চলেদের আসার সংখ্যা।

মজুরের খাদ্যমান

কারখানের মজুর সাধারণের খাদ্যমানের অবস্থা নিতান্তই নৈরাশ্যজনক। কারখানের প্রধানতম নিয়ন্ত্রক বোম্বাই সরকার মজুরের খাদ্যমান সম্পর্কে ১৯২১ সালের আয়ব্যয়বাণীয় বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, এই অবস্থা যে কোন সভ্য দেশের কলঙ্কের বিষয়।

অধিকাংশ কারখানীয় শিল্প-ব্যবসায়ীই বড় বড় সহর বা তার উপকণ্ঠে অবস্থিত। কারখানা অঞ্চলে ও অধিক সংখ্যক বড় বড় সহরগুলোতে ভিড় বৃদ্ধির ফলে অসংখ্যে দাবী ……ভারতব্যাপী কারখানের আবহা নিবারণে যেসব অভাব নিরসন ব্যবস্থার অভ্যাবই সমস্যক সমাধানে চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ফলে দারুণ অভাবগ্রস্ত আসন্ন মজুর সহরের বুকে আসায় কিছু বায় আবাস পেয়ে।

কারখানা মজুরের অন্তকারণের আর চা-মজুরদের খাদ্যমানের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন রালিসব্রাদার্স। বোম্বাই আর আমেদাবাদে কতকগুলি কারখানের জন্য নিজেদের মজুরদের 'লাইনে' থাকার ব্যবস্থা করেছে। কলকাতা অঞ্চলের চটকলের মজুরদের থাকে মালিকের 'লাইনেই'। টাটা কোম্পানী তাদের মজুরদের জন্য বাড়ী তৈরী করেছে—৯ হাজার। ১৯৩৯ সালে বাঙ্গালোরে ২২৬টী কারখানা মজুরদের থাকবার বাড়ী নির্মেছিলো। বেল

নবভারত ট্রান্সপোর্ট
এণ্ড
নেভিগেশন লিঃ
হেড অফিস—৩০৯, বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভবিষ্যৎ-ভারতের সমৃদ্ধি ও কল্যাণে নিয়োজিত।
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট আবশ্যক।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন

বি, এম, বোস এণ্ড কোম্পানী
ম্যানেজিং এজেন্টস্

বর্ষ-পরিচয়
১৯৩৮-এর সূচনা বীমা
২৫ লক্ষের উপর
হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং
—লিমিটেড—
হেডঅফিস :
আলামোহন দাশ
৩৩নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

কোম্পানীগুলোর আদের অধিকাংশে মজুরদের থাকবার ব্যবস্থা করে। এই সব বাড়ীকে সাধারণে বলা হয় 'লাইন' বা 'চাল'। সাধারণী করে তৈরী করা হয় একসারী বৈঠকী।

এ আর খনি-মজুর থাকবার জন্যে পায় মিনি-ভাড়ায়। টাকা কর্তৃপক্ষ ভাড়া নিয়ে বাসের জায়গা দেয়। যেসব কোম্পানী বিনিভাড়ায় বাড়ী দেয় অথবা বাড়ীভাড়া বাবদ ভাতা দেয়। আর আর খনি, যাদের লাইন-এর ব্যবস্থা আছে তারা ভাতা নিয়ে থাকবার জায়গা জোগায়।

যেসব মজুরদের বাসস্থানগুলোতেই শুধু স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার (Sanitary arrangements) আয়োজন আছে। আর আর মজুরদের বাসস্থানগুলো সম্পূর্ণ বাসের অযোগ্য, এগুলোতে আলোবাতাসের 'প্রবেশ নিষেধ', জলের যথেষ্ট সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই, পায়খানার অভাব সর্বজনবিদিত। বাড়ীগুলো তৈরী করা হয় কোন রকম পরিচ্ছন্নতা ছাড়াই। কাজেকাজে মজুরদের অধিকাংশ বাসস্থানে অস্বাস্থ্যকর করা হয়েছে তার পক্ষতা ৬৮'টী বাড়ীতেই কোন রকম আলাদা নেই।

সব রকমের স্বাস্থ্যব্যবস্থা থেকেই এই লাইন-গুলো প্রায় বঞ্চিত। দুটী লাইনে রকমের একটী জলের কল, পায়খানার সংযোগ প্রভৃতির তুলনায় নিতান্তই কম। এই সম্পর্কে সেবক কমিশন মন্তব্য করেছেন, "পচা আবাস আর দুর্গন্ধযুক্ত নর্দমা বিভিন্নভাবে প্রমাণিত হয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রতি বাসিন্দের বিরাগ অবহেলা—আমার উপযুক্ত পায়খানাদির অভাবে সাধারণভাবে দূষিত হয়ে ওঠে আশপাশ বাতাস আর বাসস্থান।" লাইনের মন্তব্যগুলো (১) যেন সমস্তরে খোল, আরেই এক একটারেই বাস করতে হয় এক একটা খোটা পরিবারকে—স্থান বিশেষে এক ঘরে ২০ জন পর্যন্ত মজুরকে বাস করতেও দেখা যায়। তাদের কোনরকম বাধার হলে দেখা যায় এই ঘরে, অন্তরের মধ্যেই। আবার প্রকৃতির তাগেও এর ব্যতিক্রম নেই। মজুরদের বাসস্থান সম্পর্কে অধ্যাপক ওয়াসিয়া ও মার্শেল বলেছেন, "একগুলো যেন মহামারী আর রক্তের লীলা-নিকেতন।" এরকমে এগুলো দেখে থাকা প্রকৃতির ওপর নিদারুণ হাত অত্যাচারের মেরে যায়ে। পৃথিবীর আর কোন দেশে নিদারুণ হাত এতো বেশী নয়।

মজুরদাবাসের যারা যোগানের প্রধান দায়িত্ব সেবক কমিশন চালিয়েছেন সরকার আর লোহার কোর্ডগুলোর ঘাড়ে। কমিশনারের উদ্দেশ্যে লাভ এসবইজিশন আইনের সংযোগে, মজুরের বাসস্থানে আলোবাতাস, জল ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার নিয়মন আরোজনের বাধ্যতামূলক বিধান, সরকার তত্ত্বাবধান প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কঠোরভাবে আবাসবিধির সম্ভাবধান প্রভৃতির সুপারিশ যাঁরা করেছেন।

আমাদের মজুরদের থাকতে হয় আলোবাতাস-জল ছাড়া ঘরে, বিছানা পত্তর নেই। তাই তা দুর্গন্ধযুক্তির হয়ে "মোটামুটিভাবে অসভ্যের কাছাকাছি, যদি, যেন আর ১১-আনার মজুরের আদের অবস্থা যেমন শোচনীয়, তার বাসের অবস্থার তেমনই করুণ আর অবহেলিত। যে কোন ইয়োরোপীয় দেশের তুলনায়, বিশেষ আফ্রিকা ছাড়া ইংলিশেনকান্দের তুলনায় এই অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়; সম্প্রতি দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার বাড়ী-গুলোর থেকেও খারাপ।"

রীফের কমিটী

সম্প্রতি আদেশের মজুরদের অবস্থা সম্পর্কে রীফের কমিটীর তরফ বিস্তারিত প্রকাশ দেওয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে, মজুরদের অবস্থার মোটা-মুটি কোন উন্নতি হয় নি। মজুরদের নিজের অভাব-অভিযোগের দিকে দিলেও দুটী বিষয়ের এখন বাসিন্দের মালা নিতান্তই উল্লেখযোগ্য।

* * *

জল আগে এবিষয়ে যেসব নিয়মকানুন আছে তাতে চলেছে বাসিন্দের মুনাফার আঙ্ক। উৎপাদনের জীবন উপকরণ মজুরের দিকে এতো বেশার অবহেলা আই চলেছে আজ। সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে বস্তিতে বস্তিতে বিভিন্ন মিলেই দুর্গন্ধিত হচ্ছে তীব্র অভিযোগ, আক্রোশ আর বিক্ষোভ। দুর্ভাগ্যক্রমে উৎপাদনব্যবস্থার এই হলো চরম পরিণতি। এর প্রতিকারের পথ যেসব হলে তাতে মজুরদের মজুরকে ছেড়ে হবে সম্পর্ক আলো-সালের পথে। বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমেই যাঁকে হবে সমাজের এই অভিশাপমুক্তি।

এরিয়ান পেপার মিলস্ লিমিটেড

হেড অফিস :
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

ফোন : কাল ১৪৪৩-১৪৪৪ গ্রাম : "ARYOPLANTS"

ঃ ক্রমোন্নতি ঃ

- কোম্পানীর বিক্রীত মূলধন ইতিমধ্যেই ৩০,০০,০০০৲ (তিন লক্ষ টাকা) ছাড়াইয়া গিয়াছে।
- সম্প্রতি ঘুকাসাহার (ময়মনসিংহ) সুবিখ্যাত জমিদার বংশের কুমার মে, কে, আচার্য্য চৌধুরীকে ডিরেক্টর বোর্ডে লইয়া বোর্ড অধিকতর শক্তিশালী করা হইয়াছে।
- মজুদার (বি, এস, আর) সাবর ঘাসের চাষ হইতে প্রথম বৎসরেই সন্তোষজনক ফসল তথা ভাল লভ্যাংশের সম্ভাবনা আছে।
- আরও ১৯০০ শত বিঘা জমিতে সাবর ঘাসের চাষ শীঘ্রই আরম্ভ করা হইতেছে।
- যন্ত্রপাতির জন্য ৫০,০০০৲ টাকা বহু পূর্বেই অগ্রিম দেওয়া হইয়া গিয়াছে। শীঘ্রই যন্ত্রপাতি আসিয়া পৌঁছিবে আশা করা যায়।

প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বা সংঘের নিকট হইতে
শেয়ার বিক্রয়ের এজেন্সীর জন্য আবেদন
বিশেষ সুবিধাজনক সর্তে বিবেচনা করা হয়।

গুড় ও চিনি

শ্রীবসন্তলাল চট্টোপাধ্যায়

যব যুদ্ধের ও অন্যান্য উপায়ে দেশের আখ উৎপাদন অব্যাহত থাকে—চিনি, গুড় ও সিরাপ পাওয়া যাইতে পারে। আমরা গুড় বলিতে যাহা বুঝি, তাহা কেবলমাত্র আখরসেরই ঘনীভূত রূপ। আখরসের গুড় প্রধানতঃ আখ-রসের মতিয়া করা যায়। তরমুজি খেজুর ও তাল-রসের গুড় মাদ্রাজে এবং নারিকেল ও সাগু-রসের গুড় ত্রিবাঙ্কুর, মাদ্রাজ ও কোচিন দেশে প্রধানতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকার গুড় উৎপাদনের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

	খেজুর	তাল	নারিকেল	সাগু	আখ
		(হাজার টন)			
ত্রিবাঙ্কুর	—	—	৭০	৭২	—
মাদ্রাজ	—	—	৫৭	৬	৫৩৩
কোচিন	—	—	৩	১৩	—
বাকলা	৮৫	১৬	—	—	৩৩৫
ভারতবর্ষ	৮৫	৩৩	৩৭৫	৯৩	৪,৫১৮

আধুনিক চিনি মূলতঃ আমাদের নিজস্ব সম্পদ নয়। সুদূরকালে আমাদের দেশে যে চিনি বা শর্করা প্রস্তুত হইত, তাহা আধুনিক চিনি হইতে পৃথক। আমাদের নিজস্ব চিনি আমরা যে কাঁচা চিনি বা বালা চিনি (Khandsari sugar) পাই, ইহারই প্রায় অনুরূপ ছিল। চীন দেশ হইতে আখের চিনি হইতে আমাদের দেশে চিনি তৈয়ার প্রচলন হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রকার চিনি উৎপাদনের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২
	হাজার টন		
আখ হইতে	২১০	১,১১১	১,১০০
গুড় "	৭৮	৪৪	১০
বালা (Khandsari) চিনি	২৭৪	১০০	১০০
মোট	৯৪৩	১,৪৩৭	১,৪১০

বিশ্লেষণের সাহায্যে আমরা এখন সঠিক অনুমান আখরসের ভারতবর্ষে আধুনিক চিনির প্রচলন হইবার পূর্বে আখ হইতে কতটা চিনি প্রস্তুত হইতে পারে। চীন হইতে প্রস্তুত চিনি লম্বা ইক্ষুরোলে এবং মুলতানী ও আইজিয়ার গুড় পরিষ্কার হইয়া যাইত। বাকী, ভারতবর্ষ, ফিজিয়া, জাভা ইত্যাদি, মরিশাস, সিংহল প্রভৃতি দেশে আখ-রসের চিনি প্রস্তুত হয়। আইজিয়া, মুলতানী ও ইক্ষুরোল-দেশে দেশগুলিতে বীট ও আখ চিনি দুইই প্রস্তুত হইতে থাকে।

আখ ও বীট চিনি কি পরিমাণ পৃথিবীতে প্রস্তুত হয় নিম্নলিখিত হিসাব হইতে তাহা বুঝা যাইবে :—

চিনির উৎপাদন (হাজার টন হিসাবে)

	১৯৩৩-৩৪	১৯৪১-৪২	১৯৪৩-৪৪
বীট হইতে	৮,৬৩৪	৮,১৮৫	১০,১৮৬
আখ হইতে	৯,১৭৫	১৪,৯৩৪	১৪,৯১৮
মোট—১৮,৪০৭		২৩,১১৯	২৫,০১৪

ভারতবর্ষের অধিবাসীরা চিনি অপেক্ষা গুড় বেশী ব্যবহার করে। ইংরা নিম্ন বয়সের পক্ষে ৬০ পাউণ্ড চিনি এবং প্রায় ১৮ পাউণ্ড গুড় এই দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আখ চাষিগণের দেশ বলিয়া মুটিকলির হিসাবে গুড়ের প্রচলন বর্তমানের অধিকারে। চলতেছে অনেক সময়ে আখ আবাদী জমিয়া আখ বদলে গুড় প্রস্তুত করে এবং বিক্রয়ের ব্যবহার জমিয়া গুড় বাধিয়া টিন,ও আখ বাজারে বিক্রী করিয়া থাকে।

বিভিন্নদিক চিনি ও গুড় উৎপাদন হিসাব হইতে গুড়ের ব্যাপক প্রচলন বুঝিতে পারা যায় :—

চিনি ও গুড়ের উৎপাদন (হাজার টন)

	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২
আখ হইতে চিনি—			
বাকলা	৯০		৯৫
ভারতবর্ষ	১,৪৪৯		৭৭৮
আখ হইতে গুড়			
বাকলা	৩৩১	৩৮০	৩৬৫
ভারতবর্ষ	৫,৪৪১	৫,৪১৪	৫,৪১৮

উৎপাদনে আখ গুড়ের সহিত তাল, খেজুর প্রভৃতি গাছ গুড় মিলাইয়া ভারতের প্রতি বৎসরে গড়ে ২৯ লক্ষ ৩১ হাজার টন গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। চিনির উৎপাদন বৎসরে গড়ে ১১ লক্ষ ৪৪ হাজার টন বলা যাইতে পারে। সুতরাং, মোট চিনি উৎপাদন গুড় উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ মাত্র।

আমরা পূর্বেই সর্বত্রই চিনির ব্যবহার দেখিতে পাই। এইরূপ অবস্থায় আমরা কি ভাবে হইলে এই বুঝিতে যে, আমাদের গুড় চিনি অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রবৃত্ত হইতে হইলে চিনি ও গুড় সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। চিনির উৎপাদনে ৯৯% ভাগ সর্করাংশ (sucrose) এবং অবশিষ্ট জলীয়াংশ আছে। কাজেই ইহাতে শতকরা ১০০ ভাগ (carbohydrates) আছে, যাহা হইতে কেবলমাত্র তাপ উৎপন্ন করে। ১ গ্রাম কার্বো-হাইড্রেট সমান ৪·১ ক্যালোরি। দেহের তাপ ক্যালোরি হিসাবে মাপা হইয়া থাকে।

আখ গুড়ে মোট শর্করাংশে কতক পরিমাণে ফ্রাক্টোজ (fructose) আছে। অর্থাৎ গড়ে শতকরা ৮০ ভাগ sucrose এবং ১৯ ভাগ fructose পাওয়া যায়। জলীয়াংশ ছাড়া খাদ্যপ্রাণ (vitamins) এবং লৌহ ও চুন জাতীয় পদার্থ (mineral salts) অল্প পাওয়া যায়।

আমরা যাহাই খাই না কেন, আহা পরিপাক হয়ে যাইয়া যে পরিমাণ গ্লুকোজে পরিণত হয় তাহা পরে রক্তের জমা হইয়া থাকে এবং এইভাবে দেহের পেশীতে ও যকৃতে প্রয়োজনমত সঞ্চিত হয়। গুড় খাইলে ইহার যে অংশ ফ্রাক্টোজ আছে, তাহা পরিপাকের অপেক্ষা না করিয়া রক্তের সরাসরি জমা হয়, কারণ গ্লুকোজ ও ফ্রাক্টোজ একই পর্যায়ভুক্ত। কাজেই গুড় চিনি অপেক্ষা দ্রুত-শক্তিদায়ক। এই ফ্রাক্টোজ থাকিবার জন্য ইহা তৃপ্তিকর এবং সুস্বাদু। আর চুন ও লৌহ দেহ গঠন ও রক্ত সাধারণ সহায়তা করে। এবং এই সকল পদার্থ রক্তহীনতা (anaemia) ও কামলা (jaundice) রোগে বিশেষ উপকারী। কাজেই দেখা যায় যে, গুড় চিনি অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

আমরা সাধারণতঃ গুড়, চিনি ও মিছরী এই তিন প্রকার পদার্থ খাদ্যরূপে ব্যবহার করি। চিনি ও মিছরীর যে একই উপাদান তাহা আমি গত ১৩ সালের 'আশ্বিন সংখ্যায়' একটী প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আর গুড় চিনি হইতে উৎকৃষ্টতর যায়। এইরূপ অবস্থায় যাঁহারা চিনি ব্যবহার করেন তাঁহারা গুড় হইতে প্রস্তুত চিনি অথবা Kandsari Sugar ব্যবহার করিতে পারেন। কারণ ইহা চিনি লাভা চিনি হইতেও বহু উপাদান হিসাবে উন্নত। গুড় হইতে প্রস্তুত মিছরী চিনি-মিছরী হইতেও ভাল। মিছরীর উপাদান আধুনিক যুগে কেবলমাত্র গুড়-মিছরীতেই পাওয়া সম্ভব। কাজেই গুড়, গুড়-চিনি বা ইহা ও গুড়-মিছরী সকলভাবেই চিনি ও চিনি-মিছরী হইতে অধিক উপকারী বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

এখন চিনির পরিবর্তে গুড় ব্যবহার প্রচলন করিতে হইলে চিনির সাধারণ ব্যবহার দেখিতে হইবে। চিনি সাধারণতঃ চা, মিষ্টী, সরবৎ, সিরাপ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কফি ও মৃষ্টীদ্রব্য এবং মিষ্টী প্রস্তুতের জন্যে গুড় সকল সময়েই ব্যবহার করা যায়। লেবু ও আদা রস সহ গুড় ব্যবহার করিলে গুড় বা লালা চিনির গন্ধ বোটেই থাকে না। কাজেই ইহা সরবতেও ব্যবহার হইতে পারে। টাটকা আখের রস সহ গুড় ব্যবহারে শিশু হজম করে। সিরাপ প্রস্তুত করিবার জন্য চিনির পরিবর্তে গুড়-চিনির (অল্পভাবে প্রস্তুত করিতে পারিলে) ব্যবহারে কোন অংশেই নিম্নশ্রেণী নয়। এবং এইরূপ চিনির ব্যবহার বর্তমানে চলিতেছে এবং ইহার সুফলও পাওয়া গিয়াছে। কেক, টফি প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য গুড় সকল সময় ব্যবহার করা যায়। গুড় বা লালা আখের রস সহ চায়ে ব্যবহার করিলে চা পানের উদ্দেশ্য ঠিক থাকিয়া শরীরের উপকারে তাহা ব্যবহার করা যায়। আহত, শিশুদের জন্য যেই মূল্যে চিনি, সেই মূল্যে প্রস্তুত চিনিয়া থাকি। অবশ্য ভাল গুড় খাওয়াইলে চুনি হইলে এইরূপ মূল্য ধারণা চিরদিন পোষণ করিয়া আসিতেছি। এই ধারণা ভ্রমাত্মক। যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, চিনি হইতে গুড় উৎকৃষ্টতর খাদ্য। সে কারণে চিনির পরিবর্তে গুড়ের ব্যবহার দেশে অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

শিল্প ও বাণিজ্যে স্বাধীন ব্যবসায় জাতের দেশে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যখন যেই পথে অগ্রসর হচ্ছে বাংলা তখন তাহাদেরই একমাত্র লক্ষ্য জানে সেই দিকে ঝুঁকে পড়েছিলো। আজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আবশ্যকীয়তার অবসানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলার সামাজিক জীবন জানে, পর্যুদস্ত তার অর্থনৈতিক জীবন। এই চরম অবস্থাটির কবল থেকে আজে মুক্ত করতে হলে চাই শিল্প-বাণিজ্যের চরম উন্নতি।... বিশ্ব সংগ্রামে চাই চরিত্রার্থের উন্নতি,

খাদ্য-সমস্যার সমাধান।

পলাশীতে পোর্সেলী ও কিলাসীর কার্যা পুরোদমে চলিতেছে।

শীঘ্রই ভাল লক্ষ্যাংশে ঘোষণা করা যাইবে আশা করা যাইতেছে।

অবশিষ্ট ১০৲ টাকা মূল্যের শেয়ার সমমূল্যে বিক্রয়ের জন্য সত্বর ও প্রতিপত্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক।

মাণেজিং এজেন্ট :

ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

৩৩, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।

১৪২নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।—আশ্বিন সংখ্যা হইতে শ্রীবসন্তলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

	জাপান	ফ্রান্স	বাংলাদেশ (আনুমানিক)
	গ্রামের জনসংখ্যার		
আমের শ্রেণীর	১৫.৪	৪৩	৯.৮
সহরী "	৭৪.৬	৪১	৪০.৩
মোট "	৮৮.৫	৪৭	৪৯.৯
আমের ঘরি	৩৮.৫	১২৭	১.৩
সহরী "	১৩.৯	১৪	৩৬.৫
মোট "	৪৭.৭	১৪১	৩১.৮
আমেরিকাইটেড	৫০৭.৬	৪৯.৫	৩১৮.৫
আমেরিকি শক্তি	৭,৭৩৯	৩,৪৪৩	১,৭৩৬

ডাঃ রায়চৌধুরী যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে ভারতের পরীক্ষা করার জন্য প্রয়োজন অনুসারে ২৮৭ ক্যালোরি শক্তি উৎপাদক খাদ্য। কিন্তু ভারতের মজুরেরা পায় মাত্র মোট ২৩৭ ক্যালোরি শক্তি। মূল্যের দুর্মূল্য এবং পরিমাণ আরও কমিয়াছে। তাই কি দিয়াই পেটের জ্বালার পার্থীবিক অবস্থাটি হয়ে পড়ছে তাহা ভাবা যায়। ভারতের যখন এমন অবস্থা তখন সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়ার মজুরেরা পরীক্ষার বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে—তাহা আমরা দেখিয়াছি দু'টি আর তখন থেকেছে মাত্র পাঁচ বের।

সামাজিক বীমা

বর্তমানে ভারতে সামাজিক বীমার যে ব্যবস্থা চলে আছে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। মজুরের অভিপুরক (১), সংসারী তহবিল (Provident fund), গ্রেচুইটিপ্রদান ও অবৈতনিক অসুবিধা সাহায্য ব্যবস্থা বর্তমানে সামাজিক বীমা-ব্যবস্থা হিসেবে ভারতে চালু রয়েছে। সম্প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে অধ্যাপক বি. পি. আদারকার পাপুর, ইঞ্জি-নিয়ারিং, খনিজ ও কারু কারখানার মজুরদের রোগের সময়ে সাহায্যের জন্য এক প্রস্তাব করেছেন। এই প্রস্তাবে ঐ সব বিভাগে প্রায় ১২ লক্ষ মজুরকে রোগ-বীমার সুযোগ দেবার কথা বলা হয়েছে। তবে কার্যকরী অনুষ্ঠিবার অনুহাতে ৫০০ এর কম মজুর নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মজুরদের এই সুযোগ থেকে বাদ রাখা হয়েছে।

ভারতে বেকারের সুষ্ঠু সংখ্যা জানা যায় না। যুদ্ধের বাজারে বেকারত্ব কিছুটা অবশ্যই কমিয়াছে, যুদ্ধশেষে আবার বাড়তে সুরু করেছে এই বেকারত্ব। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দ্বারা বেকার-সমস্যার পূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

[illegible] বিরোধ দেশের মজুর-শ্রেণিতেই সামাজিক বীমা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। [illegible] প্রদেশের ১৫টির মেটামোট আয়ে যদি [illegible] অধিক হয়, তবে তাকে তার দ্বারা দেশের [illegible] দায়িত্ব প্রদেশের। [illegible] প্রতিষ্ঠান [illegible] প্রদেশ সরকার, [illegible] পাশ্চাত্য দেশের মালিকরা [illegible] সামাজিক বীমার [illegible] ভারতে [illegible] একটি [illegible] সুযোগ [illegible] করে [illegible] বিভিন্নে যখন বিভিন্ন [illegible] ব্যবস্থা [illegible] ভারতের [illegible] উন্নতি-বিধানের [illegible] করা যে [illegible] অসম্ভব হবে, বিশেষ করে [illegible] পুনর্গঠনের [illegible] একটি [illegible] প্রদেশে [illegible] পাশে দাঁড়া [illegible] যে দেশে [illegible] রাজনৈতিক [illegible] সেখানে যে ভারা

সামাজিক বীমার জন্য টাকা দেবে এমন আশা করা যায়। তবে অন্য কোন উপায় নির্ধারণ করা একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে এ অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে। এমন নিরানন্দ অবস্থায় কর্তৃপক্ষের নীরব নিষ্ক্রিয়তা বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

এখানে সোভিয়েট রাশিয়ার সামাজিক বীমা সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা খুব অসঙ্গত হবে না। রাশিয়ার সামাজিক বীমার জন্য মজুরদের প্রত্যেককে কোন টাকা দিতে হয় না। সামাজিক বীমার জন্য রাশিয়ার শিল্পগুলি পড়ে মোট মজুরীর শতকরা ৮ ভাগ মাত্র করে। ১৯৩৪ সালে ২ কোটী ৩০ লক্ষ সোভিয়েট মজুর সামাজিক বীমার সুবিধে ভোগ-ছিলো, ১৯৩১ সালে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ কোটী ১৫ লক্ষ। রাশিয়ার সামাজিক বীমার বিভিন্নব্যবস্থা হচ্ছে মজুর-প্রতিষ্ঠান। সামাজিক অক্ষমতার (temporary incapacity) জন্য সব মজুরই সাহায্য পায়। সেই সময়ের জন্য মাইনের শতকরা ৫০ থেকে ৮০ ভাগ পর্যন্ত সাহায্য দাবার দেয়া হয়। সামাজিক বীমা কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনের সময়ে স্বাস্থ্যনিবাস আর বিশ্রামগৃহের সুবিধা উপভোগের অধিকারও সোভিয়েট মজুরের আছে। ১৯৩৮ সালে এই সুবিধা দিয়েছিলো ৫ লক্ষ ১১ হাজার মজুর, ১৯৪০ সালে এই সংখ্যা থেকে দাঁড়ায় ৩০ লক্ষ। চিকিৎসকের জন্য যে সব মজুর অপেক্ষা করে পড়ে, তাদের অবস্থাপোষণের জন্য খোলা ব্যবস্থারও অভাব নেই এই সোভিয়েট মুলুকে। এ অবস্থায় মজুর সাহায্য পায় সাধারণত তার মাইনের ৪/৩ ভাগ বা শতকরা ১০০ ভাগই। মাই মজুর বয়সে পুরুষ ও পঞ্চান্ন মজুর বয়সে মেয়ে-মজুর প্রত্যেকেই অবসরভাতা পায়। তাদের বয়স অনুযায়ী মাইনের শতকরা ৫০ ভাগ থেকে

দি

চট্টগ্রাম ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুযায়ী সঙ্ঘবদ্ধ)

হেড অফিস ঃ

৯নং কাফোরাম পালিত লেন

ফোন :-কলিঃ-১১৭১　　বর্ধমান, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন—৫০,০০,০০৲ টাকা, ২৫৲ টাকার ২,০০,০০০ সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত।

শাখাসমূহ :—চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর, সিরাজগঞ্জ ও রংপুর।

যতদিন ভারতীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহের উদ্দেশ্যে ১৯৩৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুযায়ী এই কোম্পানী রেজিষ্টারী করা হয়। কোম্পানী যোথারার সহিত পরিচালিত হইতেছে এবং নিয়মিতভাবে অংশীদারদের লভ্যাংশ দিতেছে।

১৯২৮ সালের	৫/০ টাকা, আয়করমুক্ত	১৯৩৭ সালের	৬৲ টাকা, আয়করমুক্ত
১৯২৯ "	১।০ আনা, "	১৯৩৮ "	৬৲ টাকা, "
১৯৩০ "	৬।০ আনা, "	১৯৩৯ "	৬৲ টাকা,
১৯৩১ "	৭।০ টাকা, আয়করমুক্ত	১৯৪০ "	৬৲ টাকা, "
১৯৩২ "	৬।০ আনা, আয়করমুক্ত	১৯৪১ "	৬৲ টাকা, "
১৯৩৩ "	৬।০ আনা, "	১৯৪২ "	৬৲ টাকা, "
১৯৩৪ "	৬।০ আনা, "	১৯৪৩	৬৲ টাকা, "
১৯৩৫ "	৬।০ আনা, "	১৯৪৪	৭৲ টাকা, "
১৯৩৬ "	৪৲ টাকা, "	১৯৪৫ "	৭৲ টাকা, "
১৯৩৭ "	৪৲ টাকা, "		

এই হিসাবে এযাবৎ অংশীদারগণকে শতকরা ১০৫৲ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছে। রাজসাহী এবং অন্যান্য প্রদেশেও প্রসার, কোম্পানীর উদ্দেশ্য। নারায়ণগঞ্জে একটী বিদ্যুৎ-শক্তি চালিত পাওয়ার হাউস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গভর্নমেণ্টের নিকট অনুমোদনার্থ দাখিল করা হইয়াছে এবং চট্টগ্রামে মূলধনের বিনিয়োগের জন্য একটী বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের পরিকল্পনাও তৈয়ারী করা হইতেছে।

ইহা শেয়ার বিক্রয়ের প্রস্পেক্টাস্ নহে।

কে. কে. সেন
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

গুড় ও চিনি

ঈশ্বরলাল ভট্টাচার্য্য

যে দ্রব্য ও মসলা উপাদানে খেজুর রস উৎপাদন অবলম্বনীয় তাহা—চিনি, গুড় ও মিছরি বলা যাইতে পারে। আমরা গুড় বলিতে যাহা বুঝি, তাহা কেবলমাত্র আসামেরই ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে গুড় প্রধানতঃ আখ-রসের তৈয়ার হয়। তাহাড়ি খেজুর ও তাল-রসের গুড় বাঙ্গলায় এবং নারিকেল ও সাগু-রসের গুড় মিদ্রাজ, মাদ্রাজ ও কোচিন দেশে প্রধানতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকার গুড় উৎপাদনের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

	খেজুর	তাল	নারিকেল	সাগু	আখ
	(হাজার টন)				
মিদ্রাজ	—	—	·০৯	·০৫	—
বাঙ্গলা	—	—	৫·৭	৬	৫৩০
কোচিন	—	—	·৩	১·৪	—
বাঙ্গলা	৯৪	১৮	—	—	৩৪৪
ভারতবর্ষ	৮৭·৪	৮১	৩·১৪	৮·৫৫	৪,৪১৮

আধুনিক চিনি মূলতঃ আমাদের নিজস্ব সম্পদ নয়। পুরাকালে আমাদের দেশে যে চিনি বা শক্করা প্রস্তুত হইত, তাহা আধুনিক চিনি হইতে পৃথক। আমাদের নিজস্ব চিনি আমরা যে কালীর চিনি বা দলো চিনি (Khandsari sugar) পাই ইহাই প্রায় সহস্রাধিক বছর। চীন দেশ হইতে আগত চিনি হইতে আমাদের দেশে চিনি কথার প্রচলন হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রকার চিনি উৎপাদনের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৭	১৯৪৪-৪৫
	হাজার টন		
আখ হইতে	২১০	১,১১১	১,১৮৫
গুড় "	৭৮	৫৩	৯০
দলো (Khandsari)	৯৭৪	১৮৫	১৮৫
মোট	৬৯৩	২,৩৩৯	১,৪১৩

বিদেশীয়ের সংস্পর্শে আসার এবং সভ্য জগতের আবহাওয়ার ভারতবর্ষে আধুনিক চিনির প্রচলন হইয়াছে বলা যাইতে পারে। বীট হইতে প্রস্তুত চিনি সহজ উপায়ে এবং সুলভ্যে ও অট্টেলিয়ার তুলনায় পরিমাণে হইয়া থাকে। বাঙ্গা, ভারতবর্ষ, ফিজিয়া, অষ্ট্রো হাঙ্গেরি, বেলজিয়াম, মিশর প্রভৃতি দেশে আখ-রসের চিনি প্রস্তুত হয়। অষ্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ-এশিয়ার দেশগুলিতে বীট ও আখি চিনি দুইই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আখ ও বীট চিনি কি পরিমাণ পৃথিবীতে প্রস্তুত হয় নিম্নলিখিত হিসাব হইতে আমা যুক্তা যাইবে :—

চিনি উৎপাদন (হাজার টন হিসাবে)

	১৯১০-১৪	১৯৪৪-৪৫	১৯৪৫-৪৬
বীট হইতে	৮,৮০০	৮,১৮০	৮০,১৮০
আখ হইতে	৯,৮০০	১৪,৮০০	১৫,১৪০
মোট—১৮,৮০০		১৩,১৪০	২৭,০১০

ভারতবর্ষের অধিবাসীরা চিনি অপেক্ষা গুড় বেশী ব্যবহার করে। তাহা শিশু বয়সের পক্ষে ৮·৩ পাউণ্ড চিনি এবং প্রায় ১৮ পাউণ্ড গুড় এই হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আখ চাষিরাজের হিসাবে বলিয়া মুটিবিদির হিসাবে গুড়ের প্রচলন বর্তমানের অধিকাংশ। মুসলমান অধিকার সময়ে আখ যাহাই করিয়া তখ বড়ের গুড় প্রস্তুত করে এবং বিদেশের আমদানি করিবার জন্য বাধিয়া উৎপন্ন আখ বাজারে বিক্রী করিয়া থাকে।

বিভিন্নবিধ চিনি ও গুড় উৎপাদন হিসাব হইতে তাহার প্রচলন প্রচলন বুঝিতে পারা যায় :—

চিনি ও গুড়ের উৎপাদন (হাজার টন)

	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২
আখ হইতে চিনি—			
বাঙ্গলা	৪০		৫৪
ভারতবর্ষ	১,৪৪৯		৭৭৮
আখ হইতে গুড়			
বাঙ্গলা	৩৪১	৩৮০	৩৬৪
ভারতবর্ষ	৪,৪৪১	৩,৪১৩	৪,৪১৮

উপরোক্ত আখ হইতে দেখিতে পাই, খেজুর প্রভৃতি রস হইতে বিলাতীয় ভারতে প্রতি বৎসরে গড়ে ৭৯ লক্ষ ৫৫ হাজার টন গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। চিনির উৎপাদন বৎসরে গড়ে ১১ লক্ষ ৪৪ হাজার টন বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ, মোট চিনি উৎপাদন গুড় উৎপাদনের শতকরা ৪০·৭ ভাগ যায়।

আমরা পৃথিবীর সর্বত্রই চিনির ব্যবহার দেখিতে পাই। এইরূপ অবস্থায় আমরা কি তাহা হইলে এই বুঝিব যে, আমাদের গুড় চিনি অপেক্ষা নিম্নে ? এইরূপ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে চিনি ও গুড় সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। চিনির উপাদানে ৯৯·৬ ভাগ শর্করাজাত (sucrose) এবং অবশিষ্ট জলীয়াংশ আছে। সেইজন্য ইহাতে শতকরা ১০০ ভাগ (carbo-hydrates) আছে, যাহা দেহে কেবলমাত্র তাপ উৎপন্ন করে। ১ গ্রাম কার্বো-হাইড্রেট স্থলে ৪·১ ক্যালোরি। দেহের তাপ ক্যালোরি হিসাবে গণনা হইয়া থাকে।

আখ রসে মোট শর্করাংশের শতকরা পরিমাণে গ্লুকোজ (fructose) আছে। অর্থাৎ রসে শতকরা ৩০ ভাগ sucrose এবং ১১ ভাগ fructose পাওয়া যায়। জলীয়াংশ দ্বারা ভাইটামিন (vitamins) এবং লৌহ ও চুন জাতীয় পদার্থ (mineral salts) রসে পাওয়া যায়।

আমরা যাহাই খাই না কেন, তাহা পরিপাক হয়ে যাইয়া যে পরিমাণ গ্লুকোজে পরিণত হয় তাহা পরে রক্তের সঙ্গে মিশিয়া থাকে এবং এইভাবে দেহের পেশীতে ও রক্তে প্রয়োজনমত চালিত হয়। শুধু তাহাই নয় যে অংশ গ্লাইকোজ আছে, তাহা পরিপাকের অপেক্ষা না করিয়া রক্তের সহজেই মিশা হয়, কারণ গ্লুকোজ ও গ্লাইকোজ একই পর্যায়ভুক্ত। সেইজন্য গুড় চিনি অপেক্ষা সহজ-পাচ্য। এই প্রকারের খাদ্যের জন্য ইহা ভবিষ্যতে এবং ব্যবহৃত। আর দুধ ও লৌহ দেহ পুষ্টি ও রক্ত বাড়াবার সহায়তা করে, এবং এই সকল পদার্থ রক্তহীনতা (anaemia) ও কামলার (Jaundice) রোগে বিশেষ উপকারী। সেজন্যই দেখা যায় যে, গুড় চিনি অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ।

আমরা সাধারণতঃ গুড়, চিনি ও মিছরী এই তিন প্রকার শর্করাজাতীয় খাদ্য ব্যবহার করি। চিনি ও মিছরীর যে একই উপাদান তাহা আমি গত ১৯৩ মার্চের 'আর্থিক জগতে' একটী প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আর গুড় চিনি হইতে উৎকৃষ্টতর যায়। এইজন্য আমরা যাহারা চিনি ব্যবহার করেন তাঁহারা গুড় হইতে প্রস্তুত চিনি অথবা Kandsari Sugar ব্যবহার করিতে পারেন। কারণ দলো চিনি সাদা চিনি হইতেও বহু উপাদান হিসাবে উত্তম। গুড় হইতে প্রস্তুত মিছরী চিনি-মিছরী হইতে শ্রেষ্ঠ। মিছরীর অপেক্ষা আধুনিক চুনে কেবলমাত্র গুড়-মিছরিতেই পাওয়া সম্ভব। সেজন্যই গুড়, গুড়-চিনি বা দলো ও গুড়-মিছরী সর্বতোভাবে চিনি ও চিনি-মিছরী হইতে অধিক উপকারী বলিয়া বলা যাইতে পারে।

এখন চিনির পরিবর্তে গুড় ব্যবহার প্রচলন করিতে হইলে চিনির সাধারণ ব্যবহার দেখিতে হইবে। চিনি সাধারণতঃ চা, মিষ্টি, সরবৎ, সিরাপ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। মিষ্টি ও মুড়ীদের এবং মিষ্টি প্রভৃতির জন্য গুড় সকল সময়েই ব্যবহার করা যায়। সেজন্য আমরা চা সহ গুড় ব্যবহার করিলে গুড় যা দলো চিনির সঙ্গ মোটেই যায় না। সেজন্যই ইহা সরবতের ব্যবহার হইতে পারে। টাটকা আদার রস সহ গুড় ব্যবহারে শিশু হজম করে। সিরাপ প্রস্তুত করিবার জন্য চিনির পরিবর্তে গুড়-চিনির (আলাদাভাবে প্রস্তুত করিতে পারিলে) ব্যবহার কোন অংশেই নিম্নে নয়। এবং এইরূপ চিনির ব্যবহার বর্তমানে প্রচলিতেছে এবং ইহার যুক্তিসঙ্গত সাফল্য দিয়াছে। কেক, টফি প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার গুড় গুড় সকল সময় ব্যবহার করা যায়। গুড় যা দলো আঁখার রস সহ চায়ে ব্যবহার করিলে চা পানের উপকার টিক তাহিয়া পরীক্ষার উপকারে তাহা ব্যবহার করা যায়। আমরা নিজেদের গুড় দেশী মূলো চিনি, সরবৎ প্রভৃতি কিনিয়া থাকি। অবশ্য ভাল গুড় ব্যবহারে কুচি হইবে এইরূপ কথা বলিয়া চিনিকে পোষ্টে করিয়া আসিতেছি। এই ধারণা ভ্রমাত্মক। যে কিন্তু কিনাই দেখি না কেন, চিনি হইতে গুড় উৎপাদন যায়। সেজন্যে, চিনির পরিবর্তে গুড়ের ব্যবহার দেশে অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

শিল্প ও বাণিজ্যে স্বাধীন ব্যবসায় আমাদের দেশে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর সেই পথে অগ্রসর হয়ে বাংলা তথা ভারতীয়দেরই এগিয়ে চলতে জানে সেই দিকে দৃষ্টি রেখেছিলো। আজ বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যের অবদানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলার সামাজিক জীবন ধনে, পুত্রে এবং অর্থনৈতিক জীবন। এই চলার অগ্রগতির কথা মনে রেখে আমরা ঠিক করেছি এবার শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে

প্রাণ-সমস্যার সমাধান।

পলাশীতে লোহা ও কিমারীর কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে।

খনিজ ভাল লক্ষ্যাংশ যোগনা করা যাইতেছে আশা করা যাইতেছে।

অবশিষ্ট ১০৫ টাকা মূল্যের শেয়ার সমস্যা-মিটানের জন্য সত্বর প্রতিশ্রুতিদানী এজেন্সী আবশ্যক।

ম্যানেজিং এজেন্টস :

স্যালকাইজ ব্রাদার্স লিমিটেড

৩৮, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।

১৪২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে ঈশ্বরলাল ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৯৪৬ সালের ২৯শে মার্চ তারিখে ব্যাঙ্কের অবস্থা

আদায়ীকৃত মূলধন	৭০,৪০,২৮৪৲ টাকা
মজুত তহবিল	১৫,৬৫,০০০৲
আমানত	১০,৫৩,১২,৯৩৫৲
নগদ ও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত -	১,৩৫,৬৬,৫৬০৲
সিকিউরিটিসমূহের বাজার দর	৬,৯২,১৯,৪০০৲

আমানতের প্রায় শতকরা ৭৯ ভাগ নগদে ও অনায়াসে রোক্ টাকায় পরিণত করার মত সম্পত্তিতে ন্যস্ত। সিকিউরিটিসমূহের বর্ত্তমান বাজার মূল্য খাতার মূল্যের চেয়ে ৩৯,৮০,০০০৲ টাকা বেশী।

শাখা সমূহ

কলিকাতা :
ব্যারিসন রোড
শ্যামবাজার
জোড়াসাঁকো
বড়বাজার
হাতিবাগান
বৌবাজার
আলীপুর
হাওড়া
শালকিয়া

পশ্চিম ভারত
বোম্বাই

বাংলা :
রংপুর
পাবনা
বগুড়া
ঢাকা
নারায়ণগঞ্জ
ময়মনসিংহ
কুষ্টিয়া
নবদ্বীপ
বহরমপুর
বাঁকুড়া

বিহার :
পাটনা
মজঃ
ভাগলপুর
রাঁচি
আসানসোল (রাঁচি)
ধানবাদ
সিউড়ি
পুরুলিয়া

যুক্তপ্রদেশ
বেনারস

বিদেশস্থ এজেণ্টস্ :
লণ্ডন মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক— ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক
অষ্ট্রেলিয়া ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস।

নয়া দিল্লী, জলপাইগুড়ি এবং কাণপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— মিঃ কে, সি, দাস।

জীবন বীমাপত্র

বর্ত্তমান আর্থিক বিপর্য্যয়ের দিনে ভবিষ্যতের জন্য সাধ্যমত সঞ্চয় করা সকলেরই কর্ত্তব্য। একটি জীবন বীমাপত্র দ্বারা এই সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক আর তেমনই লাভজনক। 'ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স'কে আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে দিয়া আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন।

মিঃ কে সি দাস, বি-এ-বি-এল। ইষ্ট, এস, এ, আর-এ, মোহমান।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লিলির

কয়েকটি সুস্বাদু বিস্কুট

থিন এরারুট

খাস্তাই করা এরারুট হইতে তৈরী লিলির থিন এরারুট বিস্কুট স্বাদে গন্ধে নিখুঁত উপাদেয়

ক্রীম ক্র্যাকার

চায়ের টেবিলে মোলায়েম খাবার না হইলে যাদের চা ওঠে না তাদের পক্ষে লিলি ক্রীম ক্র্যাকার বিস্কুট অপরিহার্য।

মল্টো

লিলির মল্টো বিস্কুট শিশু ও রোগীর পক্ষে বেশ উপকারী। এতে শরীরে বল ও মিষ্টি আসে আর খুব সহজেই হজম হয়।

স্বাদে ও গুণে অতুলনীয়

লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি

প্রস্তুত কারক:- লিলি বিস্কুট কোম্পানী · কলিকাতা · বোম্বাই